ইন্টারন্যাশনাল বেস্টসেলার

সিডনি শেলডন

রূপান্তর ● অনীশ দাস অপু

আ স্ট্রেঞ্জার ইন দ্য মিরর



ইন্টারন্যাশনাল বেস্টসেলার

আ স্ট্রেঞ্জার ইন দ্য মিরর

মূল : সিডনি শেলডন
রূপান্তর : অনীশ দাস অপু

অনিন্দ্য প্রকাশ

প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন ১৪১৮ বইমেলা ২০১২

প্রকাশক
আফজাল হোসেন
অনিন্দ্য প্রকাশ
৩০/১ক, হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১৭ ২৯ ৬৬, ০১৭১১ ৬৬৪৯৭০

বিক্রয় কেন্দ্র
৩৮/৪, মান্নান মার্কেট (৩য় তলা),
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১২ ৪৪০৩, মোবাইল : ০১১৯৫ ৩৯৮০৩৯

বর্ণবিন্যাস
কলি কম্পিউটার
৪৫, বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৭১২ ৭৬৬৬৫৩

প্রচ্ছদ : উত্তম সেন

বানান সমন্বয়
ডা. সুনীল দাস (হোমিও)
মোবাইল : ০১৭৩১১৬৯২৯৬

মুদ্রণে
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৩০/১ক, হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১৭ ২৯ ৬৬, ০১৭১১ ৬৬৪৯৭০

মূল্য : ৩২০.০০ টাকা

AHA STANGER IN THE MIRROR
by Sidney Sheldon Translated by Anish Das Apu
Published by Afzal Hossan, Anindya Prokash
30/1Ka Hemendra Das Road, Dhaka-1100
Phone : 717 29 66, 01711 664970
e-mail : anindyaprokash@yahoo.com

First Published February 2012

Price : Taka 320.00
US $ 20

উৎসর্গ

সিডনি শেলডনের মহাভক্ত
মালিবাগের মুহম্মদ শাহীন আকতারকে–

ভূমিকা

সিডনি শেলডনের প্রতিটি থ্রিলারই ইন্টারেস্টিং। তবে 'আ স্ট্রেঞ্জার ইন দ্য মিরর' অনুবাদ করার সময় সারাক্ষণই একটা টেনশন কাজ করছিল এরপরে কী হয় ভেবে। আমি সাধারণত কোনো বই অনুবাদ করার আগে বইটি পড়ে নিই। পাঠক হিসেবে বইটি যদি আমাকে আনন্দ দিতে না পারে, আমি সে বই অনুবাদে কোনোই আগ্রহ দেখাই না। তবে সিডনি শেলডনের বইগুলো আমার আগে না পড়লেও চলে। কারণ আমি জানি এই অসাধারণ থ্রিলার লেখকটির প্রতিটি রচনাই মাস্টারপিস। (যাঁরা শেলডনের অন্যান্য বই পড়েছেন তাঁরা আশা করি আমার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করবেন না।) অবশ্য শেলডন আগে না পড়ার পেছনে একটি কারণও আছে– আমি অনুবাদ করার সময় কাহিনীর পুরো রোমাঞ্চটা উপভোগ করতে চাই। আগে পড়ে ফেললে তো গল্পটা জানাই হয়ে গেল, অনুবাদের সময় আর মজাটা পাবো না।

সে যা-ই হোক, *'আ স্ট্রেঞ্জার ইন দ্য মিরর'* আমাকে শেলডনের অন্যান্য বইগুলোর মতোই মোহাবিষ্ট করে রেখেছিল। তবে একটা কথা– এ বইতে কাহিনীর প্রয়োজনে যে যৌনতা এসেছে তা কোনো কোনো রক্ষণশীল পাঠকের কাছে আপত্তিকর মনে হলেও আমি সেন্সর করতে অপারগ ছিলাম। অবশ্য শেলডনের যৌনতা কখনোই মাত্রা ছাড়িয়ে যায় না। আর এ বইয়ের গল্পই এমন যে অনিবার্যভাবে বারবার এসেছে সেক্স! যারা একটু বেশি মাত্রায় রক্ষণশীল তারা যৌন বর্ণনার জায়গাগুলো এড়িয়ে গেলেই চলবে। তবে আশা করি রক্ষণশীল কিংবা খোলা মনের পাঠক, সকলের কাছেই সমাদৃত হবে *আ স্ট্রেঞ্জার ইন দ্য মিরর*। বইটি কেমন লাগল জানার আগ্রহ রইল।

অনীশ দাস অপু
০১৭১২৬২৪৩৩৬

বইটি সম্পর্কে বিভিন্ন পত্রিকার মন্তব্য

এ বইয়ের সাসপেন্স সহ্য করা সত্যি মুশকিল। কাহিনীর ক্লাইম্যাক্স বিস্ময়ে অভিভূত করে দেয়, দুঃস্বপ্নের বর্ণনা শীতল করে দেয় পাঠকের রক্ত... শেলডন ইজ আ মাস্টার টেলার অভ টেলস, শব্দের জাদুকর। তাঁর রয়েছে স্টাইল এবং পোলিশ, তিনি একজন এন্টারটেইনার যিনি পাঠককে রোমাঞ্চিত করে তুলতে কখনো ব্যর্থ হন না।

– ফোর্ট ওয়ার্থ স্টার টেলিগ্রাম

বিনোদন জগৎকে নিয়ে লেখা একটি অবিস্মরণীয় গ্রন্থ। খ্যাতি আর ক্ষমতার চূড়োয় পৌঁছাতে শারীরিক এবং মানসিক কতরকমের যে সমঝোতা করতে হয় তার জ্বলন্ত দলিল যেন এ বই।

– দ্য হলিউড রিপোর্টার

এ গল্প নয়, হলিউডের সত্য কাহিনী।

– ডেট্রয়েট নিউজ

If you would seek to find yourself
Look not in a mirror
For there is but a shadow there,
A Stranger...
SILENIUS, *odes to truth*

পূর্বাভাস

১৯৬৯ সালের নভেম্বর মাসের শনিবারের এক সকালবেলা, নিউইয়র্ক বন্দর থেকে হার্ভে অভিমুখে যাত্রা করা পঞ্চান্ন হাজার টনি বিলাসবহুল ফরাসি জাহাজ *এস.এস. ব্রিটানি*তে কয়েকটি অদ্ভুত এবং ব্যাখ্যাতীত ঘটনা ঘটে।

ব্রিটানি'র চিফ পার্সার ক্লদ দেসার্দ, দক্ষ এবং অতি সাবধানী মানুষটিকে দেখা যায় 'সেরেছে!' শব্দটি উচ্চারণ করে ছোটাছুটি করছে। *ব্রিটানি*তে পনেরো বছরের চাকরি জীবনে এমন কোনো ঘটনা ঘটেনি যা দেসার্দ দক্ষতা এবং কৌশলের সঙ্গে সমাধান করেনি। কিন্তু আজকের এ দিনটিতে দেসার্দের মনে হচ্ছিল সহস্রাধিক শয়তান একযোগে তার বিরুদ্ধে মেতে উঠেছে পৈশাচিক ষড়যন্ত্রে। তবে তার সংবেদনশীল গ্যালিক অহংবোধে সামান্য সান্ত্বনা ছিল এই যে সেদিন যে অসাধারণ ঘটনাগুলো ঘটে সে বিষয়ে ইন্টারপোলের মার্কিন এবং ফরাসি শাখা ও বাষ্পযানটির নিজস্ব নিরাপত্তা দলও তীক্ষ্ণ তদন্ত করেও সামান্যতম যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দিতে সম্পূর্ণই ব্যর্থ হয়।

সেদিনের ঘটনার সঙ্গে বিখ্যাত কয়েকজন ব্যক্তিত্ব জড়িত ছিলেন বলেই এটি সারা বিশ্বের পত্র-পত্রিকায় গুরুত্ব সহকারে ছাপা হয়, তবে রহস্য শেষতক অমীমাংসিতই রয়ে যায়।

ক্লদ দেসার্দ cie থেকে অবসর নিয়ে নীস শহরে একটি রেস্টুরেন্ট খুলে বসে। সে নভেম্বরের সেই বিশেষ দিনটি নিয়ে তার সহকর্মীদের সঙ্গে কোনোদিনই একটি কথাও বলেনি।

দেসার্দের পরিষ্কার মনে আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের তরফ থেকে ফুল উপহার আসার পরে ঘটনার সূত্রপাত হয়।

জাহাজ ছাড়ার এক ঘণ্টা আগে লোয়ার হাডসন নদীর ৯২ নং জেটিতে এসে থামে সরকারি লাইসেন্সধারী একটি অফিশিয়াল কালো রঙের লিমুজিন। চারকোল গ্রে রঙের কোট পরা একটি লোক নেমে এসেছিল গাড়ি থেকে, হাতে ছত্রিশটি স্টার্লিং সিলভার গোলাপের তোড়া। সে হেঁটে গ্যাংপ্লাঙ্কের কাছে আসে এবং *ব্রিটানি*র ডিউটি অফিসার অ্যালান স্টাফোর্ডের সঙ্গে স্বল্প বাতচিৎ করে। ফুলের তোড়াটি সম্মানের সঙ্গে তুলে দেয়া হয় জুনিয়র ডেক অফিসার জেনিনের কাছে। সে ফুলগুলো যথাস্থানে পৌঁছে দিয়ে দেখা করে ক্লদ দেসার্দের সঙ্গে।

'আপনাকে বিষয়টি জানানো দরকার,' বলে জেনিন। 'প্রেসিডেন্ট ফুল উপহার পাঠিয়েছেন মাদমোয়াজেল টেম্পলের কাছে।'

জিল টেম্পল। গত বছর তার ছবি নিউইয়র্ক থেকে ব্যাংকক এবং প্যারিস থেকে লেনিনগ্রাদ সবগুলো শহরের প্রধান দৈনিক পত্রিকা ও ম্যাগাজিনের পাতায় ছাপা হয়েছে। ক্লদ দেসার্দ একটি লেখায় পড়েছে এ মুহূর্তে বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় নারী হলো জিল টেম্পল। অনেক মা-ই তাদের নবজাতক শিশু-কন্যার নাম রাখছে জিল। মার্কিনীদের ইতিহাসে সবসময়ই হিরোইনদের প্রাধান্য ছিল। এখন জিল টেম্পল তাদেরই একজন। তার সাহস এবং যে সব দারুণ লড়াইতে সে জিতেও পরে হাস্যকরভাবে হেরেছে, সেসব গল্প বিশ্ববাসীর ঠোঁটস্থ। এ এক অসামান্য প্রেমকাহিনী, কিন্তু যেন তারচেয়েও বেশি, ধ্রুপদ গ্রিক নাটক ও ট্রাজেডির সকল উপাদানই এতে বিদ্যমান।

আমেরিকানদের খুব একটা পছন্দ করে না ক্লদ দেসার্দ, কিন্তু অন্তত এ ক্ষেত্রে সে সানন্দে নিজের পছন্দের ব্যত্যয় ঘটিয়েছে। মাদমোয়াজেল টেম্পলের সে অন্ধ ভক্ত। এ নারী সম্পর্কে দেসার্দ একটি মাত্র শব্দে তার অন্তরের সমস্ত শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা উজাড় করে দেয়– *মহিয়সী*। সে আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে দেখার জন্য যে তার জাহাজে মাদমোয়াজেল টেম্পলের ভ্রমণ স্মরণীয় হয়ে রবে।

চিফ পার্সার জিল টেম্পল থেকে তার মনোযোগ সরিয়ে যাত্রী তালিকায় চোখ বুলাল। বেশ কয়েকজন যাত্রী রয়েছেন নিজেদেরকে যারা ভি.আই.পি ভাবতে ভালোবাসেন এবং অন্যদের কাছ থেকে জোর করে হলেও সেরকম সম্মান আদায় করতে চান। এ ব্যাপারটি রীতিমতো বর্বরোচিত মনে হয় ক্লদ দেসার্দের কাছে। সে তালিকায় দেখল জনৈক শিল্পপতির স্ত্রী একাকী ভ্রমণ করছেন। মুচকি হাসল দেসার্দ, তালিকায় কৃষাঙ্গ ফুটবল তারকা ম্যাট এলিসের নাম খুঁজল। আছে। নামটা দেখে সন্তুষ্টচিত্তে মাথা ঝাঁকাল চিফ পার্সার। সে আগ্রহবোধ করল দেখে পাশাপাশি দুটি কেবিন রিজার্ভ করা হয়েছে একজন প্রখ্যাত সিনেটর এবং কারলিনা রোক্কা নামে সম্প্রতি আলোচিত, দক্ষিণ আমেরিকান এক স্ট্রিপারের নামে। ক্লদের চোখ তালিকা বেয়ে ক্রমে নিচের দিকে নামতে লাগল।

ডেভিড কেনিয়ন। সে এর আগেও ব্রিটানিতে ভ্রমণ করেছে। কেনিয়ন সুদর্শন, তামাটে ত্বকের সুগঠিত শরীরের এক যুবক। চুপচাপ স্বভাবের তবে সহজেই নজর কাড়ার মতো একজন মানুষ। ডেভিড কেনিয়নের নামের পাশে C.T. (ক্যাপ্টেনস টেবিল) লিখে রাখল দেসার্দ।

ক্লিফটন লরেন্স। শেষ মুহূর্তের বুকিং। চিফ পার্সারের কপালে মৃদু ভাঁজ পড়ল। ক্লিফটন লরেন্স সিনেমার এজেন্ট। সে বিনোদন জগতে বহু তারকার জন্ম দিয়েছে। লরেন্স সবসময়ই বিলাসবহুল প্রিন্সেস সুইট ভাড়া করে। কিন্তু এবারকার ভ্রমণে সে লোয়ার ডেকে একটি সিঙ্গল রুম নিয়েছে। ফার্স্টক্লাস অবশ্যই। কিন্তু...

জাহাজে অভিজাত আরও কয়েকজন যাত্রী যাচ্ছেন। এদের মধ্যে রয়েছেন একজন প্রখ্যাত অপেরা গায়িকা এবং নোবেল পুরস্কার প্রত্যাখ্যানকারী একজন রুশ সাহিত্যিক।

দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে দেসার্দের মনোযোগ ব্যাহত হলো। ঘরে ঢুকল পোর্টার অ্যান্টনি।

'কী ব্যাপার?' মুখ তুলে চাইল দেসার্দ।

জ্বরে আক্রান্ত ছলছল চোখে তার দিকে তাকাল পোর্টার। 'আপনি কি প্রেক্ষাগৃহ বন্ধ রাখার হুকুম দিয়েছেন?'

ভুরু কোঁচকাল ক্লদ। 'মানে?'

'ভাবলাম আপনি হুকুম দিয়েছেন। এ ছাড়া আর কে দেবে? কয়েক মিনিট আগে আমি চেক করে দেখেছি সব ঠিকঠাক আছে। দরজা বন্ধ ছিল। কিন্তু আওয়াজ শুনে মনে হচ্ছিল ভেতরে বসে কেউ সিনেমা দেখছে।'

'আমরা বন্দরে বসে কখনো সিনেমা চালাই না,' দৃঢ় গলায় বলল দেসার্দ। 'আর প্রেক্ষাগৃহের দরজা বন্ধই থাকে। আচ্ছা, আমি দেখছি কী ব্যাপার।'

অন্য সময় হলে ব্যাপারটা তাৎক্ষণিকভাবে অনুসন্ধান করত ক্লদ দেসার্দ। দুপুর বারোটায় জাহাজ ছাড়বে, কিন্তু বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ অসমাপ্ত কাজের টেনশনে প্রেক্ষাগৃহ চেক করে দেখার বিষয়টি ভুলে গেল সে। আমেরিকান ডলারের সরবরাহের হিসাবটা মেলানো হয়নি, সেরা একটি সুইট ভুলবশত একইসঙ্গে দুজন লোকের কাছে ভাড়া দেয়া হয়েছে, ক্যাপ্টেন মন্টেনি বিবাহের যে উপহারের অর্ডার দিয়েছেন তা ভুল করে অন্য জাহাজে চলে গেছে। ক্যাপ্টেন ঘটনা জানতে পারলে রেগে আগুন হবেন। জাহাজের চারটে শক্তিশালী টারবাইন ইঞ্জিন চালু হবার শব্দ শুনল চিফ পার্সার। *এস.এস. ব্রিটানি* নড়ে উঠল, জেটি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে পিছলে, ছুটছে চ্যানেল অভিমুখে। জাহাজ ছাড়ার দৃশ্য দেখার পরে নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল দেসার্দ।

আধঘণ্টা বাদে আবির্ভূত হলো চিফ বারান্দা-ডেক স্টুয়ার্ড লিওন। তাকে দেখে অধৈর্য সুরে ক্লদ বলল, 'কী ব্যাপার, লিওন।'

'আপনাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত। কিন্তু ভাবলাম আপনাকে জানানো দরকার...'

'উম্‌ম্?' আধ-কান শুনছে দেসার্দ, তার মনোযোগ ক্যাপ্টেনের টেবিলে রাতেরবেলা ডিনার করতে কে কে বসবেন তার ব্যবস্থাপত্রের দিকে। ক্যাপ্টেন খুব একটা সামাজিক জীব নন এবং প্রতি রাতে তাঁর সঙ্গে ডিনার করাটা যাত্রীদের জন্য নরক-যন্ত্রণার সামিলই বটে। দেসার্দের কাজ হলো ক্যাপ্টেনের সঙ্গে ডিনারে বসতে ইচ্ছুক বা রাজি যাত্রীদের একটা তালিকা তৈরি করা।

'মাদমোয়াজেল টেম্পলকে নিয়ে কথা...' শুরু করল লিওন।

সাথে সাথে পেন্সিল নামিয়ে রাখল দেসার্দ, চাইল মুখ তুলে, ছোট ছোট কালো চোখ দুটো মুহূর্তে সতর্ক। 'হ্যাঁ, বলো।'

'একটু আগে আমি তাঁর কেবিনের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, শুনলাম জোরে জোরে কারা যেন কথা বলছে, তারপরই একটা চিৎকার। দরজা বন্ধ ছিল বলে পরিষ্কার কিছু শুনতে পাইনি। তবে মনে হলো মাদমোয়াজেল যেন বলছেন, 'তুমি আমাকে খুন করেছ, তুমি আমাকে খুন করেছ।' ওঁর ব্যাপারে নাক গলানো সমীচীন হবে না ভেবে আমি আপনার কাছে সোজা চলে এসেছি।'

মাথা ঝাঁকাল দেসার্দ। 'তুমি ঠিক কাজটাই করেছ। আমি দেখছি উনি ঠিক আছেন

কিনা।'

চলে গেল ডেক স্টুয়ার্ড। মাদমোয়াজেল টেম্পলের মতো মানুষের কেউ ক্ষতি করতে চাইবে ভাবাই যায় না। দেসার্দের গ্যালিক পৌরুষে খুব লাগল। সে ইউনিফর্ম ক্যাপ চড়াল মাথায়, দেয়াল আয়নাতে চোরা চোখে একবার দেখে নিল নিজেকে, তারপর কদম বাড়িয়েছে দরজায়, এমন সময় বেজে উঠল ফোন। একটু ইতস্তত করল চিফ পার্সার, তারপর ফোন তুলল। 'দেসার্দ বলছি।'

'ক্লদ–' থার্ড মেটের গলা। 'ফর ক্রাইস্টস শেক, জলদি থিয়েটারে কাউকে পাঠিয়ে দাও একটা ঝাড়ুসহ। সারা ঘর রক্তে ভেসে যাচ্ছে।'

ক্লদের পেটের ভেতরটা কে যেন জোরে খামচে ধরল। 'পাঠাচ্ছি এখুনি।' ফোন রেখে সে একজন পোর্টারকে প্রেক্ষাগৃহে ঝাড়ুসহ যাবার নির্দেশ দিল। তারপর জাহাজের ডাক্তারকে ফোন করল।

'অন্দ্রে? ক্লদ।' কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করল সে।

'এইমাত্র শুনলাম একজনের চিকিৎসার প্রয়োজন...না, না, সমুদ্র-পীড়ার বড়ির দরকার নেই। এ লোকটির রক্তপাত হচ্ছে, সম্ভবত অবস্থা খারাপ...আচ্ছা। ধন্যবাদ।' ফোন রাখল দেসার্দ। ভয়ানক অস্বস্তিবোধ হচ্ছে তার। অফিস কক্ষ ত্যাগ করে চলল জিল টেম্পলের সুইটের দিকে। মাঝামাঝি পথ পার হয়েছে এমন সময় দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটল। দেসার্দ বোট ডেকে পৌঁছেছে, টের পেল জাহাজের চলার ছন্দ বদলে গেছে। সাগরে তাকাল সে। দেখল তারা অ্যামব্রোস লাইটশিপের কাছে চলে এসেছে। এখানে পাইলট টাগ ফেলে জাহাজ খোলা সাগর অভিমুখে যাত্রা করবে। কিন্তু *ব্রিটানি*'র গতি হ্রাস পাচ্ছে, থামতে যাচ্ছে সে। কিছু একটা ঘটতে চলেছে।

প্রায় ছুটে রেইলিং-এ চলে এলো দেসার্দ, উঁকি দিল। নিচে, সাগরে, *ব্রিটানি*'র কার্গো হ্যাচের সঙ্গে ঠেকে রয়েছে পাইলট টাগ, দুজন নাবিক জাহাজ থেকে টাগে লাগেজ রাখছে। দেসার্দ দেখল এক যাত্রী জাহাজের হ্যাচ থেকে বেরিয়ে ছোট নৌকাটিতে পা রাখল। লোকটার পিঠ মাত্র এক ঝলক দেখতে পেল দেসার্দ। যাকে দেখছে, দেখেও বিশ্বাস হলো না তার। ওই লোক কী করে এভাবে জাহাজ ত্যাগ করতে পারে? চলার পথে কাউকে এভাবে কখনো জাহাজ থেকে নামতে দেখেনি দেসার্দ। এ অভূতপূর্ব ঘটনাটি তার মনে সন্দেহের সৃষ্টি করল। ঘুরল সে, দ্রুত পায়ে ফিরে চলল জিল টেম্পলের সুইট অভিমুখে। কিন্তু দরজার কড়া নেড়েও ভেতর থেকে কোনো সাড়া মিলল না।

আবার কড়া নাড়ল দেসার্দ। এবারে আরেকটু জোরে। 'মাদমোয়াজেল টেম্পল...আমি চিফ পার্সার ক্লদ দেসার্দ। আপনার কোনো কাজে আসতে পারি কি?'

কোনো সাড়া নেই। দেসার্দের মনের সতর্ক-ঘণ্টি এবারে প্রবল বেগে বাজতে শুরু করল। তার মন বলছে মারাত্মক কিছু একটা ঘটে গেছে এবং তার কেন্দ্রবিন্দু নিশ্চয় এ নারী। উল্টো-পাল্টা নানান চিন্তা সেকেন্ডের মধ্যে ভর করল মনে। জিল টেম্পল হয়তো খুন কিংবা অপহৃত হয়েছে কিংবা– দরজার হাতল ধরে টান দিল সে। দরজায় তালা মারা নেই। আস্তে ধাক্কা দিল দেসার্দ। খুলে গেল দোর। কেবিনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে

রয়েছে জিল টেম্পল, পোর্ট হোলে চোখ রেখে দেখছে বাইরের দুনিয়া, দেসার্দের দিকে পেছন ফেরা। কথা বলার জন্য মুখ খুলল চিফ পার্সার, কিন্তু জিল টেম্পলের শরীরের আড়ষ্টতা টের পেয়ে বুজে ফেলল মুখ। অস্বস্তি নিয়ে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল সে, সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না সামনে এগোবে নাকি চলে যাবে। অকস্মাৎ প্রবল যন্ত্রণায় বিদ্ধ জানোয়ারের মতো অপার্থিব, বীভৎস আর্তনাদে বিস্ফারিত হলো কেবিন। সব হারানোর বেদনা নিয়ে যেন হাউমাউ করে কাঁদছে মহিলা। আর কদম বাড়ানো বিবেচনা করল না দেসার্দ, সাবধানে দরজাটা তার পিছনে বন্ধ করে দিল।

কেবিনের বাইরে খানিক দাঁড়িয়ে রইল দেসার্দ, শুনছে শব্দহীন কান্না। তারপর ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে পা বাড়াল মেইন ডেকে জাহাজের সিনেমা দেখানো ঘরের দিকে।

এক পোর্টার সিনেমা হলের বাইরের মেঝেতে লেগে থাকা রক্ত মুছছিল একটি ঝাড়ু দিয়ে।

ম দিউ, ভাবল দেসার্দ। *এরপরে কী?* সে প্রেক্ষাগৃহের দরজায় হাত রাখল। এ দরজাটিও খোলা। ছয়শো জন যাত্রী একসঙ্গে বসে চলচ্চিত্র উপভোগ করতে পারে, এরকম একটি আধুনিক এবং প্রকাণ্ড আকৃতির অডিটোরিয়াম এটি। তবে অডিটরিয়ামে কেউ নেই। তাড়না থেকে দেসার্দ চলে এলো প্রজেকশন বুথে। দরজা বন্ধ। তালা মারা। মাত্র দুজন লোকের কাছে এ ঘরের চাবি থাকে, একটি তার কাছে অপরটি প্রজেকশনিস্টের কাছে। দেসার্দ নিজের চাবি দিয়ে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল। সবকিছুই স্বাভাবিক লাগল। দেসার্দ হেঁটে এগিয়ে এলো একজোড়া সেঞ্চুরি ৩৫ মিলিমিটার প্রজেক্টরের সামনে। হাত রাখল ওগুলোর ওপর।

একটি প্রজেক্টর গরম।

ডি ডেক-এ ক্রুদের কোয়ার্টার্সে প্রজেকশনিস্টকে পাওয়া গেল।

সে শপথ করে বলল, কেউ যদি প্রেক্ষাগৃহ ব্যবহার করেও থাকে তাহলে তা ঘটেছে তার অজ্ঞাতসারে।

অফিসে ফেরার পথ শর্টকাট করতে দেসার্দ কিচেনে ঢুকল। শেফ থামাল তাকে, রাগে গনগনে চেহারা। 'দেখুন,' সেদার্সকে বলল সে। 'দেখুন কোনো এক হারামজাদা এটার কী দশা করেছে।'

মার্বেল পাথরের পেস্ট্রি টেবিলের ওপরে ছয়-তাক বিশিষ্ট একটি বিয়ের কেক, চূড়োয় বসে আছে বর-কনে।

কেউ কনের মাথাটা ভেঙে দিয়েছে।

'ঠিক ওই মুহূর্তে আমি বুঝতে পেরেছিলাম,' দেসার্দ তার রেস্টুরেন্টের মন্ত্রমুগ্ধ শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে বলল, 'যে ভয়ানক কিছু একটা ঘটতে চলেছে।'

প্রথম খণ্ড

এক

১৯১৯ সালে মিশিগানের ডেট্রয়েট ছিল বিশ্বের অন্যতম সফল শিল্প নগরী। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের তখন সবে অবসান ঘটেছে, ট্যাংক, ট্রাক এবং বিমান সরবরাহ করে মিত্রপক্ষের জয়ে ডেট্রয়েট একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। যুদ্ধ শেষে অটোমোবাইল প্ল্যান্টগুলো মোটরকার তৈরিতে তাদের শক্তি নিয়োগ করতে আবার উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠল। শীঘ্রি দিনে গড়ে চার হাজার করে অটোমোবাইল তৈরি হতে লাগল। অটোমেটিভ ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করার ইচ্ছে নিয়ে সারা বিশ্ব থেকে দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিক আসতে লাগল। ইটালিয়ান, আইরিশ, জার্মান– সবাই এলো বন্যার বেগে।

নবাগতদের মধ্যে, পল টেম্প্লারহাস এবং তার বধূ ফ্রিডাও ছিল। মিউনিকে এক কসাই'র দোকানে সহকারীর কাজ করত পল। ফ্রিডাকে বিয়ে করে পাওয়া যৌতুকের টাকা নিয়ে সে চলে এলো নিউইয়র্কে এবং মাংসের দোকান দিল। কিন্তু শীঘ্রি তার দোকান লাটে উঠল। তারপর ভাগ্যান্বষণে সে একে একে গেল সেন্ট লুইস, বোস্টন এবং সবশেষে ডেট্রয়েটে। প্রতিটি শহরেই সে কসাই হিসেবে ধরা খেয়েছে। যে সময় মাংসের দোকানের খুব চাহিদা, সে সময় যেখানেই ব্যবসা ফাঁদল পল, মুখ থুবড়ে পড়ল। কসাই হিসেবে সে মন্দ নয় তবে ব্যবসায়ী হিসেবে খুবই হতভাগ্য। আসলে অর্থ উপার্জনের চেয়ে কবিতা রচনার প্রতি ছিল তার অধিকতর মনোযোগ। সারাক্ষণ কবিতার ছন্দ এবং ছবি তার মাথায় খেলা করে। সে কবিতা লিখে খবরের কাগজ এবং সাময়িকীগুলোতে পাঠায় কিন্তু তার মাস্টারপিসগুলো বিকোয় না। পলের কাছে অর্থ নিতান্তই গুরুত্বহীন একটি বিষয়। সে সবাইকে বাকি দেয় ফলে অতি দ্রুত খবর ছড়িয়ে পড়ল : তোমার কাছে টাকা নেই কিন্তু বাজারের সেরা মাংস পেতে চাইলে পল টেম্প্লহারাসের দোকানে যাও।

পলের স্ত্রী ফ্রিডা একদম সাদামাটা চেহারার একটি মেয়ে যার জীবনে পলের আগে কোনো পুরুষ আসেনি। পল তাকে থুড়ি তার বাবার কাছে ফ্রিডাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিয়েছিল। ফ্রিডার বাবা এ প্রস্তাবে এক কথায় রাজি হয়ে যান কারণ তাঁর ভয় ছিল মেয়ের জন্য তিনি কোনোদিন পাত্র পাবেন না এবং ফ্রিডাকে শেষ পর্যন্ত সারা জীবন বাপের সঙ্গেই থাকতে হবে। তিনি যৌতুকের অর্থের পরিমাণও বৃদ্ধি করেন যাতে ফ্রিডা এবং তার স্বামী জার্মানি ছেড়ে নতুন পৃথিবী বা নিউ ওয়ার্ল্ডে যেতে পারে।

প্রথম দর্শনেই স্বামীর প্রেমে পড়ে গিয়েছিল ফ্রিডা। সে আগে কোনোদিন কবি

দেখেনি। পল ছিল রোগা-পাতলা, চেহারায় বুদ্ধিদীপ্ত ভাব, ক্ষীণ দৃষ্টিসম্পন্ন বিষণ্ন একজোড়া চক্ষু। মাথার চুল পাতলা হয়ে এসেছে। ফ্রিডার তো প্রথম প্রথম বিশ্বাসই হতে চায়নি এই তরুণ, সুদর্শন যুবকটি তার স্বামী। নিজের চেহারা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা ছিল ফ্রিডার। সে স্থূলকায়া, শরীরের কোথাও কোনো খাঁজ-ভাঁজ নেই, একটা আলুর মতো দেখতে। তবে তার একমাত্র সম্পদ ছিল স্বচ্ছ নীল চোখজোড়া, নীল পাহাড়ি ফুলের মতো। এছাড়া শরীরের অন্যান্য সব জিনিসগুলো মনে হতো অন্য লোকের, তার দেহে বসিয়ে দেয়া হয়েছে। ফ্রিডার নাকটি তার দাদুর মতো, বৃহৎ এবং স্ফীত, চাচার মতো উঁচু ও ঢালু কপাল পেয়েছে সে, থুতনি বাপের মতো– চৌকোনা, শক্ত। ঈশ্বর তার চেহারা এবং ফিগার যাচ্ছেতাইভাবে বানালেও ফ্রিডার মনটা ছিল অন্যরকম। সে যেন ভেতরে ভেতরে ছিল সুন্দরী এক তরুণী। কিন্তু তার সুন্দর মনটা কেউ দেখতে পেত না, সবাই তার বাহ্যিক কুরূপা চেহারাটাই লক্ষ্য করত। শুধু পল ছাড়া। ফ্রিডা ভাবত পল তাকে দেখে মজেছে। কিন্তু তার সুদূরতম কল্পনাতেও ছিল না যে শুধুমাত্র যৌতুকের লোভে পল তাকে বিয়ে করেছে। গরু আর শূকরের মগজের রক্তাক্ত স্থান থেকে পালিয়ে যেতে ফ্রিডাকে বিয়ে করা ছাড়া উপায় ছিল না পলের। তার স্বপ্ন ছিল নিজেই একদিন ব্যবসা শুরু করবে এবং প্রচুর কামাবে যাতে প্রিয় কবিতার রাজ্যে নিজেকে উৎসর্গ করা যায়।

পল এবং ফ্রিডা মধুচন্দ্রিমা যাপন করতে গেল সালযবুর্গের বাইরে। তৃণভূমি এবং সবুজ অরণ্যে ঘেরা টলটলে একটি হ্রদের তীরে, ওখানে রয়েছে চমৎকার একটি প্রাচীন প্রাসাদ। মধুচন্দ্রিমার রাতটি কেমন হবে তা নিয়ে বহুবার কল্পনা করেছে ফ্রিডা। পল দরজা বন্ধ করে তাকে জড়িয়ে ধরে কানের কাছে মিষ্টি গলায় ফিসফিস করতে করতে তার জামা-কাপড় খুলবে। সে মুখে পুরে নেবে ফ্রিডার ঠোঁট এবং নগ্ন শরীরটি আস্তে করে টেনে নিয়ে যাবে বিছানায়, যে রকম বর্ণনার কথা গোপনে ফ্রিডা রতিক্রিয়ায় বইতে পড়েছে। পলের পৌরুষ দাঁড়িয়ে যাবে জার্মান পতাকা দণ্ডের মতো শক্ত, মোটা এবং তার স্বামী তাকে পাঁজাকোলা করে (হাঁটিয়ে নিয়ে গেলেই বরং পলের জন্য নিরাপদ ও সুবিধাজনক হবে) তুলে নিয়ে শুইয়ে দেবে শয্যায়। *মাইন গট, ফ্রিডা,* বলবে সে। *তোমার শরীর আমার খুব পছন্দ হয়েছে। তুমি হাড়-সর্বস্ব মেয়েগুলোর মতো নও। তোমার দেহলতা পূর্ণাঙ্গ রমণীর মতো।*

তবে বাস্তবে যা ঘটল তা রীতিমতো হৃদয়বিদারক। এ কথা ঠিক যে ওরা নিজেদের ঘরে ঢোকার পরে দরজায় ছিটকিনি লাগিয়ে দিল পল। তারপরে ফ্রিডার স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তবের কোনো মিলনই ঘটল না। ফ্রিডা দেখছে ঝটপট শার্ট খুলে ফেলল পল, উন্মোচিত হলো উঁচু, সরু, লোমহীন বুক। তারপর সে প্যান্ট নামাল কোমর থেকে। তার দুই পায়ের মাঝখানে ঝুলছে নেতিয়ে থাকা ছোট্ট, খৎনাবিহীন নুনু। ফ্রিডার কাল্পনিক উত্তেজক ছবির সঙ্গে এর কোনো মিলই নেই। পল হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল বিছানায়, অপেক্ষা করছে স্ত্রীর জন্য। ধীরে ধীরে কাপড় খুলতে

লাগল ফ্রিডা। ভাবছে *সাইজই তো সবকিছু নয়। পল নিশ্চয় বিছানায় দারুণ ঝড় তুলবে।* একটু পরে শিহরণে কম্পমান বধূ তার বরের সঙ্গে যোগ দিল ফুলশয্যায়। স্বামীর কাছ থেকে রোমান্টিক কিছু শোনার অপেক্ষায় উৎকীর্ণ ফ্রিডা, পল করল কী–এক গড়ান দিয়ে তার শরীরের ওপর চড়াও হলো, কয়েকটা ধাক্কা মেরে আরেক গড়ান দিয়ে বিচ্ছিন্ন করল নিজেকে। বিমূঢ় বধূ বুঝতেই পারল না কখন ব্যাপারটা শুরু হলো আর শেষ হলো। শুরুর আগেই যেন ওটা শেষ হয়ে গেল। মিউনিকে এর আগে কয়েকবার বেশ্যা পল্লীতে যাওয়াতে অভ্যস্ত পল অভ্যাস বশে নিজের ওয়ালেটের দিকে হাত বাড়িয়েছিল, পরক্ষণে মনে পড়ল এ জন্য তাকে কোনো টাকা-পয়সা দিতে হবে না। এখন থেকে এটা ফ্রি। চাইলেই এ শরীর ভোগ করা যাবে। পল ঘুমিয়ে পড়ার অনেকক্ষণ বাদেও দুচোখের পাতা এক করতে পারল না ফ্রিডা। বিছানায় শুয়ে নিজের হতাশা গোপন করতে চাইছিল সে। নিজেকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল– *সেক্সই সব কিছু নয়, আমার পল স্বামী হিসেবে নিশ্চয় চমৎকার হবে।*

কিন্তু সময়ের সঙ্গে দেখা গেল ফ্রিডার ধারণা সর্বৈব ভুল প্রমাণিত হয়েছে।

হানিমুনের কিছুদিন পরে ফ্রিডা তার স্বামীকে আরও বাস্তবতার আলোতে দেখতে শুরু করল। জার্মান ট্রাডিশন *Hausfrau* অনুসরণ করে বড় হয়েছে সে, স্বামীর সমস্ত আদেশ-নির্দেশ মেনে নিত বিনাবাক্যব্যয়ে। তবে ফ্রিডা নির্বোধ ছিল না। কবিতা ছাড়া অন্য কিছুর প্রতি পলের কোনো আগ্রহ ছিল না এবং সে সব কবিতা যে নিতান্তই বাজে তা বুঝবার ক্ষমতা ছিল ফ্রিডার। পল কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারত না, সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগত। ফ্রিডা একবার কোনো বিষয়ে মনস্থির করলে তা থেকে সরে দাঁড়াত না। পলের ব্যবসায়িক বুদ্ধি কিছুই নেই, কিন্তু ফ্রিডা এ ব্যাপারে অনেক চালাক-চতুর। প্রথম প্রথম সে চুপচাপ সংসারের সমস্ত ঝক্কি সামলেছে আর ওদিকে পরিবার-প্রধানটি যৌতুক হিসেবে পাওয়া অর্থ খোলামকুচির মতো উড়িয়েছে। ডেট্রয়েটে আসার পরে আর সহ্য করতে পারল না ফ্রিডা। একদিন সে স্বামীর কসাই'র দোকানে ঢুকল সদর্পে এবং পলের কাছ থেকে ক্যাশ রেজিস্ট্রার খাতাটি নিয়ে নিল। প্রথমেই সে যে কাজটি করল তা হলো দোকানে একটি সাইনবোর্ড টাঙিয়ে দিল : **বাকি চাহিয়া লজ্জা দিবেন না।** এ সাইনবোর্ড দেখে তার স্বামী আতঙ্কবোধ করল, কিন্তু ওটা ছিল শুরু মাত্র। ফ্রিডা মাংসের দাম বাড়িয়ে দিল এবং অ্যাডভার্টাইজিং শুরু করল। পড়শীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে দিয়ে এলো প্যামফ্লেট। রাতারাতি তার ব্যবসা ফুলে-ফেঁপে উঠল। ওই দিন থেকে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো নিতে লাগল ফ্রিডা এবং পলের কাজ হলো সেগুলো পালন করা। ফ্রিডার হতাশা তাকে স্বৈরাচারে পরিণত করল। সে দেখতে পেল লোক চড়িয়ে খাওয়ানোর দারুণ একটি প্রতিভা তার রয়েছে এবং সে অনমনীয়। ফ্রিডাই ঠিক করে কোথায় কোথায় তাদের টাকা বিনিয়োগ হবে, তারা কোথায় থাকবে, ছুটি কাটাতে যাবে কোনো জায়গায় এবং কখন সন্তান নেবে।

এক সন্ধ্যায় সে নিজের সিদ্ধান্তের কথা পলকে জানিয়ে দিয়ে কাজে লেগে

যেতে বলল। বেচারি পল কাজে লাগতে গিয়ে বিধ্বস্ত হয়ে প্রায় নার্ভাস ব্রেক ডাউনের পর্যায়ে চলে যায় যায় অবস্থা। তার ভয় ছিল অতিরিক্ত সেক্স স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটাবে কিন্তু নিজ সিদ্ধান্তে অটল ফ্রিডা তাকে ছাড়ল না। 'ভেতরে ঢোকাও।' হুকুম করল সে।

'কীভাবে ঢোকাবো?' কাতরে উঠল পল। 'এটা তো দাঁড়াচ্ছেই না।'

ফ্রিডা স্বামীর নেতিয়ে থাকা ক্ষুদ্রাকৃতির নুনু হাতে নিয়ে লিঙ্গ ঢেকে রাখা অগ্রভাগের চামড়া টেনে নিচে নামিয়ে নিল। কিন্তু তাতেও কিছু ঘটল না দেখে সে ওটা মুখে পুরে নিল। '*মাইন গট*! ফ্রিডা! করছ কী তুমি?' কিন্তু জিনিসটা দণ্ডায়মান না হওয়া পর্যন্ত চুষে চলল ফ্রিডা তারপর ঢুকিয়ে দিল যোনিতে। পলের বীর্যপাত না হওয়া পর্যন্ত তাকে রেহাই দিল না।

টানা তিন মাস এরকম চলল। তারপর একদিন ফ্রিডা তার স্বামীকে বলল, এবারে সে বিশ্রাম নিতে পারে। কারণ গর্ভবতী হয়েছে ফ্রিডা। পল চাইছিল মেয়ে কিন্তু ফ্রিডার ইচ্ছে ছেলে হবে, কাজেই নবজাতক যখন ছেলে শিশু হিসেবে পৃথিবীতে এলো, কেউ তাতে অবাক হলো না।

ফ্রিডার জেদের কারণে বাড়িতে ধাত্রীর সাহায্যে ডেলিভারি হলো। সবকিছুই চমৎকার চলল। কোনোরকম ঝামেলা ছাড়াই সন্তান জন্ম দিল ফ্রিডা। তার বিছানার পাশে দাঁড়ানো নারীগণ নবজাতককে দেখে দারুণ চমকে গেল। ফুটফুটে ছেলেটির সবকিছুই স্বাভাবিক শুধু পুরুষাঙ্গ ছাড়া। বিরাট এক লিঙ্গ নিয়ে জন্মেছে ফ্রিডার ছেলে, লম্বা এবং মোটা মাংসখণ্ডটি শিশুর নিরীহ দুই উরুর মাঝে যেন লকলক করছে।

ওর বাবার জিনিসটা আমার ছেলের কাছে কিছুই নয়, উৎকট উল্লাস নিয়ে ভাবল ফ্রিডা।

ফ্রিডা ছেলের নাম রাখল টোবিয়াস, তাদের শহরে বাস করা জনৈক পৌর-সদস্যের নামে নাম। পল বউকে বলল, ছেলেকে সে নিজের হাতে মানুষ করবে। কারণ শত হলেও পুত্রকে গড়ে-পিঠে বড় করার দায়িত্ব তো পিতারই।

শুনে মৃদু হাসল ফ্রিডা। পলকে তার ছেলের খুব কমই কাছে ঘেঁষতে দিল। ফ্রিডা বড় করে তুলতে লাগল ছেলেকে। বজ্রমুষ্টি দিয়ে সে শাসন করে তাকে, আদর-টাদরের খুব একটা ধার ধারে না। টবি'র বয়স যখন পাঁচ বছর, লিকপিকে একটি ছেলে, তবে মুখখানা ভারি মিষ্টি এবং মায়ের কাছ থেকে পাওয়া নীল পাহাড়ি ফুলের মতো চোখজোড়ায় তাকে আরও সুইট লাগে। মা অন্ত-প্রাণ টবি। মা'র একটু আদর, সামান্য প্রশংসা পাবার জন্য সারাক্ষণ হাহাকার করে বুক। চায় মা তাকে কোলে তুলে নিক, মাথাটা এলানো থাকবে মা'র বিশাল বক্ষের মাঝখানে। কিন্তু এসব আদিখ্যেতা করার সময় কোথায় ফ্রিডার? সংসার চালাতে তার নাভিশ্বাস ওঠার জোগাড়। তবে ক্ষুদে টবিকে সে খুবই ভালোবাসে এবং চায় না বড় হয়ে ছেলে তার বাবার মতো হোক। টবির সবকিছুতেই পারফেকশন দেখতে চায়

ফ্রিডা। টবি যখন স্কুলে যেত, ফ্রিডা তার হোমওয়ার্ক করে দিত, কিছু বুঝতে না পারলে মা তাকে সান্ত্বনা দেয়ার ভঙ্গিতে বলে, 'কাম অন বয়– আস্তিন গুটিয়ে কাজে লেগে পড়।' সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত মা তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকে।

মা যত শাসন করে, টবি ততই মাকে বেশি বেশি ভালোবাসে। মাকে অসন্তুষ্ট করার কথা ভাবলেও তার গা কাঁপতে থাকে। মা'র শাস্তি দ্রুত, প্রশংসা আসে ধীরগতিতে। তবে ফ্রিডার ধারণা ছেলেকে কম প্রশংসা করাই ভালো, নইলে টবি উচ্ছন্নে যেতে পারে। ছেলেকে প্রথম যেদিন কোলে নিয়েছে ফ্রিডা, সেদিন থেকেই সে জানে একদিন তার সন্তান অনেক বড় হবে, সকলে এক নামে তাকে চিনবে। তবে এটা কীভাবে এবং কবে ঘটবে জানে না ফ্রিডা, তবে নিশ্চিত ঘটবেই। যেন ঈশ্বর তার কানে কানে বলে গেছেন কথাটা। মা'র কথার মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে না পারলেও কিশোর টবি বড় হলো এ ভাবনা মস্তিষ্কে গেঁথে নিয়ে যে একদিন সে বিখ্যাত হবে। কিন্তু কীভাবে এবং কখন তা সে জানে না। সে শুধু জানে তার মা'র অনুমান কখনো মিথ্যা হয় না।

টবি'র জীবনের অন্যতম সুখের মুহূর্তগুলোর একটি হলো যখন সে বৃহদাকারের রান্নাঘরে বসে হোমওয়ার্ক করে এবং তার মা প্রাচীন আমলের প্রকাণ্ড চুল্লির পাশে দাঁড়িয়ে রান্নায় ব্যস্ত থাকে। মায়ের তৈরি ঘন, কালো রঙের, জিভে জল আসা গন্ধের বিন সুপ টবির খুবই প্রিয়। মা যখন রান্নাঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে শক্তিশালী মোটা দুই হাত দিয়ে ময়দার তাল মাখাচ্ছে আপেল, আর মাখন দিয়ে সুস্বাদু Apfelkuchen বানাবে বলে ছোট্ট টবি তখন তার কাছে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে। তার মাথা অবশ্য ফ্রিডার কোমর অবধি পৌঁছায় মাত্র। মায়ের গায়ের ঘ্রাণ আর রান্নাঘরের গন্ধ মিলে টবির মাঝে এক ধরনের অননুরুদ্ধ যৌনাত্তেজনা সৃষ্টি হয়। এইসব মুহূর্তগুলোয় সে অতি আনন্দের সঙ্গে মায়ের জন্য জীবনও দিয়ে দিতে পারে। বাকি জীবনে যখনই টবি মাখন দিয়ে রান্না করা তাজা আপেলের গন্ধ পেয়েছে মা'র স্মৃতি ছবির মতো ফুটে উঠেছে মনের ক্যামেরায়।

এক বিকেলে, টবি তখন দ্বাদশ বর্ষীয় বালক, তাদের বাড়িতে এলো প্রতিবেশী মিসেস তারকিন। মহিলা খুবই বাচাল প্রকৃতির। হাড় সর্বস্ব চেহারা, কুৎকুতে চোখ, আর জিভখানা কখনো থামতে জানে না। মহিলা চলে যাবার পরে সে কীভাবে বকবক করেছে তা অনুকরণ করে দেখাল টবি। ফ্রিডা ছেলের অভিনয় দেখে হেসেই খুন। ওই প্রথম টবি তার মাকে হাসতে দেখেছে। এবং তখন থেকে সে বুঝে গেল মাকে কীভাবে খুশি করতে হবে। কসাই'র দোকানে আসা খদ্দের, স্কুলের শিক্ষক সকলের আচরণ সে নকল করে দেখাতে লাগল এবং প্রতিবারই তার মা'র হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরল।

মা'র মন জয় করার, তার কাছ থেকে প্রশংসা পাবার রাস্তা অবশেষে পেয়ে গেল টবি।

স্কুলের নাটক *'নো অ্যাকাউন্ট ডেভিড'*-এ সে অভিনয় করল। তাকে দেয়া

হলো কেন্দ্রীয় চরিত্র। উদ্বোধনী রাতে তার মা বসল প্রথম সারিতে এবং ছেলের সাফল্য হাততালি দিয়ে জানাল। ফ্রিডা সেদিন বুঝতে পারল ছেলেকে নিয়ে দেখা তার স্বপ্ন সফল হবে।

তখন ১৯৩০-এর প্রথম ভাগ, মহামন্দা শুরু হয়ে গেছে, সারা দেশজুড়ে সিনেমা হলগুলো তাদের শূন্য আসন পূরণ করতে নানান কৌশলের আশ্রয় নিচ্ছে। পেশাদার শিল্পীদের দিয়ে নাচ-গান-অভিনয়ের শো তো থাকছেই তারা অপেশাদার শিল্পীদের দিয়েও প্রতিযোগিতা আহ্বান করল। ফ্রিডা প্রতিদিনই খবরের কাগজের বিনোদন পাতাটি খুঁটিয়ে দেখে কোথায় এ ধরনের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তারপর সে টবিকে নিয়ে ওইসব প্রতিযোগিতায় যায় এবং দর্শক সারিতে বসে দেখে তার ছেলে নিখুঁত ভঙ্গিতে অনুকরণ করে চলেছে আল জনসন, জেমস ক্যাগনি এবং এডি ক্যান্টনের মতো বাঘা বাঘা অভিনেতাদের। উত্তেজনায় চেঁচিয়ে ওঠে ফ্রিডা, '*মাইন হিমেল*!! কী প্রতিভাবান ছেলে!' টবি এ প্রতিযোগিতাগুলোতে প্রায়ই প্রথম পুরস্কার জিতে নেয়।

টবি উচ্চতায় লম্বা হচ্ছে বটে কিন্তু গতরে মাংস লাগছে না, তার চেহারা শিশুর মতো সরল, দেবদূতের মতো মুখখানায় উজ্জ্বল ভাসা ভাসা দুটি নীল চক্ষু। তাকে দেখামাত্র মনে হয় : *আহা, কী নিষ্পাপ!* লোকে টবিকে দেখলে বুকে জড়িয়ে ধরতে চায়, ইচ্ছে করে ছেলেটাকে নিরাপত্তা দিতে, কেউ যেন তার কোনো ক্ষতি করতে না পারে। তারা তাকে ভালোবাসে, মঞ্চে তার অভিনয় দেখে ফেটে পড়ে হাততালিতে। টবি বুঝতে পারে কী তার নিয়তি : সে তারকা হবে এবং সেটা শুধু তার মা'র জন্য।

পনের বছর বয়সে টবির লিঙ্গ উদ্রিত হতে শুরু করল। বাথরুমে যেখানে তার প্রাইভেসিতে কেউ নাক গলাবে না, ওখানে বসে সে হস্তমৈথুন করে। কিন্তু হস্তমৈথুনে তার তৃপ্তি হয় না। পরিপূর্ণ সন্তুষ্টির জন্য তার নারী সঙ্গ দরকার।

একদিন সন্ধ্যাবেলায়, টবির এক ক্লাসমেটের বিবাহিতা বোন, ক্লারা কুনরসের সঙ্গে টবি বাড়ি ফিরছিল গাড়িতে। স্বর্ণকেশী ক্লারা দেখতে আকর্ষণীয়া, বুকজোড়া ঠাস বুনোট, তার পাশে বসে টবি হঠাৎ কামোত্তেজিত হয়ে পড়ল। ভয়ে ভয়ে সে ক্লারার কোলে হাত রাখল এবং স্কার্টের নিচে তার আঙুলগুলো কিলবিল করে এগোতে লাগল, যদিও প্রস্তুত মেয়েটা চিৎকার করে ওঠা মাত্র সে সরিয়ে নেবে হাত। তবে রেগে যাওয়ার বদলে ক্লারা আমোদ পেল ব্যাপারটিতে। আর টবি যখন প্যান্ট খুলে তার মদনদণ্ডটি বের করে আনল, এটার ভীমাকৃতি দেখে পরদিন বিকেলেই সে টবিকে নিজের বাড়িতে আমন্ত্রণ জানাল এবং যৌন সঙ্গমে দীক্ষা পেল টবি। এ এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা। সাবান মাখা হাতের বদলে টবি নরম, উষ্ণ একটি আধার পেল যে পাত্রটি তার পুরুষাঙ্গ বারবার চেপে ধরে এবং দপদপিয়ে তাকে অনির্বচনীয় সুখ দেয়। ক্লারার শীৎকার এবং চিৎকার বারবার দৃঢ় করে তুলল টবির লিঙ্গ এবং ভেজা, রসালো, আগুন-গরম পাখির বাসা থেকে নিজেকে

একবারও বিযুক্ত না করে সে একের পর এক বীর্যপাত করে চলল। লিঙ্গের অস্বাভাবিক আকৃতির জন্য এতদিন শরমে মরে যেত টবি। তবে আজ থেকে এ জিনিসটি তার পরম অহঙ্কারের বস্তুতে পরিণত হলো। অবিস্মরণীয় এ অভিজ্ঞতা গোপন রাখল না ক্লারা, ফলে শীঘ্রি টবিকে পড়শীদের অন্তত আধডজন বিবাহিতা নারীর সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতে হলো।

পরবর্তী দুবছরে টবি তার ক্লাসের প্রায় অর্ধেক মেয়ের কৌমার্য হরণ করল। টবির বন্ধুদের মধ্যে কেউ আছে ফুটবল তারকা, কেউবা দেখতে তার চেয়ে সুদর্শন কিংবা অনেক ধনী– তবে তারা যেখানে ব্যর্থ হলো, টবি সেখানে সফল হলো। তার মতো কিউট ছেলে জীবনে দেখেনি মেয়েরা, ওই নিষ্পাপ চেহারায় টলটলে নীল চোখে তাকিয়ে টবি যদি কাউকে আহ্বান করে, তার ডাক অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা কোনো মেয়ের নেই।

হাই স্কুলে সিনিয়র ইয়ার চলছে অষ্টাদশ বর্ষীয় টবির, একদিন তার তলব পড়ল প্রিন্সিপালের অফিসে। ঘরে ছিল টবির মা, থমথমে চেহারা, ক্রন্দনরত ষোড়শী ক্যাথলিক এলিন হেনেগান এবং তার বাবা উর্দি পরা পুলিশ সার্জেন্ট। ঘরে ঢোকা মাত্র টবি অনুমান করল মস্ত ফ্যাসাদে পড়তে যাচ্ছে সে।

'আমি সোজা কথায় আসছি, টবি,' বললেন প্রিন্সিপাল। 'এলিন প্রেগন্যান্ট। বলছে তুমি তার সন্তানের বাবা। তুমি কি ওর সঙ্গে কোনো শারীরিক সম্পর্ক করেছ?'

টবির মুখের ভেতরটা মুহূর্তে শুকিয়ে মরুভূমি। তার শুধু মনে পড়ল এলিন ব্যাপারটা কীরকম উপভোগ করেছিল, সে গোঙাতে গোঙাতে কীভাবে আরও জোরে দিতে বলছিল টবিকে। আর এখন কিনা এই!

'জবাব দাও, হারামজাদা!' হুঙ্কার ছাড়ল এলিনের বাপ। 'তুমি আমার মেয়েকে স্পর্শ করেছ?'

আড়চোখে মা'র দিকে তাকাল টবি। তার লজ্জা মা দেখছে, এটাই ওকে দারুণ আপসেট করে তুলল। মাকে সে অসম্মান আর অপমানের সাগরে ডুবিয়ে দিয়েছে। মা নিশ্চয় ওর ওপর রেগে আগুন হবে। টবি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল যদি এ সংকট থেকে কোনোমতে রেহাই পায়, যা ঈশ্বরের অলৌকিক কাণ্ড ছাড়া মোটেই সম্ভব নয়, সে এ জীবনে আর নারী দেহ স্পর্শ করবে না। সে সোজা ডাক্তারের কাছে যাবে এবং কর্তন করে আসবে লিঙ্গ– যাতে আর কোনোদিন সেক্সের চিন্তা মনেও না আসে এবং...

'টবি...' মা কথা বলছে, কণ্ঠস্বর শক্ত এবং শীতল। 'তুমি এ মেয়েটির সঙ্গে বিছানায় গিয়েছিলে?'

ঢোক গিলল টবি, বুক ভরে দম নিল, তারপর বিড়বিড় করে বলল, 'হ্যাঁ, মা।'

'তাহলে তুমি ওকে বিয়ে করবে,' মায়ের গলায় চূড়ান্ত রায় ঘোষণার সুর। কেঁদে চোখ লাল করে ফেলা মেয়েটির দিকে তাকাল সে। 'তুমি তো তা-ই চাইছ?'

'জ-জী,' চেঁচাল এলিন। 'আমি টবিকে ভালোবাসি,' সে টবির দিকে ফিরল।

'ওরা আমাকে বলতে বাধ্য করেছে। আমি ওদের কাছে তোমার নাম বলতে চাইনি।'

তার পুলিশ সার্জেন্ট বাবা বজ্রনির্ঘোষে বলল, 'আমার মেয়ের বয়স মাত্র ষোলো। এটা সংবিধিবদ্ধ ধর্ষণ। এ অপরাধে ছেলেটার সারা জীবনের জন্য জেল হয়ে যেতে পারে। তবে ও যদি আমার মেয়েকে বিয়ে করে...'

সকলের চোখ ঘুরে গেল টবির দিকে। আবার ঢোক গিলল টবি। 'জী, স্যার। যা ঘটেছে সে জন্য আ–আমি দুঃখিত।'

মা ছেলেকে নিয়ে নিঃশব্দে ফিরে এলো বাড়ি। ফেরার পথে টবি একটি কথা বলারও সাহস পায়নি। কারণ জানে মাকে সে কীরকম কষ্ট দিয়েছে। এখন তার চাকরি খুঁজতে হবে। কারণ এলিন এবং সন্তানের ভরণ-পোষণ করতে হবে। হয়তো কসাই'র পেশা বেছে নিতে হবে তাকে, ভুলে যেতে হবে স্বপ্নের কথা, ভবিষ্যৎ নিয়ে তার সকল পরিকল্পনা। বাসায় ঢুকে মা ছেলেকে বলল, 'ওপরে চল।'

টবি মা'র পেছন পেছন নিজের ঘরে ঢুকল, কঠিন এক ভাষণ শোনার জন্য প্রস্তুত করল নিজেকে। দেখল মা একটি সুটকেস বের করেছে এবং তার জামাকাপড় গুছিয়ে নিচ্ছে ওতে। বিস্মিত হয়ে মা'র দিকে তাকিয়ে রইল টবি। 'করছ কী তুমি, মা?'

'আমি? আমি কিছুই করছি না। করবি তুই। তুই এখান থেকে কেটে পড়বি।'

মা ঘুরল, দাঁড়াল ছেলের সামনে। 'তোর কি ধারণা একটা ফালতু মেয়েছেলের জন্য তোর জীবনটা আমি বরবাদ করে দেব? তুই ওকে বিছানায় নিয়ে গেছিস এবং ও গর্ভবতী হয়ে পড়েছে। তো এতে দুটো জিনিস প্রমাণিত হলো– তুই একটা পুরুষ আর মেয়েটা একটা গাধা। উঁহু, কেউ আমার ছেলেকে বিয়ের ফাঁদে ফেলতে পারবে না। ঈশ্বর তোকে পাঠিয়েছেন বিখ্যাত হবার জন্য, টবি। তুই নিউ ইয়র্কে চলে যা। যখন বড় তারকা হবি তখন আমাকে এসে নিয়ে যাস।'

অশ্রু ঠেকিয়ে রাখতে চোখ পিটপিট করতে হলো টবিকে, সেঁধিয়ে গেল মা'র বাহুডোরে। ফ্রিডা তার পাহাড়ের মতো বুকে চেপে ধরে আদর করে ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। মাকে ছেড়ে চলে যাবে এ ভাবনাটা হঠাৎ খালি করে দিল টবির বুক, ভয় পেল সে। কিন্তু একই সঙ্গে উত্তেজনা বোধও করছে। নতুন জীবন দেখতে পাবার আনন্দ। ও শো বিজনেসে যোগ দেবে। ও তারকা হবে, হবে বিখ্যাত।

ওর মা তা-ই বলেছে।

দুই

১৯৩৯ সালে নাটকের জন্য নিউ ইয়র্ক মহানগরী ছিল মক্কা বিশেষ। মহামন্দা বিদায় নিয়েছে। প্রেসিডেন্ট ফ্রাংকলিন রুজভেল্ট প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন শুধু ভয় ছাড়া অন্য কিছুকে ভয় করার অবকাশ নেই কারণ বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমৃদ্ধশালী দেশে পরিণত হতে যাচ্ছে আমেরিকা এবং ঘটলও তাই। সবার হাতে তখন খরচ করার মতো অঢেল অর্থ। ব্রডওয়েতে প্রতিদিন ত্রিশটি করে প্রদর্শনী হচ্ছে এবং সবগুলোই হিটের কাতারে।

মা'র দেয়া একশো ডলার নিয়ে নিউ ইয়র্কে হাজির হলো টবি। সে জানে সে একদিন ধনী এবং বিখ্যাত হবে। মাকে সে নিজের কাছে নিয়ে আসবে এবং দুজনে মিলে বাস করবে চমৎকার একটি পেন্টহাউজে। আর মা প্রতিদিন টবির প্রদর্শনীতে গিয়ে উপভোগ করবে তার নাটক, দেখবে উচ্ছ্বসিত দর্শককুলের বাঁধভাঙা প্রশংসা। তবে সে তো পরের কথা, এখন টবির একটি কাজ দরকার। সে ব্রডওয়ে থিয়েটারের প্রতিটি স্টেজের দোরে গেল এবং বলল, সে অ্যামেচার প্রতিযোগিতাগুলো জিতেছে এবং সে সাংঘাতিক প্রতিভাবান একজন অভিনেতা। কিন্তু তারা সবাই দূর দূর করে তাড়িয়ে দিল টবিকে। কাজ খোঁজার পাশাপাশি সুযোগ পেলেই টবি থিয়েটার এবং নাইট ক্লাবগুলোতে উঁকি দিল। সেরা সেরা পারফরমার, বিশেষ করে কৌতুকাভিনেতাদের অভিনয় দেখার জন্য। সে বেন ব্লু, জো ই. লুইস এবং ফ্রাংক ফে-র অভিনয় দেখল। টবি জানে একদিন সে এদেরকেও ছাড়িয়ে যাবে।

টবির টাকা ফুরিয়ে আসছিল, সে ডিশওয়াশারের চাকরি নিল। প্রতি রোববার সকালে সে তার মাকে ফোন করে কারণ এ সময় খুব কম খরচে কথা বলা যায়। টবি পালিয়ে যাবার পরে তাকে নিয়ে শহরে যে হৈ চৈ পড়ে গিয়েছিল তা জানায় মা।

'ওদের চেহারা যদি তুই দেখতি,' বলে ফ্রিডা। 'পুলিশের লোকটা প্রতি রাতে তার টহলদারী গাড়ি নিয়ে আসে এখানে। তার হম্বিতম্বি দেখলে মনে হয় আমরা যেন মস্ত ডাকাত। তুই কোথায় আছিস সে কথা জিজ্ঞেস করছে সারাক্ষণ।'

'তুমি ওদেরকে কী বলেছ?' উদ্বেগ নিয়ে জানতে চায় টবি।

'সত্যি কথাটাই বলেছি। বলেছি রাতেরবেলা চোরের মতো পালিয়ে গেছিস তুই বাড়ি ছেড়ে। একবার তোকে হাতের নাগালে পেলে হয়, আমি নিজে তোর ঘাড় মটকাব।'

হা হা হাসিতে ফেটে পড়ে টবি।

গরমের সময়ে এক জাদুকরের সহকারী হিসেবে একটা কাজ জুটে গেল টবির। পুতির মতো কুঁৎকুতে চোখের প্রতিভাহীন ধাপ্পাবাজ লোকটা নিজেকে পরিচয় দেয় গ্রেট মার্লিন হিসেবে। তারা ক্যাটসকিলসে দ্বিতীয় সারির হোটেলগুলোতে জাদু দেখায়। টবির কাজ হলো মার্লিনের স্টেশন ওয়াগন থেকে ভারি জিনিসপত্রগুলো বের করা এবং শো শেষে ভেতরে রেখে দেয়া, প্রপস পাহারা যার মধ্যে রয়েছে ছয়টি সাদা খরগোশ, তিনটে ক্যানারি এবং দুটো হ্যামস্টার (ধেড়ে ইঁদুরের মতো প্রাণী)। প্রপসগুলোকে ধরে লোকজন খেয়ে ফেলতে পারে এ ভয়ে জাদুকর টবিকে ঝাড়ুর বাক্সের মতো ঘরে জানোয়ারগুলোর সঙ্গে একত্রে থাকতে বাধ্য করে। বিকট গন্ধযুক্ত ওই ঘরে টবি বাধ্য হয়েই থাকে। ভারি ভারি মালপত্তর বহন এবং পলায়নপর প্রপসগুলোর পেছনে সারাক্ষণ দৌড়ঝাঁপ করে করে টবির শরীর স্বাস্থ্য নিঃশেষিত প্রায়। নিজেকে তার বড্ড একা এবং হতাশ লাগে। সরু, ক্ষুদ্র ঘরগুলোর দিকে তাকিয়ে সে ভাবে এখানে সে কী করতে এসেছে এবং এসব কাজ করে কি সে আদৌ শো বিজনেসে ঢুকতে পারবে? তবু সে হাল ছাড়বার পাত্র নয়। সে আয়নার সামনে ইমিটেশনের অভিনয় চালিয়ে যায়। তার দর্শক থাকে মার্লিনের বদগন্ধ ছড়ানো জানোয়ারের দল।

গ্রীষ্মের এক রোববারে টবি তার সাপ্তাহিক ফোনটি করল বাড়িতে। ফোন ধরল তার বাপ।

'টবি বলছি, বাবা। কেমন আছ?'

ওপাশে নীরবতা।

'হ্যালো! তুমি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?'

'পাচ্ছি, টবি,' বাবার কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল যে টবির গায়ের রক্ত হিম হয়ে গেল।

'মা কোথায়?'

'তোমার মাকে গতরাতে হাসপাতালে ভর্তি করেছি।'

এত জোরে রিসিভার চেপে ধরল টবি যে ওটা প্রায় গুঁড়ো হবার জোগাড়। 'মা'র কী হয়েছে?'

'ডাক্তার বলল হার্ট অ্যাটাক।'

না! তার মা'র কিছু হতে পারে না! 'মা ঠিক হয়ে যাবে।'

গর্জন ছাড়ল টবি। 'সুস্থ হবে না?' মাউথপিসে রীতিমতো চিৎকার করছে সে। 'বলো মা সুস্থ হয়ে যাবে।'

যেন লক্ষ মাইল দূর থেকে বাপের কান্না ভেসে এলো টবির কানে। 'তোমার মা– তোমার মা কিছুক্ষণ আগে মারা গেছে।'

উত্তপ্ত সাদা লাভার মতো শব্দগুলো আছড়ে পড়ল টবির গায়ে, ওকে পুড়িয়ে দিল, দগ্ধ করল, মনে হলো সারা শরীরে আগুন ধরে গেছে। ওর বাবা নিশ্চয় মিথ্যা কথা বলছে। মা মরতে পারে না। মা'র সঙ্গে একটা চুক্তি হয়েছে টবির। টবি

একদিন বিখ্যাত হবে এবং মা তখন তার পাশে থাকবে। মা'র জন্য অপেক্ষা করছে দারুণ একখানা পেন্থহাউজ, একটি লিমুজিন, শোফার, ফারের কোট, হীরে...কাঁদতে গিয়ে হেঁচকি উঠে গেল টবির, নিঃশ্বাস নিতে পারছে না। দূরাগত কণ্ঠটি শুনতে পেল ও, 'টবি! টবি!'

'আমি বাড়ি আসছি। ফিউনারেল কবে?'

'কাল,' জবাব দিল ওর বাবা। 'তবে তুমি এখানে এসো না। ওরা তোমাকে আশা করছে, টবি। এলিনের শীঘ্রি বাচ্চা হবে। ওর বাবা তোমাকে দে ামাত্র খুন করে ফেলবে। তুমি ফিউনারেলে আসবে, সে অপেক্ষাতেই আছে ওরা।'

পৃথিবীতে একমাত্র ভালোবাসার মানুষটিকেও ও বিদায় জানাতে পারবে না। সারাদিন বিছানায় শুয়ে স্মৃতির পাতাগুলো উল্টে চলল টবি। মা'র ছবি ওর মনশ্চক্ষে দারুণ স্পস্ট এবং জীবন্ত। মা রান্নাঘরে রান্না করছে, ওকে বলছে বড় হয়ে টবি একদিন খুব বিখ্যাত হবে, মা থিয়েটারে, সামনের সারিতে বসে ওর অভিনয় দেখে চিৎকার করছে, *মেইন হিমেল! কী প্রতিভাবান ছেলে!'*

মা ওর অনুকরণ দেখে এবং কৌতুক শুনে হাসছে। ওর সুটকেস গুছিয়ে দিচ্ছে। *যখন তুই বড় তারকা হবি, আমাকে এখান থেকে এসে নিয়ে যাবি।* শোকে কাতর টবি মনে মনে বলল, *আমি আজকের দিনটির কথা জীবনেও ভুলব না। যত দিন বেঁচে থাকব মনে রাখব এ তারিখটি–১৪ আগস্ট, ১৯৩৯ সাল। আমার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিন এটি।*

ও ঠিকই বলেছিল। ওর মা'র মৃত্যুর জন্য নয়, দিনটি স্মরণীয় হয়ে রইবে একটি ঘটনার জন্য যা ঘটতে চলেছে পনেরশো মাইল দূরে, টেক্সাসের ওডেসায়।

চুয়াল্লিশ তলার প্রকাণ্ড এক ভবন নিয়ে হাসপাতাল, সময় তখন ভোর চারটা। চার নম্বর অপারেটিং রুমে ধাত্রীবিদ্যা-বিশারদদের দলটি বেশ বড় একটা বিপদের মধ্যে রয়েছে। রুটিন ডেলিভারিটি আকস্মিক মোড় নিয়েছে ইমার্জেন্সিতে। মিসেস কার্ল যিনস্কির সন্তান প্রসবের আগ মুহূর্ত পর্যন্ত সবকিছুই স্বাভাবিক ছিল। মিসেস যিনস্কি একজন স্বাস্থ্যবতী নারী, তিনি যখন 'পুশ' করতে শুরু করলেন, সব কিছুই শিডিউল মাফিক চলছিল।

ধাত্রীবিদ্যা বিশারদ ডা. উইলসন যখন ঘোষণা করেছিলেন এটা 'ব্রিচ ডেলিভারি' হতে যাচ্ছে, কেউ শংকিত বোধ করেনি। যদিও মাত্র তিন শতাংশ ব্রিচ ডেলিভারি হয়ে থাকে– নবজাতকের শরীরের নিম্নাংশ প্রথমে আবির্ভূত হয়– এরকম প্রসব করানো জটিল কিছু নয়। তিন ধরনের ব্রিচ ডেলিভারি হয় : স্পনটেনাস, যেখানে কোনো সাহায্য-সহযোগিতার প্রয়োজন হয় না; অ্যাসিস্টেড, এ ক্ষেত্রে ধাত্রীবিদ্যা-বিশারদের একজন সাহায্যকারীর প্রয়োজন হয়ে থাকে; এবং সম্পূর্ণ 'ব্রেক আপ', যেখানে শিশু মা'র গর্ভে শক্তভাবে আটকে থাকে।

ডা. উইলসন সন্তুষ্টচিত্তে লক্ষ্য করলেন এটা স্পনটেনাস ডেলিভারি হতে চলেছে, সবচেয়ে সহজ পদ্ধতির প্রসব। তিনি দেখলেন শিশুর পায়ের পাতা প্রথমে

বেরিয়ে এলো, তারপর ক্ষুদ্রাকৃতির পদযুগল। মা শরীরে আরেকবার চাপ দিলেন, এবারে আবির্ভূত হলো শিশুর উরু।

'প্রায় হয়ে এসেছে,' উৎসাহের সুরে বললেন ড. উইলসন।

'আরেকটু চাপ দিন।'

চাপ দিলেন মিসেস যিনস্কি। কিছুই ঘটল না।

ডাক্তারের কপালে ভাঁজ পড়ল। 'আবার চেষ্টা করুন। আরেকটু জোরে।'

কোনো লাভ হলো না।

ড. উইলসন শিশুর পায়ের ওপর হাত রাখলেন, খুব আস্তে টান দিলেন। কোনো সাড়া নেই। শিশুর শরীরের ওপর দিয়ে তার হাত চলে গেল জরায়ুর সরু প্যাসেজের মধ্যে, কিছু একটা খুঁজছেন তিনি। ডাক্তারের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটল। মেটার্নিটি নার্স তাঁর পাশে সরে এলো, মুছিয়ে দিল ভুরু।

'একটা সমস্যা হয়েছে,' নিচু গলায় বললেন ডা. উইলসন।

কথাটা শুনে ফেলেছেন মিসেস যিনস্কি। 'কী হয়েছে?' জানতে চাইলেন তিনি।

'না, সব ঠিক আছে,' ডা. উইলসনের হাত আরও ভেতরে প্রবেশ করল, বাচ্চাটাকে সাবধানে নিচে টেনে নামানোর চেষ্টা করছেন। ওটা স্ফীত হলো না। তিনি শিশুর শরীর এবং ম্যাটেরনাল পেলভিসের মাঝখানে চেপে থাকা আমবিলিকাল কর্ডের স্পর্শ পেলেন। চেপে আছে বলে ওটা শিশুর বাতাসের সরবরাহ বন্ধ করে দিচ্ছে।

'ফেন্টোস্কোপ!'

মেটার্নিটি নার্স যন্ত্রটি নিয়ে মার পেটের ওপর রাখল, শিশুর হৃদস্পন্দন শুনল, 'হার্ট বিট ত্রিশে নেমে এসেছে,' জানাল সে। 'অ্যারিথমিয়ার লক্ষণ আছে।'

ডা. উইলসনের আঙুলগুলো মা'র শরীরের ভেতরে, মস্তিষ্কের রিমোট অ্যান্টেনার মতো খুঁজছে, অনুসন্ধান করছে।

'ফেটাল হার্টবিট আমি হারিয়ে ফেলছি–' মেটার্নিটির নার্সের কণ্ঠে উদ্বেগ। 'ইট'স নেগেটিভ!'

জরায়ুর মধ্যে মৃত প্রায় একটি শিশু। যথাসময়ে ওকে বের করে নিয়ে আসতে পারলে ওর বেঁচে যাওয়ার ক্ষীণ একটা সম্ভাবনা রয়েছে। তবে সর্বোচ্চ চার মিনিটের মধ্যে সারতে হবে কাজ। এ সময়ের মধ্যে শিশুর ফুসফুস পরিষ্কার করতে হবে এবং ফিরিয়ে আনতে হবে হৃদস্পন্দন। চার মিনিট বাদে মস্তিষ্কের যে ক্ষতি হবে তা অকল্পনীয়।

'ক্লক ইট,' হুকুম দিলেন ডা. উইলসন।

স্বতঃপ্রণোদিতভাবে সকলের চোখ চলে গেল দেয়ালে ঝোলানো ইলেকট্রিক ঘড়িটির দিকে। ওতে বারোটা বেজে রয়েছে। বড় আকারের লাল রঙের দ্বিতীয় কাঁটাটা দৌড় শুরু করল।

কাজে লেগে গেল ডেলিভারি টিম। পেলভিক ফ্লোর থেকে শিশুটিকে বিযুক্ত করার চেষ্টা করছেন ডা. উইলসন, একটি ইমার্জেন্সি রেসপিরেটরি ট্যাংক টেবিলের

কাছে নিয়ে আসা হলো। ডাক্তার ব্রাখট পদ্ধতি অনুসরণ করলেন। শিশুর কাঁধ চেপে ধরে ওকে ঘুরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করলেন যাতে যোনিদেশের মুখটা খোলা থাকে। কিন্তু এতে কোনো কাজ হলো না।

এক ছাত্রী নার্স, এবারই প্রথম ডেলিভারিতে অংশ নিতে এসেছে, হঠাৎ অসুস্থ বোধ করল। সে দ্রুত বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

অপারেশন কক্ষের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন কার্ল যিনস্কি। নার্ভাস ভঙ্গিতে মাথার হ্যাট ধরে টানাটানি করছেন। আজ তাঁর জীবনের সবচেয়ে সুখের দিন। তিনি পেশায় ছুতোর মিস্ত্রি, সহজ-সরল একজন মানুষ যিনি অল্প বয়সে বিবাহ এবং বেশি সংখ্যক সন্তান নিয়ে বৃহৎ পরিবারে বিশ্বাসী। এটি তাঁদের প্রথম সন্তান। ফলে কিছুতেই তিনি উত্তেজনা প্রশমন করতে পারছেন না। তিনি তাঁর স্ত্রীকে অত্যন্ত ভালোবাসেন, বউ বিহীন জীবন কল্পনাও করতে পারেন না। স্ত্রীর কথাই ভাবছিলেন কার্ল, এমন সময় ডেলিভারি রুম থেকে ছিটকে বেরিয়ে এলো ছাত্রী নার্সটি। কার্ল তাকে হেঁকে বললেন, 'কেমন আছে সে?'

বিক্ষিপ্তচিত্ত নার্স, বাচ্চাটির দশা দেখে ব্যথায় প্রচণ্ড কাতর, আর্তনাদ করে উঠল 'সে মারা গেছে! সে মারা গেছে!' বলে ছুটে চলে গেল।

মি. যিনস্কির মুখ রক্তশূন্য হয়ে গেল। হাত দিয়ে চেপে ধরলেন বুক, হাঁ হয়ে গেল মুখ। অকস্মাৎ বাতাস শূন্য হয়ে গেছে তাঁর বক্ষ। ওরা যখন তাঁকে ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডে নিয়ে গেল ততক্ষণে তিনি সকল সাহায্যের ঊর্ধ্বে।

এদিকে ডেলিভারি রুমে ডা. উইলসন ঘড়ির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উন্মাদের মতো কাজ করে চলেছেন। তিনি আমবিলিকাল কর্ড হাত দিয়ে ধরছেন, ওটার চাপ অনুভব করছেন কিন্তু রিলিজ করতে পারছেন না। তাঁর প্রচণ্ড ইচ্ছে জাগছে আধা-ডেলিভারি হয়ে থাকা বাচ্চাটিকে গায়ের জোরে টেনে বের করে নিয়ে আসতে, কিন্তু এভাবে প্রসব করানো শিশুদের দশা কী হয়েছে তা তিনি দেখেছেন। মিসেস যিনস্কি এখন গোঙাচ্ছেন, প্রায় অচেতন।

'চাপ দিন, মিসেস যিনস্কি। আরও জোরে! কাম্ অন!'

কিন্তু কোনো লাভ হচ্ছে না। ঘড়ি দেখলেন ডা. উইলসন। দুটি মূল্যবান মিনিট চলে গেছে। অথচ শিশুর মস্তিষ্কে এখনো রক্ত সঞ্চালন শুরু হয়নি। আরেকটা সমস্যা দেখতে পাচ্ছেন ডা. উইলসন : চার মিনিট পার হবার পরে শিশুটিকে রক্ষা করা গেলেও তারপর তিনি কী করবেন? ওকে কি ভেজিটেবল হিসেবে বাঁচিয়ে রাখবেন? নাকি ওর জন্য সদয় এবং দ্রুত মৃত্যুর ব্যবস্থা করবেন? তিনি ভাবনাটা মাথা থেকে দূর করে দিয়ে আরও দ্রুত কাজ করতে লাগলেন। চোখ বুজে আছেন উইলসন, শুধু হাতের পরশের ওপরে ভরসা, মহিলার শরীরের ভেতরে যা ঘটছে সেদিকে তাঁর সকল মনোযোগ। তিনি Mauriceau-Smellie-veit পদ্ধতি ব্যবহার করছেন। এ জটিল পদ্ধতির সাহায্যে শিশুর শরীরের বাঁধন আলগা করে তাকে মুক্ত করা যায়। হঠাৎ একটা পরিবর্তন টের পেলেন ডাক্তার। নড়ে উঠেছে বাচ্চা।

'পাইপার ফরসেপ!'

মেটার্নিটি নার্স ঝট করে তাঁর হাতে বিশেষ ফরসেপটি তুলে দিল এবং ডা. উইলসন ওটা ভেতরে ঢুকিয়ে শিশুর মাথাটা চেপে ধরলেন। এক মুহূর্ত পরে বাচ্চার মাথা দেখা গেল।

ডেলিভারি হয়েছে শিশুটি।

এ সময়টি সর্বদাই আনন্দের একটি মুহূর্ত, নতুন সৃষ্টি হওয়া জীবনের একটি মিরাকল, লাল মুখের শিশু জোরে কেঁদে উঠে অনুযোগ করে কেন তাকে নীরব, অন্ধকার জরায়ু থেকে জোর করে আলো এবং ঠাণ্ডার মধ্যে নিয়ে আসা হলো।

কিন্তু এ শিশুটির ক্ষেত্রে তার ব্যত্যয় ঘটল। তার শরীর নীলচে-সাদা এবং সে একদমই নড়াচড়া করছে না। শিশুটি একটি মেয়ে।

ঘড়িতে তখনো দেড় মিনিট সময় বাকি। প্রতিটি কর্মচাঞ্চল্য হয়ে উঠল দ্রুত এবং মেকানিকাল, দীর্ঘদিনের প্রাকটিসের ফল, গজ দিয়ে পরিষ্কার করা হলো শিশুর ফ্যারিঙ্কস (অন্ননালীর ওপরের গর্ত) যাতে ল্যারেনজিয়ার ওপেনিং-এ বাতাস অবাধে প্রবেশ করতে পারে। ডা. উইলসন শিশুটিকে চিৎ করে শোয়ালেন। মেটার্নিটি নার্স ডাক্তারের হাতে তুলে দিল ক্ষুদ্রাকৃতির একটি ল্যারিনগোস্কোপ। জিনিসটি একটি বৈদ্যুতিক সাকশন অ্যাপারেটাসের সঙ্গে সংযুক্ত। তিনি ওটা জায়গায় বসিয়ে মাথা দোলালেন। নার্স ক্লিক শব্দে টিপে দিল একটি সুইচ। যন্ত্রটি থেকে বাতাস টানার ছন্দায়িত শব্দ ভেসে আসতে লাগল।

ঘড়ির দিকে তাকালেন ডা. উইলসন।

আর কুড়ি সেকেন্ড বাকি। কিন্তু হার্টবিট নেগেটিভ।

পনেরো...চোদ্দ...হৃদস্পন্দনের কোনো সাড়া নেই।

এখন সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় এসেছে। হয়তো ব্রেইন ড্যামেজ থেকে শিশুটিকে রক্ষা করার সময় ইতোমধ্যে চলে গেছে। এসব ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে কেউ কিছু বলতে পারে না। তিনি হাসপাতালে অনেক রোগী দেখেছেন যাদের শরীর পূর্ণবয়স্কের কিন্তু বুদ্ধিমত্তা শিশুদের। মস্তিষ্কে ক্ষতির কারণে তাদের এরকম হয়েছে।

দশ সেকেন্ড। কোনো পালস নেই, বিন্দুমাত্র আশা দেখতে পাচ্ছেন না ডা. উইলসন।

পাঁচ সেকেন্ড। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন ডাক্তার। আশা করলেন ঈশ্বর তাঁর অবস্থাটা বুঝতে পেরে তাঁকে ক্ষমা করে দেবেন। তিনি প্লাগ খুলে ফেললেন, বলবেন শিশুটিকে আর বাঁচানো যায়নি। কেউ তাঁর কাজের সমালোচনা করবে না, কোনো প্রশ্নও তুলবে না। আরেকবার শিশুটির গায়ে হাত দিলেন তিনি। ঠাণ্ডা এবং চটচটে।

তিন সেকেন্ড।

শিশুটির দিকে তাকিয়ে কেঁদে ফেলতে ইচ্ছে করল তাঁর। কী যে সুন্দর হয়েছে বাচ্চাটা। অপূর্ব! বড় হয়ে অসম্ভব রূপবতী হতো মেয়েটি। ওর জীবনটা কেমন হতো? ও কি বিয়ে করত, সন্তানের মা হতো? হয়তো সে চিত্রশিল্পী, শিক্ষক কিংবা

বিজনেস এক্সিকিউটিভ হতো। মেয়েটি কি ধনী হতো নাকি গরিব? সুখী নাকি অসুখী?

এক সেকেন্ড। নেগেটিভ হার্টবিট।

জিরো।

সুইচের দিকে হাত বাড়ালেন ডাক্তার, ঠিক সে মুহূর্তে শিশুটির হৃদস্পন্দন শুরু হয়ে গেল। থেমে থেমে, অনিয়মিত খিঁচুনির মতো প্রথমে শ্বাস করল সে, তারপর উল্লাসে ফেটে পড়ল ঘরের লোকজন, সবাই অভিনন্দিত করছে ডা. উইলসনকে। কিন্তু উইলসনের কানে কিছু ঢুকছে না।

তিনি স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন দেয়াল ঘড়িটির দিকে।

তার মা তার নাম রাখলেন জোসেফিন, নানীর নামে নাম। নানী ক্রাকো শহরে থাকেন। তবে মিসেস যিনস্কি বুঝতে পারছেন না কেন ডা. উইলসন প্রতি ছয় সপ্তাহ অন্তর জোসেফিনকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে বলেছেন। কারণ প্রতিবারই পরীক্ষার ফলাফল আসছে একই রকম : মেয়েটি সুস্থ আছে।

তবে এ প্রশ্নের জবাব মিলবে পরে।

তিন

শ্রমিক দিবসে, ক্যাটসকিলসে সামার সিজনের সমাপ্তির সঙ্গে বেকার হয়ে পড়ল গ্রেট মার্লিন। তার সঙ্গে টবিও। টবির এখন যেখানে খুশি চলে যাবার নেই মানা। কিন্তু কোথায় যাবে? তার ঘর নেই, চাকরি নেই, পকেটে পয়সা নেই। তবে সিদ্ধান্ত টা সে পেয়ে গেল যখন এক মহিলা তাকে এবং তার তিন সন্তানকে ক্যাটসকিলস থেকে শিকাগো পৌঁছে দেয়ার জন্য পঁচিশ ডলার দেবে বলল।

গ্রেট মার্লিন কিংবা তার দুর্গন্ধযুক্ত প্রপসের কাছ থেকে বিদায় না নিয়েই শিকাগোর পথে রওনা হয়ে গেল টবি।

১৯৩৯ সালে শিকাগো ছিল সমৃদ্ধশালী, সকলের জন্য উন্মুক্ত একটি শহর। এ শহরে নারী থেকে রাজনীতিবিদ সবাইকে টাকা দিয়ে কেনা যায়। শহরে রয়েছে শতশত নাইট ক্লাব সেখানে সবরকমের চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা। টবি সবগুলোতে ঢুঁ মারল, প্রকাণ্ড আকৃতির ঝাঁ চকচকে শেজ পারি থেকে রাশ স্ট্রিটের খুদে বারগুলোর কোনোটাই বাদ দিল না। তবে সব জায়গা থেকে একই জবাব মিলল। কেউ তরুণ এক পাংককে কৌতুকাভিনেতা হিসেবে ভাড়া করতে আগ্রহী নয়। টবির সময় দ্রুত ফুরিয়ে আসছিল। অথচ মা'র স্বপ্ন পূরণের এখনই সময়।

তখন টবি উনিশ ছুঁই ছুঁই।

টবি যে সব ক্লাবে কাজের আশায় ঘোরাঘুরি করে তার মধ্যে একটি হলো নী হাই। এদের বিনোদন বলতে থ্রি-পিস কম্বো, এক মাঝবয়সী, ভাঙাচোরা চেহারার মাতাল কৌতুকাভিনেতা এবং দুজন স্ট্রিপার মেরি ও জেরি। এরা পেরি সিস্টার্স নামে পরিচিত। অভাবনীয়ই বটে যে এরা বাস্তবেও আপন বোন। দুজনেরই বয়স কুড়ির কোঠায়, সস্তা চেহারার সুন্দরী। এক সন্ধ্যায় জেরি বার-এ এসে বসল টবির পাশে। টবি তার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে, বিনীত গলায় বলল, 'আমি আপনাদের নাচ খুব পছন্দ করি।'

ঘুরে বসল জেরি। দেখল এক নিতান্তই সরল চেহারার, শিশুর মতো মিষ্টি মুখের এক তরুণকে, যার পরনের পরিচ্ছদের দশা খুবই করুণ। জেরি নিঃস্পৃহ ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকিয়ে ঘুরতে যাচ্ছে, এমন সময় সিধে হলো টবি। জেরি আড়চোখে দেখল তার দুই উরুর সংযোগস্থলটি ভয়ানক ফুলে আছে, সে মুখ তুলে নিষ্পাপ,

কিশোর চেহারাটি আবার লক্ষ্য করল। 'যীশাস ক্রাইস্ট,' বলল জেরি। 'জিনিসটা পাও। তোমার?'

হাসল টবি। 'পরীক্ষা প্রার্থনীয়।'

সেদিন রাত তিনটার সময় টবি পেরি সিস্টার্স-এর সঙ্গে বিছানায় গেল।

সবকিছুই আগে থেকেই প্ল্যান করা ছিল। শো শুরুর ঘণ্টাখানেক আগে, জেরি ওদের ক্লাবের একমাত্র কৌতুকাভিনেতা পাঁড় জুয়াড়িকে নিয়ে ডাইভারসি এভিনিউয়ে এক বাড়িতে চলে এলো। ওখানে তখন জুয়োর আসর বসেছে। আসরের চেহারা দেখে ঠোঁট চাটল কৌতুকাভিনেতা, 'একটু খেলা দেখি না।'

আধঘণ্টা পরে জেরি যখন ওখান থেকে কেটে পড়ছে, কৌতুকাভিনেতা ততক্ষণে দর্শকের ভূমিকা ছেড়ে নিজেই খেলোয়াড় বনে গেছে এবং ছক্কা মারতে মারতে উন্মাদের মতো চেঁচাচ্ছে। শো'র কথা বেমালুম বিস্মৃত হয়েছে সে।

ওদিকে নী হাই ক্লাবের বার-এ সেজেগুঁজে বসে আছে টবি, গুনছে অপেক্ষার প্রহর।

শো'র সময় চলে এসেছে অথচ কৌতুকাভিনেতার দেখা নেই, ক্লাব-মালিক রেগে আগুন। গালির তুবড়ি ছোটাল সে। 'হারামজাদার আজকেই এখানে শেষ দিন। ওকে যেন আমার ক্লাবের ধারেকাছেও আর কখনো না দেখি।'

'চিন্তা করবেন না,' বলল মেরি। 'বার-এ একজন নতুন কৌতুকাভিনেতা এসেছে। মাত্রই নিউ ইয়র্ক থেকে এলো।'

'কী? কোথায়?' মালিক এক ঝলক দেখল টবিকে। 'আরে এ কী অভিনয় করবে? এ তো বালক মাত্র!'

'ও কিন্তু দারুণ জিনিস,' বলল জেরি। একদিক থেকে সত্যি কথাই বলেছে সে।

'ওকে একবার সুযোগ দিয়ে দেখুন না,' সায় যোগাল মেরি। 'আপনার হারাবার কী আছে?'

'আমার ফাকিং কাস্টোমার।' মালিক কাঁধ ঝাঁকাল, হেঁটে এগিয়ে গেল টবির কাছে। 'তুমি তাহলে কৌতুক করো, অ্যাঁ?'

'জী,' নিরাসক্ত গলা টবির। 'ক্যাটসকিলসে মাত্রই একটা চুক্তি করে এলাম।'

মালিক টবির আগাপাছতলা দেখল, 'বয়স কত তোমার?'

'বাইশ,' মিথ্যা বলল টবি।

'বিশ্বাস করি না। সে যাক গে। যাও, স্টেজে ওঠো। দেখি কী কেরামতি দেখাতে পারো।'

টবি টেম্পলের স্বপ্ন অবশেষে সফল হতে চলেছে। সে স্টেজে এসে দাঁড়াল, শরীর উদ্ভাসিত হলো স্পট লাইটের আলোয়। ব্যান্ডদল তার জন্য বিউগেল বাজাতে শুরু করল। দর্শকরা বসে আছে যেন অপেক্ষা করছে টবিকে আবিষ্কার করবে বলে, ওকে প্রশংসার জোয়ারে ভাসিয়ে দেবে। দর্শকদের প্রবল ভালোবাসা যেন অনুভব

করছে টবি, মনে হচ্ছে সে আর দর্শক যেন একই সুরে, এক জাদুর সুতোয় বাঁধা। এক মুহূর্তের জন্য মাকে মনে পড়ল টবির। আহা, মা যদি এখন থাকত এখানে, দেখতে পেত ওকে। বিউগেলের তূর্য নিনাদ থেমে গেল। অ্যাক্টিং-এ নেমে পড়ল টবি।

'গুড ইভনিং, ইউ লাকি পিপল। আমার নাম টবি টেম্পল। অনুমান করি আপনারা সবাই আপনাদের যে যার নাম জানেন।'

দর্শক নীরব।

বলে চলল টবি। 'শিকাগোর মাফিয়াদের নতুন নেতার কথা শুনেছেন? সে এক অদ্ভুত লোক। এখন থেকে কিস অব ডেথের সঙ্গে ডিনার এবং ডান্সও থাকছে।'

কেউ তার কথা শুনে হাসল না। সবাই তার দিকে স্থির, শীতল এবং ক্রুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। টবির পেটের ভেতরটায় ধারালো নখর দিয়ে কেউ যেন আঁচড় কাটতে শুরু করল। ঘামে ভিজে গেল শরীর। দর্শকদের সঙ্গে জাদুর সুতোর বন্ধনটি অকস্মাৎ ছিঁড়ে গেছে।

টবি বলে যেতে লাগল, 'মেইন শহরের এক থিয়েটারে এক এনগেজমেন্টে আমি অভিনয় করতে গিয়েছিলাম। থিয়েটারটা ছিল জঙ্গলের একদম ভেতরে আর ওটার ম্যানেজার ছিল একটা ভল্লুক।'

নীরবতা। টবিকে পছন্দ হয়নি দর্শকদের। তারা দুয়ো দিতে লাগল ওকে।

টবি শুরু করেছে, দুই মিনিটও হয়নি, ক্লাব-মালিক মিউজিশিয়ানদের ইশারা করল মিউজিক বাজাতে। তারা জোরে জোরে মিউজিক বাজাতে শুরু করল। যন্ত্র সঙ্গীতের উচ্চ নিনাদ চাপা দিল টবির কণ্ঠ। টবি ওখানে দাঁড়িয়ে রইল মুখে হাসি ধরে রেখে, কিন্তু চোখে টলমল করছে জল।

ওর ইচ্ছে করছে দর্শকদের উদ্দেশে বিকট একটা চিৎকার করে ওঠে।

চার

১৮৮১ সাল থেকে আমেরিকায় ভডেভিল শহরটি ফুলে-ফেঁপে উঠছিল। কিন্তু ১৯৩২ সালে প্যালেস থিয়েটার বন্ধ হয়ে গেলে এর মৃত্যু ঘটে। সকল সম্ভাবনাময় তরুণ কৌতুকাভিনেতার ট্রেনিং গ্রাউন্ড ছিল ভডেভিল, এ যুদ্ধক্ষেত্রে তারা শিখত কীভাবে নির্দয় এবং উপহাসকারী দর্শকদের বিরুদ্ধে নিজেদের বুদ্ধিমত্তা শাণিত করে তুলতে হবে। যেসব কৌতুকাভিনেতা এ কাজটা পেরেছেন তারা নাম কামিয়েছেন এবং পেয়েছেন যশ। এদের মধ্যে রয়েছেন এডি ক্যান্টর, ডব্লু.সি. ফিল্ডস, জনসন ও বেনি, অ্যাবট এবং কস্টেল্লো, জেসেল ও বার্নস এবং মার্ক্স ব্রাদার্সসহ আরো অনেকে। ভডেভিল ছিল স্বর্গসম, অর্থ উপার্জনের চমৎকার জায়গা, কিন্তু শহরটির মৃত্যুর পরে কৌতুকাভিনেতারা অন্যান্য ক্ষেত্রে চলে যেতে বাধ্য হয়। বড় বড় কৌতুকাভিনেতারা রেডিও শো এবং ব্যক্তিগত উপস্থিতির জন্য বুকড হতেন, তারা সারা দেশের নামকরা রেস্টুরেন্টগুলোতে অভিনয় দেখাতেন। কিন্তু টবির মতো সংগ্রামরত তরুণ কৌতুকাভিনেতার জন্য অবশ্য গল্পটি ছিল ভিন্ন। তারা নাইট ক্লাবে অভিনয় করে বটে তবে সে জগৎ ভিন্ন। এর নাম দেয়া হয়েছে টয়লেট সার্কিট। শব্দটি সকলের কাছে প্রিয় হয়ে উঠেছিল। এ নাইট ক্লাবগুলোর সেলুন নোংরা, সারা দেশেই এরকম ক্লাব ছড়িয়ে আছে যেখানে দীর্ঘদিন গোসলহীন লোকজন পাবলিক বিয়ার খেতে খেতে ঢেকুর তোলে এবং স্ট্রিপারদের নাচ দেখে। এসব ক্লাবের ড্রেসিং রুমের বাতাস দূষিত হয়ে থাকে টয়লেটের গন্ধ, পচা-বাসি খাবারের দুর্গন্ধ এবং হিসু ও সস্তা পারফিউমের গা গোলানো গন্ধে। আর সবকিছু ছাড়িয়ে রয়েছে ভয়ের গন্ধ : অনুষ্ঠান যদি ফ্লপ করে। টয়লেটগুলো এমন নোংরা, নারী শিল্পীরা ড্রেসিং রুমের সিঙ্কে বাথরুম করে, ভুলেও ওদিকে পা বাড়ায় না। দর্শক প্রতিক্রিয়ার ওপরে নির্ভর করে পারিশ্রমিক দেয়া হয়– পাঁচ থেকে সর্বোচ্চ পনেরো ডলার।

টবি টেম্পল এসব জায়গায় অভিনয় করেছে। এগুলো হয়ে উঠেছে তার স্কুল। শহরের নাম ভিন্ন, তবে জায়গাগুলো সব একই রকমের, গন্ধে নেই তারতম্য এবং নিষ্ঠুর প্রকৃতির দর্শকরাও সব জায়গায় একরকম। অভিনেতার অভিনয় পছন্দ না হলে তারা টবির দিকে বিয়ারের বোতল ছুড়ে মারে এবং পারফরমেন্সের পুরোটা সময় নানানভাবে জ্বালাতন করে, শেয়ালের মতো ডাক ছেড়ে কিংবা শিস দিয়ে থামিয়ে দেয় অভিনয়। এ স্কুল কঠিন, তবে ভালো। কারণ এটি টবিকে টিকে

থাকার সকলরকম কৌশল শেখাচ্ছে। সে মাতাল ট্যুরিস্ট এবং ঠাণ্ডা মাথার গুণ্ডাদের সঙ্গে কীভাবে আচরণ করতে হবে জানে, দুটিতে কখনো মিলিয়ে ফেলে না। সে শিখেছে কীভাবে অবিরাম উত্যক্তকারীকে তার ড্রিংকের গ্লাসে এক চুমুক দেয়ার কথা বলে, কিংবা নিজের ন্যাপকিন দিয়ে লোকটার কপালের ঘাম মুছিয়ে দিয়ে তাকে শান্ত করতে হয়।

টবি উইল্ডউড, নিউজার্সি, বি'নাই বার্থ, সঙ্গ অব টৌলি এবং মুজ হিলসসহ নানান জায়গায় অভিনয় করেছে।

এবং সে শিখেই চলেছে।

টবি'র অভিনয়ের মধ্যে থাকে জনপ্রিয় গানের প্যারোডি, গেবল, গ্রান্ট, বোগার্ট এবং ক্যাগনি'র অনুকরণ এবং বিখ্যাত কৌতুকাভিনেতাদের গল্প চুরি। এরা পয়সা খরচ করে লেখক ভাড়া করার সামর্থ্য রাখেন। অবশ্য সংগ্রামী কৌতুকাভিনেতাদের প্রায় সকলেই চৌর্যবৃত্তিটি করে থাকে। এ নিয়ে তারা বড়াই করতেও ছাড়ে না। 'আমি জেরি লেস্টার করছি'– মানে তারা ওই অভিনেতার মালমশলা চুরি করছে। আর তারা সাধারণত সেরা জিনিসটাই চুরি করে।

টবি সবরকম কমিক দেখায়। সে ভাবলেশশূন্য, কঠোর চেহারার দর্শকদের সামনে গিয়ে শিশুর মতো সরল মুখ নিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলে, 'আপনারা কখনো এস্কিমোদের হিসু করতে দেখেছেন?' প্যান্টের জিপারে হাত রাখে টবি, প্যান্টের ভেতর থেকে টপাটপ লাফিয়ে পড়ে বরফের টুকরো। তবে দর্শকদের মুখের কঠিন রেখা তাতে শিথিল হয় না।

বাসে চড়ে সারা দেশ ঘুরে বেড়ায় টবি। নতুন শহরে এসে সে সবচেয়ে সস্তা হোটেল কিংবা বোর্ডিং হাউজে গিয়ে ওঠে। তারপর নাইট ক্লাব, বার এবং হর্স পার্লারগুলোতে গিয়ে খোঁজ নেয় কোথায় কাজ করার সুযোগ রয়েছে। সে জুতোয় সুখতলা হিসেবে ব্যবহার করে কার্ডবোর্ড এবং লন্ড্রি খরচ বাঁচাতে জামার কলার চক দিয়ে ঘষে সাদা করে রাখে। শহরগুলো বিষণ্ন, নিরানন্দ, খাবার স্বাদহীন; তবে সবচেয়ে সমস্যা হলো একাকীত্ব। টবিকে কুড়ে কুড়ে খায়। ওর কেউ নেই। বিশাল বিশ্বে এমন কেউ নেই যে টবি বেঁচে থাকল নাকি মরে গেল তাতে কারও কিছু আসে যায়। মাঝে মধ্যে বাপকে চিঠি লেখে সে, তবে তা ভালোবাসার চেয়ে কর্তব্যের তাগিদেই বেশি। কারও সঙ্গে মন খুলে দুটো কথা বলতে চায় টবি, চায় এমন কারও সান্নিধ্য যে ওকে বুঝতে পারবে, ওর স্বপ্নগুলো ভাগ করে নেবে।

সে দেখে সফল বিনোদন শিল্পীরা বড় বড় ক্লাব থেকে বেরোয় অপূর্ব সুন্দরীদের বগল দাবা করে, সোজা গিয়ে ওঠে তাদের ঝাঁ চকচকে লিমোজিনে, টবির তখন খুব ঈর্ষা হয়। ভাবে একদিন সে-ও...

অভিনয় করার সময় সবচেয়ে বিব্রতকর মুহূর্তগুলো হলো যখন মাঝপথে ওকে স্টেজ থেকে বের করে দেয়া হয়, ও শুরু করার সুযোগই পায় না। তখন দর্শকদের প্রতি প্রবল ঘেন্না জন্মায় টবির, মন চায় ওদেরকে খুন করে ফেলতে। সে হোটেল

মঞ্চে এসে কাঁদে, ঈশ্বরের কাছে অনুনয় করে তাকে যেন একা থাকতে দেয়া হয়, দর্শকদের বিনোদিত করার আকাঙ্ক্ষা যেন তার ভেতর থেকে কেড়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

ঈশ্বর, প্রার্থনা করে টবি, *আমি যেন জুতোর ফেরিঅলা কিংবা কসাই হতে চাই সে দোয়া করো। অভিনেতা আমি হতে চাই নে।* ওর মা ভুল বলেছে। ঈশ্বর অনেকের মাঝ থেকে ওকে বেছে নেন নি। টবি কোনোদিন বিখ্যাত হতে পারবে না। কাল থেকে সে অন্য কোনো কাজ বেছে নেবে। নয়টা-পাঁচটা অফিসে যাবে, সাধারণ মানুষের মতো স্বাভাবিক জীবনযাপন করবে।

কিন্তু পরের রাতে আবার মঞ্চে হাজির হয় টবি, ইমিটেশন করে, জোকস বলে, তার ওপর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া, তাকে হামলা করা দর্শকদের মন জয় করার চেষ্টা করে।

সে নিষ্পাপ হাসিতে মুখ ভরিয়ে বলে, 'এক লোক তার পোষা হাঁসটিকে খুব ভালোবাসত। এক রাতে সে হাঁসটিকে নিয়ে গেল সিনেমা দেখতে। ক্যাশিয়ার বলল, 'হাঁসটাস নিয়ে সিনেমা হলে ঢোকা যাবে না।' তখন লোকটি প্রেক্ষাগৃহের এক কোণে গিয়ে হাঁসটিকে প্যান্টের মধ্যে ঢুকিয়ে টিকেট কেটে প্রবেশ করল সিনেমা হলে। প্যান্টের ভেতরে বন্দি হাঁস অস্থির হয়ে ছটফট করছিল বলে লোকটি তার প্যান্টের জিপার খুলে দিয়ে হাঁসের মাথাটি বের করে রাখল।

লোকটির পাশে বসা ছিল এক মহিলা এবং তার স্বামী। সে তার স্বামীর দিকে ফিরে বলল, 'র‍্যালফ, আমার পাশের লোকটা তার লিঙ্গ বের করেছে।' র‍্যালফ বলল, 'লোকটা কি তোমাকে বিরক্ত করছে?' 'না' জবাব দিল স্ত্রী। 'তাহলে ওর কথা ভুলে গিয়ে ছবি দেখতে থাকো।' কিছুক্ষণ পরে স্ত্রী স্বামীকে কনুই দিয়ে গুঁতো মারল। 'র‍্যালফ–ওর লিঙ্গ– স্বামী বলল, 'ওদিকে নজর দিতে মানা করলাম না?' স্ত্রী বলল, 'নজর না দিয়ে পারছি না তো– ওটা আমার পপকর্ন খেয়ে ফেলছে।'

টবি এক রাতে স্যানফ্রান্সিসকোর থ্রিসিক্স ফাইভ-এ অভিনয় দেখাল, পরের রাতে গেল নিউইয়র্কের রুডি'স রেইল-এ, এবং টলেডো'র কিন ওয়া শো তে। এবং সব জায়গাতেই ও কিছু না কিছু শিখল।

টবি জেম, অডিয়ন, এম্পায়ার, স্টার ইত্যাদি নামের ছোট ছোট থিয়েটারে দিনে চার-পাঁচবার শো করল।

এবং সে শিখল।

অবশেষে টবি টেম্পল উপলব্ধি করল সে সারা জীবন যদি টয়লেট সার্কিটে কাজ করে যায়, তাকে কেউ চিনবে না কিংবা জানবে না।

১৯৪১ সালের ডিসেম্বরের প্রথম হপ্তায় টবি নিউ ইয়র্কের ফোরটিনথ স্ট্রিটে ভিউ থিয়েটারে অভিনয় দেখাচ্ছে, সে জাপানি অ্যাক্রোব্যাট পরিবার ফ্লাইং কানাজার পরিবারের গল্প বলতে গেছে দর্শকদের, সকলে হইচই শুরু করে দিল। তাড়া খেয়ে টবি ফিরে এলো ব্যাক স্টেজে। 'দর্শকদের ব্যাপারটা কী?' জিজ্ঞেস করল টবি। 'জাপানিদের গল্প লতেই সবাই অমন হিংস্র হয়ে উঠল কেন?'

'কেন তুমি জানো না!' বলল স্টেজ ম্যানেজার। 'জাপানিরা কিছুক্ষণ আগে পার্ল হারবারে হামলা করেছে।'

সেদিন সন্ধ্যায় টবি বাড়িতে ফোন করেছে, ওর বাবা জানাল ওর নামে মার্কিন প্রেসিডেন্টের তরফ থেকে একখানা শুভেচ্ছা পত্র এসেছে। আসলে ওটা ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যোগদানের আহ্বান। দেড় মাস পরে টবি মার্কিন সেনাবাহিনীতে যোগ দিল। শপথগ্রহণের দিন ওর মাথা এমন ব্যথা করছিল যে ঠিকমতো শপথবাক্য উচ্চারণই করতে পারছিল না।

পাঁচ

শুরুতে টবি টেম্পলের যুদ্ধ ছিল একটা দুঃস্বপ্নের মতো।

সেনাবাহিনীতে তাকে কেউ চিনত না। লাখো অচেনা মানুষের ভিড়ে তার পরিচিতি ছিল শুধু একটি ইউনিফর্ম নাম্বার দিয়ে।

জর্জিয়ার বেসিক ট্রেনিং ক্যাম্পে তাকে প্রথমে পাঠানো হলো তারপর সেখান থেকে ইংল্যান্ডে। সাসেক্সের একটি ক্যাম্পে ছিল তার আউটফিট। টবি একদিন সার্জেন্টকে বলল সে কমান্ডিং জেনারেলের সঙ্গে দেখা করতে চায়। তবে ক্যাপ্টেন পর্যন্ত সে পৌঁছাতে পারল। ক্যাপ্টেনের নাম স্যাম উইন্টার্স। ক্যাপ্টেনের গায়ের রঙ তামাটে, বয়স ৩২/৩৩, বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। সে টবিকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার সমস্যাটা কী, সৈনিক?'

টবি জবাব দিল, 'আমি একজন বিনোদন শিল্পী। শো-বিজনেসে আছি। বেসামরিক জীবনে আমি শিল্পচর্চা করে খেতাম।'

তার সরল ভঙ্গিটুকু ভালো লাগল ক্যাপ্টেনের। হেসে বলল, 'তুমি আসলে কী করো?'

'অনেক কিছুই,' জানাল টবি। 'আমি মানুষকে নকল করে দেখাই, প্যারোডি করি এবং...' ক্যাপ্টেনের চাউনি লক্ষ্য করে তার উৎসাহ মরে গেল, মিনমিন করে উপসংহার টানল। 'এরকম আর কী।'

'তুমি কোথায় কাজ করেছ?'

টবি বলতে গিয়েও থেমে গেল। বলে লাভ কী?

ক্যাপ্টেন নিউইয়র্ক কিংবা হলিউড ছাড়া অন্য কোনো জায়গার কথা শুনলে হয়তো পাত্তাই দেবে না। 'তেমন গুরুত্বপূর্ণ কোথাও না।' জবাব দিল টবি। সে বুঝতে পারছে খামোখাই নষ্ট করছে সময়।

ক্যাপ্টেন উইন্টার্স বলল, 'যদিও বিষয়টি আমার এখতিয়ারভুক্ত নয় তবু দেখছি কী করা যায়।'

'শিওর,' বলল টবি। 'অনেক ধন্যবাদ, ক্যাপ্টেন।' সে স্যালুট ঠুকে চলে গেল।

ক্যাপ্টেন উইন্টার্স নিজের ডেস্কে বসে টবির কথা ভাবছিল। স্যাম উইন্টার্স যুদ্ধে নাম লিখিয়েছে কারণ সে অনুভব করে এটা একটা লড়াই এবং এ লড়াইয়ে তাকে জিততে হবে। তবে টবি টেম্পলের মতো তরুণদের যুদ্ধ যে দশা করছে সে জন্য লড়াইয়ের প্রতি তার ঘৃণাও হচ্ছে। অবশ্য টেম্পলের যদি সত্যি প্রতিভা থাকে,

আজ হোক কাল হোক তার বিকাশ ঘটবেই। কারণ প্রতিভা হলো পলকা ফুলের মতো, কঠিন পাথরের নিচে বেড়ে ওঠে। এবং শেষতক একে উদ্ভাসিত হতে কেউ বাধা দিতে পারে না। সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়ার জন্য হলিউডের সিনেমা প্রযোজকের চাকরিতে ইস্তফা দিতে হয়েছে স্যাম উইন্টার্সকে। প্যান-প্যাসিফিক স্টুডিও'র হয়ে সে অনেক সফল ছবি প্রযোজনা করেছে। টবি টেম্পলের মতো প্রচুর সম্ভাবনাময় তরুণকে সে অকালে ঝরে যেতে দেখেছে। অন্তত একটা সুযোগ তাদের পাওয়া উচিত ছিল। সেদিন বিকেলে সে টবির বিষয়টি নিয়ে কথা বলল কর্নেল বীচের সঙ্গে।

'স্পেশাল সার্ভিসের জন্য ওকে অডিশন দেয়ানো যেতে পারে,' বলল ক্যাপ্টেন উইন্টার্স। 'আমার ধারণা ও খুব ভালো করবে। আমাদের ছেলেগুলোরও তো চিত্তবিনোদনের দরকার।'

কর্নেল বীচ কটমট করে তাকালেন ক্যাপ্টেন উইন্টার্সের দিকে, শীতল গলায় বললেন, 'ঠিক আছে, ক্যাপ্টেন। এ বিষয়ে আমাকে একটি মেমো পাঠিয়ে দিও।' ক্যাপ্টেন উইন্টার্স চলে গেল। তার গমন পথের দিকে তাকিয়ে রইলেন কর্নেল। তিনি একজন পেশাদার সৈনিক। সিভিলিয়ানদের দুচক্ষে দেখতে পারেন না। তাঁর দৃষ্টিতে ক্যাপ্টেন উইন্টার্স একজন সিভিলিয়ান। গায়ে উর্দি চড়ালেই কেউ সৈনিক হয়ে যায় না। ক্যাপ্টেন উইন্টার্সের কাছ থেকে টবি টেম্পলের মেমো পাবার পরে কর্নেল ওতে দুম করে 'REQUEST DENIED' সিলটি মেরে দিলেন।

তাঁর মন ফুরফুরে হয়ে গেল।

দর্শকশূন্য অবস্থায় থাকলেও টবি কিন্তু তার শিল্পচর্চা ত্যাগ করেনি। সুযোগ পেলেই সে লোককে কৌতুক শোনায়, নকল করে দেখায়। নির্জন মাঠে শুধু দুজন গার্ড দর্শক হলেও পরোয়া নেই টবি'র কিংবা শহরগামী বাসভর্তি সৈনিক অথবা শুধুমাত্র ডিশ ওয়াশারের সামনেও সে দিব্যি অভিনয় করছে। তারা তার অভিনয় দেখে হাসে, হাততালি দেয়। এতেই মহাখুশি টবি।

একদিন রিক্রিয়েশন হল-এ অভিনয় করছে টবি, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল ক্যাপ্টেন স্যাম উইন্টার্স। পরে সে টবিকে বলল, 'দুঃখিত, তোমাকে কোথাও ট্রান্সফার করতে পারলাম না, টেম্পল। তবে আমার ধারণা তোমার প্রতিভার অভাব নেই। যুদ্ধ শেষ হলে, যদি হলিউডে যাও কখনো, আমার খোঁজ কোরো।' হেসে যোগ করল সে, 'আশা করছি আমার চাকরিটা এখনও আছে।'

পরের হপ্তায় টবির ব্যাটালিয়নকে মুখোমুখি লড়াইয়ে পাঠিয়ে দেয়া হলো।

পরবর্তীতে টবি যখন যুদ্ধ নিয়ে স্মৃতিচারণ করেছে, লড়াইয়ের দৃশ্য নয়, তার চোখে ভেসে উঠেছে কীভাবে সে বিভিন্ন সময় মানুষকে বিনোদিত করেছে সে সব কথা। তার মনে পড়ে আচেনের এক হাসপাতালে সে একবার চুপিচুপি ঢুকে পড়েছিল। সেখানকার আহত সৈনিকদের দুঘণ্টা কৌতুক শুনিয়েছে। আরও শোনাত কিন্তু নার্স

এসে ওকে ঘর থেকে বের করে দেয়। সন্তুষ্টচিত্ত নিয়ে সে স্মরণ করে একজন Gi গার্ড তার জোকস শুনে এমন হাসছিল যে হাসির চোটে তার শরীরের সেলাই ছুটে গিয়ে উন্মোচিত হয়ে পড়ে ক্ষত।

যে সব লড়াই টবি করেছে তা ছিল নিতান্তই কাকতালীয়। তবে যুদ্ধ কী জিনিস বা যুদ্ধের ভীতিটা আসলে কী তা বুঝে ওঠার আগেই যুদ্ধটা শেষ হয়ে যায়।

১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটে। টবির তখন পঁচিশ, যদিও চেহারা দেখে মনে হয় একদিনও বাড়েনি তার বয়স। তার মুখখানা আগের মতোই মিষ্টি এবং নীল চোখে ফুটে থাকে রাজ্যের সারল্য, তার গোটা অবয়ব জুড়ে ঘিরে আছে অদ্ভুত পবিত্রতা।

যুদ্ধ শেষে সকলেই বাড়ি ফিরে যাবার আলোচনায় মশগুল। কানসাস সিটিতে কারও নববধূ অপেক্ষা করছে, বেয়োনে বাবা-মা প্রহর গুনছেন সন্তান কবে বাড়ি ফিরবে, সেন্ট লুইসে কেউ তার ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে ফিরে যেতে উদগ্রীব। কিন্তু টবির জন্য কেউ কোথাও অপেক্ষা করে নেই। শুধু খ্যাতি ছাড়া।

সে সিদ্ধান্ত নিল হলিউডে যাবে।

ছয়

অনেক অনেক আগে ইন্ডিয়ানরা যখন টেক্সাসের ওডেসা শহরে বাস করত তখন সেখানে ধু ধু মরু আর বালু ছাড়া কিছু ছিল না। কিন্তু ১৯৪৬ সালের প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখন ওডেসা শহরের বাতাসে শুধু তেলের গন্ধ ভেসে বেড়ায়।

ওডেসায় দু ধরনের মানুষ বাস করে : তেল মানব এবং সাধারণ মানব। তেল মানবরা অবশ্য সাধারণ মানবদেরকে অবজ্ঞার চোখে দেখেন না– শুধু তাদের জন্য করুণা বোধ করেন। কারণ শুধু তেল মানবরাই প্রাইভেট প্লেন, ক্যাডিলাক, সুইমিংপুল এবং শ্যাম্পেনের স্বাদ গ্রহণের সুযোগ উপভোগ করেন। ঈশ্বর তো এরকম শতাধিক মানব সন্তানের জন্যেই টেক্সাসে তেলের খনি দিয়েছেন।

জোসেফিন যিনস্কি জানত না সে সাধারণ মানব গোত্রভুক্ত। ছয় বছর বয়সে পরীর মতো সুন্দরী ছিল জোসেফিন। তার মখমল কালো চুলে রোদ যেন পিছলে পড়ে, তার গভীর বাদামি চোখ এবং ডিম্বাকৃতির সুন্দর মুখখানা বড়ই অপরূপ।

জোসেফিনের মা শহরে বড়লোকদের জামা-কাপড় সেলাই করেন। তিনি জোসেফিনকে বড়লোকদের বাড়িতে নিয়ে যান সঙ্গে করে। তেল মানবরা বিনয়ী, হাসিখুশি এ বাচ্চাটিকে বেশ পছন্দ করেন। তাঁরা নিজেদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে জোসেফিনকে খেলতে মানা করেন না। জোসেফিন পোলিশ হলেও তার চেহারা পোলিশদের মতো নয়। সে তেল মানবদের বাচ্চাদের সাইকেল, শত ডলার মূল্যের পুতুল নিয়ে খেলা করার অনুমতি পেয়েছে। সে ওদের ঘোড়ার পিঠেও চড়ার সুযোগ পায়। দুটো জীবন-যাপন করছিল জোসেফিন। বাইরে গেলে সে ধনী মানুষদের প্রাসাদোপম বাড়িতে ঘুরে বেড়াচ্ছে কিন্তু মা'র কাজ শেষে তাকে ফিরে আসতে হয় ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের কুটিরে, জীর্ণ আসবাবের ঘরে। এ ঘরের দরজা-জানালার মরচে ধরা কব্জা প্রায়ই ক্যাচ-কোচ শব্দে আর্তনাদ ছাড়ে। কখনো রাতেরবেলাতেও বড়লোকদের বাড়িতে থাকার সুযোগ ঘটে জোসেফিনের। সিসি টপিং কিংবা সিন্ডি ফারগুসনের প্রাসাদে বিশাল শয়নকক্ষটি তাকে একা শোয়ার জন্য ছেড়ে দেয়া হয়, সকালে তাকে নাস্তা দিয়ে যায় চাকরানী এবং বাটলাররা। জোসেফিন গভীর রাতে ঘুম থেকে উঠে পড়ে। তখন বাড়ির অন্য সকলে গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত। জোসেফিন নিচে নেমে আসে, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে বাড়ির সুন্দর সুন্দর জিনিসগুলো, চমৎকার তৈলচিত্র এবং প্রাচীন সব অ্যান্টিক। সে ওগুলো দুচোখ ভরে দেখে, গায়ে হাত বুলোয় এবং মনে মনে

বলে একদিন তারও এসব জিনিস হবে, একদিন সে-ও নয়নাভিরাম একটি বাড়িতে বাস করবে যে বাড়ি ভর্তি থাকবে নানান সুন্দর সুন্দর জিনিস।

কিন্তু ঘরে-বাইরে দু জায়গাতেই একাকী অনুভব করে জোসেফিন। তার প্রায়ই মাথা ধরে, যন্ত্রণায় ফেটে যেতে চায়। ঈশ্বরের প্রতিও তার ভীতি প্রবল। কিন্তু এসব কিছুই মাকে বলার সাহস হয় না জোসেফিনের। কারণ তার মা ভয়ানক গোড়া স্বভাবের মানুষ। ধর্ম-বিরোধী কোনো কথা তিনি শুনতেই চাইবেন না। নিজের ভয়ের কথা তেল মানবদের সন্তানদেরকেও বলতে পারে না জোসেফিন কারণ তারা তাকে সর্বদা হাসিখুশি একটি মেয়ে হিসেবে চেনে, ধর্মভীরু বাচ্চা হিসেবে নয়। ফলে নিজের ভয়টা মনের মধ্যেই পুরে রাখে জোসেফিন।

সাত

১৯৪৬ সাল। হলিউড, ক্যালিফোর্নিয়া। বিশ্বের সকলে চলচ্চিত্রের রাজধানী বলতে বোঝে হলিউডকে। এ শহর প্রতিভাবান, লোভী, সুন্দরী, আশাবাদী এবং উদ্ভট মানুষদের জন্য যেন এক চুম্বক। এ হলো পাম গাছ আর রিটা হেওয়ার্থের ভূমি। এখানে একজন এজেন্ট রাতারাতি একজনকে তারকা বানিয়ে দিতে পারবে, এ এক জুয়ো খেলার আড্ডা, একটি বেশ্যাপল্লী, দ্রাক্ষাকুঞ্জ, একটি মন্দির। হলিউড এক জাদুর ক্যালিডোস্কোপ যে বর্ণালী রঙিন কাচে তাকালে নিজেকে দেখা যায়।

টবি টেম্পলের কাছে হলিউড এমন এক জায়গা যেখানে আসবার জন্যেই যেন সে জন্মেছে। সে একটি আর্মি ডুফেল ব্যাগ এবং পকেটে তিনশো ডলার সম্বল নিয়ে কাহুয়েঙ্গা বুলেভার্ডের একটি সস্তা বোর্ডিংহাউজে উঠল। হতাশা যেন ওকে গ্রাস করতে না পারে তার আগেই কাজে নামতে হবে। হলিউড সম্পর্কে সবকিছু জানে টবি। এ শহরে সাহসের সঙ্গে লড়াই করে টিকে থাকতে হয়। টবি ভাইন স্ট্রিটে এক দর্জির দোকানে গিয়ে নতুন জামা-কাপড়ের অর্ডার দিল। তারপর পকেটে মাত্র কুড়ি ডলার থাকল তার। সে হলিউড ব্রাউন ডার্বিতে ঢুকল। এখানে তারকারা ডিনার এবং লাঞ্চ করতে আসেন। রেস্টুরেন্টের দেয়ালে হলিউডের সবচেয়ে বিখ্যাত অভিনেতাদের ক্যারিকেচার আঁকা। ওদিকে তাকিয়ে শো বিজনেসের স্পন্দন যেন অনুভব করল টবি, কক্ষটির শক্তি যেন টের পেল সে। একজন হোস্টেস হেঁটে এলো ওর দিকে। লাল চুলের সুন্দরী মেয়েটির বয়স কুড়ির উর্ধ্বে নয়। ফিগারটা দারুণ।

টবির দিকে তাকিয়ে হাসল তরুণী। 'ক্যান আই হেল্প ইউ?'

নিজেকে সামলাতে পারল না টবি। দুহাত বাড়িয়ে যুবতীর পাকা ডালিমের মতো বক্ষজোড়া চেপে ধরল।

মেয়েটি ভয়ানক চমকে উঠল। রেগেমেগে কিছু বলতে যাচ্ছে, টবি তার চোখে শূন্য দৃষ্টি ফুটিয়ে কাতর গলায় বলল, 'মাফ করবেন, মিস— আমি চোখে দেখতে পাই না।'

'ওহ্! আমি দুঃখিত।' সুদর্শন তরুণটিকে গালি দিতে যাচ্ছিল ভেবে অনুতপ্ত হলো ওয়েট্রেস মেয়েটি। সে টবির হাত ধরে যত্ন করে একটি টেবিলে বসিয়ে দিল। ও কী খাবে জেনে নিয়ে চলে গেল। কয়েক মিনিট পরে খাবার নিয়ে ফিরে এসে দেখে টবি দেয়ালে আঁকা ছবিগুলো নিবিষ্ট মনে দেখছে। টবি মেয়েটির দিকে

তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসল, 'কী আশ্চর্য! আমি আবার দেখতে পাচ্ছি!'

ওর বলার ভঙ্গিটা এমন সরল এবং অকপট যে না হেসে পারল না মেয়েটি। টবি ডিনার করছে, সে সারাক্ষণ হেসেই গেল এবং সে রাতে বিছানায় ওর শয্যাসঙ্গিনী হবার সময়ও টবির জোকস শুনে হাসতে থাকল।

শো বিজনেসের প্রান্তসীমায় পৌঁছবার প্রচেষ্টায় হলিউডে নানান হাবিজাবি চাকরি করছিল টবি। সে সাইরোতে তারকাদের গাড়ি পার্কিং-এর ব্যবস্থা করে দেয়। সেলেব্রিটিদের গাড়ি থামলে সে মুখে উজ্জ্বল হাসি ফুটিয়ে তাদের গাড়ির দরজা খোলে। তারকারা ওর দিকে ফিরেও তাকান না। কারণ টবি স্রেফ পার্কিং বয় মাত্র, ওর অস্তিত্ব সম্পর্কেও যেন তাঁরা সচেতন নন। তারকাদের সঙ্গে দামি, টাইট ফিটিং ড্রেস পরে যখন সুন্দরী ললনারা নামে, তাদের দিকে তাকিয়ে টবি মনে মনে বলে,

তোমরা যদি জানতে একদিন আমি কত বড় তারকা হবো তাহলে এই বিশ্রী লোকগুলোর সঙ্গে ঢলাঢলি না করে আমাকে নিয়েই ব্যস্ত থাকতে।

টবি এজেন্টদের কাছে ঘোরাঘুরি করে কিন্তু সে শীঘ্রি বুঝতে পারে এখানে অনর্থক নষ্ট হচ্ছে সময়। এজেন্টরা সবাই তারকাদের পা-চাটা। এদের কাছে যেতে হবে না। বরং ওরাই একদিন তোমার কাছে আসবে। টবি সবচেয়ে বেশি যে এজেন্টটির নাম শুনেছে সে ক্লিফটন লরেন্স। বড় বড় তারকাদের সঙ্গে তার ওঠাবসা। *একদিন*, ভাবে টবি, *ক্লিফটন লরেন্স হবে আমার এজেন্ট।*

শো বিজনেসের দুটি বাইবেলের গ্রাহক হয়েছে টবি : *ডেইলি ভ্যারাইটি* এবং *হলিউড রিপোর্টার*। এ পত্রিকা দুটো পড়ার সময় মনে হয় সে হলিউডেরই একজন। সে জানতে পারে টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি ফক্স কিনে নিয়েছে *ফর এভার আম্বার*, অটো প্রেমিঙ্গার ছবি পরিচালনা করছেন। *হুইশল স্টপ* ছবিতে আভা গার্ডনারের সঙ্গে অভিনয় করছেন জর্জ র‍্যাফ এবং জোর্জা কার্টরাইট। ওয়ার্নার ব্রাদার্স *লাইফ উইথ ফাদার* ছবিটি প্রযোজনা করছে। তারপর একদিন টবি এমন একটি খবর পড়ল যে তার হৃদস্পন্দন দ্রুততর হয়ে উঠল। 'প্যান-প্যাসিফিক স্টুডিও'র চার্জ অব প্রডাকশনের ভাইস-প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন প্রযোজক স্যাম উইন্টার্স।

আট

যুদ্ধ থেকে ফিরে স্যাম উইন্টার্স দেখে প্যান-প্যাসিফিক স্টুডিওতে তার জন্য চাকরিটা বহাল রয়েছে। ছয় মাস পরে একটা ঘটনা ঘটল। স্টুডিও প্রধানের চাকরি চলে গেল এবং নতুন প্রডাকশন হেড না পাওয়া পর্যন্ত ওই পদে আসীন হবার জন্য অনুরোধ করা হলো স্যামকে। স্যাম এমন চমৎকার কাজ দেখাচ্ছিল যে নতুন লোক খোঁজা বাদ দেয়া হলো, অফিশিয়ালি চার্জ-অব-প্রডাকশনের ভাইস প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পেল সে। এ এমন এক কাজ যা স্নায়ুর ওপর প্রচণ্ড চাপ ফেলে, টেনশনের চোটে আলসার বাধিয়ে বসে লোকে। কিন্তু স্যাম উইন্টার্স তার নতুন দায়িত্বটি দারুণভাবে উপভোগ করছিল।

হলিউড হলো তিন বৃত্ত বিশিষ্ট একটি সার্কাস যেখানে উন্মাদ, বুনো স্বভাবের চরিত্রদের বাস, এ এক মাইন ফিল্ড যেখানে কতগুলো নির্বোধ নাচানাচিতে ব্যস্ত। বেশিরভাগ অভিনেতা, পরিচালক এবং প্রযোজক আত্মকেন্দ্রিক এবং নিজেদেরকে অতি ক্ষমতাবান ভাববার বাতিকে আক্রান্ত। তাদের মধ্যে কৃতজ্ঞতা বলে কিছু নেই, তারা নিষ্ঠুর এবং ধ্বংসাত্মক। তবে স্যাম শুধু প্রতিভা দেখে। যার প্রতিভা আছে তাকে সে মূল্যায়ন করে। এখানে প্রতিভা হলো জাদুর চাবি।

স্যামের অফিসের দরজা খুলে গেল। হাতে সদ্য খোলা চিঠি নিয়ে ভেতরে ঢুকল তার সেক্রেটারি লুসিল এলকিন্স। লুসিল একজন যোগ্য পেশাদার সেক্রেটারি, বহুদিন ধরে এখানে আছে। সে তার বহু বসকে চলে যেতে এবং নতুন লোককে আসতে দেখেছে।

'ক্লিফটন লরেন্স এসেছেন আপনার সঙ্গে দেখা করতে,' জানাল লুসিল।

'ওকে আসতে বলো।'

লরেন্সকে পছন্দ করে স্যাম। লোকটার একটা স্টাইল আছে। যে কোনো এজেন্টের চেয়ে অনেক বেশি সিনসিয়ার ক্লিফ লরেন্স। সে ইতোমধ্যে পরিণত হয়েছে হলিউড কিংবদন্তীতে। সে সারাক্ষণই দৌড়ের ওপরে রয়েছে। আজ লন্ডন, কাল সুইটজারল্যান্ড, পরশু রোম, তার পরের দিন সে উড়ে যাচ্ছে নিউইয়র্কে তার ক্লায়েন্টদের সেবা করতে। হলিউডের সকল প্রভাবশালী নির্বাহীর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। তিনটি স্টুডিও'র প্রডাকশন হেডের সঙ্গে সে হপ্তায় পালা করে মদ্যপান করে। বছরে দুবার ইয়ট ভাড়া করে লরেন্স, সেখানে হাজির হয় ডজনখানেক সুন্দরী 'মডেল' এবং সাপ্তাহিক 'ফিশিং ট্রিপ'-এর আমন্ত্রণ পান টপ স্টুডিও

এক্সিকিউটিভরা। ম্যালিবুতে ক্লিফটন লরেন্সের সাজানো-গোছানো একটি বীচ হাউজ রয়েছে। তার বন্ধুরা যে কোনো সময় চাইলেই ওই বাড়িটি ব্যবহার করতে পারে। হলিউডের সঙ্গে ক্লিফটনের এ সম্পর্কের কারণে সকলেই কম-বেশি লাভবান হচ্ছে।

দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল লরেন্স। পরনে চমৎকার ছাঁটের সুট। স্যামের কাছে হেঁটে এসে ম্যানিকিউর করা একটি হাত বাড়িয়ে দিল সে। 'স্রেফ হ্যালো বলতে এলাম। কেমন চলছে দিনকাল, ডিয়ার বয়।'

'দিনগুলোকে যদি জাহাজের সঙ্গে তুলনা করি,' বলল স্যাম, 'তাহলে আজকের দিনটিকে বলব টাইটানিক দিন।'

ক্লিফটন লরেন্স নাক দিয়ে সহানুভূতি প্রকাশের শব্দ করল।

'গতরাতের প্রিভিউ নিয়ে কিছু ভাবলে?' জিজ্ঞেস করল স্যাম।

'প্রথম কুড়ি মিনিট কাটছাঁট করে শেষের অংশটুকু নতুনভাবে শুটিং করলেই তোমার ছবি সুপার হিট।'

'একদম ঠিক বলেছ,' হাসল স্যাম। 'আমরা ঠিক তা-ই করছি। আজ কোন্ ক্লায়েন্টকে বিক্রি করতে এসেছ?'

মুচকি হাসল লরেন্স। 'দুঃখিত। সবাই কাজে ব্যস্ত।'

কথা সত্য। ক্লিফটন লরেন্সের আস্তাবলের নির্বাচিত টপ তারকারা, যাদের মধ্যে রয়েছে পরিচালক এবং প্রযোজক, তাদের সকলেরই বাজারে চাহিদা আছে।

'শুক্রবারের ডিনারে দেখা হবে, স্যাম,' বলল ক্লিফটন।

'*চিয়াও*।' ঘুরল সে। বেরিয়ে গেল দরজা খুলে।

ইন্টারকমে ভেসে এলো লুসিলের কণ্ঠ। 'ডালাস বার্ক এসেছেন।'

'পাঠিয়ে দাও।'

'মেল ফস আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন। বলছেন খুব জরুরি।'

মেল ফস প্যান-প্যাসিফিক স্টুডিওর টেলিভিশন বিভাগের প্রধান।

ডেস্ক ক্যালেন্ডার দেখল স্যাম। 'ওকে বলো কাল সকালে, ব্রেকফাস্টের সময় দেখা করব। আটটায়। পোলো লাউঞ্জে।'

আউটার অফিসের ফোন বেজে উঠল। রিসিভার তুলল লুসিল। 'মি. উইন্টার্সের অফিস।'

অচেনা একটি গলা বলল, 'হ্যালো দেয়ার। বিখ্যাত মানুষটি কি ভেতরে আছেন?'

'কে বলছেন, প্লিজ?'

'বলুন ওর এক পুরানো বন্ধু আমি—টবি টেম্পল। আমরা একসঙ্গে আর্মিতে ছিলাম। উনি বলেছিলেন হলিউডে কখনো এলে ওঁর সঙ্গে যেন দেখা করি। আর এখন আমি হলিউডে।'

'উনি মিটিংয়ে আছেন, মি. টেম্পল। আমি কি ওঁকে বলব আপনাকে পরে ফোন দিতে?'

'নিশ্চয়,' লুসিলকে নিজের ফোন নাম্বার দিল টবি। লুসিল ওটা ছুড়ে ফেলে দিল আবর্জনার ঝুড়িতে। আর্মিতে একসঙ্গে কাজ করার কথা বলে এরকম ফোন এটাই লুসিলের কাছে প্রথম নয়।

চলচ্চিত্র শিল্পের শুরুর দিকের পরিচালকদের একজন ডালাস বার্ক। 'কীভাবে ছবি বানাতে হয়' এধরনের কোর্সে প্রতিটি কলেজে বার্কের ছবি দেখানো হয়। তাঁর অন্তত আধডজন ছবি ক্ল্যাসিকাল ফিল্মের মর্যাদা পেয়েছে, তাঁর প্রতিটি কাজেই থাকে প্রতিভা এবং মুন্সিয়ানার ছাপ। বার্কের বয়স আশি ছুঁই ছুঁই, প্রকাণ্ড শারীরিক কাঠামোটা একেবারে ভেঙে পড়েছে, ফলে পরনের কাপড় ল্যাগব্যাগ করে ঝুলছে গায়ে।

'আপনাকে দেখে খুশি হলাম, বার্ক,' বৃদ্ধকে তার অফিসে ঢুকতে দেখে বলল স্যাম।

'নাইস টু সি ইউ, কিড,' সঙ্গের লোকটাকে ইঙ্গিতে দেখালেন তিনি। 'তুমি তো আমার এজেন্টকে চেনোই।'

'নিশ্চয়। খবর ভালো তো, পিটার?'

সকলে আসন গ্রহণ করল।

'শুনলাম আপনি নাকি আমাকে একটা গল্প বলবেন,' ডালাস বার্ককে বলল স্যাম।

'খুব সুন্দর গল্প,' উত্তেজনায় কেঁপে গেল বৃদ্ধের গলা।

'আমি গল্পটা শোনার জন্য মুখিয়ে আছি, ডালাস,' বলল স্যাম। 'শুরু করুন।'

সামনে ঝুঁকলেন ডালাস বার্ক, বলতে শুরু করলেন।

'পৃথিবীতে সবাই সবচেয়ে কোন্ ব্যাপারে আগ্রহী জানো তো, কিড? প্রেম–ঠিক? আর সবচেয়ে পবিত্র প্রেম হলো সন্তানের জন্য মায়ের ভালোবাসা।' গল্পে যত ডুবে যাচ্ছেন বৃদ্ধ ততই তার কণ্ঠ চড়া হয়ে উঠল। 'আমাদের গল্পের পটভূমি লং আইল্যান্ড যেখানে উনিশ বছরের একটি মেয়ে একটি ধনী পরিবারে সেক্রেটারির কাজ করে। সে যার অধীনে কাজ করে ওই লোক বিবাহিত, এক অভিজাত পরিবারের মেয়েকে বিয়ে করেছে। লোকটি তার সেক্রেটারিকে পছন্দ করে, মেয়েটিও তার বসকে পছন্দ করে যদিও লোকটি বয়সে তার চেয়ে অনেক বড়।'

আধ কানে শুনছে স্যাম, ভাবছে গল্পটা হয়তো *ব্লাক স্ট্রিট* কিংবা *ইমিটেশন অব লাইফ* ছবির মতো হবে। তবে তাতে কিছু আসে যায় না। স্যাম গল্পটা নেবে। প্রায় কুড়ি বছর হলো ডালাস বার্ককে দিয়ে কেউ ছবি বানায় নি। তবে এ জন্য ইন্ডাস্ট্রিকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। বার্কের শেষ তিনটে ছবি ছিল ব্যয়বহুল তবে পুরানো আদলের বলে বক্স অফিসে মুখ থুবড়ে পড়েছে। ছবি নির্মাতা হিসেবে চিরতরে ক্যারিয়ার খতম ডালাস বার্কের। কিন্তু উনি তো একজন মানুষ এবং এখনও বেঁচে আছেন। আর তাঁকে বাঁচিয়েও রাখা দরকার কারণ মানুষটা সারা

জীবনে আধা কড়িও জমাতে পারেননি। মোশন পিকচার রিলিফ হোমে তাঁকে থাকার জন্য একটি ঘর দেয়া হয়েছিল। তিনি ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছেন প্রস্তাব। বলেছেন, 'তোমাদের দান-খয়রাতের আমি গুষ্টি মারি!' চিৎকার করেছেন, 'তোমরা সেই মানুষটির সঙ্গে কথা বলছ যার পরিচালিত ছবিতে কাজ করেছেন ডগলাস ফেয়ার ব্যাংকস, জ্যাক ব্যারিমুর, মিলটন সিলস এবং বিল ফারনুমের মতো তারকারা। আমি একটা জায়ান্ট আর তোমরা সবাই পিগমির দল।'

এবং সত্যি তিনি তা-ই। তিনি এক কিংবদন্তী, কিন্তু কিংবদন্তীদেরও পেটে খিদে লাগে।

স্যাম প্রযোজক হবার পরে এক পরিচিত এজেন্টকে ফোন করে বলেছিল ডালাস বার্ক যেন ওর জন্য গল্পের আইডিয়া নিয়ে আসেন। তারপর থেকে প্রতি বছর সে ডালাস বার্কের কাছ থেকে গল্প কিনে নিয়েছে মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে। গল্পগুলো কোনো কাজেই আসেনি স্যামের। কিন্তু কাজটা সে করেছে যাতে বুড়ো মানুষটার ভরণপোষণে কোনো ক্ষতি না হয়। স্যাম আর্মিতে থাকাকালীনও খবর নিয়ে জেনেছে স্টুডিও থেকে বার্কের গল্প কেনা হচ্ছে।

'...তো বাচ্চাটি তার মা'র আদর-ভালোবাসা ছাড়াই বড় হয়ে উঠছিল,' বলে চলেছেন বার্ক। 'কিন্তু মা ঠিকই সন্তানের খোঁজ-খবর রাখছিল। শেষকালে মেয়েটি ধনী ডাক্তারটিকে বিয়ে করে। জাঁকজমকপূর্ণ বিবাহ। তবে গল্পের ট্যুইস্টটা কোথায় জানো, স্যাম? শোনো– দারুণ লাগবে। ওরা মাকে বিবাহ অনুষ্ঠানে প্রবেশ করতে দেয় না। মা গির্জার পেছনে লুকিয়ে তার সন্তানের বিবাহ দেখে। এ দৃশ্য দেখার পরে প্রেক্ষাগৃহের প্রতিটি দর্শকের চোখ ভিজে উঠবে। তুমি কী বলো?'

স্যাম ভুল অনুমান করেছিল। এটা *স্টেলা ডালাস*-এর গল্প। সে এজেন্টের দিকে তাকাল। লোকটা তার চাউনি এড়িয়ে বিব্রত দৃষ্টিতে নিজের দামি জুতোর অগ্রভাগ লক্ষ্য করতে লাগল।

'খুব ভালো গল্প,' বলল স্যাম। 'এরকম গল্পই খুঁজছে স্টুডিও। এজেন্টের দিকে ফিরল সে। 'বিজনেস অ্যাফেয়ার্সের সঙ্গে যোগাযোগ করে একটা চুক্তি তৈরি করে ফেল, পিটার। আমি ওদেরকে বলে দেব তোমরা ফোন করছ।'

মাথা ঝাঁকাল এজেন্ট।

'ওদেরকে বলবে এ গল্পটির জন্য মোটা অংকের পারিশ্রমিক দিতে হবে নইলে আমি এটা ওয়ার্নার ব্রাদার্সকে বিক্রি করে দেব,' বললেন ডালাস বার্ক। 'গল্পটা তোমাকে প্রথম শোনালাম কারণ আমরা দুজনে বন্ধু।'

'নিশ্চয়ই,' বলল স্যাম।

ওরা দুজন চলে গেল। স্যাম জানে কোম্পানির টাকা এভাবে আবেগের বশে খরচ করার তার কোনো অধিকার নেই। কিন্তু চলচ্চিত্র শিল্পের ডালাস বার্কের মতো মানুষদের কাছে অনেক ঋণ, তিনি এবং তাঁর মতো মানুষজন না থাকলে এ ইন্ডাস্ট্রির অস্তিত্বই থাকত না।

নয়

পরদিন সকাল আটটায় বেভারলি হিলস হোটেলের পোর্টিকোয় গাড়ি নিয়ে ঢুকল স্যাম উইন্টার্স। গাড়ি থেকে নেমে পা বাড়াল পোলো লাউঞ্জ অভিমুখে, বন্ধু সহকর্মী এবং প্রতিদ্বন্দ্বীদের সম্ভাষণের জবাবে মাথা ঝাঁকাচ্ছে সে। ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ এবং ককটেল খেতে খেতে এ ঘরে বেশিরভাগ চুক্তিপত্র সংঘটিত হয় যা সবগুলো স্টুডিওর অফিস ঘরে মিলেও ঘটে না। স্যামকে দেখে মুখ তুলে তাকাল মেল ফস।

'মর্নিং, স্যাম।'

দুজনে হ্যান্ডশেক করার পরে স্যাম ফসের মুখোমুখি বসল। আট মাস আগে প্যান-প্যাসিফিক স্টুডিওর টেলিভিশন বিভাগের জন্য ফসকে ভাড়া করে স্যাম। বিনোদনের জগতে টেলিভিশনের নবজাতক হিসেবে জন্ম হলেও এর বৃদ্ধি ঘটে চলেছে অবিশ্বাস্য গতিতে। যে সব স্টুডিও একদা টেলিভিশনকে পাত্তাই দিত না তারা এখন এর সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছে।

ওদের অর্ডার নিতে এগিয়ে এলো ওয়েট্রেস। সে চলে যাবার পরে স্যাম জানতে চাইল, 'সুখবরটা কী, মেল?'

মাথা নাড়ল মেল ফস। 'কোনো সুখবর নেই। আমরা ঝামেলায় পড়েছি।'

স্যাম কোনো মন্তব্য করল না, অপেক্ষা করছে।

'আমরা 'দ্য রেইডার্স' আর চালাতে পারছি না।'

বিস্মিত দেখাল স্যামকে। 'এর রেটিং তো খুব ভালো। তাহলে নেটওয়ার্ক কেন এটিকে চালাতে আগ্রহী নয়? একটা হিট শো পাওয়া তো খুব কঠিন।'

'শো নিয়ে সমস্যা নয়,' বলল ফস। 'সমস্যা জ্যাক নোলানকে নিয়ে।' জ্যাক নোলান 'দ্য রেইডার্স'-এর তারকা। এ সিরিজে অভিনয় করার সঙ্গে সঙ্গে সে হিট। সমালোচক এবং দর্শক উভয়ে তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

'তার আবার কী হলো?' জিজ্ঞেস করল স্যাম। ফসকে প্রশ্ন করে করে তথ্য জানার এ পদ্ধতিটি স্যামের একেবারেই না পছন্দ।

'*পিক*' ম্যাগাজিনের এ সপ্তাহের ইস্যুটা পড়েছেন?'

'আমি ওটা কখনোই পড়ি না। আমার কাছে পত্রিকাটা মনে হয় একটা আবর্জনা।' স্যাম হঠাৎ বুঝতে পারল কোনো দিকে ধাবিত হচ্ছে ফস। 'ওরা নিশ্চয়ই নোলানকে ধুয়েছে।'

'ধুয়েমুছে একেবারে সাফ করে ফেলেছে,' বলল ফস।

'হারামজাদাটা লেসের ড্রেস পরে মেয়ে সেজে পার্টিতে গিয়েছিল। তার ছবি তুলে কেউ ছাপিয়ে দিয়েছে পত্রিকায়।'

'প্রতিক্রিয়া কতটা খারাপ?'

'এরচেয়ে খারাপ আর হতে পারে না। গতকাল নেটওয়ার্ক থেকে কমপক্ষে একডজন ফোন এসেছে আমার কাছে। স্পন্সর এবং নেটওয়ার্ক এ শো-র মধ্যে আর থাকতে চাইছে না। স্বঘোষিত সমকামীর সঙ্গে কেউ কাজ করতে আগ্রহী নয়।'

'ট্রান্সভেস্টাইট,' বলল স্যাম। কোথায় সে ভেবেছিল নিউইয়র্কে আগামী মাসের বোর্ড মিটিংয়ে টেলিভিশনের ওপরে জোরালো একটা রিপোর্ট দেবে, ফসের খবরটা সে আশায় জল ঢেলে দিল। 'দ্য রেইডার্স'-এর প্রদর্শন বন্ধ হয়ে যাওয়া মানে বিরাট একটা ধাক্কা।

যদি না সে এ ব্যাপারে কোনো ব্যবস্থা নিতে পারে।

স্যাম অফিসে ফিরেছে, লুসিল কতগুলো কাগজের তাড়া দিল তাকে। 'সবচেয়ে জরুরি মেসেজগুলো ওপরে রেখেছি,' বলল সে। 'আপনাকে ওদের দরকার–'

'পরে। IBC'র উইলিয়াম হান্টকে লাগাও।'

দুই মিনিট পরে স্যাম ফোনে ইন্টারন্যাশনাল ব্রডকাস্টিং কোম্পানি প্রধানের সঙ্গে কথা বলতে লাগল। হান্টকে সে কয়েক বছর ধরে চেনে এবং পছন্দও করে। হান্ট কর্পোরেট ল ইয়ার হিসেবে উজ্জ্বলভাবে শুরু করেছিল নিজের ক্যারিয়ার, নিজের চেষ্টায় নেটওয়ার্কের মই বেয়ে ওপরে উঠে এসেছে। তারা দুজন অবশ্য খুব কমই বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে মিলিত হয় কারণ টেলিভিশনের সঙ্গে স্যাম সরাসরি জড়িত নয়। ফোনে হান্টের সাড়া পেয়ে গলায় চেষ্টাকৃত উৎফুল্ল ভাব ফোটাল স্যাম। 'মর্নিং, বিল।'

'দিস ইজ আ প্লেজ্যান্ট সারপ্রাইজ,' বলল হান্ট। 'অনেকদিন পরে তোমার সঙ্গে কথা বলছি, স্যাম।'

'হুঁ,' অনেকদিনই বটে। এ লাইনের বাজে দিক এটাই, বিল। পছন্দের লোকজনের সঙ্গে ইচ্ছে থাকলেও দেখাসাক্ষাৎ খুব কম হয়।'

'ঠিকই বলেছ।'

গলার স্বর ভাবলেশহীন রাখল স্যাম। 'ভালো কথা, *পিক* ম্যাগাজিনের হাস্যকর খবরটা তুমি পড়েছ, বিল?'

'হ্যাঁ,' শান্ত কণ্ঠ হান্টের। 'ওই জন্যেই আমরা শো-টা ক্যান্সেল করছি, স্যাম।' তার বলার ভঙ্গিটা চূড়ান্ত।

'বিল,' বলল স্যাম, 'আমি যদি বলি জ্যাক নোলানকে কেউ ফাঁসিয়ে দিয়েছে?'

অপর প্রান্ত থেকে ভেসে এলো উচ্চকিত হাসির শব্দ।

'তুমি লেখক হলে ভালো করতে, স্যাম। তোমার কল্পনাশক্তি ভালো।'

'আমি সিরিয়াস,' গম্ভীর গলায় বলল স্যাম। 'আমি জ্যাক নোলানকে চিনি। সে আমাদের মতোই সহজ-সরল। ওই ছবিটি তোলা হয়েছে একটি কস্ট্যুম পার্টিতে।

ওর গার্ল ফ্রেন্ডেব পার্টি ছিল এবং সমকামীর পোশাক পরানো হয় জ্যাককে।' স্যাম টের পেল তার হাতের তালু ঘামছে।

'আমি পারব না–'

'জ্যাককে নিয়ে আমি যথেষ্ট আশাবাদী,' বলল স্যাম। 'ওর ওপর আমার আস্থাও প্রচুর। এ জন্যে ওকে লারেডো ছবিতে নায়কের পার্ট দিচ্ছি। আগামী বছরের ওয়েস্টার্ন ছবি ওটা।'

ও প্রান্তে ক্ষণিক নীববতা। 'আর ইউ সিরিয়াস, স্যাম?'

'একশোবাব। এটা তিন মিলিয়ন ডলারের ছবি। জ্যাক নোলান যদি সমকামী হয় ওকে তো কেউ পর্দায় দেখতেই চাইবে না। প্রদর্শকরা ওর ছবি চালাবে না। আমি যদি ওর সম্পর্কে ভালো করে না জানতাম তাহলে কি এ ঝুঁকিটা নিতাম?'

'হু...' বিল হান্টের কণ্ঠে দ্বিধা।

'কাম অন, বিল, *পিক*-এর মতো একটা ফালতু পত্রিকার ভুয়া খবরে বিশ্বাস করে তুমি নিশ্চয় একটা ভালো মানুষের ক্যারিয়ার ধ্বংস করে দেবে না। ওর শো-টা তো তোমার পছন্দ, তাই না?'

'খুব। শো-টা খুব ভালো। তবে স্পন্সররা–'

'ওটা তোমাব নেটওয়ার্ক। এয়ার টাইমের চেয়ে তোমার স্পন্সরের সংখ্যা বেশি। তোমাকে একটা হিট শো দিয়েছি আমরা। সাফল্য নিয়ে নিশ্চয় ফচকেমি করবে না।'

'হুম্...'

'স্টুডিও 'দ্য রেইডার্স'-এর নেক্সট সিজন নিয়ে কী চিন্তা-ভাবনা করছে সে বিষয়ে মেল ফস তোমাকে কিছু বলেছে?'

'না...'

'ও আসলে তোমাকে একটা সারপ্রাইজ দিতে চায়,' বলল স্যাম। 'ওর কথা শুনলে তুমি রীতিমতো পুলকিত হবে। আমি শুধু এটুকুই বলি আমরা 'দ্য রেইডার্স' নিয়ে আগামীতে যা করতে যাচ্ছি তার পরে যদি শো-টির জনপ্রিয়তা আকাশ না ছোঁয় তো আমার নাম পাল্টে রাখব।'

একটু ইতস্তত করে বিল হান্ট বলল, 'মেলকে বোলো আমাকে ফোন করতে। আসলে এখানে আমরা সবাই একটু চিন্তায় আছি।'

'মেল তোমাকে অবশ্যই ফোন করবে,' বলল স্যাম।

'আর, স্যাম– তুমি নিশ্চয় আমার অবস্থাটা বুঝতে পারছ। আমি আসলে কাউকে আঘাত করতে চাইনি।'

'সে কথা আমার চেয়ে আর কে ভালো জানে,' উদার গলায় বলল স্যাম। 'আমি তো তোমাকে খুব ভালোভাবে চিনি। এজন্যেই ভাবলাম তোমাকে আসল কথাটা জানিয়ে দিই।'

'না, ঠিকই করেছ তুমি।'

'চলো না আগামী হপ্তায় দুজনে একসঙ্গে লাঞ্চ করি।'

'আপত্তি নেই। আমি তোমাকে সোমবার ফোন করব।'

দুজনে পরস্পরকে বিদায়-সম্ভাষণ জানিয়ে রেখে দিল ফোন। স্যাম চুপচাপ বসে রইল। শরীরের সমস্ত শক্তি যেন ফুরিয়ে গেছে। জ্যাক নোলান মহা সমকামী। ঐ হারামজাদাকে অনেক আগেই স্টুডিও থেকে বের করে দেয়া উচিত ছিল। অথচ এরকম ম্যানিয়াকদের ওপরেই নির্ভর করছে স্যামের সম্পূর্ণ ভবিষ্যৎ। একটা স্টুডিও চালানো আর তুষার ঝড়ের মধ্যে উঁচু তারের ওপর দিয়ে নায়াগ্রা জলপ্রপাত হেঁটে পাড়ি দেয়া একই কথা। একমাত্র উন্মাদদের পক্ষেই স্টুডিও পরিচালনা করা সম্ভব, মনে মনে বলল স্যাম। সে নিজের প্রাইভেট ফোন তুলে নিয়ে ডায়াল করল। কথা বলল মেল ফসের সঙ্গে।

'দ্য রেইডার্স বাতিল হচ্ছে না,' জানাল সে। 'থাকছে অন এয়ারে।'

'কী?' নিখাঁদ বিস্ময় ফসের কণ্ঠে।

'ঠিকই শুনেছ। তুমি সবার আগে জ্যাক নোলানের সঙ্গে কথা বলবে। বলবে আবার যদি সে এরকম কাণ্ড ঘটায়, আমি ওকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে শহর থেকে বের করে দেব। কিছু চোষার ইচ্ছে হলে ওকে কলা চুষতে বোলো।'

ঠকাশ করে ফোন রেখে দিল স্যাম। হেলান দিল চেয়ারে। চিন্তামগ্ন। ওকে একজন লেখক খুঁজে বের করতে হবে। তাকে দিয়ে *'লারেডো'*র চিত্রনাট্য লেখাবে।

দড়াম করে খুলে গেল দোর, উদয় হলো লুসিল। মুখ সাদা। 'আপনি কি একবার দশ নাম্বার স্টেজে যাবেন? কেউ ওখানে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে।'

দশ

স্যাম উইন্টার্সের সঙ্গে যোগাযোগ করতে অন্তত আধডজনবার চেষ্টা করেছে টবি টেম্পল। কিন্তু তার কুত্তী সেক্রেটারির বাধা পেরোতে ব্যর্থ হয়ে শেষতক ছেড়ে দিয়েছে হাল। নাইট ক্লাব এবং স্টুডিওগুলোতে ওর ঘোরাঘুরিই সার হয়েছে। পেট চালাতে পরের বছর রিয়েল এস্টেট, ইনসিওরেন্স বিক্রি, দর্জির দোকান ইত্যাদি নানান কাজ করছিল ও, ফাঁকে ফাঁকে অখ্যাত বার এবং নাইট ক্লাবে অভিনয় করে চলল। কিন্তু স্টুডিওর ফটক পার হবার সুযোগ পেল না কোনোভাবেই।

'তুমি আসলে ভুল রাস্তায় যাচ্ছ,' এক বন্ধু বলল টবিকে।

'ওরা যেন তোমার কাছে আসে সে ব্যবস্থাই তোমাকে করতে হবে।'

'কিন্তু তা কী করে সম্ভব?' ঠোঁট ওল্টাল টবি।

'অ্যাক্টর্স ওয়েস্টে ভর্তি হয়ে যাও।'

'ওটা কি অভিনয় শেখার স্কুল?'

'তারচেয়েও বেশি। শহরের প্রতিটি স্টুডিও ওদের প্রতিষ্ঠানের অভিনেতাদের খুঁজে বেড়ায়।'

অ্যাক্টর্স ওয়েস্ট-এর মধ্যে পেশাদারীত্বের গন্ধটা টের পেল টবি ওদের দোরগোড়ায় হাজির হতেই। দেয়ালে প্রতিষ্ঠানের গ্রাজুয়েটদের ছবি। এদের অনেকেই পরে সফল অভিনেতা হিসেবে গড়ে তুলেছে ক্যারিয়ার।

ডেস্কের পেছনে বসা স্বর্ণকেশী রিসেপশনিস্ট জানতে চাইল, 'আপনার জন্য কি কিছু করতে পারি?'

'জী, পারেন। আমি টবি টেম্পল। আমি এখানে ভর্তি হতে এসেছি।'

'আপনার অভিনয়ের কোনো অভিজ্ঞতা আছে?' জিজ্ঞেস করল মেয়েটি।

'তা নেই বটে,' জবাব দিল টবি। 'তবে আমি–'

মাথা নাড়ল রিসেপশনিস্ট। 'আমি দুঃখিত, পেশাদারী অভিজ্ঞতা ছাড়া মিসেস ট্যানার কাউকে ভর্তি করেন না।'

টবি এক মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে দেখল স্বর্ণকেশীকে। 'আপনি কি আমার সঙ্গে মস্করা করছেন?'

'না। আমাদের প্রতিষ্ঠানের ওটাই নিয়ম। তুমি কখনোই–'

'না, আমি ওসবের কথা বলছি না,' বলল টবি। 'আমি বলতে চাইছিলাম– আপনি সত্যি আমাকে চিনতে পারেননি কে আমি?'

মেয়েটি ওর দিকে তাকাল। 'নাহ্।'

আস্তে আস্তে নাক দিয়ে বাতাস বের করে দিল টবি। 'যীশাস! লেল্যান্ড হেওয়ার্ড ঠিকই বলেছিল। তুমি যদি ইংল্যান্ডে কাজ কর, হলিউড জীবনেও তোমার নাম জানবে না।' ক্ষমা প্রার্থনার হাসি ফুটল ঠোঁটে। 'আমি ঠাট্টা করছিলাম। ভেবেছিলাম আপনি বোধহয় আমাকে চিনতে পারবেন।'

রিসেপশনিস্টকে এবারে বিভ্রান্ত দেখাল। টবির কথা বিশ্বাস করবে কিনা বুঝে উঠতে পারছে না। 'আপনি পেশাদার কাজ করেছেন?'

হেসে উঠল টবি। 'আমার তো ধারণা তাই।'

একটি ফর্ম তুলে নিল স্বর্ণকেশী। 'আপনি কোন্ কোন্ নাটকে কাজ করেছেন এবং কোথায়?'

'এখানে কোথাও কাজ করিনি,' দ্রুত বলল টবি। 'আমি গত দুবছর ধরে ইংল্যান্ডে আছি, রেপ (পেশাদারী থিয়েটার)-এ কাজ করছি।'

মাথা ঝাঁকাল মেয়েটি। 'ও আচ্ছা। বেশ, আমি মিসেস ট্যানারের সঙ্গে একটু কথা বলে আসছি।'

ভেতরের অফিসে অদৃশ্য হয়ে গেল সে, ফিরল কিছুক্ষণ পরেই। 'মিসেস ট্যানার আপনার সঙ্গে কথা বলবেন। গুড লাক।'

রিসেপশনিস্টের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল টবি, বুক ভরে দম নিয়ে ঢুকে পড়ল মিসেস ট্যানারের অফিসে।

অ্যালিস ট্যানারের চুলের রঙ রাতের মতো কালো, আকর্ষণীয় চেহারায় আভিজাত্যের ছাপ স্পষ্ট। বয়স পঁয়ত্রিশের কোঠায়, টবির চেয়ে দশ বছরের বড়। ডেস্কের পেছনে বসে থাকলেও তার সুঠাম দেহবল্লির যেটুকু দৃশ্যমান ছিল, দেখে মুগ্ধ হলো টবি।

টবি মুখে ভুবন ভোলানো হাসি ফোটাল। 'আমি টবি টেম্পল।'

ডেস্ক ছাড়ল অ্যালিস ট্যানার, কদম বাড়াল টবির দিকে। তার বাম পা মেটাল ব্রেস দিয়ে মোড়ানো, হাঁটার সময় খোঁড়াচ্ছে।

পোলিও, ভাবল টবি। বিষয়টি নিয়ে কথা বলা বোধহয় ঠিক হবে না, ভাবল ও।

'আপনি তাহলে আমাদের ক্লাসে ভর্তি হতে চাইছেন।'

'দারুণভাবে চাইছি,' বলল টবি।

'জানতে পারি কি কেন?'

কণ্ঠস্বরে আন্তরিকতা ঢেলে দিল টবি। 'কারণ আমি যেখানেই গেছি, মিসেস ট্যানার, আপনার স্কুল এবং এখানে কী চমৎকার সব নাটক করা হয় তা নিয়ে লোককে গল্প করতে শুনেছি। আপনার হয়তো ধারণাই নেই আপনার প্রতিষ্ঠানটি কত বিখ্যাত।'

টবিকে এক নজর পরখ করল মহিলা। 'ধারণা আছে। এ জন্যেই আলতু ফালতু, নকলবাজদের আমি আমার প্রতিষ্ঠানের কাছে ঘেঁষতে দিই না।'

টবির মুখ লাল হয়ে গেল, তবু সে মিষ্টি হাসিতে ভরিয়ে তুলল মুখ। 'নিশ্চয়ই অনেকেই এখানে ঢুকবার চেষ্টা করেছে।'

'করেছে কেউ কেউ,' বলল মিসেস ট্যানার। হাতে ধরা কার্ডে চোখ বুলাল। 'টবি টেম্পল।'

'বোধকরি আপনি আমার নামটা শোনেননি,' ব্যাখ্যা দেয়ার ভঙ্গিতে বলল টবি, 'কারণ গত কয়েক বছর ধরে আমি...

'ইংল্যান্ডে র‍্যাপোর্টারিতে আপনি অভিনয় করছিলেন।'

মাথা দোলাল টবি 'জী।'

অ্যালিস ট্যানার ওর দিকে তাকিয়ে মৃদু গলায় বলল, 'মি. টেম্পল, ইংলিশ র‍্যাপোর্টারিতে আমেরিকানদের কাজ করার অধিকার নেই। ব্রিটিশ অ্যাক্টর্স ইকুইটির নিষেধ আছে।'

টবির পেটের ভেতরটা হঠাৎ ফাঁকা ঠেকল।

'আপনার আগে এ বিষয়ে খোঁজ-খবর নিয়ে আসা উচিত ছিল তাহলে দুজনেই বিব্রতকর পরিস্থিতিটা থেকে রেহাই পেতাম। আমি দুঃখিত কারণ আমরা এখানে শুধু প্রফেশনাল ট্যালেন্টদেরকে ভর্তি করি।' সে পা বাড়াল ডেস্ক অভিমুখে। সাক্ষাৎকার শেষ।

'দাঁড়ান।' টবির কণ্ঠ চাবুকের মতো ঝলসে উঠল।

বিস্মিত হয়ে ঘুরল মিসেস ট্যানার। ওই মুহূর্তে টবি বুঝতে পারছিল না যে সে কী করবে কিংবা কী বলবে। সে শুধু জানত তার গোটা ভবিষ্যৎ ঝুলে আছে একটা সুতোর ওপর। সে যা চায়, সে যা পাবার জন্য এত পরিশ্রম করছে, শরীরের ঘাম ঝরাচ্ছে তার সবকিছুই পাবার প্রথম ধাপ হলো সামনে দাঁড়ানো ওই ভদ্রমহিলা। ওই মহিলা তাকে থামিয়ে রাখতে পারবে না।

'নিয়মকানুন দিয়ে আপনি প্রতিভা যাচাই করতে পারেন না, ভদ্রমহোদয়া। ঠিক আছে– স্বীকার করছি আমি অভিনয় করিনি। কিন্তু কেন? কারণ আপনাদের মতো মানুষরা আমাকে সুযোগ দেয়নি বলে। আপনি বুঝতে পারছেন তো কী বলছি?' ডব্লু.সি. ফিল্ডের গলা অনুকরণ করে বলল টবি।

ওকে বাধা দিতে মুখ খুলতে গেল অ্যালিস ট্যানার, কিন্তু টবি তাকে সে সুযোগ দিলই না। সে জিমি ক্যাগনির কণ্ঠে অনুনয় করল তাকে একটা সুযোগ দেয়ার জন্য, জেমস স্টুয়ার্ট তার সঙ্গে সম্মতি দিলেন, ক্লার্ক গেবল বললেন তিনি টবির সঙ্গে কাজ করার জন্য এক পায়ে খাড়া, ক্যারি গ্রান্ট একমত হলেন টবি খুব প্রতিভাবান। হলিউডের কয়েকজন তারকা অকস্মাৎ যেন ঘরটিতে প্রবেশ করলেন এবং তাঁরা এমন সব মজার কথা বলতে লাগলেন যে সব কথা কখনো এই তারকাদের কণ্ঠে নকল করবে বলে চিন্তাই করেনি টবি টেম্পল। উন্মুক্ত মরিয়ার মতো শব্দগুলো, কৌতুকগুলো বেরিয়ে আসতে লাগল তার ভেতর থেকে। সে যেন আঁধারের সাগরে

ডুবে যাচ্ছে, শব্দমালার জীবন ভেলা আঁকড়ে ধরে রেখেছে, আর এসব শব্দ এবং বাক্য তাকে ভাসিয়ে রাখছে। ঘামে ভিজে গেছে টবি, ঘরময় ছুটে বেড়াচ্ছে, যেসব চরিত্র নিয়ে সে কথা বলছে তাদেরকে অনুকরণ করে চলেছে। নিজেকে বিস্মৃত হয়েছে সে, ভুলে গেছে কোথায় আছে, চেতনা ফিরল অ্যালিস ট্যানারের গলা শুনে, 'থামো! থামো!'

হাসতে হাসতে পানি চলে এসেছে ভদ্রমহিলার চোখে, গড়াচ্ছে গাল বেয়ে।

'থামো!' আবার বলল সে, হাসির দমকে নিঃশ্বাস বন্ধ হবার জোগাড়।

ধীরে ধীরে মর্ত্যে অবতরণ ঘটল টবির। মিসেস ট্যানার একটা রুমাল দিয়ে মুছে নিল চোখ।

'তুমি–তুমি একটা পাগল,' বলল সে। 'সে কথা জানো তুমি?'

টবি স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল মহিলার দিকে, খুশিতে ভরে যাচ্ছে মন। 'আপনার ভালো লেগেছে?'

ডানে-বামে মাথা নাড়ল অ্যালিস ট্যানার। হাসি নিয়ন্ত্রণ করতে বুক ভরে দম নিল। 'না–খুব বেশি ভালো লাগেনি।'

টবির খুব রাগ হলো। মহিলা এতক্ষণ তাহলে ওকে ক্লাউন ভেবে হাসছিল। নিজেকে বেকুব মনে হলো টবির।

'তাহলে হাসছিলেন কেন?' ঘোঁত ঘোঁত করে উঠল সে।

মৃদু হেসে মিসেস ট্যানার নরম গলায় বলল, 'তোমাকে দেখে। এমন পাগলাটে অভিনয় জীবনে দেখিনি আমি। তবে লোককে নকল করার দরকার নেই তোমার। তোমার মধ্যে ন্যাচারাল একটা মজার ব্যাপার আছে।'

টবির রাগ পড়ে এলো।

'কঠোর পরিশ্রম করলে একদিন তুমি খুব ভালো অভিনেতা হতে পারবে। পরিশ্রম করতে পারবে?'

ভুবন ভোলানো হাসিটি আবার ফিরে এলো টবির মুখে।

'চলুন, আস্তিন গুটিয়ে কাজে নেমে পড়ি।'

এগারো

জোসেফিন যিনস্কির সপ্তম জন্মদিন ক্রুবেকার'স ডিপার্টমেন্ট স্টোর ওডেসার 'সবচেয়ে সুন্দর শিশু' নামে একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করল। দোকানের ফটোগ্রাফ বিভাগে এন্ট্রি ছবিটি জমা দিতে হবে।

পুরস্কার সোনার কাপ যাতে বিজয়ীর নাম লেখা থাকবে। কাপটি ডিপার্টমেন্ট স্টোরের জানালায় রাখা। জোসেফিন প্রতিদিন ওখানে গিয়ে জানালা দিয়ে কাপটির দিকে অপলক তাকিয়ে থাকে। ওই কাপটি পেলে তার জীবনে আর কিছু চাই না। কিন্তু জোসেফিনের মহা ধর্ম ভীরু মা তাঁর মেয়েকে প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে দিতে মোটেই আগ্রহী নন। 'অহঙ্কার শয়তানের আয়না' বলেন তিনি। তবে জোসেফিনকে যেসব তেল মানবীরা পছন্দ করেন তাঁদের একজন মেয়েটির ছবি তুলে দোকানে জমা দিলেন। সেদিন থেকে জোসেফিন জানত সোনার কাপটি তার। সে কল্পনায় দেখে কাপটি সে তার ড্রেসারে রেখে দিয়েছে। প্রতিদিন কাপটি সযত্নে মুছে রাখছে। চূড়ান্ত প্রতিযোগিতার দিন উত্তেজনার চোটে স্কুলেই যেতে পারল না জোসেফিন। পেটে ব্যথা উঠে গেল। খুশি নিয়ে সে ভাবছিল এই প্রথম একান্ত নিজের কিছু তার হতে যাচ্ছে।

পরদিন জোসেফিন শুনল প্রতিযোগিতায় জিতেছে টিনা হাডসন, তেল মানবদের একজনের মেয়ে। টিনা চেহারার দিক থেকে জোসেফিনের ধারেকাছেও নেই কিন্তু তার বাবা ক্রুবেকার'স ডিপার্টমেন্ট স্টোরের পরিচালকমণ্ডলীর একজন অন্যতম সদস্য।

খবরটা শোনার পরে জোসেফিনের এমন মাথা ধরে গেল যে সে যন্ত্রণায় চিৎকার করে কাঁদতে লাগল। সে প্রায়ই মাথা ধরার রোগে ভোগে। যখন মাথা ব্যথা করে, মনে হয় একজোড়া দানব হাত ওর তালু ধরে প্রচণ্ড শক্তিতে চাপ দিচ্ছে। জোসেফিন কাঁদতে চায় না মা'র ভয়ে। মা তার কান্না মোটেই পছন্দ করেন না। মিসেস যিনস্কি স্বামীর মৃত্যুর পরে হঠাৎ করেই ধর্ম-কর্মের প্রতি অত্যধিক মাত্রায় ঝুঁকে পড়েছেন। সবসময়েই তাঁর মনে হয় স্বামীর মৃত্যুর জন্য তিনি এবং তাঁর মেয়ে দায়ী। তিনি জোসেফিনকে এ কথা ছোটবেলায় বলেছিলেন। তবে জোসেফিন মৃত্যু কী জিনিস বুঝত না। তবে তার মনে হতো সে নিশ্চয় খুব খারাপ কোনো কাজ করেছে। কিন্তু খারাপ কাজটা কী জানার কৌতূহল হচ্ছিল তার যাতে মাকে বলতে পারে কাজটা করার জন্য সে অতিশয় দুঃখিত।

মা তাকে কাঁদতে দেখলে বিরক্ত হবেন জেনেও কান্না থামাতে পারছিল না জোসেফিন। ঈশ্বরকে সে বলতে ভয় পাচ্ছিল সুন্দর ওই সোনার কাপটি তার জন্য কতটা মূল্যবান ছিল। বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদতে থাকল জোসেফিন যাতে মা'র কানে কান্নার শব্দ না যায়।

প্রতিযোগিতার কয়েকদিন পরে, এক ছুটির দিনে টিনার বাড়িতে দাওয়াত পেল জোসেফিন। টিনার ঘরে, একটি ম্যান্টলের ওপরে শোভা পাচ্ছিল সোনার কাপটি। জোসেফিন অনেকক্ষণ ওদিকে তাকিয়ে রইল।

যখন বাড়ি ফিরল সে, তার ওভারনাইট কেস-এর মধ্যে লুকানো ছিল কাপটি। টিনার মা এসে যখন কাপটি খুঁজছিলেন তখনো ওটা কেস-এর ভেতরেই ছিল। তিনি ওটা নিয়ে গেলেন।

জোসেফিনের মা মেয়েকে বেত দিয়ে বেদম পেটালেন। তবে জোসেফিন মার খেয়েও মা'র ওপরে একটুও রাগ করল না।

যে স্বল্প কটি মুহূর্ত সোনার কাপটি হাতে ধরে রেখেছিল, জোসেফিন সমস্ত বেদনা ভুলে গিয়েছিল।

ঘরদোর পরিষ্কার করার কাজে শনিবার সকালে মাকে সাহায্য করে জোসেফিন। কঠিন পরিশ্রমের কাজ। একদিন দুপুরবেলা সিসি এবং তার কয়েকজন বন্ধু এসে জোসেফিনকে পিকনিকে নিয়ে গেল।

তেল মানবদের সন্তানরা লম্বা লিমোজিনে চড়ে, জোসেফিনকে সঙ্গে নিয়ে হইচই করতে করতে যাচ্ছে, দৃশ্যটা দেখলেন মিসেস যিনস্কি। তিনি ভাবছিলেন জোসেফিনকে হয়তো এসবের খেসারত একদিন দিতে হবে। খুব খারাপ কিছু ঘটবে তার জীবনে। ওদের সঙ্গে আমার মেয়েকে আর মিশতে দেব না। ওরা সব শয়তানের সন্তান। জোসেফিনের ওপরেও শয়তান ভর করেছে কিনা ভেবে দুশ্চিন্তা হলো তাঁর। এ বিষয় নিয়ে রেভারেন্ড ডেমিয়েনের সঙ্গে কথা বলবেন ঠিক করলেন মিসেস যিনস্কি। রেভারেন্ড জানেন কী করতে হবে।

বারো

দুটি ভাগে বিভক্ত অ্যাক্টর্স ওয়েস্ট : শো কেস গ্রুপ, এ বিভাগে রয়েছে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অভিনেতারা, অপরটি ওয়ার্কশপ গ্রুপ। এ গ্রুপের অভিনেতারা মঞ্চাভিনয় করে। টবিকে ওয়ার্কশপ গ্রুপে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। অ্যালিস ট্যানার বলেছে শো কেস বিভাগে নাটক করতে হলে টবিকে ছয় মাস থেকে এক বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

ক্লাস করতে মন্দ লাগে না টবির তবে জাদুর উপাদানগুলো এতে অদৃশ্য : দর্শক, ভক্ত, হাসিতে ফেটে পড়া মানুষজন যারা ওর অভিনয় দেখে প্রশংসা করত।

ক্লাস শুরুর পর থেকে স্কুল-প্রধানের সঙ্গে খুব কমই দেখা হলো টবির। মাঝে মধ্যে অ্যালিস ট্যানার ওয়ার্কশপে উঁকি মারে কীরকম ইমপ্রোভাইজেশন হচ্ছে দেখতে, দুই-একটা পরামর্শ দেয়, উৎসাহব্যঞ্জক কথা বলে। অ্যালিসের সঙ্গে এটুকু দেখা-সাক্ষাৎ না হলে ও নিজেই হয়তো ছুটে যেত মহিলার কাছে। তবে ও চাইছে অ্যালিসের সঙ্গে সম্পর্কটি ঘনিষ্ঠতর হয়ে উঠুক। মহিলার কথা প্রায়ই ভাবে সে। অ্যালিসকে তার সুরুচিসম্পন্ন, অভিজাত এক নারী বলে মনে হয়। অ্যালিসের খোঁড়া পা দেখলে আগে কেমন কেমন যেন লাগত টবির, কিন্তু ক্রমে সে মহিলার প্রতি শারীরিকভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়ল।

টবি অ্যালিসের সঙ্গে কথা বলল তাকে শো কেস বিভাগে ঢুকিয়ে দেয়ার জন্য। কারণ স্টুডিও'র এজেন্টরা এ বিভাগের অভিনেতাদের অভিনয় দেখে তাদেরকে সিনেমায়.চান্স দেয়।

'তুমি এখনো তৈরি নও,' ওকে বলল অ্যালিস ট্যানার।

মহিলা ওর জন্য বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, ওর প্রাপ্য সাফল্যটুকু ওকে দিতে চাইছে না। *এ ব্যাপারে কিছু একটা আমাকে করতেই হবে,* ভাবে টবি।

একটি শো কেস নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছিল। উদ্বোধনী রাতে মাঝের সারিতে বসে নাটক দেখছিল টবি। ওর পাশে বসেছে ওর ক্লাসের একটি মেয়ে, ক্যারেন। মোটাসোটা এ মেয়েটির সঙ্গে টবি নাটক করেছে। এর সম্পর্কে সে দুটো তথ্য জানে : মেয়েটি কখনো প্যান্টি পরে না এবং তার নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ। ক্যারেন নানাভাবে ইশারা-ইঙ্গিতে টবিকে বোঝাবার চেষ্টা করেছে চাইলেই সে তাকে বিছানায় নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু ইঙ্গিতগুলো না বোঝার ভান করেছে টবি। তার ধারণা ক্যারেনের সঙ্গে বিছানায় যাওয়া আর গরম আলকাতরার পুকুরে ডুব দেয়া একই কথা।

মঞ্চের পর্দা ওঠার পরে ক্যারেন উত্তেজিতভাবে আঙুল তুলে টবিকে দেখিয়ে দিল

লস এঞ্জেলস টাইমস্, হেরাল্ড এক্সপ্রেস থেকে সাংবাদিকরা এসেছে নাটক উপভোগ করতে। তাদের সঙ্গে টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি ফক্স, এমজিএম এবং ওয়ার্নার ব্রাদার্সের এজেন্টরাও আছে। টবির খুব রাগ হচ্ছিল। ওরা এখানে এসেছে অভিনেতাদের অভিনয় দেখতে আর তাকে কিনা দর্শক সারিতে দর্শক সেজে বসে থাকতে হচ্ছে। ওর খুব ইচ্ছে করল সটান দাঁড়িয়ে উঠে নিজের অভিনয় দেখিয়ে দেয়, ওরা জানুক সত্যিকারের প্রতিভা কাকে বলে।

দর্শক নাটক উপভোগ করলেও টবির মনোযোগ ছিল স্টুডিও এজেন্টদের প্রতি যারা ওর কাছ থেকে মাত্র কয়েক হাত দূরে বসে রয়েছে, যে লোকগুলোর হাতে রয়েছে তার ভবিষ্যৎ। বেশ তো, অ্যাক্টর্স ওয়েস্টের মাধ্যমে যদি টবি ওই লোকগুলোকে নিজের অভিনয় প্রতিভা প্রদর্শন করতে পারে, সুযোগটা গ্রহণ করবে টবি। তবে ছয় মাস দূরে থাক, ছয় হপ্তাও সে অপেক্ষা করতে রাজি নয়।

পরদিন সকালে অ্যালিস ট্যানারের অফিসে গেল টবি।

'নাটক কেমন লাগল?' জানতে চাইল সে।

'চমৎকার,' জবাব দিল টবি। 'ওরা খুব ভালো অভিনয় করে।' কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে হাসল সে। 'আপনি যে বলেছিলেন আমি এখনও তৈরি হইনি সে কথার মাজেজা এখন বুঝতে পারছি।'

'ওদের অভিজ্ঞতা তোমার চেয়ে বেশি, এর বেশি কিছু নয়। তবে তোমার পার্সোনালিটি অসাধারণ। তুমিও পারবে। শুধু একটু ধৈর্য ধরো।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল টবি। 'জানি না পারব কিনা। তবে এখন মনে হচ্ছে পুরো ব্যাপারটা ভুলে গিয়ে ইনসিওরেন্স বিক্রির কাজে লেগে যাওয়াই বোধ করি ভালো হবে।'

বিস্ময় ফুটল অ্যালিসের মুখে। 'মোটেই ভালো হবে না।'

মাথা নাড়ল টবি। 'কাল রাতে ওই পেশাদারদের অভিনয় দেখার পরে আ—আমার নিজেকে খুবই খেলো মনে হয়েছে। মনে হয় না কোনো অভিনয় প্রতিভা আমার আছে।'

'অবশ্যই আছে, টবি। ওভাবে বোলো না।'

এরকম গলার স্বর শোনার অপেক্ষাই করছিল টবি। এ মুহূর্তে একজন শিক্ষয়িত্রী তার ছাত্রের সঙ্গে কথা বলছে না, এক নারী কথা বলছে একজন পুরুষের সঙ্গে, তাকে সাহস যোগাচ্ছে, তার প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করছে। তৃপ্তির একটা ঢেউ বয়ে গেল টবির শরীরে। অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'সত্যি আমি জানি না টিকতে পারব কিনা। এ শহরে আমি বড্ড একা। এখানে আমার কথা বলার কোনো সঙ্গী নেই।'

'আমি আছি। আমার সঙ্গে তুমি যখন ইচ্ছা কথা বলতে পার। আমি তোমার বন্ধু হতে চাই।'

অ্যালিসের গলার স্বর কামার্ত, ফ্যাসফেসে। টবি তার নীল চোখে সকল সারল্য ফুটিয়ে তুলে মহিলার দিকে তাকাল। ওর দিকে তাকিয়ে আছে অ্যালিস, টবি হেঁটে

গিয়ে অফিসের দরজা বন্ধ করল। ফিরে এসে অ্যালিসের সামনে বসল হাঁটু গেড়ে, নরম কোলে গুঁজে দিল মুখ, অ্যালিসের আঙুল স্পর্শ করল টবির চুল। টবি ধীর গতিতে অ্যালিসের স্কার্ট তুলে ফেলল। উন্মোচিত হলো ইস্পাতের ফিতায় মোড়ানো লিকলিকে উরু। ফিতেটা সযত্নে খুলে দিল টবি, লালচে দাগে চুম্বন করল। আস্তে আস্তে খুলল গার্টার বেল্ট, সেই সঙ্গে আউড়ে চলেছে অ্যালিসকে সে কত ভালোবাসে, অ্যালিসকে তার কত প্রয়োজন ইত্যাদি রোমান্টিক বুলি। ফাঁক হয়ে থাকা ভেজা ঠোঁটে চুমু খেল ও। তারপর অ্যালিসকে কোলে তুলে নিয়ে শুইয়ে দিল চামড়ার কাউচে এবং তার সঙ্গে প্রেম করল।

সেদিন সন্ধ্যায়, ব্যাগট্যাগ নিয়ে অ্যালিস ট্যানারের বাড়িতে উঠে এলো টবি টেম্পল।

সে রাতে বিছানায় শুয়ে টবি জানল অ্যালিস ট্যানার আসলে খুবই নিঃসঙ্গ এক নারী, কারও সঙ্গে কথা বলার জন্য আকুল সে, কাউকে ভালোবাসার জন্য ব্যাকুল। তার জন্ম বোস্টনে। বাবা ধনবান ম্যানুফ্যাকচারার, তিনি মেয়েকে প্রচুর হাতখরচ দিয়েই খালাস আর কোনো খোঁজ-খবর নিতেন না। থিয়েটার পছন্দ করত অ্যালিস, অভিনেত্রী হবার জন্য পড়াশোনাও করত। কিন্তু কলেজে ভর্তি হবার পরে সে পোলিওতে আক্রান্ত হয়, স্বপ্নের পরিসমাপ্তি ঘটে। তার বয়ফ্রেন্ড তাকে ছেড়ে চলে যায়। অ্যালিস তারপর থেকে বাড়িতেই থাকত। একজন মনোবিজ্ঞানীকে বিয়ে করেছিল। কিন্তু ছমাসও দাম্পত্য জীবন কাটেনি, আত্মহত্যা করে বসে অ্যালিসের স্বামী। সমস্ত আবেগ-অনুভূতি, কামনা-বাসনা সবকিছু এতদিন নিজের ভেতরে অবদমন করে রেখেছিল অ্যালিস। আজ সে সবের ঘটেছে বিস্ফোরণ এবং লাভা উদগীরণ শেষে সুখ আর তৃপ্তির সাগরে ভাসছিল অ্যালিস।

টবি পরপর কয়েকবার প্রেম করল অ্যালিসের সঙ্গে। চরম আনন্দে অ্যালিসের অজ্ঞান হবার জোগাড়, টবির ভীমাকৃতির পুরুষাঙ্গ অসংখ্যবার তাকে রতিতৃপ্তি দিল, শরীরের প্রতিটি রোমকূপে অনুরণিত হলো দারুণ সুখ। সে গোঙাতে লাগল, 'ওহ্, ডার্লিং, আই লাভ ইউ সো মাচ। ওহ্, গড, কী যে সুখ তুমি আমাকে দিচ্ছ।'

কিন্তু স্কুলের প্রসঙ্গ এসব সুখের মিলন অ্যালিসকে মোটেই প্রভাবিত করল না। টবি বারবার অনুরোধ করে অ্যালিস যেন তাকে আগামী শো কেস নাটকে অংশ নিতে দেয়, কাস্টিং ডিরেক্টরদের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দেয়, স্টুডিওর গুরুত্বপূর্ণ মানুষজনের সঙ্গে যেন তাকে নিয়ে কথা বলে। কিন্তু অ্যালিসের সেই একই কথা। 'তোমাকে খুব দ্রুত এগোতে দিলে হিতে বিপরীত হবে, ডার্লিং। এক নম্বর সবক হলো, : প্রথমবারে যে ইমপ্রেশনটি তুমি করতে পারবে সেটাই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমবারে যদি তোমাকে ওদের পছন্দ না হয়, দ্বিতীয়বারে ওরা আর তোমার দিকে ফিরেও তাকাবে না। কাজেই তোমাকে প্রস্তুত হতে হবে।'

কথাগুলো অ্যালিসের মুখ থেকে নিঃসৃত হওয়া মাত্র সে টবির শত্রুতে পরিণত হলো। বহু কষ্টে রাগ দমন করে টবি জোর করে হাসল অ্যালিসের দিকে তাকিয়ে।

'নিশ্চয়। আসলে আমি একটু অধৈর্য হয়ে পড়েছি। আমি শুধু আমার জন্যে নয় তোমার জন্যেও নিজেকে প্রমাণ করতে চাইছি।'

'তাই কি? ওহ্, টবি আই লাভ ইউ সো মাচ।'

'আই লাভ ইউ, টু, অ্যালিস।' অ্যালিসের মুগ্ধ চোখে চোখ রেখে হাসল সে। জানে সে যা চায় তার সামনে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে এ মহিলা। এ মাগীর বাধা দূর করে তাকে এগোতে হবে। অ্যালিসকে সে ঘৃণা করতে লাগল এবং সে জন্য শাস্তিও দিচ্ছিল।

ওরা বিছানায় যাবার পরে টবি অ্যালিসকে দিয়ে এমন সব কাণ্ড করাতে লাগল যা একজন বেশ্যাও করবে না। এজন্য সে অ্যালিসকে তার মুখ, আঙুল এবং জিভ ব্যবহার করতে বাধ্য করল। আর অসম্মানজনক কাজগুলো যত করছে অ্যালিস তত তাকে উৎসাহ দিচ্ছে টবি, প্রশংসা করছে যেভাবে কুকুর নতুন কোনো খেলা শিখলে তার মনিব প্রশংসা করে। তবে অ্যালিস অপমান গায়ে মাখছে না বরং তাকে আনন্দিত লাগছে। কারণ টবিকে সে খুশি করতে পারছে। কিন্তু অ্যালিসকে দিয়ে অবমাননাকর কাজগুলো করাতে গিয়ে টবিরই বরং অপমান বোধ হচ্ছিল। নিজেকেই আসলে শাস্তি দিচ্ছিল সে। তবে কেন শাস্তি পাচ্ছে সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র ধারণা ছিল না ওর।

একটা বুদ্ধি করেছে টবি। আর খুব দ্রুত পরিকল্পনাটি কাজে লাগানোর সুযোগ পেয়ে গেল। অ্যালিস ট্যানার ঘোষণা করল আসছে শুক্রবার অ্যাডভান্সড ক্লাস এবং তাদের অতিথিদের জন্য ওয়ার্কশপ ক্লাস একটি প্রাইভেট শো'র আয়োজন করবে। প্রতিটি ছাত্রের যে যার পছন্দমতো অভিনয় করার সুযোগ থাকছে ওই শো'তে। টবি নিজের জন্য একটি একক নাটক লিখে তা বারবার রিহার্সাল দিতে শুরু করল।

শো'র দিন সকালে, ক্লাস শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল টবি, তারপর এগিয়ে গেল ক্যারেনের কাছে। মোটকু এই অভিনেত্রীটি সেদিন নাটক দেখার সময় ওর পাশে বসে ছিল। 'আমার একটা উপকার করবে?' নিরাসক্ত গলায় বলল টবি।

'নিশ্চয়, টবি।' ক্যারেনের কণ্ঠে বিস্ময় এবং আগ্রহ।

দুর্গন্ধযুক্ত নিঃশ্বাস থেকে রক্ষা পেতে এক কদম পিছিয়ে গেল টবি। 'আমার এক পুরানো বন্ধুর সঙ্গে বাজি ধরেছি। তুমি ক্লিফটন লরেন্সের সেক্রেটারিকে ফোন করে বলবে তুমি স্যাম গোল্ডউইনের সেক্রেটারি এবং মি. গোল্ডউইন মি. লরেন্সকে আজকের শো'তে একটি দারুণ কমিক দেখার আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন। বক্স অফিসে তাঁর জন্য একখানা টিকেট থাকবে।'

ক্যারেনের চোখজোড়া রসগোল্লা হয়ে গেল। 'যীশাস, এ কথা জানতে পারলে মিসেস ট্যানার আমাকে কাঁচা চিবিয়ে খাবেন। তুমি জানো ওয়ার্কশপ শো'তে বহিরাগতদের প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষেধ।'

'কিচ্ছু চিন্তা কোরো না, কোনো সমস্যা হবে না,' টবি ক্যারেনের হাত ধরে মৃদু চাপ দিল। 'আজ দুপুরে কি তোমার কোনো কাজ আছে?'

ঢোক গিলল ক্যারেন, দ্রুততর হয়ে উঠল নিঃশ্বাস।

'ন্-না তবে তোমার জন্য কিছু করার থাকলে বলতে পারো।'

'আমি কিছু করতেই চাই।'

তিন ঘণ্টা পরে চরম সুখে আপ্লুত ক্যারেন ফোনটা করল।

বিভিন্ন শ্রেণীর অভিনেতা এবং তাদের অতিথিদের আগমনে পূর্ণ অডিটরিয়াম, তবে টবির চোখ লেপ্টে রয়েছে তৃতীয় সারিতে আইলের আসনে বসা একটি মানুষের দিকে। আতঙ্কে ভুগছিল সে, ভেবেছিল তার বুদ্ধিটা হয়তো কাজে লাগবে না। ক্লিফটন লরেন্সের মতো ধূর্ত মানুষ নিশ্চয় তার চালাকি ধরে ফেলবে। না, মানুষটা ওর কূটচাল বুঝতে পারেনি। এ জন্যেই সে প্রদর্শনীতে এসেছে।

মঞ্চে এ মুহূর্তে একটি ছেলে এবং মেয়ে রয়েছে, 'দ্য সী গাল'-এর একটি দৃশ্যে অভিনয় করছে। টবি প্রার্থনা করল এদের অভিনয় দেখে ক্লিফটন লরেন্স যেন অডিটরিয়াম থেকে বেরিয়ে না যায়। অবশেষে শেষ হলো অভিনয়, অভিনয় শিল্পীরা অভিবাদন জানিয়ে বিদায় নিল।

এবারে টবির পালা। অকস্মাৎ উইংয়ের পাশে আবির্ভূত হলো অ্যালিস। ফিসফিস করে বলল, 'গুড লাক, ডার্লিং।' জানে না টবির ভাগ্যদেবতা বসে আছে দর্শক সারিতে।

'ধন্যবাদ, অ্যালিস,' মনে মনে একটা প্রার্থনা করে নিল টবি, কাঁধ জোড়া সোজা করে নাচের ভঙ্গিতে ঢুকে পড়ল স্টেজে, মুখে শিশুসুলভ হাসি ফুটিয়ে তাকাল দর্শকদের দিকে। 'হ্যালো, আমি টবি টেম্পল।'

এরপরে জোকস বলতে শুরু করল টবি। বেশ মজার জোকস। কিন্তু কেউ ওর জোকস শুনে হাসল না। ও বিখ্যাত কয়েকজন কৌতুকাভিনেতাকে নকল করে দেখাল। এবারে অবশ্য মজা পেল দর্শক। তারা হাসতে লাগল, হাততালি দিল। কিন্তু লরেন্স এবং হার্ডির অভিনয় করার পরে যখন দর্শক সারিতে চোখ তুলে তাকাল টবি দেখল অডিটরিয়াম ত্যাগ করছে ক্লিফটন লরেন্স।

তারপর বাকি সন্ধ্যেটা বেজায় পানসে এবং ঝাপসা ঠেকল টবির কাছে।

শো শেষে অ্যালিস ট্যানার টবির কাছে এসে বলল, 'তুমি দারুণ অভিনয় করেছ, ডার্লিং! আমি...'

কিন্তু তার দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারল না টবি, চাইল না কেউ ওকে দেখুক। যে ব্যথা এবং বেদনা ওকে ছিঁড়ে ফেলছে সেই যন্ত্রণাটুকু ও এখন সম্পূর্ণ একা ভোগ করতে চাইছে। তার দুনিয়াটা তার ওপর ধসে পড়েছে। একটা সুযোগ পেয়েও সেটা হারিয়েছে টবি। ক্লিফটন লরেন্স তার অভিনয় শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষাও করেনি। চলে গেছে। লরেন্স প্রতিভা কী জিনিস চেনে, সে সেরা পেশাদারদের নিয়ে কাজ করে। সে যদি ভেবে থাকে টবি অন্তঃসারশূন্য...আর কিছু ভাবতে পারে না ও, পেটের ভেতরটা কেমন ফাঁকা ঠেকল।

'আমি একটু ঘুরে আসছি,' বলল টবি অ্যালিসকে।

ভাইন স্ট্রিট এবং গোয়ার ধরে হেঁটে চলল টবি, কলম্বিয়া পিকচার্স, RKO এবং প্যারামাউন্টের পাশ কাটাল। সবগুলো স্টুডিওর ফটক বন্ধ। হলিউড বুলেভার্ড ধরে

হাঁটছে ও, পাহাড়ের ওপরে 'HOLLYWOODLAND' লেখা বিরাট নিয়ন সাইনটি যেন ওকে বিদ্রূপ করছে। হলিউডল্যান্ড বলে কিছু নেই। এটা মনের কল্পনা, ফালতু একটা স্বপ্ন যা হাজার হাজার মানুষকে তারকা হবার নেশায় উন্মাদনার মাঝে টেনে নেয়।

'হলিউড' শব্দটি মিরাকল ঘটানোর জন্য একটি চুম্বক, একটি ফাঁদ যেখানে রঙিন সব প্রতিশ্রুতি লোককে প্রলুব্ধ করে, তারপর তাদেরকে ধ্বংস করে।

সারা রাত রাস্তায় হেঁটে বেড়াল টবি, ভাবছে আসলে এ জীবনটা দিয়ে সে কী করবে। নিজের ওপর বিশ্বাস ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে, নিজেকে তার মনে হচ্ছে আশ্রয়হীন একটা মানুষ, যে ভেলার মতো ভাসমান। মানুষকে অভিনয় দেখিয়ে মজা দেবে এটাই ছিল তার একমাত্র ব্রত, আর সেটাই যদি সে করতে না পারে তাহলে তো বাকি জীবনটা তার নীরস, একঘেয়ে কাজের খাঁচায় বন্দি থাকতে হবে। কেউ তাকে চিনবে না। ওর মনে পড়ল দীর্ঘ, শুকনো বছরগুলোর কথা, সহস্র নাম না জানা শহরে তার তিক্ত একাকীত্বের স্মৃতি, দোলা দিল সেই লোকগুলোর মুখ যারা ওর প্রশংসা করত, ওর অভিনয় দেখে খুশি হতো, ওকে ভালোবাসত। টবির বুক ফেটে কান্না এলো। ও কাঁদতে লাগল অতীত এবং ভবিষ্যতের কথা ভেবে।

ও কাঁদছে কারণ ও জানে ও মারা গেছে।

ভোরবেলায় অ্যালিসের সাদা বাংলোয় ফিরে এলো টবি। ঢুকল বেডরুমে। অ্যালিস ঘুমাচ্ছে। টবি ভেবেছিল জাদুর রাজ্যে অ্যালিস হবে তার 'চিচিং ফাক।' কিন্তু হয়নি। টবি এখান থেকে চলে যাবে। কিন্তু কোথায় যাবে জানে না। ও সাতাশ বছরে পা রাখবে কিছুদিনের মধ্যেই কিন্তু ওর সামনে কোনো ভবিষ্যৎ নেই।

ক্লান্ত-শ্রান্ত শরীর নিয়ে কাউচে শুয়ে পড়ল টবি। চোখ মুদল। কানে ভেসে আসছে ঘুম থেকে ক্রমে জেগে উঠতে থাকা শহুরে কোলাহল। সবগুলো শহরের শব্দ আর কোলাহল একইরকম। ডেট্রয়েটের কথা মনে পড়ছে ওর। মাকে মনে পড়ছে। মা কিচেনে দাঁড়িয়ে ওর জন্য আপেল টার্ট বানাচ্ছে। মাখন দিয়ে রান্না করে আপেলের সঙ্গে মিশেছে মায়ের গায়ের অদ্ভুত গন্ধ। মা বলছে, *ঈশ্বরের ইচ্ছা তুই একদিন বিখ্যাত হবি।*

প্রকাণ্ড একটি মঞ্চের সামনে দাঁড়িয়ে আছে টবি। ফ্লাডলাইটের আলোর ঝলসানিতে চোখ প্রায় অন্ধ। নিজের সংলাপগুলো মনে করার চেষ্টা করছে টবি। কথা বলতে চাইছে কিন্তু গলা দিয়ে কোনো স্বর বেরুচ্ছে না। আতঙ্কিত হয়ে উঠছে। অডিটরিয়াম থেকে ভেসে আসছে বিকট হল্লা, চোখ ধাঁধানো আলোর মাঝেও টবি দেখতে পেল দর্শকরা আসন ছেড়ে ছুটে আসছে ওকে ধোলাই দিতে। তারা ওকে মেরে ফেলবে। তাদের ভালোবাসা ঘৃণায় রূপান্তরিত হয়েছে। দর্শকরা ওকে ঘিরে ফেলল, তারস্বরে চিল্লাচ্ছে 'টবি! টবি! টবি!'

হঠাৎ ঝাঁকি খেয়ে জেগে গেল টবি, মুখ শুকিয়ে খটখটে। অ্যালিস ট্যানার ওর ওপর ঝুঁকে আছে, ওকে ধরে ঝাঁকাচ্ছে।

'টবি! টেলিফোন। ফোন করেছেন ক্লিফটন লরেন্স।'

তেরো

উইলশায়ারের ঠিক দক্ষিণে, বেভারলি ড্রাইভের ভবনে ছোট, ছিমছাম অফিস ক্লিফটন লরেন্সের। ফরাসি চিত্রকরদের ছবি ঝুলছে দেয়ালে, গাঢ় সবুজ রঙের মার্বেল পাথরের ফায়ারপ্লেসের সামনে সোফা এবং একটি চমৎকার টি-টেবিল ঘিরে খানকতক অ্যান্টিক চেয়ার সাজানো। টবি এরকম সাজানো গোছানো, অভিজাত অফিস কক্ষ আগে কখনো দেখেনি।

লাল চুলের, সুতনুকা এক সেক্রেটারি চা ঢালতে ঢালতে জানতে চাইল, 'আপনার চায়ে কয় চামচ চিনি দেব, মি. টেম্পল?'

মি. টেম্পল! 'এক চামচ, প্লিজ।'

'এই নিন চা,' মৃদু হেসে চলে গেল সুন্দরী।

টবির জানা নেই স্পেশাল ব্লেন্ডের এ চা আমদানি করা হয়েছে ফোটনাম অ্যান্ড ম্যাসন থেকে এবং পানীয়টি আইরিশ বালিক (Baleek) এ ভেজানো। দারুণ স্বাদের চা। আসলে এ অফিসের সবকিছুই দারুণ, বিশেষ করে আর্মচেয়ারে বসা ক্ষুদ্রকায়, চৌকশ চেহারার মানুষটি যে এ মুহূর্তে গভীর মনোযোগে দেখছে টবিকে। লোকটি এতটা বেঁটে হবে ভাবেনি সে তবে এর গোটা অবয়ব থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে কর্তৃত্ব এবং শক্তি।

'আপনার সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পেয়ে নিজেকে কতটা ধন্য মনে করছি আমি বলে বোঝাতে পারব না,' বলল টবি। 'আমি দুঃখিত আপনাকে চালাকি করে শো'তে—'

মাথাটা পেছন দিকে হেলে গেল, হেসে উঠল ক্লিফটন লরেন্স। 'আমার সঙ্গে চালাকি করেছ? গতকাল গোল্ডউইনের সঙ্গে আমি লাঞ্চ করেছি। আমি গতরাতে তোমার শো'তে গিয়েছিলাম কারণ দেখতে চাইছিলাম তোমার ট্যালেন্ট তোমার নার্ভের সঙ্গে কতটা যায়। ভালোই গেছে।'

'কিন্তু আপনি তো মাঝপথে—' চেঁচিয়ে উঠল টবি।

'ডিয়ার বয়, ক্যাভিয়ারের স্বাদ জানতে পুরো বয়েম খাওয়ার দরকার পড়ে না, তাই না? তুমি ষাট সেকেন্ডে যা করেছ তাতেই আমার যা দেখার দেখা হয়ে গেছে।'

বুকে খুশির ফল্গুধারা বইল টবির। গত রাতের প্রবল হতাশার পরে আজ হঠাৎ এরকম প্রশংসা শোনা, ও যেন আবার নতুন জীবন ফিরে পেল—

'আমার মন বলছে, টবি,' বলল ক্লিফটন লরেন্স, 'তোমার মতো একজন তরুণের ক্যারিয়ার গড়ে তুলতে পারলে ব্যাপারটা বেশ উত্তেজকই হবে। আমি তোমাকে আমার মক্কেল হিসেবে নেব বলে ঠিক করেছি।'

টবির ভেতরে আনন্দের একটা বিস্ফোরণ ঘটল। ইচ্ছে করল সটান দাঁড়িয়ে গলা ফাটিয়ে ঘোষণা করে *ক্লিফটন লরেন্স তার এজেন্ট হতে চলেছে!*

'...তবে একটা শর্ত আছে,' বলে চলেছে ক্লিফটন লরেন্স। 'আমি যেমনটি বলব সেভাবে তোমাকে কাজ করতে হবে। আমি গরম মেজাজ একদমই বরদাশত করতে পারি না। একবার লাইনের বাইরে হেঁটেছ কী আমরা শেষ। আমার কথা বুঝতে পারছ?'

দ্রুত মাথা ঝাঁকাল টবি। 'জী, স্যার। বুঝতে পারছি।'

'প্রথম যে কাজটি তোমাকে করতে হবে তা হলো সত্যকে স্বীকার করা।' সে টবির দিকে তাকিয়ে হাসল। 'তোমার অভিনয় খুবই বাজে। একেবারে তলানীর দিকে।'

পেটে দড়াম করে যেন লাথি খেল টবি। মিথ্যা ওই ফোনকলের জন্য শাস্তি দিতে ক্লিফটন লরেন্স তাকে আজ এখানে ডেকে এনেছে, সে টবিকে কোনো সুযোগ দেবে না। সে...

খর্বকায় এজেন্টটি বলে চলছিল, 'গতরাতটা ছিল অ্যামেচার নাইট, আর তুমি তা-ই– একজন অ্যামেচার।' চেয়ার ছাড়ল ক্লিফটন লরেন্স, শুরু করল পায়চারি। 'তোমার কী আছে আমি তোমাকে তা বলব, বলব তারকা হতে হলে কী প্রয়োজন।'

টবি চুপচাপ বসে রইল।

'তোমার জোকসগুলো দিয়ে শুরু করা যায়,' বলল ক্লিফটন। 'ওতে নতুনত্ব কিছু নেই।'

'জী, স্যার। কিছু কৌতুকী গতানুগতিক স্বীকার করছি। তবে–'

'তারপর– তোমার কোনো স্টাইল নেই।'

নিজের অজান্তেই মুঠো পাকাল টবি। 'কিন্তু দর্শক প্রতিক্রিয়া দেখে মনে হয়েছে–'

'নেক্সট। তুমি জানো না কীভাবে নড়াচড়া করতে হয়। একটা প্রস্তর মূর্তির মতো মনে হচ্ছিল তোমাকে।'

কোনো মন্তব্য করল না টবি।

লরেন্স টবির সামনে এসে দাঁড়াল, ওর দিকে তাকাল, টবির মনের অবস্থা বুঝতে পেরে মৃদু গলায় বলল, 'তুমি যদি এতই খারাপ হও তাহলে এখানে কী করছ? তুমি এখানে এসেছ কারণ তোমার ভেতরে এমন কিছু আছে যা টাকা দিয়ে কেনা যায় না। তুমি যখন মঞ্চে এসে দাঁড়াও দর্শক তোমাকে খেয়ে ফেলতে চায় ওরা তোমাকে ভালোবাসে। এর মূল্য কত্টা সে সম্পর্কে তোমার কোনো ধারণা আছে?'

বুক ভরে দম নিল টবি, টানটান করল শিরদাঁড়া।

'বলুন শুনি।'

'তোমার স্বপ্নেও ব্যাপারটা নেই। সঠিক উপাদান থাকলে আর যথাযথভাবে তোমাকে কাজে লাগানো গেলে তুমি তারকা হয়ে যাবে।'

ক্লিফটন লরেন্সের শব্দগুলোর উষ্ণ ঔজ্জ্বল্য উপভোগ করছে টবি, মনে হচ্ছে ও যেন ইতোমধ্যে তারকা হয়ে গেছে।

'একজন বিনোদনশিল্পীর সাফল্যের মূলে রয়েছে তার ব্যক্তিত্ব,' বলল ক্লিফটন লরেন্স। 'এ পয়সা দিয়ে কেনা যায় না বা একে নকল করাও সম্ভব নয়। আর তুমি এ গুণটি নিয়েই জন্মেছ। তুমি সেইসব বিরল সৌভাগ্যবানের একজন, ডিয়ার বয়।' কব্জিতে বাঁধা নিজের সোনার পিয়াজি ঘড়িতে একবার নজর বুলাল সে। 'বেলা দুটোর সময় ও' হ্যানলন এবং রেইংগারের সঙ্গে তোমার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেছি। এরা ইন্ডাস্ট্রির সেরা কমেডি লেখক। তারা দেশ সেরা কৌতুকাভিনেতাদের সঙ্গে কাজ করে।'

টবি দ্বিধাগ্রস্ত কণ্ঠে বলল, 'কিন্তু আমার কাছে খুব বেশি টাকা—'

হাত নেড়ে ব্যাপারটা উড়িয়ে দেয়ার ভঙ্গি করল লরেন্স।

'ও নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না, ডিয়ার বয়। আমাকে পরে টাকা দিলেও চলবে।'

টবি টেম্পল চলে যাওয়ার অনেকক্ষণ পরে তার কথা ভাবছিল ক্লিফটন লরেন্স। ছেলেটির মায়া ভরা নিষ্পাপ মুখ আর স্বচ্ছ, সরল নীল চোখের কথা ভেবে মৃদু মৃদু হাসছিল সে। বহুদিন পরে একদম অচেনা একটি তরুণের সে প্রতিনিধিত্ব করছে। তার সকল তারকাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব, এদেরকে কাজে নিতে প্রতিটি স্টুডিও এক পায়ে খাড়া। কিন্তু লরেন্স অনেক দিন ধরেই কোনো উত্তেজনার খোরাক পাচ্ছিল না। আগের দিনগুলো ছিল অনেক বেশির মজার এবং উদ্দীপক। এ অনভিজ্ঞ, কাঁচা তরুণকে হট প্রপার্টিতে তৈরি করার কাজটি লরেন্সের জন্য রীতিমতো চ্যালেঞ্জিং হতে চলেছে। জানে এ অভিজ্ঞতাটি সে বেশ উপভোগ করবে। ছেলেটিকে তার পছন্দ হয়েছে। খুব খুব পছন্দ হয়েছে।

চোদ্দ

পশ্চিমে লস এঞ্জেলসের পিকো বুলেভার্ডে, টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি-ফক্স-এর স্টুডিওতে সাক্ষাতের ব্যবস্থা হলো। এখানে ও'হ্যানলন এবং রেইংগারের অফিস। টবি ভেবেছিল ক্লিফটন লরেন্সের সুইটের মতো জমকালো কোনো অফিস দেখবে। কিন্তু ছোট একটি কাঠের বাংলোতে লেখকদের কোয়ার্টার্স নিতান্তই অপরিচ্ছন্ন এবং অপরিসর।

কার্ডিগান পরা, ঝোড়ো কাকের মতো চেহারার এক মাঝ-বয়েসী লোক টবিকে ভেতরের অফিসে নিয়ে গেল। দেয়ালের রঙ আপেল-সবুজ, নোংরা। একটি ভাঙা ডার্ট বোর্ডে 'PLAN AHEAD' কথাটি লেখা, তার শেষের তিনটে শব্দ আবার একটি আরেকটির সঙ্গে জোড়া লেগে গেছে। ভাঙা ভেনেশিয়ান ব্লাইন্ড দিয়ে ঢোকা রোদ পড়েছে ছেড়া, ময়লা বাদামি কার্পেটে। ক্ষত-বিক্ষত চেহারার একজোড়া ডেস্ক, মুখোমুখি, তাতে কাগজ, পেন্সিল আর ঠাণ্ডা মেরে যাওয়া কফির আধ-খালি কার্টন।

'হাই, টবি। ঘরের অগোছালো দশা দেখে কিছু মনে কোরো না। আজ কাজের ওয়াটার অফ-ডে।' ও'হ্যানলন স্বাগত জানাল ওকে। পার্টনারের দিকে ইঙ্গিত করল সে। 'এ হলো ইয়ে—?'

'রেইংগার।'

'ও হ্যাঁ। এ হলো রেইংগার।'

ও'হ্যানলনের আকৃতি বৃহদায়তনের, হৃষ্টপুষ্ট চেহারা, চোখে শিঙের চশমা। রেইংগার বেঁটেখাটো, পলকা। দুজনেরই বয়স ত্রিশের ওপরে, গত দশ বছর ধরে সাফল্যের সঙ্গে লেখক হিসেবে জুটি বেঁধে কাজ করছে। টবি এদের সঙ্গে কাজ করার সময় সর্বদা 'ছেলেরা' বলে ওদেরকে সম্বোধন করত।

টবি বলল, 'শুনলাম আপনারা আমার জন্য কিছু কৌতুকী লিখে দেবেন।'

দৃষ্টি বিনিময় করল ও'হ্যানলন এবং রেইংগার। রেইংগার বলল, 'ক্লিফ লরেন্সের ধারণা তুমি আমেরিকার নয়া সেক্স সিম্বল হতে পারবে। দেখা যাক তুমি কী করতে পার। তুমি কি কোনো অভিনয় দেখানোর প্রস্তুতি নিয়ে এসেছ?'

'নিশ্চয়।' জবাব দিল টবি। ক্লিফটন কী বলেছিল মনে পড়ে গেল। অকস্মাৎ আস্থাহীনতায় আক্রান্ত হলো সে।

দুই লেখক কাউচে বসে হাত বাঁধল বুকে।

'আচ্ছা, দেখাও তো দেখি।' বলল ও'হ্যানলন।

টবি ওদের দিকে তাকাল। 'এভাবে শুরু করছি।

'তাহলে কীভাবে শুরু করবে?' প্রশ্ন করল রেইংগার। 'ষাট পিসের অর্কেস্ট্রার বাদ্য-বাজনা বাজাতে হবে?'

ও'হ্যানলনের দিকে ফিরল সে। 'মিউজিক ডিপার্টমেন্টে ফোন করো হে।'

শয়তানের দল, মনে মনে বলল টবি, তোদের মতলব কী আমি বুঝে গেছি। টবি বুঝতে পারছে এ লোক দুটো ওকে পচাতে চাইছে যাতে ক্লিফটন লরেন্সকে গিয়ে বলতে পারে ওকে দিয়ে কাজ করানো সম্ভব নয়। ও একটি প্রস্তর বিশেষ। কিন্তু টবি এরকম কোনো সুযোগ দিতে রাজি নয়। সে জোর করে হাসি ফোটাল মুখে। তারপর অভিনয় শুরু করে দিল।

ওরা টবিকে দেখছে। ওর ওজন পরিমাপ করছে, ওকে বিশ্লেষণ করছে, অভিনয়ের মাঝামাঝি দুজনে মিলে কথা বলতে শুরু করে দিল যেন টবি নামে ঘরে কেউ নেই।

'ও কীভাবে দাঁড়াতে হয় তা-ই জানে না।'

'এমনভাবে হাত নাড়ছে যেন কাঠ কাটছে। ওকে বরং আমরা কাঠুরের ভূমিকায় অভিনয়ের একটা চান্স দিতে পারি।'.

টবির মনটাই গেল খারাপ হয়ে। এখানে দাঁড়িয়ে থেকে এদের অপমান এভাবে সহ্য করার কোনো মানে হয় না। ওদের বাক্যবাণ শেলের মতো নিক্ষিপ্ত হচ্ছিল টবির গায়ে। শেষে আর সইতে না পেরে অভিনয় থামিয়ে দিল টবি। রাগে কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'তোমাদেরকে আমার দরকার নেই, হারামজাদার দল! আতিথেয়তার জন্য ধন্যবাদ।' ও দরজায় কদম বাড়াল।

প্রকৃত বিস্ময় নিয়ে আসন ছাড়ল রেইংগার। 'হেই! কী হলো তোমার?'

প্রচণ্ড রাগ নিয়ে তার দিকে ফিরল টবি। 'আমার কী হয়েছে বুঝতে পারছেন না? আপনারা—আপনারা—'প্রবল অভিমানে চোখে জল এসে গেল ওর।

হতভম্ব হয়ে ও'হ্যানলনের দিকে তাকাল রেইংগার।

'আমরা বোধহয় ওকে কষ্ট দিয়ে ফেলেছি।'

'এই রে!'

টবি বুক ভরে দম নিল, 'আপনারা দুজনেই শুনুন। আপনারা আমাকে পছন্দ না করলেও তাতে আমার কিছু আসে যায় না। তবে—'

'আমরা তোমাকে ভালোবাসি!' চেঁচিয়ে উঠল হ্যানলন।

'তুমি খুব ভালো করেছ!' সুর তুলল রেইংগার।

তাজ্জব হয়ে দুই লেখককে পালাক্রমে দেখল টবি। 'কী? কিন্তু আপনারা এমন ভাবে কথা বলছিলেন যে—'

'তোমার সমস্যাটা কী জানো, টবি? তুমি নিরাপত্তাহীনতায় ভোগো। রিল্যাক্স। তোমার অনেক কিছুই শেখার এখনও বাকি আছে। তবে তুমি বব হোপ হলে নিশ্চয় এখানে আসতে না।'

যোগ করল ও'হ্যানলন। 'কেন জানো তো? কারণ বব এ মুহূর্তে কারমেলে।'

'গলফ খেলছেন। তুমি গলফ খেলো?' জানতে চাইল রেইংগার।

'না।'

ও'হ্যানলন ফোন তুলে বলল, 'আমাদের জন্য তিন কাপ কফি নিয়ে এসো, শা শা।' তারপর রিসিভার রেখে ফিরল টবির দিকে। 'কী জানো, টবি, কমেডি হলো ইন্ডাস্ট্রির সবচেয়ে সিরিয়াস বিজনেস। আর কঠিন তো বটেই। তুমি সব বিখ্যাত কমেডিয়ানকেই নকল করতে পার। কিন্তু এতে কোনো লাভ হবে না। যদি বিখ্যাত হতে চাও নিজের একটি ক্যারেক্টার তৈরি করতে হবে। যেন তুমি স্টেজে হাজির হওয়া মাত্র, মুখ খোলার আগেই দর্শক বুঝে যায় এই যে এসে পড়েছে টবি টেম্পল। আমার কথা বুঝতে পারছ তুমি?'

'জী।'

'তোমার সম্পদ কী, জানো টবি? তোমার সুন্দর মুখশ্রী। তোমার মধ্যে অদ্ভুত একটি সারল্য রয়েছে। এ সারল্যকে পুঁজি করতে পারলে অনেক দূরে যাবে তুমি। তুমি এখানে এসে জানতে চেয়েছিলে তোমার জন্য আমরা জোকস লিখে দেব কিনা। জবাব হচ্ছে না। এটা কৌতুকীর দোকান নয়। আমরা তোমাকে দেখিয়ে দেব তোমার মধ্যে কী আছে এবং কীভাবে এর ব্যবহার করতে হবে। তোমার জন্য একটি চরিত্র তৈরি করে দেব আমরা। তো তুমি কী বলো?'

টবি ওদের দুজনকে একে একে দেখল, তার মুখে ফুটল হাসি।

'চলুন, আস্তিন গুটিয়ে কাজে নেমে পড়ি।'

তারপর থেকে নিত্যদিন স্টুডিওতে ও'হ্যানলন এবং রেইংগারের সঙ্গে লাঞ্চ করল টবি। টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি ফক্সের কমিশারি। কক্ষটি বিশাল। এখানে নামকরা তারকারা খেতে আসেন। টবি লরেটা ইয়ং, বেটি গ্রাবল, ডন অ্যামেচি, অ্যালিস ফে, রিচার্ড উইডমার্ক, ভিক্টর ম্যাচিওরসহ অনেক তারকাকে লাঞ্চ করতে দেখল। কেউ প্রকাণ্ড ঘরটিতে বসে খাদ্য গ্রহণ করলেন, কেউবা মূল কমিশারির সঙ্গে সংযুক্ত ক্ষুদ্রাকৃতির এক্সিকিউটিভ ডাইনিং রুমে সেরে নিলেন দুপুরের খাবার। এঁদেরকে দেখে টবির যেন নয়ন জুড়োয়। ভাবে একদিন সে-ও এদের মতো একজন হবে, লোকে তার অটোগ্রাফ চাইবে। আর সে সেপথেই চলেছে, একদিন এদের চেয়েও অনেক বড় হবে টবি।

টবির কথা শুনে রোমাঞ্চিত অ্যালিস ট্যানার। বলল, 'আমি জানি তুমি পারবে, ডার্লিং। তোমাকে নিয়ে আমার গর্ব হচ্ছে।'

টবি তার দিকে তাকিয়ে হাসল শুধু, কিছু বলল না।

টবি, ও'হ্যানলন এবং রেইংগার মিলে টবির নতুন চরিত্রটি কী হতে পারে তা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করে।

'সে ভাবে সে একজন সফিসটিকেটেড মানুষ,' বলে ও'হ্যানলন। 'কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় সে অশ্বডিম্ব প্রসব করছে।

'তার কাজটা কী?' জিজ্ঞেস করে রেইংগার। 'সে কি পাষাণ হৃদয় মানব?'

'এ চরিত্রটি তার মায়ের সঙ্গে বাস করে। সে একটি মেয়ের প্রেমে পড়ে তবে তাকে বিয়ে করার জন্য বাড়ি ছাড়তে ভয় পায়। মেয়েটির সঙ্গে তার পাঁচ বছরের সম্পর্ক।'

'দশ বছরের সম্পর্ক দেখালে আরও ভালো হবে।'

'ঠিক বলেছ! তাহলে দশ বছর করে দাও। চরিত্রটি অর্থাৎ টবি যখনই বিয়ে করতে চায় তার মা একটি করে নতুন অসুখ বাধিয়ে বসে। *টাইম* ম্যাগাজিন প্রতি সপ্তায় মাকে ফোন করে জেনে নেয় চিকিৎসা শাস্ত্রে কী ঘটছে।'

দু লেখকের আলাপচারিতা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শোনে টবি। এর আগে কখনো প্রকৃত পেশাদারদের সঙ্গে কাজ করেনি সে এবং বিষয়টি বেশ উপভোগ করছিল ও। বিশেষ করে সে যখন সকল আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। টবির জন্য একটি নাটক বানাতে তিন হপ্তা সময় নিল ও'হ্যানলন এবং রেইংগার। গল্প পড়ে তো টবি রীতিমতো রোমাঞ্চিত। খুব ভালো হয়েছে। ও কিছু পরামর্শ দিল, দু একটা সংলাপ ফেলে দেয়া হলো, কিছু যোগ হলো। তারপর রেডি হয়ে গেল টবি টেম্পল। ক্লিফটন লরেন্স ওকে ডেকে পাঠাল।

'বোলিং বল-এ শনিবার রাতে তোমার উদ্বোধনী শো।'

টবি স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল লরেন্সের দিকে। ভেবেছিল সাইরো এবং ট্রোকাডেরোর মতো অভিজাত রেস্টুরেন্টে প্রদর্শনী দেখানোর সুযোগ পাবে। 'বো-বোলিং বলটা কী জিনিস?'

'দক্ষিণ ওয়েস্টার্ন এভিনিউয়ের একটি ছোট ক্লাব।'

টবির চোয়াল ঝুলে পড়ল। 'আগে কখনো নাম শুনিনি।'

'ওরাও আগে কখনো তোমার নাম শোনেনি। দ্যাটস দ্য পয়েন্ট, ডিয়ার বয়। ওখানে তুমি ধরা খেলেও কেউ কোনোদিন তা জানতে পারবে না।'

শুধু ক্লিফটন লরেন্স ছাড়া।

বোলিং বল একটা আস্তাকুড়। এ শব্দ ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে একে বর্ণনা করা যায় না। সারা দেশে ছড়ানো-ছিটানো হাজার দশেক নোংরা, ছোট বারগুলোর ডুপ্লিকেট এটা। এরকম বার-এ বহুবার অভিনয় করেছে টবি।

খদ্দেরদের বেশিরভাগ মধ্যবয়স্ক, নীল কলারের জামা পরা শ্রমিকরা তাদের বন্ধু-বান্ধব নিয়ে এসব বার-এ আড্ডা দিতে আসে, টাইট স্কার্ট আর লো-কাট ব্লাউজ পরা ক্লান্ত চেহারার ওয়েট্রেসদের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে এবং সস্তা দামের হুইস্কি কিংবা বিয়ার পান করার সময় দু একটা অশ্লীল রসিকতা করার চেষ্টা করে। ঘরের শেষ প্রান্তে, ছোট্ট পরিষ্কার একটুখানি জায়গা বেছে নেয়া হয় ফ্লোর শো হিসেবে। ওখানে বেজায় বিরক্ত চেহারা নিয়ে জনাতিনেক যন্ত্রী যন্ত্রসঙ্গীত বাজায়। সমকামী কোনো গায়ক শো শুরু করে, তারপর লিওটার্ড পরা অ্যাক্রোবেটিক, ডান্সার নাচ দেখায়, এরপরে নেতিয়ে পড়া একটা গোক্ষুর সাপ গলায় ঝুলিয়ে স্ট্রিপারের আগমন ঘটে।

বার-এর পেছনের দিকে একটি টেবিলে ক্লিফটন লরেন্স, ও'হ্যানলন এবং রেইংগারের সঙ্গে বসেছিল টবি, অন্যদের অভিনয় দেখছে, দর্শকদের প্রতিক্রিয়া শুনছে, তাদের মুড বোঝার চেষ্টা করছে।

'সব মাতালের দল,' মন্তব্য করল টবি।

ক্লিফটন আপত্তি করে কিছু বলতে গিয়েও টবির চেহারা দেখে চুপ মেরে গেল। ছেলেটা ভয় পেয়েছে। ক্লিফটন জানে টবি এর আগে এরকম জায়গায় অভিনয় করেছে তবে এবারের বিষয়টি ভিন্ন। এবারে ওর পরীক্ষা নেয়া হবে।

ক্লিফটন মৃদু গলায় বলল, 'এই মাতালের দলকে যদি তুমি মুগ্ধ করতে পার তাহলেই কেল্লা ফতে। এসব মানুষ সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করে, টবি। তারা যখন বিনোদন খুঁজতে বেরোয়, আশা করে কষ্টার্জিত অর্থের প্রতিটি পয়সা উসুল হবে। তুমি এদেরকে হাসাতে পারলে অন্য যে কাউকে হাসাতে পারবে।'

টবি শুনতে পেল তার নাম ঘোষণা করা হচ্ছে মাইকে।

'যাও, ওদেরকে নরক দেখিয়ে এসো, টাইগার!' বলল ও'হ্যানলন।

টবি চেয়ার ছাড়ল।

মঞ্চে দাঁড়িয়ে আছে টবি, শঙ্কিত। জঙ্গলে বিপদের গন্ধ খুঁজতে থাকা প্রাণীর মতো দর্শকদের মন-মেজাজের ধরণ বোঝার চেষ্টা করছে।

অডিয়েন্স শত মাথার এক জানোয়ার বিশেষ, প্রতিটি মাথা আলাদা; এবং এ জানোয়ারকে টবির হাসাতে হবে। বুক ভরে দম নিল ও। *লাভ মি*, মনে মনে প্রার্থনা করল।

তারপর অভিনয় শুরু করে দিল টবি।

কিন্তু কেউ ওর কথা শুনছে না। কেউ হাসছে না। কপালে ঘাম ফুটল টবির। অভিনয় দেখিয়ে কাজ হচ্ছে না। তবু মুখে হাসি ধরে রেখে তুমুল শব্দ আর আড্ডার গুলতানি ছাপিয়ে সে জোকস শুনিয়ে যেতে লাগল। কিন্তু দর্শকের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারল না। দর্শক নগ্নিকাদেরকে আবার দেখতে চায়। তারা শনিবারের রাতগুলোতে বহু প্রতিভাহীন কমেডিয়ানের অভিনয় দেখেছে। তাদের উদাস, নির্লিপ্ত চেহারা হজম করে কৌতুকী বলে যেতে লাগল টবি। সে বলে যাচ্ছে কারণ এ ছাড়া তার কিছু করারও নেই।

সে আড়চোখে লক্ষ্য করল তার দিকে চিন্তান্বিত চেহারা নিয়ে তাকিয়ে আছে ক্লিফটন লরেন্স এবং দুই লেখক।

বলে চলল টবি। ঘরে কোনো দর্শক নেই শুধু কতকগুলো লোক। তারা একে অন্যের সঙ্গে কথা বলছে, নিজেদের সমস্যা নিয়ে আলোচনায় মশগুল। টবির অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন নয় কেউ। ভয়ে টবির গলা শুকিয়ে এলো, মুখ দিয়ে শব্দ বের করাই সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। চোখের কোণ দিয়ে দেখল ম্যানেজার ব্যান্ডস্ট্যান্ডের দিকে পা বাড়িয়েছে। সে এখুনি যন্ত্রসঙ্গীত বাজানোর হুকুম দেবে এবং টবির সবকিছু শেষ হয়ে যাবে। টবির হাতের তালু ঘেমে গেছে, এমন নার্ভাস হয়ে পড়েছে যে শব্দাবলী

তালগোল পাকিয়ে ফেলল। ক্লিফটন লরেন্স কিংবা লেখকদের দিকে ফিরে চাইবার সাহস হচ্ছে না। শরমে মরে যাচ্ছে টবি। ম্যানেজার চলে এসেছে ব্যান্ডস্ট্যান্ডে, কথা বলছে মিউজিশিয়ানদের সঙ্গে। তারা টবির দিকে এক ঝলক তাকিয়ে নিয়ে মাথা ঝাঁকাল। টবি কৌতুক বলে যাচ্ছে, মরিয়ার মতো কথা বলছে, চাইছে এর অবসান ঘটুক, ও এখন এখান থেকে পালিয়ে যেতে পারলেই বাঁচে।

টবির ঠিক সামনের টেবিলে বসা এক মধ্যবয়সী মহিলা ওর জোকস শুনে খিলখিল করে হেসে ফেলল। তার সঙ্গীদের গল্প থামিয়ে কৌতুকী শোনায় আগ্রহী দেখা গেল। টবি ক্ষিপ্তের মতো কথা বলে যেতে লাগল। টেবিলের অন্যান্যরাও এখন ওর দিকে ফিরে তাকিয়েছে, তারা হাসছে। তারপর অন্য একটি টেবিলের লোক ওর প্রতি মনোযোগ দিল।

এবং তারপরে আরও একটি। লোকের হৈ-হল্লা আস্তে আস্তে স্তিমিত হয়ে এলো। সবাই টবির জোকস শুনছে। তারপর তারা হাসতে শুরু করল। ঘরের লোকজন এবারে পরিণত হলো দর্শকে। অবশেষে ওদের মনোযোগ কাড়তে সক্ষম হয়েছে টবি। হোক না সে সস্তা একটা সেলুনে কতগুলো বিয়ারখেকো নিম্নশ্রেণীর মানুষকে জোকস শোনাচ্ছে। আসল ব্যাপার হলো ও এদেরকে হাসাতে পারছে। প্রথমে তারা হাসছিল তারপরে চিৎকার শুরু করে দিল। এরকম মজার কৌতুকী তারা জীবনেও শোনেনি। তারা টবির প্রশংসায় ফেটে পড়ল হাততালিতে। তারা জানে না তারা একটি ফেনোমেনার জন্ম দেখছে। জানে শুধু ক্লিফটন লরেন্স, ও'হ্যানলন এবং রেইংগার। আর জানে টবি টেম্পল।

অবশেষে ঈশ্বর ওর দিকে মুখ তুলে তাকিয়েছেন।

রেভারেন্ড ডেমিয়েন জোসেফিনের মুখের ওপর জ্বলন্ত মশাল ধরে চিৎকার দিলেন। 'হে সর্বশক্তিমান এই পাপিষ্ঠ সন্তানের মধ্যে লুকিয়ে থাকা শয়তানকে তুমি পুড়িয়ে ফেল।' উপস্থিত ধর্মভীরু সমাবেশ গর্জে উঠল 'আমেন!' জোসেফিন তার মুখের ওপর তপ্ত শিখার আঁচ টের পেল। রেভারেন্ড ডেমিয়েন আবার চেঁচালেন, 'ঈশ্বর, এ পাপিষ্ঠকে ভূত তাড়াতে তুমি সাহায্য করো। আমরা তাকে পুড়িয়ে মারব, পানিতে ডুবিয়ে মারব। জোসেফিনকে চেপে ধরল কতগুলো হাত এবং ঠাণ্ডা জল ভর্তি কাঠের চৌবাচ্চায় ঠেসে ধরা হলো তাকে। তার ভেতর থেকে শয়তান তাড়ানোর মন্ত্র যখন কোরাসে পড়ছে সবাই, ঈশ্বরের সাহায্য প্রার্থনা করছে, জোসেফিন তখন চৌবাচ্চা থেকে মাথা ওপরে তুলে নিঃশ্বাস নেয়ার জন্য ধস্তাধস্তি করছে। অবশেষে যখন তাকে চৌবাচ্চা থেকে তোলা হলো, প্রায় অজ্ঞান হবার দশা জোসেফিনের। রেভারেন্ড ডেমিয়েন ঘোষণার সুরে বললেন, 'তোমাকে আমাদের ধন্যবাদ, সুইট জেসাস, ধন্যবাদ তোমার দয়ার জন্য। ও শয়তানের কবল থেকে রক্ষা পেয়েছে!' সবাই উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল। সবাই যেন নতুন শক্তিতে বলীয়ান। কেবল জোসেফিন বাদে। তার মাথা ব্যথাটা আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গেছে।

পনেরো

'তোমার জন্য লাস ভেগাসে একটা বুকিং করেছি,' টবিকে বলল ক্লিফটন লরেন্স। 'ডিক ল্যান্ড্রি তোমাকে নিয়ে কাজ করতে আগ্রহী। সে নাইট ক্লাব ডিরেক্টর হিসেবে সেরা।'

'বাহ, চমৎকার! কোন্ হোটেল? ফ্লেমিঙ্গো? থান্ডারবার্ড?'

'ওয়েসিস।'

'ওয়েসিস?' টবি এমনভাবে ক্লিফের দিকে তাকাল যেন লোকটা তার সঙ্গে কৌতুক করছে। 'আমি কখনো–'

'জানি আমি,' হাসল ক্লিফ। 'তুমি এ হোটেলের নাম কোনোদিন শোনোনি। তোমার কথাও ওরা শোনেনি। ওরা আসলে তোমাকে বুকিং করছে না– করছে আমাকে। আমি বলেছি যে তুমি ভালো কাজ জানো এবং সেটাই ওরা ধ্রুব সত্য বলে মেনে নিয়েছে।'

'ভাববেন না,' বলল টবি। 'আমি আপনার মুখ রক্ষা করব।'

রওনা হবার ঠিক আগে আগে অ্যালিস ট্যানারকে নিজের বুকিংয়ের খবরটা জানাল টবি। 'আমি জানি একদিন তুমি বড় তারকা হবে,' বলল অ্যালিস। 'এখন তোমারই সময়। ওরা তোমাকে মাথায় তুলে নেবে, ডার্লিং।' টবিকে আলিঙ্গন করল সে। 'এক তরুণ কমিক জিনিয়াসের উদ্বোধনী রাতে আমি কী পরে শোতে হাজির হবো?'

দুঃখিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল টবি। 'তোমাকে সঙ্গে নিতে পারলে আমার খুব ভালো লাগত, অ্যালিস। কিন্তু সমস্যা হলো রাতে আমাকে কাজ করতে হবে আর দিনেরবেলা ব্যস্ত থাকব নতুন কী জোকস দর্শকদের উপহার দেয়া যায় সে পরিকল্পনা নিয়ে।'

হতাশা চেপে রাখল অ্যালিস। 'আমি বুঝতে পারছি।' আলিঙ্গন আরো শক্ত হলো। 'তুমি কদ্দিনের জন্য যাচ্ছ?'

'জানি না এখনো ঠিক। হয়তো বেশ কয়েকদিন লেগে যেতে পারে।'

দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলো অ্যালিস। তবে বেহুদা টেনশন করেও লাভ নেই জানে সে। 'সময় পেলেই আমাকে ফোন দিও।'

টবি অ্যালিসকে চুম্বন করল। তারপর নাচতে নাচতে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

নেভাডা রাজ্যের লাস ভেগাস যেন টবি টেম্পলের আনন্দের জন্যেই তৈরি করা হয়েছে। শহরে প্রবেশ করা মাত্র এরকম একটি অনুভূতি হলো তার। প্রচণ্ড গতি রয়েছে শহরটিতে, শক্তি সেখানে স্পন্দিত হচ্ছে। আর এ শক্তির স্ফূরণ ঘটছে টবির মাঝেও। ও'হ্যানলন এবং রেইংগারের সঙ্গে প্লেনে চেপে লাস ভেগাস এসেছে টবি। বিমান থেকে নেমে দেখল ওয়েসিস হোটেল থেকে ওদের জন্য একটি লিমুজিন পাঠানো হয়েছে। বিশাল গাড়িটির আরামদায়ক আসনে হেলান দিয়ে বসল টবি। শোফার জানতে চাইল, 'আপনার বিমান যাত্রা উপভোগ্য ছিল তো, মি. টেম্পল?'

নিম্নশ্রেণী মানুষরা সবসময়ই সাফল্য ঘটার অনেক আগেই তার গন্ধ পেয়ে যায়, ভাবল টবি।

'ওই আর কী,' উদাস ভঙ্গিতে জবাব দিল ও।

ও'হ্যানলন আর রেইংগারের মধ্যে হাসি বিনিময়ের দৃশ্যটি তার চোখ এড়াল না। টবিও হাসল। ওদের সঙ্গে তার সম্পর্ক এখন খুব ঘনিষ্ঠ। ওরা তিনজন মিলে এখন একটি দলে পরিণত হয়েছে। শো বিজনেসের সবচেয়ে ভালো টিম।

ওয়েসিস হোটেলটি খুব একটা জমকালো নয়। ফ্লেমিঙ্গো কিংবা থান্ডারবার্ডের মতো আকারেও বড় নয়। তবে হোটেলটি প্রথম দর্শনেই পছন্দ হয়ে গেল টবির। বিশেষ করে প্রকাণ্ড তাঁবুটি দেখে। ওর সামনে লেখা :

উদ্বোধনী ৪ সেপ্টেম্বর
লিলি ওয়ালেস
টবি টেম্পল

জ্বলজ্বলে অক্ষরে লেখা টবির নাম। মনে হলো একশো ফুট উঁচু হবে অক্ষরগুলো। এরচেয়ে সুন্দর দৃশ্য আর কী হতে পারে।

ওয়েসিসের ম্যানেজার মধ্যবয়স্ক, পাংশুবর্ণ, নাম পার্কার। টবিকে স্বাগত জানিয়ে নিজে ওকে তার সুইটে নিয়ে গেল। খোশামোদিতে ওস্তাদ লোক। 'আপনাকে পেয়ে আমরা যে কী আনন্দিত হয়েছি তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না, মি. টেম্পল। আপনার যখন যা প্রয়োজন হবে– যা কিছু– স্রেফ আমাকে একটা কল দেবেন।'

এ অভ্যর্থনা জানে টবি, ক্লিফটন লরেন্সের কারণে। বিখ্যাত এজেন্টটি এ হোটেলে এই প্রথম তার কোনো ক্লায়েন্টকে বুকিং দিয়েছে। ওয়েসিসের ম্যানেজারের আশা তাদের হোটেলটিতে লরেন্সের বড় বড় তারকারা এরপর থেকে পদধূলি দেবেন।

সুইটটি বিশাল। এতে রয়েছে তিন বেড, বৃহদাকারের একটি লিভিং রুম, কিচেন, একটি বার এবং টেরেস। লিভিং রুমের টেবিলে শোভা পাচ্ছে হরেক রকমের মদের বোতল, ফুল, বড় বাটি বোঝাই তাজা ফুল ও চিজ। এসব হোটেল কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে উপহার।

'আশা করি সুইটটি আপনার পছন্দ হয়েছে, মি. টেম্পল,' বলল পার্কার।

চারপাশে চোখ বোলাতে গিয়ে তেলাপোকা বোঝাই, দুর্গন্ধযুক্ত হোটেল

রুমগুলোর কথা মনে পড়ল টবির যেখানে সে বহুবার রাত কাটিয়েছে। 'হুঁ, চলবে।'

'মি. ল্যান্ড্রি ঘণ্টাখানেক আগে এসেছেন। আমি মিরেজ রুম খালি করে দিয়েছি। ওখানে তিনটার সময় আপনার রিহার্সালে যাবার কথা।'

'ধন্যবাদ।'

'আবারও বলছি আপনার যখন যা কিছু প্রয়োজন হবে–'

বো করে চলে গেল ম্যানেজার।

টবি নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল। চারপাশটা খুঁটিয়ে দেখছে। ভাবছে বাকি জীবনটা তার এরকম জায়গাতেই কাটবে। সব কিছু তার হাতের মুঠোয় চলে আসবে– সুন্দরী নারী, টাকা, অভিনন্দন। বিশেষ করে দর্শকদের অভিনন্দন। দর্শক অডিটরিয়ামে বসে তার অভিনয় দেখে হাততালি দেবে, ওকে ভালোবাসবে। আর ওই প্রশংসা এবং অভিনন্দনই তার খাদ্য এবং পানীয়। তার আর কিছুর প্রয়োজন নেই।

ডিক ল্যান্ড্রির বয়স সাতাশ/আটাশ। হালকা-পাতলা গড়ন, টাক মাথা, লম্বা সুঠাম পা। ব্রডওয়েতে জিপসীদের ভূমিকায় অভিনয় দিয়ে তার ক্যারিয়ার শুরু, তারপর কোরাস গায়ক থেকে উন্নতি ঘটেছে প্রধান নৃত্যকর্মীতে, সেখান থেকে কোরিওগ্রাফার এবং সবশেষে পরিচালক। দর্শক কী চায়, তার রুচি সম্পর্কে ভালোভাবেই অবহিত ল্যান্ড্রি। সে একজনের খারাপ অভিনয়কে সুঅভিনয়ে রূপান্তর ঘটাতে পারবে না বটে তবে ওই অভিনয় দৃষ্টিনন্দন করে তোলার ক্ষমতা তার আছে। আর ভালো অভিনয় পেলে তাকে রোমাঞ্চকর করে তুলতে জানে ল্যান্ডি। দশ দিন আগেও টবি টেম্পলের নাম শোনেনি সে, তবে নিজের অতি ব্যস্ত শিডিউল থেকেও সময় বের করে লাস ভেগাসে এসে টেম্পলকে মঞ্চাভিনয়ের সুযোগ দেয়ার একটাই মাত্র কারণ– ক্লিফটন লরেন্স তাকে অনুরোধটা করেছে। এই ক্লিফটনই তাকে অভিনয়ে নিয়ে এসেছিল।

টবি টেম্পলের সঙ্গে সাক্ষাতের মিনিট পনেরোর মধ্যে ল্যান্ডি বুঝে গেল সে একজন প্রতিভাবানের সঙ্গে কাজ করছে। টবির অভিনয় দেখে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল সে– যা কদাচিৎ করে থাকে সে। টবির কৌতুকী কিংবা পরিবেশনের ধরন নয়, তার উপস্থিতির মধ্যেই এমন করুণ একটা ব্যাপার রয়েছে যে ইচ্ছে করে টবিকে জড়িয়ে ধরে তাকে নিরাপত্তা দেয়। টবি যেন ভীত সন্ত্রস্ত এক মুরগির বাচ্চা, কখন মাথার ওপর আকাশ ভেঙে পড়ে সে ভয়ে শিঁটিয়ে আছে। তখন মন চায় ছুটে গিয়ে ওকে আলিঙ্গনে বেঁধে ফেলে বলতে সব ঠিক আছে, কিছু দুর্ঘটনা ঘটবে না।

টবির কৌতুক বলা শেষ হলে ল্যান্ডি বহু কষ্টে নিজেকে প্রশংসার ফুলঝুড়ি ছোটানো থেকে বিরত রাখল। সে স্টেজে গিয়ে হাসিমুখে টবিকে বলল, 'আপনি ভালো করেছেন। বেশ ভালো করেছেন।'

খুশি হলো টবি। বলল, 'ধন্যবাদ। ক্লিফ বলেছে আপনি আমাকে আরো ভালো করার রাস্তা নাকি দেখিয়ে দেবেন।'

ল্যান্ড্রি বলল, 'চেষ্টা করব। আপনাকে প্রথমে যা শিখতে হবে তা হলো আপনার কাজে বহুমুখিতা নিয়ে আসতে হবে। শুধু স্টেজে দাঁড়িয়ে থেকে জোকস বললে কমিক হিসেবে খুব বেশি উন্নতি করতে পারবেন না। এবারে একটু গান করেন তো শুনি।'

হাসল টবি। 'একটা ক্যানারি ভাড়া করে নিয়ে আসুন। আমি গাইতে পারি না।'

'চেষ্টা করুন।'

চেষ্টা করল টবি। খুশি দেখাল ল্যান্ড্রিকে। 'আপনার গানের গলা খুব বেশি ভালো না হলেও আপনার শুনবার মতো একটা কান আছে। সঠিক গানটি পেলে, ওটা যদি নকল করেন, লোকে আপনাকে সিনাত্রা ভাববে। আপনার জন্য গীতিকারদের দিয়ে কিছু বিশেষ গান লিখিয়ে নেব। সবাই যে গান করে তা গাইলে চলবে না। এবারে একটু হাঁটুন।'

টবি হেঁটে দেখাল।

ল্যান্ড্রি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকে পর্যবেক্ষণ করল। 'বেশ, বেশ। আপনি কখনো ডান্সার হতে পারবেন না তবে আপনাকে নৃত্যশিল্পীর মতো স্টেজে হাজির করব। আপনাকে আমি একজন পূর্ণাঙ্গ বিনোদন-শিল্পী বানাবো।'

টবি হেসে বলুন, 'চলুন, আস্তিন গুটিয়ে কাজে নেমে পড়ি।'

ওরা কাজে নেমে পড়ল। প্রতিটি রিহার্সেলে হাজির থাকে ও'হ্যানলন এবং রেইংগার, সংলাপ যোগ করে, নতুন রুটিন তৈরি করে, দেখে ল্যান্ড্রি কীভাবে টবিকে চালাচ্ছে। ভয়ানক কঠিন শিডিউল। শরীরের প্রতিটি পেশীতে যন্ত্রণা শুরু না হওয়া পর্যন্ত রিহার্সাল চালিয়ে যায় টবি, তবে পাঁচ পাউন্ড ওজন ঝরিয়ে সে আরো সুঠাম হলো। প্রতিদিন সে গান শেখে, চলে কণ্ঠশীলন চর্চা, এমনকী ঘুমের মধ্যেও গান গাইতে লাগল টবি। দুই লেখকের নতুন কমেডি রুটিন অনুসরণ করে সে, তার জন্য লেখা নতুন গান শেখে, তারপরে আবার শুরু করে রিহার্সাল।

প্রায় প্রতিদিনই বক্সে একটি মেসেজ থাকে যে অ্যালিস ট্যানার ওকে ফোন করেছিল। টবি ভুলে যায়নি মহিলা ওকে কীভাবে ঠেকিয়ে রাখতে চেয়েছিল। *তুমি এখনো প্রস্তুত হওনি।* কিন্তু টবি এখন প্রস্তুত। এবং অ্যালিস ছাড়াই সে প্রস্তুত হতে পেরেছে। জাহান্নামে যাক অ্যালিস। টবি মেসেজ ছুড়ে ফেলে দেয়। শেষ পর্যন্ত মেসেজ আসা বন্ধ হয়ে যায়। তবে নিয়মিত চলে টবির রিহার্সাল।

তারপর একদিন হঠাৎ করেই চলে এলো উদ্বোধনীর রাত।

একজন নতুন তারকার জন্মের মধ্যে রয়েছে রহস্যময়তা। যেন একটি টেলিপ্যাথিক মেসেজের মাধ্যমে শো বিজনেস পৃথিবীর চার প্রান্তে চলে যায় খবরটি। ছড়িয়ে পড়ে লন্ডন থেকে প্যারিসে, সেখান থেকে নিউইয়র্ক হয়ে সিডনিতে। যেখানেই থিয়েটার আছে সেখানেই চলে যায় খবর।

ওয়েসিস হোটেলের মঞ্চে টবি টেম্পল প্রবেশ করার পাঁচ মিনিট পরে খবর

ছড়িয়ে পড়ল যে দিগন্তে এক নতুন তারকার আবির্ভাব ঘটেছে।

টবি'র উদ্বোধনীর দিনে ক্লিফটন লরেন্স চলে এলো শো দেখতে। টবি খুব খুশি। তার জন্য ক্লিফটন তার অন্য ক্লায়েন্টদেরকে সময় দেয়নি। শো শেষে দুজনে হোটেলের সারা রাত খোলা থাকা কফি শপে এসে বসল।

'কত সেলেব্রিটি এসেছে দেখেছেন?' জিজ্ঞেস করল টবি। 'আমার ড্রেসিংরুমে ওদেরকে দেখে আমার তো দম বন্ধ হবার জোগাড়।'

টবি'র আনন্দ এবং উৎসাহ লক্ষ্য করে হাসে ক্লিফটন। ছেলেটা তার অন্যান্য ক্লায়েন্টদের থেকে একদমই আলাদা। ক্লিফটনের বেশিরভাগ ক্লায়েন্ট মুখে কাঠিন্যের মুখোশ পরে থাকে কিন্তু টবির মধ্যে কোনো ভনিতা নেই। ও আদুরে বেড়ালের মতো। মিষ্টি চেহারার, নীল চোখের পুসি ক্যাট।

'ওরা ট্যালেন্ট চেনে,' বলল ক্লিফটন। 'ওয়েসিসও তাই। ওরা তোমার সঙ্গে নতুন একটা চুক্তি করতে চাইছে। আগে হপ্তা প্রতি পেতে ছয়শো পঞ্চাশ ডলার। এখন থেকে পাবে এক হাজার ডলার।'

টবির হাত থেকে চামচ পড়ে গেল, 'হপ্তায় হাজার ডলার? দ্যাটস ফ্যান্টাস্টিক, ক্লিফ!'

'থান্ডারবার্ড এবং এলো র‍্যাঞ্চো হোটেল থেকেও কিছু প্রস্তাব পেয়েছি।'

'এরই মধ্যে?' রীতিমতো উল্লসিত টবি।

'প্যান্ট ভিজিয়ে ফেলো না,' মুচকি হাসি ক্লিফটনের ঠোঁটে। 'এই তো সবে শুরু।' সিধে হলো সে। 'আমাকে নিউইয়র্কের প্লেন ধরতে হবে। কাল লন্ডন যাচ্ছি।'

'লন্ডন? কবে ফিরবেন?'

'কয়েকদিনের মধ্যেই,' সামনে ঝুঁকল ক্লিফটন। 'শোনো, ডিয়ার বয়। এখানে আরও দু'হপ্তা তুমি আছো। মনে করো এটা একটা স্কুল। আমি চাই প্রতি রাতে তুমি মঞ্চে উঠে আগের বারের চেয়েও ভালো পারফরমেন্স দেখাবে। আমি ও'হ্যানলন এবং রেইংগারকে যেতে মানা করেছি। ওরা তোমার সঙ্গে দিন-রাত কাজ করতে আগ্রহী। ওদেরকে ব্যবহার করো। ল্যান্ড্রি সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলোতে আসবে তোমার খোঁজ-খবর নিতে।'

'ঠিক আছে,' বলল টবি। 'ধন্যবাদ, ক্লিফ।'

'ওহ্ একটা জিনিসের কথা তো ভুলেই গেছিলাম।'

নিরাসক্ত গলায় বলল ক্লিফটন লরেন্স। পকেট থেকে ছোট একটা প্যাকেট বের করে টবিকে দিল।

প্যাকেটের ভেতরে একজোড়া হীরের কাফলিংক। তারার আকারের।

ষোলো

টবি অবসর সময়টা হোটেলের পেছনের বৃহদাকারের সুইমিংপুলে সাঁতার কাটে। শোতে জনাপঁচিশেক মেয়ে কাজ করে। আর অন্তত ডজনখানেক মেয়েকে দেখা যায় বেদিং সুট পরে সুইমিং পুলের ধারে রোদ পোহাচ্ছে। উত্তপ্ত দুপুরে এদের আগমন ঘটে বিকেলে ফোটা ফুলের সৌরভে, আর প্রতিটি মেয়েই যেন রূপ-সৌন্দর্যে অপর মেয়েটিকে ছাপিয়ে যায়। শয্যাসঙ্গিনী পেতে কখনোই তেমন কাঠখড় পোড়াতে হয়নি টবিকে। তবে বর্তমানে যা ঘটছে তার পুরোটাই তার জন্য নয়া অভিজ্ঞতা। শো গার্লরা টবি টেম্পলের নাম আগে কখনো শোনেনি। তবে টবির নাম তাঁবুর সাইনবোর্ডে জ্বলজ্বল করছে। ওটুকুই যথেষ্ট। টবি এখন তারকা হয়ে গেছে। আর তার সঙ্গে কে আগে বিছানায় যাবে এ নিয়ে মেয়েদের মধ্যে রীতিমতো প্রতিযোগিতা চলে।

দুটো হপ্তা চমৎকার কেটে যাচ্ছিল টবির। সে দুপুরবেলা ঘুম থেকে ওঠে, ডাইনিংরুমে নাস্তা খাওয়ার সময় অটোগ্রাফ বিলোয়। তারপর ঘণ্টা দুই রিহার্সাল করে। এরপরে সুইমিং পুলের লম্বা পদযুগলের অধিকারিণী কোনো সুন্দরীকে নিয়ে সোজা নিজের হোটেল রুমে ঢোকে। দুজনে মিলে ঝড় তোলে বিছানায়।

টবি একটা নতুন জিনিস জেনেছে। মেয়েগুলো আটসাট পোশাক পরে বলে তারা পিউবিক হেয়ার রাখে না। যোনির ঠোঁটের ঠিক ওপরে যৌন কেশের সরু একটা রেখা তারা রেখে দেয় জায়গাটা আরও যৌন উদ্দীপক দেখাতে।

টবি এ মেয়েদের কারো নাম জানে না, জানার আগ্রহও নেই। এসব মেয়ে তার কাছে স্রেফ 'বেবী' কিংবা 'হানি।'

ওয়েসিস-এ টবির প্রদর্শনীর শেষ হপ্তায় এক লোক এলো ওর সঙ্গে দেখা করতে। তখন টবি প্রথম শোটি শেষ করে ড্রেসিংরুমে বসে মেকআপ তুলছে। এমন সময় রুম ক্যাপ্টেন দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল। টবির কানে কানে বলল, 'মি. আল কারুসো আপনাকে তাঁর টেবিলে ডাকছেন।'

লাস ভেগাসে একটি বিখ্যাত নাম আল কারুসো। তিনি একাধিক হোটেলের মালিক। লোকে বলে, তাঁর সঙ্গে মাফিয়ার যোগাযোগ রয়েছে। তবে তাতে টবির কী? মি. আল কারুসো ওর অভিনয় পছন্দ করেছেন তাতেই টবি আহ্লাদিত। এ লোকের কারণে টবি হয়তো সারা জীবন লাস ভেগাসে শো করতে পারবে। সে দ্রুত মেকআপ তুলে ডাইনিংরুমে গেল কারুসোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে।

আল কারুসোর বয়স পঞ্চাশের কোঠায়, বেঁটেখাটো মানুষ, মাথার চুলের রঙ ধূসর, নরম বাদামি চোখে ঝিকিমিকি চাউনি, শরীরের মধ্য প্রদেশ কিঞ্চিৎ স্ফীত। দেখলে মনে হয় সান্তা ক্লসের মিনিয়েচার সংস্করণ। টবিকে টেবিলের দিকে আসতে দেখে চেয়ার ছাড়লেন কারুসো, বাড়িয়ে দিলেন হাত, ওষ্ঠে উষ্ণ হাসি টেনে বললেন, 'আমি আল কারুসো। তোমাকে আমি কতটা পছন্দ করি তা জানাতে এসেছি, টবি। প্লিজ, একটা চেয়ার নিয়ে বসো।'

কারুসোর সঙ্গে কালো সুট পরা আরো দুজন লোক আছে। দুজনেই স্থূলকায়, কোকা-কোলার গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে। সাক্ষাতের পুরো সময়টা দুজনে মুখে কুলুপ এঁটে রইল। ওদের নামও জানতে পারল না টবি। সে সাধারণত প্রথম শো'র পরপরই ডিনার সেরে নেয়। তবে এ মুহূর্তে রাক্ষুসে ক্ষুধা অনুভব করছিল টবি। কিন্তু কারুসো মাত্রই খাওয়া শেষ করেছেন এবং টবি খাবারের চেয়ে এ বিখ্যাত মানুষটির প্রতি অধিকতর মনোযোগ দিতেই বেশি আগ্রহী।

'আমি তোমার কাজ দেখে খুশি,' বললেন কারুসো। 'সত্যি খুশি।' তাঁর বাদামি চোখে ঝিলিক দিল দুষ্টুমির হাসি।

'ধন্যবাদ, মি. কারুসো।' বলল আনন্দিত টবি। 'আপনার খুশি আমার জন্যে অনেক কিছু।'

'আমাকে আল বলে ডাকবে।'

'জী, স্যার– আল।'

'তোমার সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে, টবি। আমি অনেককে আসতে দেখেছি, যেতে দেখেছি। কিন্তু যাদের প্রতিভা আছে তারাই শেষ পর্যন্ত টিকে থাকে। তোমার প্রতিভা আছে।'

টবির শরীরে আরামদায়ক উষ্ণতার ঢেউ ছড়াল। মনে মনে হিসেব কষছিল বিজনেসের বিষয়টি নিয়ে সে ক্লিফটন লরেন্সের সঙ্গে আল কারুসোকে কথা বলতে বলবে কিনা। পরক্ষণে সিদ্ধান্ত নিল সে নিজেই এ বিষয়টি দেখবে। *কারুসো যদি সত্যি আমার প্রতি এরকম আগ্রহবোধ করে থাকেন,* ভাবছিল টবি, *তাহলে ক্লিফের চেয়ে আমি ভালো ডিল করতে পারব।*

'আমি তোমার কৌতুক শুনে হাসতে হাসতে পেট ফেটে মরেই যাচ্ছিলাম,' বললেন কারুসো।

'আপনার ভালো লেগেছে আমার আর কী চাই?' গলার স্বরে আন্তরিকতা ফোটাল টবি।

খুদে সান্তা ক্লসের হাসতে হাসতে চোখে জল এসে গেছে। তিনি সিল্কের সাদা রুমাল দিয়ে মুছে নিলেন অশ্রু। দেহরক্ষীদ্বয়ের দিকে ফিরে বললেন, 'আমি কি বলিনি ও খুব মজার মানুষ?'

দুই কালো সুট সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল।

আল কারুসো তাকালেন টবির দিকে। 'আমি কেন তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি বলছি, টবি।'

এবারে সেই জাদুর মুহূর্ত, বিখ্যাত হবার রাস্তায় সে প্রবেশ করতে চলেছে। ক্লিফটন লরেন্স গেছে ইউরোপে তার পুরানো ক্লায়েন্টদের জন্য চুক্তি-ফুক্তি করতে। অথচ তার এখন এখানে উপস্থিত থাকা দরকার ছিল এ চুক্তিটি করার জন্য। তবে ফিরে এসে নিশ্চয় বড় একটা সারপ্রাইজ পাবে লরেন্স।

সামনে ঝুঁকে এলো টবি, হাসছে। 'আমি শুনছি, আল।'

'মিলি তোমাকে ভালোবাসে।'

চোখে পিটপিট করল টবি। ও বোধহয় ঠিকমতো শুনতে পায়নি কারুসো কী বলেছেন। বুড়ো লক্ষ করছেন টবিকে ঝিকিমিকি চোখে।

'আ–আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না,' বলল হতভম্ব টবি। 'আপনি যেন কী বললেন?'

মিষ্টি করে হাসলেন কারুসো। 'মিলি তোমার প্রেমে পড়েছে। বলেছে আমাকে।'

মিলি? কে এই নারী? কারুসোর স্ত্রী নাকি কন্যা?

টবি কথা বলতে গেল, বাধা দিলেন আল কারুসো।

'ও খুব ভালো মেয়ে। ওর সঙ্গে আমার তিন...না না চার বছর ধরে সম্পর্ক।' ফিরলেন তিনি তাঁর দুই দেহরক্ষীর দিকে। 'চার বছরই তো?'

ওরা মাথা দোলাল।

আল কারুসো টবিকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'ওই মেয়েটিকে আমি ভালোবাসি, টবি। আয়াম রিয়েলি ক্রেজি অ্যাবাউট হার।'

টবি টের পেল ওর মুখ থেকে সমস্ত রক্ত সরে যাচ্ছে সরসর করে। 'মি. কারুসো–'

আল কারুসো বললেন, 'মিলির সঙ্গে আমার একটা চুক্তি হয়েছিল। আমি সে এবং আমার স্ত্রী ছাড়া অন্য কোনো নারীর সঙ্গে মিলিত হবো না। সে-ও আমার সঙ্গে কখনো প্রতারণা করবে না,' টবির দিকে তাকিয়ে হাসিতে উদ্ভাসিত হলেন তিনি। ওই স্বর্গীয় হাসির পেছনে টবি এমন কিছু দেখতে পেল, তার রক্ত ঠাণ্ডা মেরে গেল।

'মি. কারুসো–'

'একটা কথা কী জানো, টবি? মিলি আমার সঙ্গে যে ব্যক্তিটিকে নিয়ে প্রথম চিট করল সে হচ্ছো তুমি।' সঙ্গীদের দিকে তাকালেন কারুসো। 'কি, ঠিক বলিনি?'

তারা মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল।

কথা বলার সময় কাঁপতে লাগল টবির গলা। 'আ-আমি কসম খেয়ে বলছি জানতাম না যে মিলি আপনার গার্লফ্রেন্ড। জানলে স্বপ্নেও আমি তাকে স্পর্শ করতাম না। আমি তার এক মাইলের মধ্যেও আসতাম না, মি. কারুসো–'

হাসলেন সান্তা ক্লস। 'আল, আমাকে বলে ডেকো।'

'আল,' গলা দিয়ে ব্যাঙের আওয়াজ বেরুল টবির। বগলের তলা দিয়ে ঘাম গড়াচ্ছে। 'শুনুন, আল। আ–আমি আর জীবনেও তার ধারেকাছে ঘেঁষব না। কোনোদিন না। বিলিভ মী, আমি–'

কারুসো কটমট করে তাকালেন টবির দিকে, 'অ্যাই! তুমি দেখছি আমার কথা শোনোনি।'

ঢোক গিলল টবি। 'জী, জী, শুনেছি। আপনার প্রতিটি শব্দ আমার কানে গেছে। আর ওই বিষয়ে আপনাকে আর কোনো চিন্তা–'

'আমি বলেছি মেয়েটা তোমাকে ভালোবাসে। ও যদি তোমাকে পেতে চায় তাহলে আমি ওকে তোমাকে পেতে সাহায্য করব। আমি ওকে সুখী দেখতে চাই। বুঝতে পেরেছ?'

'আমি–' বোঁ বোঁ ঘুরছে টবির মাথা। সে ভেবেছিল সামনে বসা মানুষটা তার ওপরে প্রতিশোধ নিতে এসেছেন। এখন দেখা যাচ্ছে আল কারুসো তাঁর গার্লফ্রেন্ডকে টবির হাতে তুলে দিতে চাইছেন। স্বস্তিতে টবি প্রায় হেসে ফেলল। 'যীশাস, আল। শিওর। আপনি যা চান তা-ই হবে।'

'মিলি যা চায় তা-ই হবে।'

'জী, মিলি যা চায় তা-ই হবে।'

'জানতাম তুমি খুব ভালো ছেলে,' বললেন আল কারুসো। ফিরলেন সঙ্গীদের দিকে। 'আমি কি বলিনি টবি টেম্পল ভালো ছেলে?'

তারা মাথা ঝাঁকিয়ে যে যার কোকের গ্লাসে চুমুক দিল।

চেয়ার ছাড়লেন আল কারুসো, সঙ্গে সঙ্গে তার লোক দুটি সটান দাঁড়িয়ে গেল। দুজন কারুসোর দুপাশে। 'আমি নিজে বিয়েটা দেব,' বললেন কারুসো। 'মরোক্কো হোটেলের বিশাল ব্যাংকোয়েট হল আমরা ভাড়া নেব। এসব নিয়ে তোমাকে কিস্যু ভাবতে হবে না। সব ব্যবস্থা আমি করব।'

শব্দগুলো টবির কাছে যেন ভেসে এলো বহুদূর থেকে। আল কারুসো কী বলছেন ও বুঝতে পারছে কিন্তু কথাগুলোর অর্থ যেন ঠিক বোধগম্য হচ্ছিল না।

'এক মিনিট,' আপত্তির সুরে বলল টবি, 'আমি ঠিক–'

বলিষ্ঠ একখানা হাত টবির কাঁধে রাখলেন কারুসো।

'তুমি সৌভাগ্যবান।' মিলি যদি আমাকে বুঝিয়ে না বলত যে তোমরা দুজন পরস্পরকে ভালোবাসো, যদি আমি ভাবতাম তুমি ওকে দুই ডলারের বেশ্যাদের মতো ব্যবহার করছ তাহলে ঘটনাটা অন্যরকম ঘটত। আমি কী বলছি বুঝতে পারছ তো?'

কালো সুট পরা লোক দুটোর দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকাল টবি। তারা একসঙ্গে মাথা দোলাল।

'শনিবার রাতে তোমার শো শেষ হয়ে যাবে,' বললেন আল কারুসো। 'আমরা রোববার বিয়ের অনুষ্ঠান করব।'

আবার মরুভূমি হলো টবির গলা। 'আ–ইয়ে, আল, আমার কয়েক জায়গায় অনুষ্ঠান করার কথা।

'ও-সব পরেও করা যাবে,' আবার সেই স্বর্গীয় হাসি দেখা গেল। 'আমি নিজে মিলির বিয়ের পোশাক কিনব। শুভ রাত্রি, টবি।'

টবি জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল, ওরা তিনজন চলে যাবার পরেও ওদের গমনপথের দিকে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ।

ওর একটুও মনে পড়ছে না মিলি মেয়েটা আসলে কে।

সতেরো

পরদিন সকালে আর ভয়টা থাকল না টবির। আসলে গত কালকের ঘটনার জন্য ও একদমই প্রস্তুত ছিল না বলে ভয় পেয়েছিল। কিন্তু এ শহরটা তো আর আল কাপুর নয়। কেউ তাকে জোর করে বিয়ের পিঁড়িতে বসাতে পারবে না। আল কারুসো রাস্তার সস্তা গুণ্ডা নন, একজন সম্মানীয় হোটেল মালিক। কাজেই তাকে ভয় পাবার কোনো কারণ নেই।

হপ্তার বাকি কটা দিন সুইমিং পুল এবং ক্যাসিনোর ধারেকাছেও দেখা গেল না টবিকে, সকল মেয়ের কাছ থেকে দূরে রইল। আল কারুসোকে সে ভয় পাচ্ছে না তবু খামোকা ঝুঁকি নেয়ার দরকার কী? রোববার দুপুরের প্লেনে চেপে লাস ভেগাস ত্যাগ করার পরিকল্পনা করেছিল ও। কিন্তু এখন বদলে ফেলেছে সিদ্ধান্ত। শনিবার রাতে হোটেলের পেছনে ওর জন্য একটি ভাড়া করা গাড়ি অপেক্ষা করবে। শেষ শো করার আগে ব্যাগ-ট্যাগ গুছিয়ে রাখবে ও যাতে প্রদর্শনী শেষ হওয়া মাত্র লস এঞ্জেলসের উদ্দেশে রওনা হতে পারে। লাস ভেগাস থেকে কিছুদিন দূরে থাকতে চাইছে টবি। আল কারুসো যদি সত্যি ওর ব্যাপারে সিরিয়াস হয়ে থাকেন, বিষয়টি ক্লিফটন লরেন্স সামলে নিতে পারবে।

টবির শেষ দিনের পারফরমেন্স হলো দুর্দান্ত। সবাই ওকে দাঁড়িয়ে হাততালির মাধ্যমে অভিনন্দিত করল। এরকম অভিনন্দন এই প্রথম। স্টেজে দাঁড়িয়ে থাকল টবি, অডিয়েন্স থেকে গড়িয়ে আসা ভালোবাসার ঢেউগুলো অনুভব করছে, ও যেন উষ্ণ, নরম এক আলোয় স্নান করছে। সে একটি অভিনয় আবার করে দেখাল তারপর ক্ষমা প্রার্থনা করে দ্রুত স্টেজ ত্যাগ করল। ওর জীবনের শ্রেষ্ঠতম তিনটে হপ্তা কেটেছে এখানে। সংক্ষিপ্ত এ সময়ের মাঝে ওয়েট্রেসদের সঙ্গে শোয়া অচেনা একজন মানুষ থেকে তার উত্তরণ ঘটেছে তারকায় যে কিনা আল কারুসোর রক্ষিতাকেও বিছানায় নিয়ে গেছে। সুন্দরী মেয়েরা ওর শয্যাসঙ্গিনী হবার জন্য পাগল, দর্শককুল তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ আর বড় বড় হোটেলগুলোর কাছে ওর কদর বেড়ে গেছে। টবি এটা ঘটিয়ে ছেড়েছে। এবং ও জানে এ মাত্র শুরু। সে দরজার তালায় চাবি ঢুকাল। দোর খুলতেই ভেসে এলো একটি পরিচিত কণ্ঠ, 'এসো, ভেতরে এসো, খোকা।'

ধীর পায়ে ঘরে ঢুকল টবি। আল কারুসো এবং তার দুই সঙ্গী ভেতরে। টবির শিরদাঁড়া বেয়ে হিমশীতল একটা স্রোত বয়ে গেল। কিন্তু মিথ্যেই ভয় পাচ্ছে ও। কারণ কারুসো হাসিমুখে ওকে বলছেন, 'তুমি আজ রাতে দারুণ অভিনয় করেছ, টবি, সত্যি দারুণ।'

শরীরের পেশীতে ঢিল পড়েছে টবির। 'দর্শকও খুব সমঝদার ছিল।'

কারুসোর বাদামি চোখ ঝিকিয়ে উঠল। 'তুমি ওদেরকে সমঝদার বানিয়েছ, টবি। তোমাকে আগেই বলেছি– তোমার প্রতিভা আছে।'

'ধন্যবাদ, আল।' মনে মনে চাইল এরা এখন যেন চলে যায় তাহলে ও রওনা হতে পারবে।

'তুমি অনেক পরিশ্রম করতে পারো,' বললেন আল কারুসো। তাকালেন তাঁর দুই দেহরক্ষীর দিকে। 'আমি কি বলিনি ওর মতো কঠিন পরিশ্রম করতে আর কাউকে দেখিনি?'

দেহরক্ষীদ্বয় মাথা ঝাঁকাল।

টবির দিকে ফিরলেন কারুসো। 'হেই– তুমি ফোন করনি বলে মিলি খুব আপসেট হয়ে আছে। আমি ওকে বলেছি কাজের চাপে তুমি ওকে ফোন করার সময় পাওনি।'

'ঠিকই বলেছেন,' দ্রুত বলল টবি। 'আপনি আমার সমস্যাটা বুঝতে পেরেছেন বলে আমি কৃতজ্ঞ, আল।'

হৃদ্যতার হাসি ফুটল কারুসোর মুখে। 'নিশ্চয়। কিন্তু আমি কোন্ ব্যাপারটি বুঝতে পারিনি জানো? কবে বিয়ে হবে সে বিষয়ে তুমি কেন খোঁজ-খবর নাওনি তা আমার ঠিক বোধগম্য হয়নি।'

'আমি কাল সকালেই ফোন করব ভেবেছিলাম।'

হেসে উঠলেন আল কারুসো, তিরস্কারের ভঙ্গিতে বললেন, 'লস এঞ্জেলস থেকে?'

থতমত খেয়ে গেল টবি। 'মানে?'

ভর্ৎসনা করলেন ওকে কারুসো। 'তুমি তো তোমার ব্যাগট্যাগ সব গুছিয়ে রেখেছ ওখানে।' টবির গালে খেলাচ্ছলে চিমটি কাটলেন। 'তোমাকে বলেছি না কেউ মিলিকে কষ্ট দিলে তাকে আমি খুন করে ফেলব।'

'দাঁড়ান, দাঁড়ান। ঈশ্বরের কসম আমি–'

'তুমি ছেলে মন্দ নও, টবি, তবে বোকা।' উষ্ণ গলায় বললেন আল কারুসো। 'আমি তোমার বন্ধু। আমি চাই না তোমার খারাপ কিছু হোক। মিলির খাতিরে। তবে তুমি যদি আমার কথা না শোনো তাহলে আমার কীইবা করার আছে? খচ্চরদের কীভাবে কাজে মনোযোগী করতে হয় জানো?'

নির্বোধের মতো ডানে-বামে মাথা নাড়ল টবি।

'ওদের মাথায় মুগুর দিয়ে বাড়ি দিতে হয়।'

গলা দিয়ে ভয়ের স্রোত উঠে আসছে টের পেল টবি।

'তুমি বেশিরভাগ সময় কোন্ হাতটা ব্যবহার কর?' জানতে চাইলেন কারুসো।

'ডা–ডান' তোতলাচ্ছে টবি।

মৃদু মাথা ঝাঁকিয়ে দেহরক্ষীদের দিকে ফিরলেন কারুসো।

'ওর ডান হাতটা ভেঙে ফেলো।'

দেহরক্ষীদ্বয়ের একজনের হাতে ভোজবাজির মতো উদয় হলো একটি টায়ার আয়রন (Tire Iron)। ওরা দুজন টবির দিকে পা বাড়াল। ভয়ের স্রোতটা চোখের

পলকে বানের মতো আছড়ে পড়ল টবির গায়ে। ও কাঁপতে লাগল।

'ফর ক্রাইস্টস শেক,' অসার গলায় বলল টবি। 'তোমরা এরকম করতে পারো না।'

একজন ওর পেটে দড়াম করে বসিয়ে দিল ঘুষি। পরমুহূর্তে তীব্র ব্যথায় চোখে আঁধার দেখল টবি, ওর ডান হাতে টায়ার আয়রন দিয়ে বাড়ি মেরে ভেঙে ফেলা হয়েছে হাড়। মেঝেয় ছিটকে পড়ল সে, অবিশ্বাস্য যন্ত্রণায় গড়াগড়ি খাচ্ছে। চিৎকার দিতে চাইল কিন্তু শ্বাস করতে পারছে না। চোখ ভরা জল নিয়ে ওপর দিকে তাকিয়ে দেখল ওর দিকে হাসিমুখে ঝুঁকে আছেন আল কারুসো।

'আমি কি তোমার মনোযোগ আকর্ষণ করতে পেরেছি?' নরম গলায় জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

ব্যথায় কুঁকড়ে যেতে যেতে মাথা দোলাল টবি।

'গুড,' বললেন কারুসো। ফিরলেন তাঁর লোকদের দিকে।

'ওর প্যান্ট খুলে ফেলো।'

একজন ঝুঁকে টবির প্যান্টের চেইন খুলে ফেলল। টায়ার আয়রন দিয়ে টুসকি দিল ওর পুরুষাঙ্গে।

কারুসো টবির পুরুষাঙ্গে নজর বুলিয়ে বললেন, 'তুমি সত্যি সৌভাগ্যবান, টবি। একটা জিনিসই পেয়েছ বটে।'

অজানা এক প্রচণ্ড ভয়ে শিউরে উঠল টবি। 'ওহ্, গড...প্লিজ...আমাকে আর মেরো না!' ওর গলা দিয়ে কর্কশ আওয়াজ বেরিয়ে এলো।

'আমি তোমাকে মারব না,' বললেন কারুসো। 'যতদিন তুমি মিলির সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে, তুমি আমার বন্ধু হয়ে থাকবে। তবে ও যদি কখনো নালিশ করে যে তুমি ওর সঙ্গে ভালো আচরণ করনি কিংবা অন্য যে কোনো অভিযোগ জানায়– তাহলে তোমার কপালে খারাবী আছে। আমার কথা বুঝতে পেরেছ?' জুতোর ডগা দিয়ে টবির ভাঙা হাতে গুঁতো মারলেন তিনি। আর্তনাদ করল টবি। 'যাক আমি আনন্দিত এ জন্য যে আমরা এখন পরস্পরকে বুঝতে পেরেছি।' উদ্ভাসিত মুখ কারুসোর। 'বিয়ে হবে বেলা একটার সময়।'

টবি জ্ঞান হারিয়ে ফেলছে, কারুসোর কণ্ঠ মনে হচ্ছে দূর থেকে ভেসে আসছে আবার দূরে চলে যাচ্ছে। 'আ–আমি পারব না,' গুঙিয়ে উঠল ও। 'আমার হাত...'

'ও নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না,' বললেন আল কারুসো। 'একজন ডাক্তার আসছেন। তিনি তোমার চিকিৎসা করবেন। তিনি তোমার ভাঙা হাত জোড়া লাগিয়ে দেবেন এবং এমন ওষুধ দেবেন যাতে আর ব্যথা না লাগে। আমার ছেলেরা কাল এখানে আসবে তোমাকে নিয়ে যেতে। তুমি রেডি থাকবে, কেমন?'

তীব্র ব্যথার দুঃস্বপ্নের মাঝে শুয়ে আছে টবি, দেখছে সান্তা ক্লসের হাসিমুখ, বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে না সত্যি এসব ঘটছে, দেখল কারুসোর পা আবার ওর হাতের দিকে এগিয়ে আসছে।

'ন–নিশ্চয়,' কাতরে উঠল টবি। 'আমি রেডি থাকব...'

ও জ্ঞান হারাল।

আঠেরো

মরক্কো হোটেলের বলরুমে অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে বিয়েটা হলো। লাস ভেগাসের অর্ধেক মানুষের মেলা বসল ওখানে। অন্যান্য সকল হোটেল থেকে এলো তাদের মালিকগণ, বিনোদনশিল্পী এবং শো-গার্লরা, তবে আসরের মধ্যমণি হয়ে রইলেন আল কারুসো। তাঁকে ঘিরে থাকল তাঁর ডজনখানেক বন্ধু। দামি কাপড় পরা, চুপচাপ স্বভাবের এ মানুষগুলোর বেশিরভাগ মদ স্পর্শ করল না। গোটা বলরুম সাজানো হয়েছে ফুল দিয়ে, মিউজিশিয়ানরা যন্ত্রসঙ্গীতে তুলেছে সুরের মূর্ছনা, টেবিল বোঝাই খাদ্যসম্ভার, বুফে সিস্টেমে যে যার ইচ্ছে মাফিক তুলে নিচ্ছে খাবার, শ্যাম্পেনের দুটো ঝরনা থেকে যত খুশি গ্লাস ভরে মদ্য পান করো কেউ মানা করবে না।

সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে হাত ভাঙা বরকে দেখে সকলেই সহানুভূতি জানাচ্ছে। তবে সে সঙ্গে প্রশংসা করতেও ভুলছে না যে সুদর্শন বরটির পাশে সুন্দরী কনেকে চমৎকার মানিয়েছে, একদম পারফেক্ট দম্পতি। সবাই স্বীকার করছে এরকম বিয়ে লাখে একটা হয়।

ডাক্তারের দেয়া ব্যথা উপশমকারী ওষুধটা টবিকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল যে চারপাশে কী ঘটছে সে সম্পর্কে ও যেন সচেতন নয়। একটা ঘোরের মধ্যে বিয়ের অনুষ্ঠানে প্রবেশ করেছিল ও। ওষুধের প্রভাব কেটে যাবার পরে আবার শুরু হয়ে গেল অবর্ণনীয় ব্যথা, সে সঙ্গে প্রচণ্ড ক্রোধ এবং ঘৃণা ওকে গ্রাস করল। ওর ইচ্ছে করল চেঁচিয়ে ঘরের সবাইকে বলে দেয় তাকে কী অকথ্য নির্যাতনের মাধ্যমে এ বিয়েতে রাজি করানো হয়েছে।

ঘরের ও প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকা কনের দিকে তাকাল টবি। মিলির কথা এখন তার মনে পড়ছে। মেয়েটি দেখতে আকর্ষণীয়া, বয়েস কুড়ির কোঠায়, মধু-সোনালি রঙা চুল, ফিগারটাও বেশ ধারালো। মনে পড়ছে তার জোকস শুনে এ মেয়েটি খুব হাসছিল এবং সারাক্ষণই ওর পিছু লেগেছিল। আরও মনে পড়ল এ মেয়েটি ওর সঙ্গে বিছানায় যেতে রাজি হয়নি। এতে তার প্রতি টবির দৈহিক আকর্ষণ আরও বৃদ্ধি পায়। এখন সব কথাই মনে পড়ে যাচ্ছে টবির।

'তোমার জন্য আমি দিওয়ানা,' বলেছিল টবি। 'তুমি কি আমাকে পছন্দ কর না?'

'অবশ্যই করি,' জবাব দিয়েছিল মিলি। 'কিন্তু আমার একজন বয়ফ্রেন্ড আছে।'

ইস, মেয়েটির কথা সেদিন যে কেন শোনেনি ও! উল্টো মেয়েটিকে একসঙ্গে

ড্রিংক করার লোভ দেখিয়ে পটিয়ে হোটেল রুমে নিয়ে এসেছিল টবি। তারপর তাকে হাসির গল্প শোনাতে শুরু করে সে। মিলি হাসতে হাসতে খুন তাই খেয়ালই করেনি ওকে নিয়ে কী করছে টবি। সচেতন হয়ে উঠল যখন দেখল টবি ওকে নগ্ন করে শুইয়ে দিয়েছে বিছানায়।

'প্লিজ, টবি,' অনুনয় করেছিল মিলি। 'অমন করে না। আমার বয়ফ্রেন্ড জানতে পারলে দক্ষযজ্ঞ বাধিয়ে দেবে।'

'ওই ব্যাটার কথা মুখেও এনো না। আমি পরে ওকে সামলে নেব,' বলেছিল টবি। 'এখন তোমাকে সামলে নিতে দাও।'

সে রাতে দুজনে মিলে লণ্ডভণ্ড করে ফেলেছিল বিছানা। সকালে টবি ঘুম ভেঙে দেখে পাশে শুয়ে কাঁদছে মিলি। টবি আদর করে ওকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল, 'হেই, বেবি, কী হলো? তুমি ব্যাপারটা উপভোগ করনি?'

'করেছি। কিন্তু–'

'কাম অন, স্টপ দ্যাট,' বলেছিল টবি। 'আই লাভ ইউ।'

কনুইতে ভর দিয়ে মাথা তুলে টবির চোখে চোখ রেখেছিল মেয়েটি। 'সত্যি বলছ, টবি? সত্যি তুমি আমাকে ভালোবাসো?'

'একশোবার,' মিলির কান্না থামানোর জন্য কথাটা বলেছিল টবি। ওষুধে কাজ হয়েছিল। কান্না থেমে গিয়ে খুশিতে ঝলমল করে উঠেছিল মিলির মুখ। বলেছিল, 'জানো, প্রথম দেখাতেই তোমার প্রেমে পড়ে গেছি আমি।'

'বাহ্, চমৎকার।' বলেছিল টবি। তারপর ও গোসল করতে চলে যায় বাথরুমে। ফিরে এসে দুজনে নাস্তা খায়। মিলিকে বিদায় দিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই ওর কথা ভুলে গিয়েছিল টবি। কিন্তু তারপর,...একটা নির্বোধ মেয়েছেলের সঙ্গে এক রাতের সম্পর্ক করতে গিয়ে ওর গোটা জীবনটাই এখন কাফফারা দিতে হচ্ছে।

টবি দেখছে লম্বা, সাদা বিয়ের গাউন গায়ে হাসতে হাসতে ওর দিকে এগিয়ে আসছে মিলি। নিজেকে অভিশাপ দিল টবি, গালি দিল নিজের পুরুষাঙ্গকে, আফসোস করল কেন ওর জন্ম হয়েছে ভেবে।

লিমুজিনে, সামনের আসনে বসা লোকটি সপ্রশংস ভঙ্গিতে হাসল। 'আপনি দারুণ দেখালেন, বস্। ওই হারামজাদা জীবনেও জানতে পারবে না কীসের ফাঁদে ও পা দিয়েছে।'

হাসলেন কারুসোও। পরিকল্পনাটা ভালোই করেছেন তিনি। তাঁর খাণ্ডারনী স্ত্রী যেদিন জানতে পারল মিলির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক হয়েছে সেদিন থেকেই তিনি স্বর্ণকেশী শোগার্লটির কাছ থেকে সরে আসবার একটা উপায় খুঁজছিলেন। আর উপায়টি আকস্মিক মিলেও গেল।

'মিলির সঙ্গে ও ভালো ব্যবহার করে কিনা সেদিকে লক্ষ্য রাখবে,' বললেন তিনি মৃদু গলায়।

বেনেডিক্ট ক্যানিয়নের ছোট একটি বাড়িতে নিবাস করল টবি এবং মিলি। টবি প্রথম প্রথম প্ল্যান করছিল কীভাবে এ বিয়েটার কবল থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। ভাবছিল সে মিলিকে এমন যাতনা দেবে যে মেয়েটা ডিভোর্সের আবেদন করতে বাধ্য হবে। অথবা সে মিলিকে ছেড়ে চলে যাবে, কারুসোকে পরোয়া করবে না। কিন্তু পরিচালক ডিক ল্যান্ড্রির সঙ্গে কথা বলার পরে মত পাল্টাতে বাধ্য হলো সে।

বিয়ের কয়েকদিন বাদে বেল এয়ার হোটেলে ল্যান্ড্রির সঙ্গে মধ্যাহ্ন ভোজন করছিল টবি। ল্যান্ড্রি প্রশ্ন করল, 'আল কারুসো সম্পর্কে তুমি কতটুকু জানো?'

মুখ তুলে চাইল টবি, 'কেন?'

'ওর সঙ্গে কখনো লাগতে যেয়ো না, টবি। ও একটা খুনে। একটা ঘটনা বলি, শোনো। কারুসোর ছোট ভাই কনভেন্ট পড়ুয়া উনিশ বছরের একটি তরুণীকে বিয়ে করেছিল। বছরখানেক বাদে ভাইটি তার বউকে এক লোকের সঙ্গে তাদের বিছানায় আবিষ্কার করে। ঘটনাটি বড় ভাইকে জানায় সে।'

গল্প শুনছিল টবি, স্থির চোখ ল্যান্ড্রির ওপর। 'তারপর?'

'কারুসোর ভাড়াটে গুণ্ডারা মাংস কাটার চাপাতি দিয়ে ওই লোকটার পুরুষাঙ্গ কেটে নেয়। তারা মাংসখণ্ডটি গ্যাসোলিনে ভিজিয়ে আগুনে পোড়ায় এবং লোকটাকে সে দৃশ্য দেখতে বাধ্য করে। তারপর তারা চলে যায়। রক্তক্ষরণে মারা যায় লোকটা।'

টবির মনে পড়ল কারুসো কী বলছিল, *ওর প্যান্ট খুলে ফেল।* শক্ত একজোড়া হাত ওর প্যান্টের চেইন খুলে ফেলেছিল। টবির গায়ে শীতল ঘাম ফুটল। মোচড় দিল পাকস্থলি। ও জানে ওর পালাবার কোনো রাস্তা নেই।

দশ বছর বয়সে পালাবার একটা রাস্তা খুঁজে পেল জোসেফিন। এ অন্য ভুবনের এক দরজা যেখানে গেলে সে মা'র শাস্তি থেকে রক্ষা পাবে, রেহাই মিলবে অনবরত ধর্মীয় শোষণ ও শাসানির কবল থেকে। এ জগৎ জাদুময় আর সুন্দরের রাজত্ব সেখানে। সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে বসে পর্দায় গ্ল্যামারাস মানুষজনদের দেখে। এসব মানুষ সুন্দর সুন্দর বাড়িতে বাস করে, দামি জামাকাপড় পরে, তাদেরকে দেখলেই বোঝা যায় তারা খুব সুখী। জোসেফিন ভাবে, একদিন আমিও হলিউডে যাব এবং এরকম জীবন যাপন করব। আশা করি মা ব্যাপারটি বুঝতে পারবেন।

তার মা সিনেমা জিনিসটা দুচক্ষে দেখতে পারেন না। তাঁর ধারণা সিনেমা হলো শয়তানের চিন্তা-ভাবনা। তাই লুকিয়ে সিনেমায় যায় জোসেফিন, বেবি সিটিং করে পাওয়া পয়সা দিয়ে ছবি দেখে। আজকের ছবিটি প্রেম-কাহিনী ভিত্তিক। মজা করে সিনেমা দেখতে লাগল ও। শুরুতেই চলচ্চিত্রের কলা-কুশলীদের নাম দেখা গেল। জোসেফিন জানল ছবিটির প্রযোজক স্যাম উইন্টার্স।

উনিশ

একদা স্যাম উইন্টার্সের মনে হতো সে ফিল্ম স্টুডিওর বদলে একটা পাগলাগারদ চালাচ্ছে এবং এখানকার সকল বাসিন্দা তাকে ধরার জন্য ছুটে আসছে। ইদানীং আবার সেরকমই মনে হচ্ছে তার সামনে সমস্যার পাহাড় দেখে। পরশু রাতে আবারও স্টুডিওতে আগুন লেগেছে। এটা চতুর্থ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা, 'মাই ম্যান ফ্রাইডে'র স্পন্সরকে সিরিজের নায়ক অপমান করেছে বলে তারা শো বাতিল করে দিতে চাইছে; স্টুডিও'র বালক-প্রতিভা বলে খ্যাত পরিচালক বার্ট ফায়ারস্টোন পাঁচ মিলিয়ন ডলার বাজেটের ছবির কাজ মাঝপথে এসে বন্ধ করে দিয়েছে এবং কয়েক দিনের মধ্যে শুটিং শুরু হতে যাওয়া একটি ছবিতে কাজ করবে না বলে দিয়েছে টেসি ব্রান্ড।

ফায়ার মার্শাল এবং স্টুডিও কন্ট্রোলার এসেছে স্যামের অফিসে।

'পরশু রাতের অগ্নিকাণ্ডে ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ কীরকম?' জানতে চাইল স্যাম।

জবাব দিল কন্ট্রোলার। 'সেট পুড়ে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে, মি. উইন্টার্স। পনেরো নাম্বার স্টেজ পুরোটাই নতুন করে তৈরি করতে হবে। ষোল নাম্বার দিয়ে কাজ চালানো যাবে বটে তবে কমপক্ষে তিন মাস লাগবে সময়।'

'আমাদের হাতে তিন মাস সময় নেই,' দাবড়ে উঠল স্যাম। 'ফোন করে দ্যাখো গোল্ডউইনে কোথাও জায়গা মেলে কিনা। এ উইকএন্ডেই নতুন সেট বানাতে শুরু করবে। সবাইকে কাজে লাগিয়ে দাও।'

রাইলি নামের ফায়ার মার্শালের দিকে ফিরল স্যাম। একে দেখলে অভিনেতা জর্জ ব্যানক্রফটের কথা মনে পড়ে যায় ওর।

'কেউ একজন আছে যে আপনাকে একদমই পছন্দ করে না, মি. উইন্টার্স।' বলল রাইলি। 'প্রতিটি অগ্নিকাণ্ডেই ইচ্ছাকৃত অগ্নিসংযোগের পরিষ্কার প্রমাণ রয়েছে। বাতিল হওয়া লোকজনের ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিয়েছেন?'

বেশ কিছু লোক আছে যাদেরকে সম্প্রতি চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। এদের মধ্যে কেউ কেউ তাদের চাকরিদাতার প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠা বিচিত্র নয়।

'চাকরিচ্যুত লোকজনের ফাইল অন্তত দুবার ঘেঁটে দেখেছি।' জবাব দিল স্যাম। 'কিন্তু কোনো সুরাহায় পৌঁছাতে পারিনি।'

'যে-ই আগুন লাগিয়ে থাকুক, সে কাজটাতে বেশ দক্ষ। এ কাজে সে বাড়িতে তৈরি ইনসেনডায়ারির সঙ্গে সংযুক্ত টাইমিং ডিভাইস ব্যবহার করছে। লোকটা

পেশায় ইলেকট্রিশিয়ান কিংবা মেকানিক হতে পারে।'

'ধন্যবাদ,' বলল স্যাম। 'আমি খোঁজ নেব।'

'তাহিতি থেকে ফোন করেছেন রজার ট্যাপ।'

'ওর লাইনটা দাও,' বলল স্যাম। 'মাই ম্যান ফ্রাইডে'র প্রযোজক ট্যাপ। টেলিভিশন সিরিজটির শুটিং হচ্ছে তাহিতিতে। নায়ক টনি ফ্লেচার।

'কী সমস্যা?' জানতে চাইল স্যাম।

'শুনলে বিশ্বাস করবে না, স্যাম। এ শো'র স্পন্সরদাতা কোম্পানি চেয়ারম্যান ফিলিপ হেলার এখানে সপরিবারে বেড়াতে এসেছেন। গতকাল বিকেলে তিনি শুটিং দেখতে আসেন। টনি ফ্লেচার তখন শট দিচ্ছিল। সে ফিলিপ হেলারকে অপমান করেছে।'

'কী বলেছে?'

'বলেছে ওঁরা যেন তার দ্বীপ থেকে চলে যায়।'

'যীশাস ক্রাইস্ট!'

'নিজেকে সে তা-ই ভাবে। অপমানিত হেলার এমন রেগেছেন শো ক্যান্সেল করে দিতে চাইছেন।'

'হেলারের কাছে যাও। ক্ষমা চাও। এক্ষুণি করবে কাজটা। বলবে টনি ফ্লেচার নার্ভাস ব্রেকডাউনের শিকার। তাই না বুঝে উল্টো-পাল্টা কথা বলছে। মিসেস হেলারকে ফুল উপহার পাঠাবে, ওদেরকে নিয়ে ডিনার করবে। আমি টনি ফ্লেচারের সঙ্গে কথা বলছি।'

কথা চলল আধঘণ্টা। স্যাম শুরু করল, 'ওই ব্যাটা স্টুপিড কক সাকার...' শেষ করল, 'আই লাভ ইউ টু, বেবি। আমি সময় পেলেই তোমার সঙ্গে একবার দেখা করে আসব'খন। আর ঈশ্বরের দোহাই, টনি, মিসেস হেলারকে নিয়ে যেন বিছানায় যেয়ো না...' বলে।

•

পরবর্তী সমস্যার নাম বার্ট ফায়ারস্টোন, হলিউডের সবাই যাকে বালক-প্রতিভা নামে চেনে, সে প্যান-প্যাসিফিক স্টুডিও'র *দেয়ার'স অলওয়েজ টুমরো* নামে একটি ছবির শুটিং করেছে টানা একশো দশ দিন, খরচ হয়ে গেছে এক মিলিয়ন ডলারেরও বেশি। এখন হঠাৎ করেই বেঁকে বসেছে বার্ট– আর কাজ করবে না। তার কারণে ছবির অভিনেতা-অভিনেত্রীরা তো বটেই অন্তত দেড়শো এক্সট্রা শিল্পী বেকার বসে আছে।

বার্ট ফায়ারস্টোনের বয়স ত্রিশ, শিকাগোতে একটি টেলিভিশন সিরিজ করত। সিরিজটি পুরস্কার পেয়েছে। হলিউডে এসেছিল সিনেমা বানানোর খায়েশে। ফায়ারস্টোনের প্রথম তিনটি ছায়াছবি মোটামুটি চলেছে কিন্তু চতুর্থটি ছিল সুপার-ডুপার হিট। সে পরিণত হয় হট-প্রপার্টিতে। তার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের কথা মনে

আছে স্যামের। ফায়ারস্টোনকে দেখে মনে হচ্ছিল দাড়ি-না-কামানো পনেরো বছরের কিশোর। বিষণ্ন চেহারা, লাজুক লাজুক, ভেজা ভেজা গোলাপি চোখে কালো শিঙের চশমা। ছেলেটার জন্য মায়া লাগছিল স্যামের। হলিউডে চেনা-পরিচিত কেউ ছিল না ফায়ারস্টোনের। স্যাম তার জন্য কিছু করার চেষ্টা করে। ওকে নিয়ে সে ডিনার করেছে, বিভিন্ন পার্টিতে ফায়ারস্টোন যেন দাওয়াত পায় সে ব্যবস্থা নিয়েছে। *দেয়ার'স অলওয়েজ টুমরো*'র বিষয় নিয়ে আলোচনার শুরুতে ফায়ারস্টোনের আচরণ ছিল অত্যন্ত অমায়িক এবং বিনয়ী। স্যামকে বলেছিল সে শিখতে চায়। স্যামের বলা প্রতিটি শব্দ সে মনোযোগ দিয়ে শুনেছে। স্যাম যা বলত তাতেই সায় থাকত ফায়ারস্টোনের। বলেছিল এ ছবিতে যদি তাকে পরিচালকের দায়িত্ব দেয়া হয়, মি. উইন্টার্স ওকে যেভাবে কাজ করতে বলবেন, সমস্ত নির্দেশ সে বিনাবাক্যব্যয়ে মেনে নেবে।

এসবই চুক্তিতে সই করার আগের ঘটনা। চুক্তি সইয়ের পরে ফায়ারস্টোনের স্বৈরাচারী কাণ্ডকারখানা অ্যাডলফ হিটলারকেও লজ্জায় ফেলে দেয়। আপেল-রঙা গালের ছেলেটি চোখের পলকে খুনির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। সে সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। স্যামের কাস্টিং সাজেশন সে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে, স্যামের অনুমোদিত চমৎকার একটি স্ক্রিপ্ট নতুন করে লেখানোর গোঁ ধরে, যে সব জায়গায় শুটিং করার বিষয়ে সে আগে রাজি ছিল তা পুরোটাই বাদ দিয়ে দেয়। ছবি থেকে ওকেই বাদ দিতে চেয়েছিল স্যাম। কিন্তু নিউইয়র্ক অফিস স্যামকে ধৈর্য ধরতে বলে। কোম্পানির প্রেসিডেন্ট রুডলফ হার্গারসন বালক-প্রতিভাটির সর্বশেষ ছবির বিপুল সাফল্যে রীতিমতো সম্মোহিত ছিলেন। যে কারণে স্যাম চাইলেও বার্টের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিতে পারছিল না। সে দেখছিল ফায়ারস্টোনের অবাধ্যতা দিন দিন বেড়েই চলেছে। ফায়ারস্টোন প্রডাকশন মিটিংয়ে চুপচাপ বসে থাকে, অভিজ্ঞ বিভাগীয় প্রধানরা তাদের বক্তব্য শেষ করার পরে সে প্রত্যেককে কুড়োল দিয়ে কোপাতে শুরু করে। কারও পরামর্শই নাকি তার মনে ধরেনি। স্যাম দাঁতে দাঁত ঘষে সব সহ্য করে। বার্টকে নতুন একটা নাম দেয়া হয়েছে—*শিকাগোর লেওড়া খোকা*।

আর এই লেওড়া খোকা শুটিং-এর মাঝখানে ছবির কাজই বন্ধ করে দিয়েছে।

স্যাম কথা বলল আর্ট ডিপার্টমেন্ট প্রধান ডেভলিন কেলির সঙ্গে। 'জলদি বলো।'

'লেওড়া খোকা হুকুম দিয়েছে—'

'বলো মি. ফায়ারস্টোন।'

'সরি, মি. ফায়ারস্টোন তাঁর জন্য একটা প্রাসাদ তৈরি করে দিতে বলেছেন আমাকে। স্কেচ তিনি নিজেই করেছেন। আপনি ওতে সইও করেছেন।'

'স্কেচ ভালো ছিল। তারপর কী হলো?'

'উনি যেভাবে বলেছিলেন সেরকমই সেট আমরা বানিয়ে দিই কিন্তু গতকাল তিনি জানিয়ে দিয়েছেন এ সেট তাঁর পছন্দ হয়নি। পাঁচ লাখ ডলারের সেট—'

'আমি ওর সঙ্গে কথা বলছি,' জানাল স্যাম।

বার্ট ফায়ারস্টোন বাইরে ছিল, তেইশ নম্বর স্টেজের পেছনে ক্রুদের নিয়ে বাস্কেটবল খেলছিল। একটা কোর্ট বানিয়ে তাতে বাউন্ডারি লাইন এঁকে দুটো বাস্কেট ঝুলিয়ে দিয়েছে।

স্যাম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ খেলা দেখল। বার্ট এখানে মজা করে খেলছে ওদিকে প্রতি ঘণ্টায় স্টুডিওর ক্ষতি হচ্ছে দু হাজার ডলার। 'বার্ট!'

ঘুরল ফায়ারস্টোন, স্যামকে দেখে হেসে হাত নাড়ল। বল এসে গিয়েছিল ওর কাছে, ওটাকে নিয়ে ড্রিবল করল সে, হামলার উদ্যোগ নিল তারপর একটা বাস্কেটে ছুড়ে দিল। হেঁটে এগিয়ে এলো স্যামের দিকে। 'চলছে কেমন সব?' এমন ভঙ্গিতে প্রশ্নটা করা হলো যেন কিছুই জানে না ফায়ারস্টোন।

কিশোর কিশোর হাসি মুখখানার দিকে তাকিয়ে স্যামের মনে হলো বার্ট ফায়ারস্টোন আসলে একটা সাইকো। প্রতিভাবান, জিনিয়াসও বলা চলে হয়তো, তবে আক্ষরিক অর্থেই একটা উন্মাদ। কোম্পানির পাঁচ মিলিয়ন ডলার এখন তার হাতে।

'শুনলাম নতুন সেট নিয়ে নাকি কী ঝামেলা হয়েছে,' বলল স্যাম। 'চলো, ওটা নিয়ে কথা বলি।'

অলস হাসল বার্ট ফায়ারস্টোন। 'কথা বলার কিছু নেই, স্যাম। ও সেট দিয়ে চলবে না।'

বিস্ফোরিত হলো স্যাম। 'এসব কী বলছ তুমি? তুমি যেমনটি চেয়েছিলে সে জিনিসই তোমাকে দেয়া হয়েছে। স্কেচ নিজে করেছ তুমি। এখন বলো সমস্যাটা কী।'

ফায়ারস্টোন ওর দিকে তাকিয়ে পিটপিট করল চোখ। 'কোনো সমস্যা নেই তো! আমি আমার মত বদলে ফেলেছি। প্রাসাদের দরকার নেই আমার। মনে হয়েছে ওটা গল্পের সঙ্গে ঠিক যায় না। ইলেন এবং মাইকের বিদায়ের দৃশ্য ওটা। আমি চাই মাইক যখন সমুদ্রযাত্রার জন্য প্রস্তুত হবে ওই সময় ইলেন আসবে জাহাজের ডেকে ওর সঙ্গে সাক্ষাত করতে।'

কটমট করে ওর দিকে তাকাল স্যাম। 'আমাদের জাহাজের সেট নেই, বার্ট।'

হাত চুলকে অলস ভঙ্গিতে হাসল বার্ট ফায়ারস্টোন।

'আমার জন্যে একটা তৈরি করো, স্যাম।'

'আমিও খুবই বিরক্ত,' লং ডিসট্যান্স লাইনে কথা বলছেন রুডলফ হার্গারসন। 'কিন্তু ওকে তো বাদ দেয়ার জো নেই, স্যাম। আমাদের কাজ অনেক দূর এগিয়ে গেছে। ছবিতে কোনো স্টার নেই। বার্ট ফায়ারস্টোনই আমাদের তারকা।'

'আপনি কি জানেন বাজেট কতটা বেড়ে যাবে ওর–'

'জানি। গোল্ডউইন বলেছে, 'ওই হারামজাদাকে প্রয়োজন না হওয়া পর্যন্ত

আমরা আর ব্যবহার করব না।' এ ছবিটা শেষ করার জন্য ওকে আমাদের দরকার।'

'কাজটা ঠিক হচ্ছে না,' তর্ক করল স্যাম। 'ওকে এভাবে ছাড় দেয়া যায় না।'

'স্যাম– এ পর্যন্ত যতটুকু শুটিং করেছে ফায়ারস্টোন তা কি তোমার পছন্দ হয়েছে?'

স্বীকার করতেই হলো স্যামকে। 'হ্যাঁ, খুব ভালো করেছে ও।'

'তাহলে ওর জন্য জাহাজটা বানিয়ে দাও।'

দশদিনের মধ্যে তৈরি হয়ে গেল সেট। বার্ট ফায়ারস্টোন আবার শুরু করল *দেয়ার'স অলওয়েজ টুমরো*'র কাজ। মুক্তির পরে বছরের সবচেয়ে ব্যবসাসফল হলো ছবিটি।

কুড়ি

আরেকটি সমস্যার নাম টেসি ব্রান্ড।

শো বিজনেসের সবচেয়ে হট গায়িকা টেসি। প্যান-প্যাসিফিক স্টুডিও'র সঙ্গে একে যখন তিনটে ছবিতে চুক্তি করায় স্যাম, রীতিমতো অভ্যুত্থান ঘটিয়ে ফেলেছিল বলা যায়। অন্যান্য স্টুডিও যখন টেসির এজেন্টদের সঙ্গে কথা বলতে ব্যস্ত ওই সময় স্যাম কাউকে কিছু না জানিয়ে উড়ে চলে গিয়েছিল নিউইয়র্ক, টেসির শো দেখেছে এবং পরে তাকে নিয়ে সাপারে গেছে। আর সে সাপার শেষ হয়েছে পরদিন সকাল সাতটায়।

টেসি ব্রান্ডের মতো বদখত চেহারার নারী জীবনে কমই দেখেছে স্যাম আর এর মতো প্রতিভাময়ীও কাউকে চোখে পড়েনি। আর ওর প্রতিভাই ওকে জিতিয়ে দিয়েছে। ব্রুকলিনের এক দর্জির মেয়ে টেসির সঙ্গীতে কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই। কিন্তু সে যখন মঞ্চে প্রবেশ করে এবং শুরু করে গান তার কণ্ঠ মাধুর্যে উন্মাতাল হয়ে ওঠে দর্শক। ছয় হপ্তা টিকে থাকা একটি ফ্লপ ব্রডওয়ে শোতে প্রতিনটের ভূমিকা পালন করত টেসি। শো বন্ধ হবার রাতে মূল অভিনেত্রীটি অসুস্থতার কথা বলে আসেনি। সে রাতে মঞ্চে ডেব্যু হয় টেসি ব্রান্ডের, গলা ছেড়ে গান গায় সে, সুরের বন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে যায় দর্শককুল। ঘটনাক্রমে এ দর্শকদের মাঝে পল ভারিক নামে একজন ব্রডওয়ে প্রযোজক ছিলেন। তিনি টেসিকে তার পরবর্তী মিউজিকালে কাজ করার সুযোগ দেন। শোটি মোটামুটি চলত টেসি ওটাকে সুপারহিটে পরিণত করে। কুৎসিত কিন্তু অবিশ্বাস্য টেসির আশ্চর্য সুরেলা কণ্ঠের প্রশংসা করার ভাষা যেন খুঁজে পাচ্ছিলেন না সমালোচকরা। সে তার প্রথম সিঙ্গল রেকর্ড বের করে। রাতারাতি ওটা এক নম্বরে চলে আসে। টেসি একটি অ্যালবাম বের করেছিল। প্রথম মাসেই অ্যালবামটি কুড়ি লাখ কপি বিক্রি হয়েছে। ও যেন এক পরশ পাথর, যাতে হাত দেয় তা-ই সোনা হয়ে যায়। ব্রডওয়ে প্রডিউসার এবং রেকর্ড কোম্পানিগুলো টেসি ব্রান্ডকে দিয়ে কোটি কোটি টাকা কামাই করে চলছিল। হলিউড তখন অ্যাকশনে নেমে পড়ে। টেসির চেহারা দেখে তাদের উৎসাহ মরে গেলেও ওর বক্স অফিসের অংক ওকে দান করেছে অনিন্দ্য সৌন্দর্য।

টেসির সঙ্গে পাঁচ মিনিট কথা বলার পরেই স্যাম বুঝে ফেলেছিল এ মেয়েকে কীভাবে সামাল দিতে হবে।

'আমাকে যে বিষয়টি সবচেয়ে নার্ভাস করে তোলে তা হলো,' প্রথম রাতের

সাক্ষাতকারেই স্বীকার করেছিল টেসি, 'বড় পর্দায় আমাকে কেমন দেখাবে। আমি জানি আমি দেখতে মোটেই ভালো নই। স্টুডিওগুলো বলছে ওরা আমার চেহারা সুন্দর করে দেবে। কিন্তু ওরা ফালতু কথা বলছে, তাই না?'

'হুঁ,' মাথা ঝাঁকিয়ে দিল স্যাম। 'তোমার চেহারা বদলানোর কোনো দরকার নেই, টেসি। ওরা তোমাকে ধ্বংস করে দেবে।'

'আচ্ছা?'

'MGM ড্যানি থমাসকে ছবিতে নেয়ার পরে লুই মেয়ার চেয়েছিল ওর নাকে ছোটখাট একটা অপারেশন করে ওটাকে আরও খাড়া করে তুলতে। কিন্তু রাজি হয়নি ড্যানি। ছবিটি ছেড়ে দিয়েছিল সে। কারণ জানত নিজেকে সে বিক্রি করতে পারবে। তোমাকেও তাই বিক্রি করতে হবে– টেসি ব্রান্ডকে বিক্রি করবে তুমি, প্লাস্টিক সার্জারি করা চেহারা নয়।'

'তুমিই একমাত্র মানুষ যে আমাকে এরকম সৎপরামর্শ দিয়েছ,' বলেছিল টেসি। 'আচ্ছা, তুমি কি বিয়ে করেছ?'

'না,' স্যামের উত্তর।

'তুমি কি মেয়েদের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করে বেড়াও?'

হেসেছে স্যাম, 'গায়িকাদের সঙ্গে অন্তত নয়– কারণ শুনবার মতো কান আমার নেই।'

'তোমার কানের দরকার নেই,' টেসিও হেসেছে। 'তোমাকে আমার পছন্দ হয়েছে।'

'তুমি কি আমার ছবিতে কাজ করবে?'

স্যামের দিকে তাকিয়ে জবাব দিয়েছিল টেসি। 'করব।'

'চমৎকার। আমি তোমার এজেন্টের সঙ্গে কথা বলব।'

স্যামের হাতে হাত রেখেছিল টেসি। 'তুমি সত্যি ফষ্টিনষ্টি কর না?'

টেসি ব্রান্ডের প্রথম দুটি ছবি বক্স-অফিসের ছাদ ফুঁড়ে যায়। প্রথমটির জন্য সে অ্যাকাডেমিক নমিনেশন লাভ করে, দ্বিতীয়টি তাকে এনে দেয় সোনালি অস্কার। বিশ্বব্যাপী দর্শক প্রেক্ষাগৃহে ভিড় করে টেসিকে দেখতে, তার ওই অবিশ্বাস্য কণ্ঠের গান শুনতে। তার সবরকম প্রতিভা রয়েছে। সে কৌতুক করতে জানে, গানের গলা অতিশয় চমৎকার, অভিনয়েও দারুণ। তার কুৎসিত চেহারা তার জন্য অ্যাসেট হয়ে দাঁড়ায়, কারণ দর্শক তার ওই চেহারাটিই পছন্দ করে। সকল আকর্ষণীয়, ভালোবাসা বঞ্চিত, অবাঞ্ছিতদের প্রতিভূ যেন টেসি ব্রান্ড।

টেসি তার প্রথম ছবির অভিনেতাকে বিয়ে করেছিল কিন্তু ছবির রিটেকের পরে সে তার স্বামীকে ডিভোর্স দেয় এবং দ্বিতীয় ছবির নায়ককে বিয়ে করে। স্যাম শুনেছে এ বিয়েও বেশিদিন টিকছে না। তবে হলিউড হলো গুজবের রাজ্য। তাই ওদিকে মনোযোগ দেয়নি স্যাম কারণ ওসব নিয়ে ভাববার সময় তার নেই।

টেসি'র এজেন্ট ব্যারি হারম্যানের সঙ্গে ফোনে কথা বলছে স্যাম। 'সমস্যাটা কী

নিয়ে, ব্যারি?'

'টেসির নতুন ছবি নিয়ে। সে অসন্তুষ্ট, স্যাম।'

চড়চড় করে রাগ উঠে যাচ্ছে টের পেল স্যাম। 'দাঁড়াও, দাঁড়াও! প্রডিউসার, ডিরেক্টর এবং স্ক্রিপ্ট সবকিছুই পছন্দ ছিল টেসির। আমরা এখন কাজ শুরু করতে যাচ্ছি। এ মুহূর্তে কাজ করব না তো বললে চলবে না।'

'সে কাজ করবে না বলেনি।'

বিস্মিত শোনাল স্যামের কণ্ঠ। 'তাহলে?'

'ছবিতে নতুন একজন প্রযোজক চাইছে সে।'

চেঁচিয়ে উঠল স্যাম। 'কী চাইছে?'

'র‍্যালফ ডাস্টিনের সঙ্গে ওর বনিবনা হচ্ছে না।'

'ইন্ডাস্ট্রির অন্যতম সেরা প্রযোজক ডাস্টিন। এমন একজন প্রযোজককে টেসি পেয়েছে সে তো ওর ভাগ্য।'

'আমি তোমার সঙ্গে একমত, স্যাম। কিন্তু কেমিস্ট্রি তো মিলছে না। ডাস্টিন থাকলে টেসি ছবি করবে না।'

'ও চুক্তি করেছে, ব্যারি।'

'জানি রে, ভাই। টেসিরও ছবিটা করার শতভাগ ইচ্ছে। কিন্তু ওর মন-মেজাজ ভালো না থাকলে কাজে মন বসাতে পারে না, সংলাপ ভুলে যায়।'

'আমি তোমার সঙ্গে পরে কথা বলছি,' ঘোঁত ঘোঁত করল স্যাম। ঠকাশ করে রেখে দিল ফোন।

মাগী! ডাস্টিনকে ছবি থেকে বাদ দেয়ার কোনো কারণই থাকতে পারে না। হয়তো টেসির সঙ্গে সে বিছানায় যেতে রাজি হয়নি তাই অপমান হয়েছে শালীর। কিংবা অন্য কোনো ঘটনা ঘটেছে। লুসিলকে স্যাম বলল, 'র‍্যালফ ডাস্টিনকে আমার সঙ্গে একবার দেখা করতে বলো।'

র‍্যালফ ডাস্টিনের বয়স পঞ্চাশ/পঞ্চান্ন। অমায়িক একজন মানুষ। লেখক হিসেবে ক্যারিয়ার শুরু, শেষে প্রযোজক হয়েছেন। তাঁর ছবিগুলো রুচিসম্মত এবং মজার।

'র‍্যালফ,' শুরু করল স্যাম, 'আমি বুঝতে পারছি না কীভাবে—'

হাত তুললেন র‍্যালফ। 'কিছু বলতে হবে না, স্যাম। আমি তোমার কাছেই আসছিলাম বলতে যে কাজটা আমি করছি না।'

'এসব হচ্ছেটা কী?' গর্জন ছাড়ল স্যাম।

কাঁধ ঝাঁকালেন ডাস্টিন। 'আমাদের তারকার চুলকানি হয়েছে। সে অন্য কাউকে চুলকে দেয়ার জন্য চাইছে।'

'আপনার জায়গায় ও কি অন্য কাউকে নিয়ে নিয়েছে?'

'যীশাস, তুমি কোন্ জগতে থাকো হে, জঙ্গলে? গসিপ কলামগুলো পড়ো না?'

'না। লোকটা কে?'

'লোক নয়, স্ত্রী লোক।'

স্যাম ধীরে ধীরে বসে পড়ল চেয়ারে। 'কী?'

'মেয়েটা টেসির ছবির কস্ট্যুম ডিজাইনার। নাম বারবারা কার্টার।'

'আপনি ঠিক জানেন?'

'গোটা পশ্চিমা গোলার্ধে একমাত্র তুমিই খবরটা জানো না।'

ডানে-বামে মাথা নাড়ল স্যাম। 'আমি সবসময় ভেবেছি টেসি এসব ইতরামির মধ্যে নেই।'

'স্যাম, জীবন একটা ক্যাফেটেরিয়া। আর টেসি একটি ক্ষুধার্ত নারী।'

'বেশ, কিন্তু আমি চার মিলিয়ন ডলারের ছবির ভার কোনো কস্ট্যুম ডিজাইনারের হাতে তুলে দেব না।'

হাসলেন ডাস্টিন। 'ভুল বললে, যদি ছবিটা করতে চাও তাহলে টেসির দাবি তোমাকে মেনে নিতেই হবে।'

ব্যারি হারম্যানকে ফোন করল স্যাম। 'টেসিকে জানিয়ে দিও র‍্যালফ ডাস্টিন আর ওর ছবিতে কাজ করছেন না।'

'শুনলে সে খুশিই হবে।'

দাঁতে দাঁত ঘষল স্যাম। জিজ্ঞেস করল, 'ছবি প্রযোজনা করার জন্য কারও কথা চিন্তা করেছে ও?'

'হ্যাঁ,' মসৃণ গলায় জবাব দিল হারম্যান। 'অত্যন্ত প্রতিভাময়ী এক তরুণীকে আবিষ্কার করেছে টেসি। মেয়েটি এরকম চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার জন্য মুখিয়ে রয়েছে। তোমার মতো ব্রিলিয়ান্ট কারও গাইডেন্স পেলে—'

'ফালতু বাত ছাড়ো,' বলল স্যাম। 'ইজ দ্যাট দা বটম লাইন?'

'হ্যাঁ, স্যাম। এ ছাড়া উপায় ছিল না।'

বারবারা কার্টারের ফিগারের মতোই সুন্দর তার চেহারা। স্যামের অফিসে, তার বিপরীতে একটা কাউচ দখল করে পায়ের ওপর সুগঠিত পা তুলে দিল মেয়েটা। কথা বলার সময় তার কণ্ঠ খানিক খসখসে শোনাল। স্যামকে নরম, ধূসর চোখ মেলে দেখতে দেখতে বারবারা বলল, 'আমি একটা বিতিকিচ্ছিরি অবস্থার মধ্যে পড়ে গেছি, মি. উইন্টার্স। কাউকে তার কাজ থেকে বাদ দেয়ার কোনো ইচ্ছেই আমার ছিল না। কিন্তু—' অসহায় একটা ভঙ্গি করল সে হাত তুলে— 'মিস ব্রান্ড বললেন আমি প্রযোজনা না করলে তিনি নাকি এ ছবিতে কাজই করবেন না। এখন আমার কী করা উচিত বলুন?'

কী করা উচিত বলার উদগ্র ইচ্ছে জাগল স্যামের এক মুহূর্তের জন্য, বদলে বলল, 'কস্ট্যুম ডিজাইনারের কাজ ছাড়া শো বিজনেসে অন্য কোনো অভিজ্ঞতা কি আপনার আছে?'

'আমি সিনেমা হলে টিকেট চেকারের কাজ করেছি। সে সুবাদে প্রচুর ছবি দেখা হয়েছে।'

বাহ, চমৎকার! 'মিস ব্রান্ডের কী করে ধারণা হলো আপনি চলচ্চিত্র প্রযোজনা করতে পারবেন?'

যেন গোপন কোনো স্প্রিং ছুঁয়ে ফেলেছে স্যাম, ছিটকে উঠল বারবারা কার্টার। 'টেসির সঙ্গে আমি এ ছবিটি নিয়ে বহুবার কথা বলেছি।' স্যাম লক্ষ্য করল মেয়েটা 'মিস ব্রান্ড' বলেনি। 'স্ক্রিপ্টে প্রচুর ভুল-ক্রটি চোখে পড়েছে আমার। ভুলগুলোর দিকে ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে ও আমার সঙ্গে একমত হয়।'

'আপনার কি ধারণা অ্যাকাডেমি পুরস্কার বিজয়ী একজন লেখক, যিনি আধ ডজন সফল ছায়াছবি এবং ব্রডওয়ের নাটকের পাণ্ডুলিপি রচনা করেছেন তাঁর চেয়ে আপনি বেশি জানেন?'

'অবশ্যই না, মি. উইন্টার্স! আমার ধারণা আমি মেয়েদের সম্পর্কে অনেক বেশি জানি।' ধূসর চোখে এখন কঠোর দৃষ্টি, গলার স্বরেও মৃদু কাঠিন্য। 'আপনার কি মনে হয় না মেয়েদেরকে নিয়ে পুরুষরা যে সবসময় স্ক্রিপ্ট লিখছে তা নিতান্তই হাস্যকর? আমরাই কেবল একে অপরকে বুঝতে পারি। কথাটা কি ভুল বললাম?'

এ খেলায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে স্যাম। সে জানে এ মেয়েকে তার নিতেই হবে এজন্য নিজের ওপর রাগও হচ্ছে খুব। কিন্তু সে একটা স্টুডিও চালায় এবং তার কাজ হলো ছবি যেন ঠিকঠাক মতো তৈরি করা হয়। টেসি ব্রান্ড যদি তার পোষা কাঠবেড়ালি দিয়ে এ ছবি প্রযোজনা করাতে চায়, স্যামকে তখন বাদামের খোঁজ করতে হবে। টেসি ব্রান্ডের ছবি মানেই কুড়ি থেকে ত্রিশ মিলিয়ন ডলারের লাভ। অবশ্য বারবারা কার্টার ছবির কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। অন্তত এ মুহূর্তে নয়। শুটিং শীঘ্রি শুরু হয়ে যাবে কাজেই স্ক্রিপ্টে বড় ধরনের কোনো রদবদল সে করতে পারবে না।

'আপনার যুক্তি আমি মেনে নিলাম,' ঠাট্টার সুরে বলল স্যাম। 'আপনি কাজটা পেয়ে গেছেন। অভিনন্দন।'

পরদিন সকালে *হলিউড রিপোর্টার* এবং *ভ্যারাইটি* পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠা জুড়ে খবর ছাপা হলো যে টেসি ব্রান্ডের নতুন ছবি প্রযোজনা করছেন বারবারা কার্টার। কাগজগুলো আবর্জনার ঝুড়িতে ছুড়ে ফেলতে যাচ্ছে স্যাম, পত্রিকার নিচের দিকে ছোট্ট একটি খবরে আটকে গেল নজর : TOBY TEMPLE SIGNED FOR LOUNGE AT TAHOE HOTEL.

টবি টেম্পল। উর্দি পরা তরুণ কমেডিয়ানকে মনে পড়ে গেল স্যামের, স্মৃতিগুলো তার মুখে ফুটিয়ে তুলল হাসি। স্যাম মনে মনে ঠিক করল শহরে টবি এলে ওর অভিনয় দেখতে যাবে সে।

স্যাম অবাক হয়ে ভাবছিল টবি টেম্পল কেন ওর সঙ্গে যোগাযোগ করল না।

একুশ

আশ্চর্য হলেও সত্যি তারকালোকে টবি টেম্পলের উত্থানের পেছনে মিলির ভূমিকাই ছিল বেশি। বিয়ের আগে আর দশটা সাধারণ কৌতুকাভিনেতাদের মতোই একজন ছিল টবি। কিন্তু বিয়ের পরে তার ভেতরে যোগ হলো নতুন একটি উপাদান : ঘৃণা। যে মেয়েটিকে টবি ঘৃণা করে তাকেই সে বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছে, মিলির প্রতি তার এমন রাগ সুযোগ পেলে গলা টিপেই ওকে সে মেরে ফেলত।

টবি উপলব্ধি করতে পারেনি কিন্তু মিলি ছিল একটি চমৎকার, স্বামী-অন্ত প্রাণ নারী। টবিকে সে দেবতাজ্ঞানে পূজা করত এবং টবিকে খুশি করার জন্য সবকিছুই করত। বেনেডিক্ট ক্যাপ্রিয়নের বাড়িটি খুব সুন্দরভাবে সাজিয়েছে মিলি। কিন্তু সে টবিকে যত খুশি করতে চায়, তার প্রতি টবির ঘৃণা ততই বৃদ্ধি পায়। বাইরে টবি স্ত্রীর প্রতি যথেষ্ট সজ্জন, ভুলেও এমন কোনো কাজ করে না যাতে মিলি কষ্ট পেয়ে কিংবা রেগে গিয়ে আল কারুসোকে ব্যাপারটা জানিয়ে দেয়ার সুযোগ পায়। যতদিন বেঁচে থাকবে, টায়ার আয়রন দিয়ে হাত ভেঙে ফেলার সেই যন্ত্রণাময় স্মৃতি ভুলবে না টবি, বিস্মৃত হবে না আল কারুসোর সেই চেহারা, *যদি শুনি কোনোদিন মিলিকে তুমি কষ্ট দিয়েছ...*

ক্লিফটন লরেন্স ইউরোপ থেকে ফিরে যখন শুনল একটি শো-গার্লকে বিয়ে করেছে টবি অবাক হলো সে। এ ব্যাপারটি তো ওর চরিত্রের সঙ্গে যায় না, কিন্তু যখন ও বিষয়ে জানতে চাইল টবি তার চোখে চোখ রেখে জবাব দিল, 'এ নিয়ে নতুন করে বলার কী আছে, ক্লিফ? মিলির সঙ্গে আমার দেখা হয়, আমি ওর প্রেমে পড়ি তারপর আর কী।'

তবে টবির চেহারা দেখে মনে হয়নি সে সত্য কথা বলছে। আর টবির একটা ব্যাপার লরেন্সকে আরও বেশি বিস্মিত করল। একদিন অফিসে বসে সে টবিকে বলছিল, 'দিনদিন তোমার জনপ্রিয়তা বাড়ছে হে। তোমাকে থান্ডারবার্ডে চার হপ্তার জন্য বুক করেছি। হপ্তাপ্রতি দুহাজার ডলার।'

'ট্যুরের কী হলো?'

'ওসবের কথা এখন ভুলে যাও। লাস ভেগাস যে কারও চেয়ে দশগুণ বেশি টাকা দিচ্ছে আর সবাই তোমার অভিনয় দেখতে চায়।'

'ভেগাস ক্যান্সেল করুন। আমি ট্যুরে যাবো।'

আশ্চর্য হলো এজেন্ট। 'কিন্তু লাস ভেগাস—'

'আমার জন্য ট্যুরের ব্যবস্থা করুন,' টবির অন্যরকম গলার স্বর। এভাবে কখনো

ওকে কথা বলতে দেখেনি লরেন্স। স্বরে ঔদ্ধত্য কিংবা মেজাজ নেই আছে নিয়ন্ত্রিত, তীব্র ক্রোধ।

তবে ভয়ের ব্যাপার হলো এ রাগটা খেলা করছে এমন একখানা নিষ্পাপ, হাসিখুশি চেহারায় যার কথা কল্পনা করা যায় না।

এরপর থেকে টবি নিয়মিত ছোটার ওপর রইল। কারাগার থেকে মুক্তির এটাই ছিল একমাত্র পথ। সে নাইট ক্লাব, থিয়েটার এবং অডিটরিয়ামে অভিনয় করে এবং এসব বুকিং শেষ হয়ে গেলে ক্লিফটন লরেন্সকে অনুরোধ করে কলেজে শো'র ব্যবস্থা করতে। মিলির কাছ থেকে দূরে সরে থাকার জন্য সে যে কোনো জায়গায় যেতে রাজি।

সুন্দরী ললনাদের সঙ্গে বিছানায় যাবার সুযোগ সীমাহীন। প্রতিটি শহরের ড্রেসিংরুমেই তরুণী আর যুবতীরা টবির শো শুরুর আগে এবং শেষ হবার পরে অপেক্ষা করে। শুধু হাত বাড়াতেই যা দেরি। কিন্তু টবি ভুলেও এদের কারও সঙ্গে বিছানায় যায় না। তার মনে পড়ে সেই লোকটার গল্প যার পুরুষাঙ্গ কেটে আগুন জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছিল। কানে ভেসে আসে আল কারুসোর কণ্ঠ, *তোমাকে আমি মারব না। তুমি আমার বন্ধু। তবে মিলির প্রতি যতদিন সদয় আচরণ করবে...*

টবি মেয়েদেরকে ফিরিয়ে দেয়।

'আমি আমার স্ত্রীকে ভালোবাসি,' লাজুক গলায় বলে সে। আর মেয়েরা টবির কথা বিশ্বাস করে, তার প্রতি তাদের শ্রদ্ধাবোধ বৃদ্ধি পায় এবং কথাটা চাউর হয়ে যায়, টবি টেম্পল মেয়েদের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করার মতো পুরুষ নয়; সে সত্যিকারের একজন পরিবার-পাগল মানুষ।

কিন্তু তবু সুন্দরী, রূপসীরা টবির পিছু ছাড়তে চায় না। টবি যত তাদেরকে ফিরিয়ে দেয় ততই তারা টবির প্রতি আকৃষ্ট হয়। নারীসঙ্গের জন্য এমন ক্ষুধার্ত থাকে টবি যে সারাক্ষণ শারীরিক যন্ত্রণা তাকে কুড়ে কুড়ে খায়। মাঝে মাঝে এমন ব্যথা ওঠে কুঁচকিতে কাজ করাই দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। আবার হস্তমৈথুন শুরু করে দিল সে। হস্তমৈথুন করার সময় যে সব সুন্দরী মেয়ে ওর সঙ্গে বিছানায় যেতে চেয়েছিল তাদের কথা ভাবে এবং নিজের নিয়তিকে গালিগালাজ করে।

ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কাজটা করতে পারছে না বলে টবির মন জুড়ে সারাক্ষণই থাকে সেক্স। ট্যুর থেকে বাড়ি ফিরে দেখে তার জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করছে মিলি। কিন্তু ওকে দেখা মাত্র টবির সমস্ত যৌন উত্তেজনা মরে যায়। মিলি তার শত্রু, মিলি ওর জন্য যা করছে সে জন্য সে মিলিকে ঘৃণা করে। তবু অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিছানায় যায় টবি, মিলি নয় আসলে তো সে খুশি করছে আল কারুসোকে। টবি যখন মিলির সঙ্গে মিলিত হয়, রীতিমতো পশু হয়ে যায় সে। আঁচড়ে-কামড়ে এমন জোরে রমণ করতে থাকে টবি, ব্যথায় আর্তনাদ করে মিলি। কিন্তু মিলি শীৎকার করছে এমন ভান করে রমণের গতি দ্বিগুণ বৃদ্ধি করে টবি, তারপর চরম মুহূর্তে ক্রোধের বিষটুকু ওর শরীরের গভীরতম প্রদেশে ঢেলে দিয়ে শান্ত হয়।

সে তো প্রেম করছে না।

সে ঘৃণা করছে।

১৯৫০ সালের জুন মাসে উত্তর কোরিয়া হামলা চালাল দক্ষিণ কোরিয়ার ওপর। প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান মার্কিন সৈন্যদের যুদ্ধে অংশ নিতে হুকুম দিলেন। এ বিষয় নিয়ে বাকি পৃথিবী কী ভাবছিল তা তাদের ব্যাপার তবে টবির জন্য কোরিয়ার যুদ্ধ এলো চমৎকার মওকা হিসেবে।

ডিসেম্বরের প্রথমার্ধে ডেইলি ভ্যারাইটি পত্রিকা জানাল সিউলে দায়িত্বরত সেনাবাহিনীকে বিনোদন বিলোতে বব হোপ ক্রিসমাস ট্যুরে যাচ্ছেন। খবরটি পড়ার ত্রিশ সেকেন্ড পরেই টবি ফোন করল ক্লিফটন লরেন্সকে।

'আমিও এ ট্যুরে যেতে চাই, ক্লিফ।'

'কীসের জন্য? তোমার বয়স এখনো ত্রিশ হয়নি। বিলিভ মি, ডিয়ার বয়, এ ট্যুরগুলো কোনো ছেলেখেলা নয়। আমি–'

'ছেলেখেলা হোক বা না হোক তাতে আমার কিছু আসে যায় না,' ফোনে চেঁচিয়ে উঠল টবি। 'ওই সৈন্যরা নিজেদের জীবনের পরোয়া না করে যুদ্ধে গেছে। আমি ওদেরকে একটু স্ফূর্তিতে অন্তত রাখতে চাই।'

টবি টেম্পলের চরিত্রের এ দিকটা আগে কখনো চোখে পড়েনি লরেন্সের। সে খুশিই হলো।

'ঠিক আছে। আন্তরিকভাবেই যেতে চাও তো আমি দেখছি কী করা যায়।'

ঘণ্টাখানেক পরে সে টবিকে ফোন করল: 'আমি ববের সঙ্গে কথা বলেছি। সে তোমাকে সঙ্গে নিতে রাজি, তবে দ্যাখো তুমি এখনো ইচ্ছে করলে মত পরিবর্তন–'

'প্রশ্নই নেই,' বলে ফোন রেখে দিল টবি।

ক্লিফটন লরেন্স টবির কথা ভাবছিল। ওকে নিয়ে তার গর্ব হচ্ছে। টবি মানুষ হিসেবে খুব ভালো। ওর এজেন্ট হতে পেরে, ওর ক্রমবর্ধমান ক্যারিয়ারে ভূমিকা রাখতে পেরে আনন্দবোধ করছে লরেন্স।

টবি সিউলে গিয়ে সৈনিকদের দারুণভাবে বিনোদিত করল, মিলিকে তার মনেই পড়ছিল না। তবে ক্রিসমাস শেষ হবার পরেও বাড়ি ফিরল না টবি। চলে গেল গুয়াম। ওখানেও সবাইকে কৌতুক পরিবেশন করে খুশি করল। তারপর গেল টোকিও, আর্মি হাসপাতালের আহত সৈনিকদের বিনোদন বিলাল। অবশেষে বাড়ি ফেরার সময় হয়ে এলো।

মিডওয়েস্টে দশ হপ্তার ট্যুর শেষে, এপ্রিল মাসে ফিরল টবি, এয়ারপোর্টে তার জন্য অপেক্ষা করছিল মিলি। সারা মুখে খুশি ছড়িয়ে সে বলল, 'ডার্লিং– আমি মা হতে চলেছি!'

নির্বোধের মতো ওর দিকে তাকিয়ে রইল টবি। ওর চাউনির মাজেজা বুঝতে পারেনি মিলি, ভেবেছে এ আনন্দ-সংবাদে বাকরুদ্ধ তার স্বামী।

'দারুণ ব্যাপার না?' কলকল করে উঠল মিলি। 'তুমি এখন থেকে বাড়ির বাইরে থাকলেও আর নিঃসঙ্গতায় ভুগব না আমি। আমাদের বাচ্চাটাই আমাকে সঙ্গ দেবে। আমার মনে হয় আমার ছেলে হবে। তুমি ওকে বেসবল গেম দেখাতে নিয়ে যাবে এবং...'

মিলির বকবক কানে ঢুকছে না টবির। সে ভাবত একদিন না একদিন এ কারাগার থেকে মুক্তি মিলবে। তাদের বিয়ে হয়েছে দুবছর যদিও সর্বদা মনে হয় অনন্তকাল এবং এখন মিলির কবল থেকে আর ও ছাড়া পাচ্ছে না।

কোনোদিন না।

ক্রিসমাস ঋতুতে ডেলিভারির ডেট মিলির। কয়েকজন বিনোদন শিল্পীর সঙ্গে গুয়াম যাবার ব্যবস্থা করে রেখেছিল টবি কিন্তু মিলির বাচ্চা হবার এ সময়টাতে আল কারুসো ওকে শহরের বাইরে যেতে দেবেন কিনা কে জানে। টবি লাস ভেগাসে ফোন করল।

কারুসোর উৎফুল্ল কণ্ঠের সাড়া মিলল সঙ্গে সঙ্গে।

'হাই, কিড, তোমার ফোন পেয়ে খুশি হলাম।'

'আপনার সঙ্গে কথা বলতে পেরে আমারও ভালো লাগছে, আল।'

'শুনলাম বাবা হতে চলেছ। তুমি নিশ্চয় উত্তেজনায় অস্থির।'

'শুধু উত্তেজনা বললে ভুল হবে,' কণ্ঠে উচ্ছ্বাস ফোটাল টবি। তারপরের শব্দগুলো বাছাই করল অত্যন্ত সর্তকতার সঙ্গে।

'এ জন্যেই আপনাকে ফোন করেছি। ক্রিসমাসের সময় মিলির বাচ্চা হবার ডেট তবে–' একটু বিরতি দিল ও। 'বুঝতে পারছি না কী করব। সন্তান হবার সময় আমি মিলির সঙ্গে থাকতে চাইছিলাম। কিন্তু ওরা আবার আমাকে কোরিয়া এবং গুয়ামে যেতে অনুরোধ করেছে সৈন্যদের জন্য শো করতে।'

ও প্রান্তে দীর্ঘ বিরতি। 'জায়গাটা কঠিন।'

'আমি আমার ছেলেদের মন খারাপ করে দিতে চাই না। তবে মিলির মন খারাপ হবে এমন কাজও আমি করব না।'

'হুম্।' আবারও বিরতি। তারপর, 'আমরা তো সবাই খুব ভালো আমেরিকান, তাই না? আমাদের ছেলেরা ওখানে তো আমাদের জন্যেই লড়াই করছে, নাকি?'

টবির শরীরের পেশীতে ঢিল পড়ল। 'তা তো বটেই। তবে–'

'মিলিকে নিয়ে তোমার দুশ্চিন্তা করতে হবে না,' বললেন আল কারুসো। 'তুমি বরং কোরিয়া চলে যাও।'

দেড় মাস পরে, ক্রিসমাসের প্রাক্কালে, পুসানের একটি আর্মি পোস্টে কৌতুকাভিনয় শেষে শতাধিক সৈন্যের হাততালিতে সিক্ত হয়ে স্টেজ থেকে নেমে এসেছি টবি, তার হাতে একটি তারবার্তা ধরিয়ে দেয়া হলো। ওতে লেখা মৃত সন্তান প্রসব করতে গিয়ে মারা গেছে মিলি।

আবার মুক্ত টবি টেম্পল।

বাইশ

১৯৫২ সালের ১৪ আগস্ট তেরো বছরে পা রাখল জোসেফিন যিনস্কি। তাকে জন্মদিনের পার্টিতে দাওয়াত দিল মেরী লু কেনিয়ন। মেরীরও জন্ম একই দিনে। জোসেফিনের মা মেয়েকে পার্টিতে যেতে মানা করেছিলেন। বলেছিলেন, 'ওরা মন্দ লোক। পার্টিতে না গিয়ে বরং বাড়িতে বসে বাইবেল পাঠ করো। ভালো হবে।'

কিন্তু বাড়িতে থাকার কোনো ইচ্ছেই ছিল না জোসেফিনের। তার বন্ধুরা মোটেই মন্দ লোক নয়। মাকে যদি ব্যাপারটা বোঝানো যেত! মা বাড়ি থেকে বেরুনো মাত্র বেবী-সিটিং করে উপার্জন করা পাঁচ ডলার নিয়ে সোজা শহরে চলে এলো জোসেফিন। ওই টাকা দিয়ে সাদা রঙের চমৎকার একটি বেদিং সুট কিনে চলল মেরী লু'র বাড়িতে। ওর মনে অনেক স্ফূর্তি। আজকের দিনটি নিশ্চয় ভালো যাবে।

তেল মানবদের প্রাসাদগুলোর মধ্যে মেরী লু কেনিয়নদের বাড়িটি সবচেয়ে সুন্দর। তার বাড়ি বোঝাই অ্যান্টিকস, মহামূল্যবান ট্যাপেস্ট্রি আর দারুণ দারুণ পেইন্টিং দিয়ে। ওদের রয়েছে গেস্ট কটেজ, আস্তাবল, টেনিস কোর্ট, একটি প্রাইভেট ল্যান্ডিং স্ট্রিপ এবং দুটো সুইমিংপুল। বড় সুইমিংপুলটি কেনিয়ন পরিবার ও তাদের অতিথিদের জন্য, ছোটটি বাড়ির কর্মচারীরা ব্যবহার করে।

মেরী লু'র একটি বড় ভাই আছে– ডেভিড। এই ভাইটিকে জোসেফিন বহুবার চোরা চাউনিতে লক্ষ্য করেছে। ডেভিডের মতো সুদর্শন বালক তার জীবনেও চোখে পড়েনি। তাকে দেখলে মনে হয় সে দশ ফিট লম্বা, বিরাট চওড়া কাঁধ, ধূসর চোখে ঝিকিমিকি করে কৌতুক। সে অল-আমেরিকা হাফ-ব্যাক এবং রোডস স্কলারশিপ পেয়েছে। মেরী লু'র একটি বড় বোনও ছিল, বেথ। জোসেফিনের ছোটবেলায় মারা গেছে মেয়েটি।

পার্টিতে এসে চঞ্চল চোখে ডেভিডকে খুঁজছিল জোসেফিন। কিন্তু তাকে কোথাও দেখা গেল না। এর আগে ডেভিড জোসেফিনের সঙ্গে বহুবার কথা বলেছে। কিন্তু প্রতিবারই লজ্জায় লাল হয়ে গেছে জোসেফিন, গলা দিয়ে রা বেরোতে চাইত না।

চমৎকার জমে উঠল পার্টি। মোট চোদ্দটি ছেলেমেয়ে এসেছে। তাদের জন্য

পর্যাপ্ত লাঞ্চের ব্যবস্থা করা হয়েছে। উর্দিধারী বাটলার এবং মেইডরা ছেলেমেয়েদের পরিবেশন করল বারবিকিউ বিফ, চিকেন, চিলি, পটেটো সালাদ এবং লেমোনেড। খাওয়া-দাওয়া শেষে মেরী লু এবং জোসেফিন মিলে উপহারগুলো খুলল। বাকিরা ওদেরকে ঘিরে দাঁড়িয়ে থেকে প্রেজেন্টেশনগুলো দেখে নানান মন্তব্য করল।

মেরী লু প্রস্তাব দিল, 'চলো, এবারে সাঁতার কাটি।'

সুইমিংপুলের ধারের ড্রেসিংরুমে ছুটল সকলে। নতুন বেদিং সুট পরার পরে জোসেফিনের খুব আনন্দ হচ্ছিল। এমন স্ফূর্তি সে কখনো অনুভব করেনি। সত্যি আজকের দিনটি ভারি চমৎকার। দারুণ কেটে যাচ্ছে বন্ধুদের সঙ্গে। সে ওদেরই একজন, চারপাশে ছড়িয়ে থাকা সুন্দরের স্বাদ নিতে পারছে জোসেফিনও। এর মধ্যে মন্দ বা খারাপ কিছু নেই। ওর ইচ্ছে করছে সময়টাকে থামিয়ে দিতে, দিনটাকে স্থির করে রাখতে যেন এটার কখনো অবসান না ঘটে।

উজ্জ্বল রোদে বেরিয়ে এলো জোসেফিন। সুইমিং পুলের দিকে হাঁটছে, খেয়াল করল সবাই ওকে লক্ষ্য করছে। মেয়েদের চাউনিতে পরিষ্কার ঈর্ষা, ছেলেরা আড়চোখে দেখছে। গত কয়েক মাসে জোসেফিনের শরীরে নাটকীয় পরিবর্তন ঘটেছে। তার বুক জোড়া টেনিস বলের মতো গোল, নরম এবং ঠাসবুনোট, বেদিং সুট ছিড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে, তার নিতম্ব এখনই নারীর পূর্ণতা পেয়েছে, গোলাকার, হাঁটার তালে চমৎকার ছন্দ তোলে। সুইমিং পুলে ডাইভ দিল জোসেফিন, যোগ দিল অন্যদের সঙ্গে।

'চলো মার্কো পোলো খেলি,' হাঁক ছাড়ল কেউ একজন।

খেলাটি পছন্দ করে জোসেফিন। উষ্ণ পানিতে চোখ বুজে সাঁতার কাটতে হবে। ও যে-ই বলবে, 'মার্কো!' সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্যরা জবাব দেবে 'পোলো!' বলে। শব্দ লক্ষ্য করে ডাইভ দেবে জোসেফিন, ওদের কাউকে 'বুড়ি' করতে হবে। তাহলে বুড়ি হওয়া ব্যক্তিটি পরিণত হবে 'সে' তে।

ওরা শুরু করল খেলা। সিসি টপিং হলো 'সে'। সে তার পছন্দের বব জ্যাকসনের পেছনে ধাওয়া করল। কিন্তু তাকে পাকড়াও করতে পারল না। তাই সে জোসেফিনকে 'বুড়ি' বানাল। জোসেফিন শক্ত করে বুজল চোখ, কান পেতে শুনছে জলের ঝপাস ঝপাস শব্দ।

'মার্কো!' হাঁক ছাড়ল সে।

একসঙ্গে ধ্বনিত হলো 'পোলো!' সবচেয়ে কাছের কণ্ঠটি লক্ষ্য করে ডাইভ দিল জোসেফিন। হাতড়াচ্ছে। কিন্তু কাউকে নাগালে পেল না।

'মার্কো!' ডাকল সে।

আবার কোরাস 'পোলো!' আবারও শূন্যে জোসেফিনের থাবা পড়ল। ওরা ওর চেয়ে দ্রুত গতির বলে কিছু এসে যায় না জোসেফিনের, খেলাটি তার এতই পছন্দ যে এটা সারাদিন ধরে খেলতে তার মোটেই আপত্তি নেই।

দাঁড়িয়ে রইল জোসেফিন, শুনল পানি ছিটানোর শব্দ, খিলখিল হাসির আওয়াজ, ফিসফিসে একটি কণ্ঠ। চোখ বুজে, সামনে হাত বাড়িয়ে পুলের চারধারে

ঘুরতে শুরু করল ও। পা বাঁধল সিঁড়িতে। এক ধাপ সিঁড়ি বাইল জোসেফিন। ওর নিজের নড়াচড়ার শব্দ ছাড়া অন্য কোনো আওয়াজ নেই।

'মার্কো!' হাঁক ছাড়ল ও।

কোনো জবাব নেই। স্থির দাঁড়িয়ে থাকল জোসেফিন।

'মার্কো!'

নীরবতা। উষ্ণ, ভেজা, পরিত্যক্ত এক পৃথিবীতে ও যেন একা। ওরা ওর সঙ্গে চালাকি করছে। ঠিক করেছে কেউ জবাব দেবে না। হেসে চোখ মেলল।

সুইমিংপুলের সিঁড়িতে ও একা দাঁড়িয়ে। অজান্তেই চোখ চলে গেল নিচের দিকে। ওর সাদা বেদিং সুটের রঙ বদলে লাল হয়ে গেছে, দুই উরুর ফাঁক দিয়ে রক্তের সরু একটা ধারা নেমে আসছে। পুলের পাশে দাঁড়িয়ে আছে ছেলেমেয়েরা, বিস্ফারিত চোখে দেখছে ওকে। জোসেফিন ওদের দিকে হতভম্ব দৃষ্টিতে তাকাল। 'আমি–' থেমে গেল সে, কী বলবে বুঝতে পারছে না। দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে জলে নেমে পড়ল নিজের লজ্জা ঢাকতে।

'আমরা সুইমিং পুলে নেমে অমন করি না,' বলল মেরী লু।

'পোলাকরা করে,' খিকখিক হাসল কেউ।

'অ্যাই, চলো শাওয়ারে গোসল করব।'

'হ্যাঁ, তাই চলো। আমার গা ঘিনঘিন করছে।'

'এর মধ্যে কে পুলে গোসল করবে?'

আবার চোখ বুজল জোসেফিন, শুনতে পেল ওরা ওকে ছেড়ে পুলহাউজে যাচ্ছে। পানিতেই দাঁড়িয়ে থাকল সে, চোখ বোজা। দুই উরু শক্ত করে চেপে ধরে রেখেছে যাতে লজ্জাজনক জিনিসটার প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়। ওর আগে কখনো মাসিকের অভিজ্ঞতা হয়নি। জোসেফিনের একদম অকস্মাৎ ঘটে গেছে ঘটনা। ওরা হয়তো এক্ষুণি ফিরে আসবে এবং বলবে জোসেফিনের সঙ্গে এতক্ষণ ওরা মজা করছিল, ওরা তার বন্ধুই আছে আর খেলার মজাটা অনন্তকাল ধরে চলবে। হয়তো ইতোমধ্যে ওরা ফিরেও এসেছে, খেলার জন্য প্রস্তুত। শক্তভাবে চোখ মুদে রেখে ফিসফিসিয়ে বলল জোসেফিন, 'মার্কো।' শব্দটা বিকেলের বাতাসে প্রতিধ্বনি তুলে মিলিয়ে গেল। ও জানে না কতক্ষণ এভাবে চোখ বন্ধ করে জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।

আমরা সুইমিংপুলে নেমে এমন করি না।

পোলাকরা করে।

জোসেফিনের মাথায় হঠাৎ যন্ত্রণা শুরু হয়ে গেল। উফ, কী ভীষণ ব্যথা! বমি আসছে, মোচড় দিচ্ছে পেট। কিন্তু জোসেফিন জানে ওকে শক্ত করে চোখ বুজে এখানে দাঁড়িয়েই থাকতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না এসে ওরা বলে যে পুরো ব্যাপারটাই আসলে একটা ঠাট্টা ছিল।

পায়ের শব্দ পেল ও, হেঁটে আসছে কেউ। নিশ্চিন্ত অনুভব করল জোসেফিন।

যাক তাহলে সব ঠিক হয়ে গেছে। ওরা ফিরে এসেছে। চোখ খুলল জোসেফিন। তাকাল ওপরে।

সুইমিংপুলের ধারে দাঁড়িয়ে আছে মেরী লু'র বড় ভাই ডেভিড। হাতে টেরিক্লথ রোব।

'আমি ওদের সকলের হয়ে ক্ষমা চাইছি,' শক্ত গলায় বলল সে। বাড়িয়ে ধরল রোব। 'এসো। এটা গায়ে জড়িয়ে নাও।'

কিন্তু জোসেফিন চোখ বুজে, আড়ষ্ট শরীর নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল ওখানে। ওর এ মুহূর্তে মরে যেতে ইচ্ছে করছে।

তেইশ

আজ দিনটি দারুণ যাচ্ছে স্যাম উইন্টার্সের। টেসি ব্রান্ডের ছবির রাশ দেখেছে সে। চমৎকার হয়েছে। সন্দেহ নেই, বারবারা কার্টার বছরের সবচেয়ে হট নিউ প্রডিউসার হিসেবে আবির্ভূত হতে চলেছে।

প্যান-প্যাসিফিক প্রযোজিত টিভি শোগুলোও খুব ভালো করছে। এর মধ্যে সবচেয়ে হিট 'মাই ম্যান ফ্রাইডে।' নেটওয়ার্ক ফোন করে বলেছে তারা স্যামের সঙ্গে সিরিজটির পাঁচ বছরের নতুন চুক্তি করতে আগ্রহী।

লাঞ্চে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে স্যাম, লুসিল দ্রুত ঢুকল ঘরে। 'প্রপ ডিপার্টমেন্টে একজন আগুন ধরাতে যাচ্ছিল। তাকে হাতেনাতে পাকড়াও করা হয়েছে। লোকটাকে এখানে নিয়ে আসছে ওরা।'

স্যামের মুখোমুখি চেয়ারে বসা মানুষটি, তাঁর পেছনে স্টুডিওর দুজন গার্ড। লোকটির চোখে প্রতিহিংসার আগুন। স্টুডিওতে আগুন ধরানোর হোতাটিকে দেখার পরের শক এখনও সামলে উঠতে পারেনি স্যাম। 'কেন?' জিজ্ঞেস করল সে। 'ফর গডস শেক– কেন?'

'কারণ তোমার বালের দয়া-দাক্ষিণ্য আমার চাই না,' বললেন ডালাস বার্ক। 'তোমাকে আমি ঘৃণা করি, আমি এ শিল্প গড়ে তুলেছি, হারামজাদা। এই জঘন্য শহরের অর্ধেক স্টুডিও আমার পয়সায় গড়া। সবাই আমাকে ব্যবহার করে ধনী হয়েছে। চুরি করা ফালতু গল্পের দাম দেয়ার ভান না করে আমাকে একটা ছবি পরিচালনার সুযোগ কেন তুমি আমাকে দাওনি? তোমার দয়া-দাক্ষিণ্য আমি চাইনি, স্যাম– চেয়েছিলাম একটা কাজ। তুমি আমাকে ব্যর্থ মানুষের তকমা গায়ে এঁটে মেরে ফেলবার মতলব করেছ, বানচোত। আমি তোমাকে জীবনেও ক্ষমা করব না।'

ডালাস বার্ককে নিয়ে যাবার পরে অনেকক্ষণ ধরে মানুষটার কথা ভাবল স্যাম। মনে পড়ল বার্ক কত কিছুই না করেছেন এ ইন্ডাস্ট্রির জন্য, দারুণ দারুণ সব ছবি বানিয়েছেন। অন্য কোনো বিজনেসে গেলে তিনি হতে পারতেন হিরো, বোর্ডের চেয়ারম্যান কিংবা বড় অংকের পেনশন এবং অর্জন নিয়ে অবসর গ্রহণ করতে পারতেন।

কিন্তু এ হলো শো বিজনেসের আজব দুনিয়া।

চব্বিশ

পঞ্চাশের দশকের প্রথমভাগে দ্রুত বেড়ে উঠছিল টবি টেম্পলের জনপ্রিয়তা। সে সেরা সব নাইট ক্লাবে কৌতুক দেখায়– শিকাগোর শেজ পারি, ফিলাডেলফিয়ার ল্যাটিন ক্যাসিনো, নিউইয়র্কের কোপাকাবানা। সে শিশু হাসপাতালে কিংবা চ্যারিটি অনুষ্ঠানগুলোতেও যায়– যে কাউকে, যে কোনোখানে, যে কোনোসময় অভিনয় প্রদর্শনে তার কোনো আপত্তি নেই। দর্শক তার জীবনশক্তি। তার দর্শকদের প্রশংসা এবং ভালোবাসা প্রয়োজন। শো বিজনেসে পুরোপুরি আত্মনিমগ্ন টবি। গোটা পৃথিবীজুড়ে বড় বড় কত ঘটনা ঘটছে সেদিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র নেই তার। সে শুধু নিজের শো নিয়েই ব্যস্ত। আরও ভালো কীভাবে করা যায় সারাক্ষণ ভাবে টবি। এবং প্রতিক্ষণ অস্থিরতায় ভোগে। সে জামাকাপড় বদলানোর মতো বদল করে সঙ্গিনী। তবে মিলির সঙ্গে ওই অভিজ্ঞতার পর থেকে কারও সঙ্গে গভীরভাবে জড়ায়নি। মনে পড়ে যখন টয়লেট সার্কিটে কাজ করত, লিমুজিন থেকে সুন্দরীদের বগলদাবা করে নেমে আসা কৌতুকাভিনেতাদের হিংসে করত ও। আজ সে-ও সুন্দরীদের বগলে পুরে গাড়ি থেকে নামে। কিন্তু আগের মতোই নিঃসঙ্গ সে।

টবি প্রতিজ্ঞা করেছে সে একদিন এক নাম্বার হবে এবং জানে তার সংকল্প পূরণ করতেও পারবে। তবে আফসোস একটাই মা দেখতে পারবেন না ছেলের ব্যাপারে তাঁর ভবিষ্যৎদ্বাণী ফলে গেছে।

মা'র স্মৃতি বলতে এখন শুধু টবির বাবাই আছে।

-

টবির অসুস্থ পিতা ডেট্রয়েটের একটি শতাব্দী প্রাচীন ইটের নার্সিং হোমে থাকে। সে স্ট্রোক করেছে। একদিন টবি তার বাপকে দেখতে গেল। সবুজ কার্পেট পাতা, নোংরা, সরু হলঘরে সঙ্গে সঙ্গে তাকে ঘিরে ধরল হাসপাতালের নার্স এবং অধিবাসীরা। সবাই তার অভিনয়ের প্রশংসায় গদগদ।

'গত হপ্তায় হ্যারল্ড হবসন শোতে আপনাকে দেখলাম, টবি। দারুণ করেছেন। অমন চমৎকার কৌতুক আপনার মাথায় আসে কী করে?'

'আমার লেখকরা ওসব আমার জন্য লিখে দেন,' টবির জবাব। সবাই হেসে ওঠে তার বিনয়ে।

টবির বাবাকে হুইল চেয়ারে করে নিয়ে এল এক পুরুষ নার্স। টবি তাকে ঘিরে থাকা মানুষজনের সঙ্গে এতক্ষণ ঠাট্টা-তামাশা করছিল, মজার মজার কৌতুকী

শোনাচ্ছিল। বাপকে দেখে দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলল, 'আপনাদেরকে ছেড়ে যেতে আমার ইচ্ছে করছে না। কারণ আপনারা আমার দেখা অন্যতম সেরা অডিয়েন্স।' *এ কথাগুলো ওরা সারাজীবন মনে রাখবে,* মনে মনে ভাবল টবি। 'কিন্তু বাবার সঙ্গে একটু কথা আছে আমার। কথা দিচ্ছি পরেরবার এসে আরও জোকস শোনাব।'

দর্শক হেসে উঠল এবং টবির প্রশংসায় আরও পঞ্চমুখ হলো।

বাবার সঙ্গে ক্ষুদ্র ভিজিটর রুমে খুব বেশিক্ষণ থাকল না টবি। মামুলি কিছু কথা বলে আবার আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। নার্সদেরকে মোটা বকশিশ দিয়ে বলল, 'আমার বাবার প্রতি খেয়াল রেখো কেমন?'

নার্সিং হোম থেকে বাইরে পা রাখা মাত্র এদের সবার কথা ভুলে গেল সে। সন্ধ্যায় শো'র কথা ভাবছে ও। তবে জানে হাসপাতালের লোকজন কয়েকদিন শুধু ওর এ আকস্মিক আগমন নিয়েই স্মৃতির জাবর কাটবে।

পঁচিশ

জোসেফিন যিনস্কি এখন সপ্তদশী তরুণী। নিঃসন্দেহে টেক্সাসের ওডেসার সবচেয়ে সুন্দরী সে। তার চকচকে ত্বকে ফুটে থাকে সোনালি আভা, দীর্ঘ কৃষ্ণ কেশে রোদ পড়ে ছলকায়, গভীর বাদামি চোখে স্বর্ণাভ ফুটকি। চোখ ট্যারা হয়ে যাবার মতো ফিগার তার, গোল, ভরাট দুই বক্ষ, সরু কোমর এসে বাঁক নিয়েছে তানপুরার মতো নিতম্বে, লম্বা, সুগঠিত পায়ে হাঁটার সময় ওই আশ্চর্য সম্পদ জোড়ায় মুগ্ধকর ঢেউ ওঠে।

জোসেফিন আজকাল আর তেল মানবদের সঙ্গে মেশে-টেশে না। তার গণ্ডি বর্তমানে সাধারণদের মাঝে সীমাবদ্ধ। স্কুল ছুটির পরে গোল্ডেন ডেরিক নামে একটি চালু রেস্তোরাঁয় ওয়েট্রেসের কাজ করে। মেরী লু, সিসি টপিং এবং তাদের বন্ধুরা প্রেমিকদের নিয়ে আসে এখানে। জোসেফিন বিনয়ের সঙ্গে তাদেরকে স্বাগত জানায়।

জোসেফিনের মধ্যে কেমন একটা অস্থিরতা কাজ করে, কীসের যেন অভাব অনুভব করে বুকে, এমন কিছু যা ও নিজেও ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। এ আকাঙ্ক্ষার কোনো নাম নেই। কিন্তু জিনিসটির অস্তিত্ব রয়েছে পৃথিবীতে। এ নোংরা শহর ছেড়ে চলে যেতে ইচ্ছে করে জোসেফিনের। কিন্তু কোথায় যাবে বা কী করবে সে সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই ওর। আর এসব বিষয় নিয়ে বেশিক্ষণ চিন্তা করলে শুরু হয়ে যায় মাথাব্যথা।

জোসেফিন বিভিন্ন সময় ডজনখানেক ছেলে এবং পুরুষের সঙ্গে ডেট করেছে। তার মায়ের সবচেয়ে পছন্দের পাত্র হলো ওয়ারেন হফম্যান।

'ওয়ারেন স্বামী হিসেবে খুব ভালো হবে। ও নিয়মিত গির্জায় যায়। স্যেনেটারি মিস্ত্রি হিসেবে আয়-রোজগারও মন্দ না। আর তোকে খুব পছন্দও করে।'

'লোকটা আমার চেয়ে পঁচিশ বছরের বড় আর হোঁৎকা।'

মা জোসেফিনের অপাঙ্গে চোখ বুলিয়ে বলেন, 'গরিব পোলাক মেয়েদের জন্য চকচকে বর্ম পরা নাইটরা আসবে না। টেক্সাস কিংবা অন্য কোথাও তাদেরকে পাবি না। কাজেই আকাশকুসুম চিন্তা করা ছাড়ান দে।'

একবার ওয়ারেন হফম্যানের অনুরোধে তার সঙ্গে সিনেমা দেখতে গিয়েছিল জোসেফিন। ঘর্মাক্ত, কড়া পরা, বিরাট হাত দিয়ে লোকটা সারাক্ষণই জোসেফিনের নরম হাত ধরে ছানাছানি করছিল। কিন্তু সিনেমায় মগ্ন জোসেফিন ওদিকে তেমন

খেয়াল করেনি। যেসব সুন্দর মানুষ আর দামি দামি জিনিসপত্র দেখে ও বড় হয়েছে রূপালি পর্দায় তা-ই প্রদর্শিত হচ্ছিল। তবে পর্দার মানুষগুলো আরও বেশি সুন্দর এবং তাদের ব্যবহার্য জিনিসপত্র আরও অনেক দামি। জোসেফিন মনের ভেতরে, ভাবনার কোনো কোঠরে অস্পষ্টভাবে অনুভব করে সে যা চায় হলিউড তার সবই তাকে দিতে পারবে : সৌন্দর্য, মজা, হাসি আর সুখ। আর সে যদি কোনো ধনী মানুষকে বিয়ে করতে পারে তাহলেও অমন বিলাসবহুল জীবন যাপন করা সম্ভব। কিন্তু সকল পয়সাঅলাদেরকে দখল করে রেখেছে বড়লোকের মেয়েরা।

শুধু একজন ছাড়া।

সে ডেভিড কেনিয়ন। তার কথা প্রায়ই ভাবে জোসেফিন। মেরী লু'র বাড়ি থেকে বহু আগে সে ডেভিডের একটি ছবি চুরি করে এনেছিল। নিজের ক্লজিটে ওটা লুকিয়ে রেখেছে। যখনই মন খারাপ থাকে, ছবিটি বের করে দেখে। মনে পড়ে যায় সুইমিং পুলের ধারে দাঁড়িয়ে ছিল ডেভিড, ওকে বলছিল *আমি ওদের সকলের হয়ে তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি।* ডেভিডের আচরণে কষ্টটা ধীরে ধীরে দূর হয়ে যায় জোসেফিনের। ওর জন্য রোব নিয়ে এসেছিল ডেভিড সেই মহা লজ্জার দিনটিতে। তারপর মাত্র একদিন ওকে দেখেছে জোসেফিন। পরিবারসহ গাড়িতে কোথায় যেন যাচ্ছিল ডেভিড। পরে শুনেছে ইংল্যান্ডে গেছে সে, ভর্তি হয়েছে অক্সফোর্ডে। সে চার বছর আগের কথা, ১৯৫২ সালের ঘটনা। ডেভিড গরম এবং ক্রিসমাসের ছুটিতে বাড়িতে আসত কিন্তু তার সঙ্গে আর দেখা হয়নি জোসেফিনের। অন্যান্য মেয়েরা প্রায়ই ডেভিডকে নিয়ে গল্প করে। ওদের কথাবার্তা কানে আসে জোসেফিনের। সে শুনেছে ডেভিড এখন তার বাবার সম্পত্তির মালিক, তার দাদী তাকে পাঁচ মিলিয়ন ডলারের একটি ট্রাস্ট ফান্ড দিয়ে গেছেন। ডেভিড এখন বিরাট বড়লোক। *কিন্তু দর্জির পোলিশ-কন্যার জন্য তো সে নয়।*

জোসেফিন জানত না ইউরোপ থেকে ফিরেছে ডেভিড। জুলাই'র শনিবারের এক সন্ধ্যায় গোল্ডেন ডেরিকে কাজ করছিল ও। মনে হচ্ছিল গরমে তিষ্ঠোতে না পেরে লেমোনেড, সোডা আর আইসক্রিম খেতে ওডেসার অর্ধেক মানুষ এসে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে ওদের রেস্তোরাঁয়। এমন ব্যস্ত ছিল জোসেফিন সামান্যতম ফুরসতও মিলছিল না। একটার পর একটা গাড়ি এসে থামছে, জোসেফিনকে ছুটে যেতে হচ্ছে অর্ডার নিতে। জোসেফিন একটি গাড়ির আরোহীদের কাঠের ট্রেতে করে চিজবার্গার এবং কোক দিয়েছে, একটা মেনু নিয়ে কদম বাড়াল মাত্র থেমে দাঁড়ানো একটি সাদা স্পোর্টস কারের দিকে।

'শুভ সন্ধ্যা,' হাসিমুখে বলল ও। 'একবার মেনুতে চোখ বুলোবেন কি?'

'হ্যালো, স্ট্রেঞ্জার।'

ডেভিড কেনিয়নের কণ্ঠ, জোসেফিনের কলজেটা ধড়াশ করে উঠল, বাড়ি খেতে লাগল পাঁজরের গায়ে। যেমনটি দেখেছে সেরকমই আছে ডেভিড, তবে আরও বেশি যেন হ্যান্ডসাম হয়েছে। ওর ভেতরে ম্যাচুরিটি এসেছে, নিশ্চয়তার ভাব

চেহারায়, দীর্ঘকাল বিদেশে থাকার গুণ। ওর পাশে দামি সিল্ক শার্ট এবং ব্লাউজ পরা সিসি টপিং। ওকেও বেশ সুন্দরী লাগছে। সিসি বলল, 'হাই, জোসি, এমন নিশ্চা গরমের রাতে এসব কাজ তোমার একদমই করা উচিত হচ্ছে না, হানি।'

মসৃণ গলায় জোসেফিন বলল, 'রাস্তায় ঘোরাঘুরির চেয়ে এ কাজ ভালো।'

লক্ষ্য করল ওর দিকে তাকিয়ে হাসছে ডেভিড। জোসেফিন কী বলতে চেয়েছে তা বুঝতে পেরেছে সে।

ওরা চলে যাবার অনেকক্ষণ পরে ডেভিডের কথা ভাবছিল জোসেফিন। ডেভিডের বলা-প্রতিটি কথা মনে পড়ে যাচ্ছে–

*হ্যালো, স্ট্রেঞ্জার...এখানে কাজ করতে কেমন লাগছে তোমার?...খাবার বিলটা নিয়ে আসবে?...খুচরোটা তুমি রেখে দাও...অনেক দিন পরে তোমাকে দেখে ভাল লাগছে, জোসেফিন...*সিসি পাশে ছিল বলে হয়তো আর কিছু বলার সুযোগ পায়নি ডেভিড, অবশ্য জোসেফিনকে তার আর কীইবা বলার ছিল। ডেভিড যে ওর নামটা এখনো মনে রেখেছে সেটাই ভাগ্য।

রেস্তোরাঁর ছোট কিচেনের সিঙ্কের সামনে দাঁড়িয়ে নিজের ভাবনায় ডুবে গিয়েছিল জোসেফিন, মেক্সিকান রাঁধুনী পাকো এসে পেছনে থেকে বলল, '*কুই পাসা, জোসিটা?* তোমার চেহারাটা আজ যেন অন্যরকম লাগছে।'

পাকোকে পছন্দ করে জোসেফিন। ২৪/২৫ বছর বয়স পাকোর, একহারা গড়ন, কালো চোখ, মুখে সবসময় হাসিটি লেগেই রয়েছে আর সবাই যখন প্রচণ্ড চাপের মধ্যে থাকে, মজার মজার জোকস শুনিয়ে পরিবেশ হালকা করার চেষ্টা করে সে।

'কার কথা ভাবছিলে বিশ্বসংসার ভুলে শুনি?'

হাসল জোসেফিন, 'কারো কথা ভাবছিলাম না, পাকো।'

পরদিন সকালে ফোন করল সে। জোসেফিন রিসিভার তুলবার আগেই বুঝে গেছে সে-ই ফোন করেছে। ও কাল সারারাত তার কথাই ভেবেছে, এ ফোনটি যেন সে স্বপ্নেরই বর্ধিত অংশ।

তার প্রথম কথাগুলো ছিল, 'তুমি আসলে আধুনিক নও। আমি এতদিন বাইরে ছিলাম, এসে দেখি তুমি অনেক বড় হয়ে গেছ আর অনেক সুন্দরীও হয়েছ।' তার কথা শুনে সুখে মরে যেতে ইচ্ছে করল জোসেফিনের।

ডেভিড ওকে ডিনার করাতে নিয়ে গেল সেদিন সন্ধ্যায়।

জোসেফিন ভেবেছিল অখ্যাত কোনো রেস্টুরেন্টে যাবে ওরা যেখানে ডেভিডের পরিচিত কেউ থাকবে না। কিন্তু ডেভিড ওকে নিয়ে চলে এলো নিজের ক্লাবে, ওখানে সকলেই ডেভিডের টেবিলে একবার এসে ওকে 'হ্যালো' বলে গেল। জোসেফিনকে সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে মোটেই লজ্জা পাচ্ছিল না ডেভিড, বরং চেহারা দেখে মনে হচ্ছিল গর্ববোধ করছে। এ কারণে তো বটেই আরও শতাধিক কারণে ওর প্রতি ভালোবাসা উথলে উঠল জোসেফিনের। ডেভিডের

দৃষ্টিভঙ্গি, অমায়িক আচরণ, ওকে বুঝতে পারার ক্ষমতা সবকিছুই ভালো লাগছিল জোসেফিনের। ডেভিডের সঙ্গ দারুণভাবে উপভোগ করছিল সে। ডেভিড কেনিয়নের মতো চমৎকার মানুষ কোনোদিন দেখেনি ও।

প্রতিদিন কাজ শেষে জোসেফিন মিলিত হলো ডেভিডের সঙ্গে। চোদ্দ বছর বয়স থেকে পুরুষের লোলুপ দৃষ্টি থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে আসছে ও। পুরুষের দল সবসময়ই পরিহাসছলে ওর গায়ে হাত দেয়ার চেষ্টা করেছে, মুচড়ে ধরতে চেয়েছে বুক কিংবা ওর স্কার্টে হাতের ঝাপটা খেয়েছে জোসেফিন। ওরা ভাবত এসব উপভোগ করে জোসেফিন। কিন্তু তারা জানত না তাদের স্পর্শে কীরকম গা ঘিনঘিন করে উঠত জোসেফিনের।

ডেভিড কেনিয়ন ওদের থেকে একদমই আলাদা। সে মাঝে মাঝে জোসেফিনের হাত জড়িয়ে ধরে কিংবা ওকে স্পর্শ করে, সে পরশে সুখের আবেশ ছড়িয়ে যায় ওর তনুমনে। এরকম অনুভূতির সঙ্গে আগে কখনো পরিচয় ঘটেনি জোসেফিনের।

জোসেফিন বুঝতে পারছিল সে ডেভিডের প্রেমে পড়ে গেছে। দিন যায়, দুজনের একত্রে কাটানোর সময় বৃদ্ধি পেতে থাকে। জোসেফিন একদিন উপলব্ধি করল সেই আশ্চর্য ঘটনাটা ঘটে গেছে– ওর প্রেমে পড়েছে ডেভিড।

ডেভিড নিজের সমস্যা, পারিবারিক ঝুট-ঝামেলাগুলো নিয়ে কথা বলে জোসেফিনের সঙ্গে। 'মা চাইছেন আমি যেন ব্যবসা-পত্তর দেখাশোনা করি,' বলল সে একদিন ওকে। 'কিন্তু আমি এখনো ঠিক করিনি আসলে আমি কী করব।'

কেনিয়ন পরিবারের ব্যবসার মধ্যে তেলের খনি এবং রিফাইনারি ছাড়াও রয়েছে দক্ষিণ-পশ্চিমে অন্যতম বৃহৎ গবাদি খামার, বেশ কতগুলো হোটেল, কয়েকটি ব্যাংক এবং বৃহদায়তনের একটি ইনসিওরেন্স কোম্পানি।

'তোমার মাকে কথাটা কি বলা যায় না, ডেভিড?'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ডেভিড। 'তুমি আমার মাকে চেনো না।'

ডেভিডের মা'র সঙ্গে পরিচয় রয়েছে জোসেফিনের। টিনটিনে শরীরের ক্ষুদ্রকায় এক নারী (বিশ্বাস করা শক্ত এ খ্যাংরাকাঠির গর্ভে ডেভিডের মতো সুপুরুষের জন্ম), তিনি তিনটি সন্তানের জন্মদাত্রী। প্রতিবার গর্ভধারণের পরপর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়তেন এবং তৃতীয় সন্তানের জন্মের সময় তাঁর হার্ট অ্যাটাক হয়। তিনি তাঁর ছেলেমেয়েদেরকে সন্তান জন্মদানের সময়কার অবর্ণনীয় কষ্টের কথা বহুবার বর্ণনা করেছেন এবং তারা বড় হয়ে উঠেছে এ বিশ্বাস নিয়ে যে তাদেরকে জন্ম দিতে গিয়ে তাদের মা প্রতিবারই নিজের জীবন বিপন্ন করে তুলেছিলেন। এর ফলে যা হয়েছিল গোটা পরিবারকে কঠোর শাসনের মধ্যে রাখার চমৎকার একটা সুযোগ তিনি পেয়ে যান।

'আমি নিজের মতো করে জীবনযাপন করতে চাই,' বলল ডেভিড। 'কিন্তু মা'র মনে কষ্ট দিয়ে কিছু করাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আর আসল কথা হলো– ডক্টর ইয়ং বলে দিয়েছেন মা আর বেশিদিন বাঁচবেন না।'

একদিন সন্ধ্যায় জোসেফিন হলিউডে গিয়ে তারকা হবার অভিলাষের কথা বলছিল ডেভিডকে। ডেভিড ওর চোখে চোখ রেখে মৃদু গলায় বলল, 'আমি তোমাকে কোথাও যেতে দেব না।' জোসেফিন টের পেল তার বুকের ভেতর হৃদপিণ্ডটা পাগলা ঘোড়ার মতো লাফাতে শুরু করেছে। ওরা যতবার একত্রিত হলো, দুজনের মধ্যেকার ঘনিষ্ঠতা ততই বাড়তে থাকল। জোসেফিনের পারিবারিক ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই ডেভিডের। তার মধ্যে আত্মম্ভরিতার বিষয়টি সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। তবে সেদিন জোসেফিনের রেস্টুরেন্টে যে ঘটনা ঘটল তা দেখে ও রীতিমতো হতভম্ব হয়ে গেল।

তখন রেস্তোরাঁ বন্ধ হবার সময়। ডেভিড গাড়ি পার্ক করে রেখেছে, অপেক্ষা করছে জোসেফিনের জন্য। জোসেফিন রান্নাঘরে ছিল পাকোর সঙ্গে, ট্রেগুলো দ্রুত সাজিয়ে রাখছিল।

'হেভি ডেটিং হবে, না?' জিজ্ঞেস করল পাকো।

হাসল জোসেফিন। 'কী করে বুঝলে?'

'তুমি ক্রিসমাস ট্রি'র মতো জ্বলজ্বল করছ। তোমার সুন্দর মুখখানায় জ্বলছে আলো। আমার পক্ষ হয়ে ওকে বলে দিও তোমার মতো মেয়েকে পেয়ে সে সত্যি সৌভাগ্যবান।'

জোসেফিন হেসে বলল, 'বলব।' আবেগের বশে সে ঝুঁকে এসে পাকোর গালে চুম্বন করল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পেল গর্জে উঠেছে একটা গাড়ির ইঞ্জিন, তারপর রাস্তার সঙ্গে টায়ারের রাবারের তীব্র ঘর্ষণের আওয়াজ। ঘুরল জোসেফিন। দেখল ডেভিডের সাদা কনভার্টিবল আরেকটি গাড়ির ফেন্ডারের বারোটা বাজিয়ে চলে যাচ্ছে রেস্তোরাঁর সামনে থেকে। চোখে অবিশ্বাস নিয়ে ও তাকিয়ে দেখল টেইল লাইটজোড়া ক্রমে অদৃশ্য হয়ে গেল রাতের আঁধারে।

রাত তিনটার সময় বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করছে জোসেফিন, শব্দ পেল ওদের বাড়ির সামনে এসে একটি গাড়ি থেমেছে। বিছানা থেকে নেমে দ্রুত জানালায় এগিয়ে গেল ও। উঁকি দিল। হুইলের পেছনে বসে আছে ডেভিড। চেহারা দেখেই বোঝা যায় বেহেড মাতাল। নাইটগাউনের ওপরে ঝটপট একটি রোব পেঁচিয়ে বেরিয়ে এলো জোসেফিন।

'গাড়িতে ওঠো,' হুকুম দিল ডেভিড। জোসেফিন গাড়ির দরজা খুলে ওর পাশে বসে পড়ল। অনেকক্ষণ কেউ কোনো কথা বলল না। যখন মুখ খুলল ডেভিড, ভারি শোনাল কণ্ঠ, হুইস্কির কারণে সবটা নয়। তার ভেতরে টগবগ ফুটছে রাগ, ছোট ছোট বিস্ফোরণ হয়ে কথাগুলো বেরিয়ে এলো মুখ থেকে। 'আমি তোমার মনিব নই। তোমার যা খুশি তা-ই তুমি করতে পারো। কিন্তু যতক্ষণ তুমি আমার সঙ্গে আছ, কোনো হারামজাদা মেক্সিকানকে তোমাকে চুমু খাওয়া আমি মোটেই বরদাশত করতে পারব না। আমি কি তোমাকে বোঝাতে পেরেছি?'

অসহায় দৃষ্টি মেলে ডেভিডের দিকে তাকাল জোসেফিন।

'আমি পাকোকে চুমু খেয়েছিলাম কারণ– ও এমন একটা কথা বলেছিল

আমাকে যে আমার খুব ভালো লেগেছিল। ও আমার বন্ধু।'

গভীর দম নিল ডেভিড, নিজের ভেতরকার আবেগের বুদ্বুদগুলো নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করল। 'তোমাকে আমি এখন এমন একটি কথা বলব যা কোনোদিন বলিনি।'

অপেক্ষা করছে জোসেফিন, ভাবছে ডেভিড না জানি কী বলবে।

'আমার একটি বড় বোন আছে,' বলল ডেভিড। 'বেথ। আমি– আমি ওকে খুব ভালোবাসি।'

বেথের কথা আবছা মনে পড়ছে জোসেফিনের। সোনালি চুল, ফর্সা, সুন্দরী। মেরী লু'র সঙ্গে খেলা করার সময় মাঝে মধ্যে তাকে দেখতে পেত সে। জোসেফিনের যখন আট বছর বয়স ওই সময় মারা যায় বেথ। ডেভিডের বয়স তখন চোদ্দ/পনেরো। 'বেথের মৃত্যুর কথা আমার মনে আছে।'

ডেভিডের পরের কথাগুলো চমকে দিল জোসেফিনকে। 'বেথ বেঁচে আছে।'

চোখ বড়বড় হয়ে গেল জোসেফিনের। 'কিন্তু, আমি– সবাই জানে–'

'ওকে পাগলাগারদে রাখা হয়েছে'. জোসেফিনের দিকে ফিরল ডেভিড। কণ্ঠস্বর শুকনো। 'ওকে আমাদের এক মেক্সিকান মালি ধর্ষণ করেছিল। আমার ঘরের পাশেই ছিল বেথের বেডরুম। আমি তার চিৎকার শুনতে পেয়ে ওর ঘরে ছুটে যাই। দেখি লোকটা বেথের জামাকাপড় ছিঁড়ে ফেলে ওর ওপর চড়াও হয়েছে এবং–' গলা ভেঙে গেল ডেভিডের। 'আমি লোকটাকে বেথের ওপর থেকে সরিয়ে আনতে টানা-হেঁচড়া করছিলাম। চিৎকার-চেঁচামেচি শুনে মা ছুটে আসেন এবং পুলিশে ফোন করেন। তারা লোকটাকে জেলে নিয়ে যায়। সে ওই রাতেই জেলে বসে আত্মহত্যা করে। আর বেথ পাগল হয়ে যায়। পাগলাগারদ থেকে ওর কোনোদিন মুক্তি মিলবে না। কোনোদিন না। তুমি জানো না আমি ওকে কতটা ভালোবাসি, জোসি। আমি ওকে সাংঘাতিক মিস করি। ওই রাতের পর থেকে আমি–আমি কোনো মেক্সিকানকে আর সহ্য করতে পারি না।'

ডেভিডের হাতে হাত রাখল জোসেফিন। 'আমি খুব দুঃখিত, ডেভিড। আমি তোমার কষ্টটা বুঝতে পারছি। তবে তুমি আমাকে ঘটনাটা খুলে বলেছ বলে আমি সত্যি খুশি।'

ছাব্বিশ

আশ্চর্যের ব্যাপার হলো এই যে এ ঘটনাটি ওদের দুজনকে আরও কাছে নিয়ে এলো। ওরা এখন এমন সব বিষয়ে আলোচনা করে যা নিয়ে আগে কখনও কথা হয়নি। জোসেফিনের মা'র গোঁড়া ধর্মবিশ্বাস এবং কুসংস্কারের কথা শুনে হাসে ডেভিড। 'আমারও একজন চাচা ছিলেন এরকম। তিনি তিব্বতের এক মঠে চলে গেছেন।'

'আগামী মাসে আমি চব্বিশে পা দেব,' একদিন জোসেফিনকে বলল সে। 'আমাদের পরিবারের প্রাচীন রীতি হলো কেনিয়ন পুরুষরা চব্বিশ বছর বয়স হলে বিয়ে করে ফেলে।' কথাটা শুনে বুকের রক্ত ছলকে ওঠে জোসেফিনের।

পরের দিন সন্ধ্যায় গ্লোব থিয়েটারে নাটক দেখার জন্য দুটো টিকেট কিনেছিল ডেভিড। জোসেফিনকে বাড়ি থেকে তুলে নিতে এসে বলল, 'নাটক-ফাটক দেখব না। আজ আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলব।'

এ দিনটির জন্যেই প্রার্থনা করত জোসেফিন। ডেভিডের চোখে তাকাল সে। ও চোখে জোসেফিনের জন্য প্রেম আর প্রত্যাশা।

জোসেফিন বলল, 'চলো ডিউই লেকে যাই।'

ও চাইছিল দারুণ রোমান্টিক একটি পরিবেশে ওকে প্রস্তাব দেবে ডেভিড। এ দিনের গল্প সে করবে তার সন্তানদের কাছে। এ রাতের প্রতিটি মুহূর্ত মনে রাখতে চায় জোসেফিন।

ডিউই লেক ওডেসা শহর থেকে মাইল চল্লিশেক দূরে। ছোট্ট একটি জলাধার। রাতটি ভারি সুন্দর, আকাশে অসংখ্য তারার হীরকখণ্ডের মাঝে মাখন কোমল আলো ছড়াচ্ছে চন্দ্রদেবী। জলে নক্ষত্রের ছায়ার কাঁপন, এক গোপন পৃথিবীর রহস্যময় শব্দাবলীর কানাকানি বাতাসে।

জোসেফিন এবং ডেভিড চুপচাপ বসে আছে গাড়িতে, শুনছে রাতের নানা গুঞ্জন। জোসেফিন ওকে দেখছে। হুইলের পেছনে বসে আছে সে, হ্যান্ডসাম মুখখানা ব্যাকুল এবং সিরিয়াস। এ মুহূর্তে প্রচণ্ড ভালোবাসায় ভালোবাসার মানুষটিকে ভরিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে জোসেফিনের। এমন কিছু করতে ইচ্ছে করছে, এমন কোনো উপহার দিতে মন চাইছে যা দিয়ে যেন বোঝানো যায় সে ওকে কতটা ভালোবাসে, ওকে নিয়ে কতখানি ভাবে। কী করবে হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল জোসেফিন।

'চলো, সাঁতার কাটি, ডেভিড,' বলল ও।

'বেদিং সুট তো আনিনি।'

'ওসবের দরকার নেই।'

জোসেফিনের দিকে ফিরে কিছু বলার আগেই ও মেয়ে ততক্ষণে গাড়ির দরজা খুলে নেমে গেছে, লেকের তীর ধরে দিয়েছে ছুট। জামা-কাপড় খুলে বিবস্ত্র হচ্ছে জোসেফিন, পেছনে ডেভিডের পদশব্দ পেল। উষ্ণ জলে ঝাঁপ দিল জোসেফিন। একটু পরে ওর সঙ্গী হলো ডেভিড।

'জোসি...'

ঘুরল জোসেফিন। জড়িয়ে ধরল ডেভিডকে। ওর সমস্ত শরীর তীব্রভাবে চাইছে প্রেমিকপ্রবরকে। কামনায় অস্থির জোসেফিনও টের পেল ডেভিডের পৌরুষ ক্রমে দৃঢ় হয়ে ওর গায়ে ধাক্কা মারছে। শুনল ডেভিড বলছে, 'আমাদের এটা করা উচিত হচ্ছে না, জোসি।' কিন্তু শরীরী ক্ষুধার প্রাবল্য ওর কণ্ঠস্বর ক্ষীণ করে দিল। ডেভিডের শরীরের নিচে হাত চালিয়ে দিল জোসেফিন। খসখসে শোনাল গলা।

'হ্যাঁ, উচিত হচ্ছে, খুব উচিত হচ্ছে।'

লেকের তীরে উঠে এলো ওরা। ভেসে গেল উদ্দাম প্রেমে। নক্ষত্রপুঞ্জ, পৃথিবী এবং মখমল রাতের একটা অংশ হয়ে উঠল দুই মানব-মানবী।

প্রেম করার পরে অনেকক্ষণ দুজনে শুয়ে রইল মাটিতে, জড়িয়ে ধরে রেখেছে একে অন্যকে। ডেভিড যখন ওকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে চলে গেল তখন জোসেফিনের মনে পড়ল আরি, ডেভিড তো ওকে প্রস্তাব দেয়নি। অবশ্য এতে কিছু আসে যায় না। ওরা দুজনে যা ভাগ করে নিয়েছে তা বিয়ের বন্ধনের চেয়েও সুদৃঢ়। কাল হয়তো প্রস্তাবটা দেবে ডেভিড।

পরদিন দুপুর পর্যন্ত ঘুমাল জোসেফিন। মুখে হাসি নিয়ে ঘুম ভাঙল ওর। হাসিটা বজায় থাকল ওর মা বেডরুমে ঢোকার আগ পর্যন্ত। মা'র হাতে খুব সুন্দর একটি বিয়ের পোশাক। মেয়েকে তিনি বললেন, 'ব্রুবেকার-এর দোকানে একবার যা তো। আমার জন্য বারো গজ টিউল (মেয়েদের নেকাব তৈরির জন্য নরম, সূক্ষ্ম রেশমের জালি জালি করে বোনা কাপড়) নিয়ে আয় এক্ষুণি। মিসেস টপিং বিয়ের ড্রেসটা এইমাত্র কিনে দিয়ে গেলেন আমাকে। শনিবারের মধ্যে সিসির জন্য ড্রেসটা বানিয়ে দিতে হবে। ওর সঙ্গে ডেভিড কেনিয়নের বিয়ে।'

জোসেফিনকে বাড়ি পৌঁছে দিয়েই মা'র কাছে গিয়েছিল ডেভিড কেনিয়ন। এক কালের অপূর্ব সুন্দরী, ভগ্ন স্বাস্থ্যের, ক্ষুদ্রকায় ভদ্রমহিলা শুয়ে ছিলেন বিছানায়।

মৃদু আলো জ্বলা শোবার ঘরে ডেভিডের উপস্থিতি টের পেয়ে চোখ খুলে তাকালেন তিনি। ছেলেকে দেখে হাসলেন। 'তুমি আজ বাড়ি ফিরতে দেরি করেছ, খোকা।'

'জোসেফিনের সঙ্গে বাইরে গিয়েছিলাম, মা।'

কোনো মন্তব্য করলেন না তিনি, ধূসর, বুদ্ধিদীপ্ত চোখে ছেলেকে পর্যবেক্ষণ করছেন।

'আমি ওকে বিয়ে করব।'

ধীরগতিতে মাথা নাড়লেন তিনি। 'এ ভুল আমি তোমাকে করতে দেব না, ডেভিড।'

'তুমি জোসেফিনকে ঠিক চিনতে পারনি। ও–'

'জানি ও খুব ভালো মেয়ে। কিন্তু কেনিয়ন পরিবারের বউ হবার যোগ্য সে নয়। সিসি টপিং-এর সঙ্গে বিয়ে হলে তুমি সুখী হবে। আর ওকে তুমি বিয়ে করলে আমি খুশি হবো।'

মায়ের পলকা একটি হাত তুলে নিল ডেভিড। 'তোমাকে আমি খুব ভালোবাসি, মা। কিন্তু আমি নিজের সিদ্ধান্ত নিজেই নিতে পারি।'

'তাই নাকি?' মৃদু গলায় প্রশ্ন করলেন তিনি,' তুমি কি সবসময় ঠিক কাজটি করতে পারো?'

মা'র দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ডেভিড। তিনি বলে চললেন, 'সঠিক কাজটি করার ব্যাপারে তোমার ওপরে কি সর্বদা আস্থা রাখা যায়, ডেভিড? তুমি উল্টোপাল্টা কাজ কখনো করো না?'

মা'র হাতটা সরিয়ে দিল ডেভিড।

'তুমি কী করছ তা কি তুমি সবসময় জান, খোকা?' তাঁর গলার স্বর আগের চেয়েও নরম।

'মা, এসব কী বলছ তুমি!'

'এ পরিবারকে ইতোমধ্যে অনেক ভোগান্তি তুমি দিয়েছ, ডেভিড। আর ভুগিয়ো না আমাকে। আমি আর সইতে পারব না।'

ডেভিডের মুখ সাদা হয়ে গেল। 'তুমি জানো আমি আপ্রাণচেষ্টাসত্ত্বেও–'

'তোমাকে এখন আর দূরে কোথাও পাঠানো যাবে না। কারণ যথেষ্ট বয়স হয়েছে তোমার। তুমি এখন বড় হয়েছ। তোমার কাছ থেকে বড়দের মতো আচরণ আশা করছি আমি।'

যন্ত্রণাকাতর শোনাল ডেভিডের কণ্ঠ। 'আ–আমি ওকে ভালোবাসি।'

মা'র শরীরে হঠাৎ খিঁচুনি উঠে গেল। ডেভিড দ্রুত ডাক্তারকে খবর দিল। পরে ডাক্তার ওর সঙ্গে কথা বললেন।

'অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে তোমার মা আর বেশিদিন বাঁচবেন না, ডেভিড।'

ফলে সিদ্ধান্তটা নিতেই হলো ডেভিডকে।

সিসি টপিংয়ের সঙ্গে দেখা করতে গেল ও।

'আমি একজনকে ভালোবাসি,' বলল ডেভিড। 'কিন্তু আমার মা সবসময় ভেবেছেন তুমি আর আমি–'

'আমিও তা-ই ভেবেছি, ডার্লিং।'

'অনুরোধটা করা অন্যায় হচ্ছে জানি, তবু– তুমি কি আমার সঙ্গে সংসার

করবে– মানে মা মারা যাওয়া পর্যন্ত কি তুমি আমার সঙ্গে থাকবে? তারপরা আম তোমার কাছে ডিভোর্স চাই। পারবে কাজটা করতে?'

সিসি অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল ডেভিডের দিকে। তারপর মৃদু গলায় বলল, 'তুমি যদি চাও তবে তা-ই হবে, ডেভিড।

দশমণী একটা পাথর যেন নেমে গেল ডেভিডের কাঁধ থেকে। 'ধন্যবাদ, সিসি। আমি বলে বোঝাতে পারব না তোমার প্রতি আমি কতটা–'

হাসল সিসি। 'পুরানো বন্ধুরা রয়েছে কীসের জন্য?'

ডেভিড চলে যাবার পরপরই সিসি টপিং ফোন করল ডেভিডের মাকে। শুধু বলল, 'সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে।'

ডেভিড কেনিয়ন ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি তার আসন্ন বিয়ের খবর অনেক আগেই জেনে গেছে জোসেফিন। জোসেফিনদের বাড়িতে এলো সে। দোর খুলে দিলেন মিসেস যিনস্কি।

'জোসেফিনের সঙ্গে দেখা করব আমি।' বলল সে।

বিকট বিজয় উল্লাস চোখে নিয়ে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে ডেভিডের দিকে তাকালেন মিসেস যিনস্কি। 'প্রভু যীশু তার শত্রুদের পরাজিত করেন এবং শয়তানের দল চিরতরে শাস্তি ভোগ করে।'

ডেভিড ধৈর্য নিয়ে বলল, 'আমি জোসেফিনের সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'সে নেই,' বললেন মিসেস যিনস্কি। সে ঘর ছেড়ে চলে গেছে!'

সাতাশ

ধুলোমাখা গ্রে হাউন্ড ওডেসা-এল পাসো- স্যান বার্নারডিনো- লস এঞ্জেলসগামী বাসটি সকাল সাতটায় এসে পৌঁছাল হলিউডের ভাইন স্ট্রিটের বাস ডিপোতে। পনেরোশো মাইল পথ পাড়ি দিতে সময় লেগেছে পুরো দুইদিন। এ সময়ের মধ্যে জোসেফিন যিনস্কি পরিণত হয়েছে জিল ক্যাসলে। বাইরে থেকে দেখলে তাকে আগের মতোই মনে হবে। কিন্তু ভেতরে তার ঘটেছে আমূল পরিবর্তন। তার ভেতরে কী যেন একটা নেই। তার সেই হাসি আর আনন্দ অদৃশ্য হয়ে গেছে।

খবরটা শোনা মাত্র জোসেফিন সিদ্ধান্ত নেয় তাকে পালাতে হবে। বোধহীন একটা মানুষে যেন পরিণত হয় সে। একটা সুটকেসে জামাকাপড় গুছিয়ে নেয় জোসেফিন। কোনো ধারণা নেই কোথায় যাবে কিংবা গিয়ে কী করবে। তার মনের মাঝে শুধু একটি তাড়নাই কাজ করছিল এখান থেকে এক্ষুণি চলে যেতে হবে।

বেডরুম থেকে বেরিয়ে আসছে জোসেফিন, চোখ আটকে যায় দেয়ালে ঝোলানো সিনেমা তারকাদের ছবির দিকে। তক্ষুনি গন্তব্য ঠিক করে ফেলে সে। দু ঘণ্টা পরে হলিউডগামী বাসে উঠে পড়ে জোসেফিন। বাসটি তীব্র গতিতে জোসেফিনের নতুন নিয়তির দিকে ধাবিত হচ্ছিল ততই তার মন থেকে ওডেসা এবং পরিচিত সকলের স্মৃতি দ্রুত মুছে যাচ্ছিল। মাথাব্যথা করছিল জোসেফিনের। যন্ত্রণাটা ভুলে থাকতে চাইছিল সে। এ ভয়ঙ্কর ব্যথাটার কারণ কী জানতে ডাক্তার দেখানো উচিত ছিল। কিন্তু এসব আর পাত্তা দিতে চায় না জোসেফিন। ওসবই এখন তার কাছে অতীত। জোসেফিন জানে তার আর মাথাব্যথা করবে না। এখন থেকে জীবন অনেক সুন্দর হবে। কারণ জোসেফিন যিনস্কি মারা গেছে।

দীর্ঘজীবী হোক জিল ক্যাসল।

দ্বিতীয় খণ্ড

আটাশ

ওয়াশিংটন প্রেস ক্লাবে বার্ষিক ভোজসভার আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি। এতে আরও আমন্ত্রিত অতিথিদের তালিকায় রয়েছেন ভাইস-প্রেসিডেন্ট, সিনেটরগণ, কেবিনেট সদস্যবৃন্দ, প্রধান বিচারপতিসহ এ অনুষ্ঠানের টিকেট কিনতে বা সংগ্রহ করতে পারা আরও কজন সৌভাগ্যবান। এ ভোজসভা আন্তর্জাতিক প্রেস কাভারেজ পেয়ে থাকে। এ বছর আমেরিকার শীর্ষস্থানীয় একজন কৌতুকাভিনেতাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল অনুষ্ঠান মাতিয়ে তুলবার জন্য। কিন্তু শোতে হাজির হবার প্রস্তাবে রাজি হবার হপ্তাখানেক বাদে পঞ্চদশবর্ষীয়া একটি বালিকা নিজেকে অভিনেতাটির কন্যা হিসেবে দাবি করে আদালতে একটি মামলা করে বসলে নিজের আইনজীবীর পরামর্শে কমেডিয়ানটি ছুটি কাটানোর কথা বলে দেশ ত্যাগ করেছে। সে কবে দেশে ফিরবে তার নিশ্চয়তা নেই। এখন ডিনার কমিটির সামনে খোলা রইল দ্বিতীয় পথটি : চলচ্চিত্রের একজন জনপ্রিয় কমেডিয়ানকে দিয়ে শো-টি উপস্থাপনা করানো। রাত্রিকালীন ভোজসভার আগের রাতে সে ওয়াশিংটন এসে হাজির হলো। কিন্তু পরদিন বিকেলে অর্থাৎ ডিনারের দিনটিতে অভিনেতার এজেন্ট ফোন করে জানাল অ্যাপেন্ডিসাইটিস ফেটে কমেডিয়ানটি জরুরি অপারেশনের জন্য হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে।

ডিনারের বাকি আছে আর মাত্র ছ'ঘণ্টা।

সম্ভাব্য বিকল্পের খোঁজে কমিটি উন্মাদের মতো তালিকা চষে বেড়াল। কিন্তু তালিকায় উল্লিখিত বিখ্যাত অভিনেতাদের কেউ সে মুহূর্তে সিনেমায় শুটিং করছেন কিংবা টিভি শোতে ব্যস্ত আছেন। অথবা কেউ কেউ এতটাই দূরে অবস্থান করছেন যে চাইলেও তাঁকে ওয়াশিংটনে নিয়ে আসা সম্ভব নয়। তালিকা থেকে একের পর এক নাম বাদ পড়তে থাকল, শেষের দিকের নামটি টবি টেম্পলের। কমিটির এক সদস্য ডানে-বামে মাথা নাড়লেন। 'টেম্পল নাইট ক্লাব কমিক। সে অশ্লীল জোকস বলে। প্রেসিডেন্টের সামনে তাকে নিয়ে আসা যাবে না।'

'ওকে আমরা মানা করব যাতে অশ্লীল জোকস না বলে।'

কমিটির চেয়ারম্যান সবার ওপরে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, 'সবচেয়ে সুবিধের ব্যাপার হলো বন্ধুগণ, টবি এ মুহূর্তে নিউইয়র্কে আছে। এক ঘণ্টার মধ্যে ওকে এখানে নিয়ে আসা যাবে। আর ভোজসভারও যেহেতু বেশি সময়

নেই কাজেই ওকে দিয়ে অভিনয় করানো ছাড়া আমাদের উপায়ও নেই।'

এভাবে টবি টেম্পল কমিটি দ্বারা নির্বাচিত হলো।

ব্যাংকোয়েট হল-এর চারপাশে চোখ বুলিয়ে টবি মনে মনে ভাবল আজ রাতে এখানে কেউ বোমা ফেললে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফেডেরাল সরকার নেতাশূন্য হয়ে পড়বে।

ডায়াসে, স্পিকারের টেবিলের মাঝখানে বসে আছেন প্রেসিডেন্ট। তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে আছে সিক্রেট সার্ভিসের আধ ডজন লোক। শেষ মুহূর্তে সবকিছু গোছগাছের তাড়াহুড়োর কারণে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে টবিকে পরিচয় করিয়ে দেয়ার কথা কারও মনে ছিল না। এজন্য অবশ্য টবি কিছু মনে করেনি। *আমার কথা প্রেসিডেন্টের মনে থাকবে,* মনে মনে বলল সে। ডিনার কমিটির চেয়ারম্যান ডাউনির সঙ্গে সাক্ষাত পর্বটির কথা মনে পড়ছে ওর। ডাউনি বলেছিলেন, 'তোমার হিউমার আমরা সবাই খুব পছন্দ করি', টবি। তুমি লোকের ওপরে খুব মজা করে হামলা চালাতে পার। তবে–' তিনি একটু বিরতি দিয়েছেন কেশে গলা পরিষ্কার করে নেয়ার জন্য। 'এরা– মানে আজ রাতের নিমন্ত্রিত অতিথিরা খুব সংবেদনশীল ধরনের মানুষ। আমার কথাটা অন্যভাবে নিও না। এমন নয় যে তাঁরা স্বল্পমাত্রার জোকস হজম করতে পারবেন না তবে আজ রাতে এ ঘরে যা বলা হবে কিংবা আলোচনা করা হবে তা সারা বিশ্বের সংবাদ মাধ্যমে প্রচারিত হবে। কাজেই, আমরা কেউ চাইব না এমন কিছু যেন বলা না হয় যাতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট কিংবা কংগ্রেসের কোনো সদস্য হাসির পাত্রে পরিণত হন। তুমি মজা করে যা কিছু বলতে পারো তবে তোমার কথা শুনে যেন কেউ আহত না হন।'

'আমার ওপর আস্থা রাখুন,' হেসেছে টবি।

খাবার টেবিল থেকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে ডিনার প্লেট। ডাউনি এসে দাঁড়ালেন মাইক্রোফোনের সামনে। 'মি. প্রেসিডেন্ট, সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, আমি আনন্দের সঙ্গে আপনাদের সাথে আজ রাতের এক উজ্জ্বল তারকা, অন্যতম প্রতিভাবান কৌতুকাভিনেতা মি. টবি টেম্পলের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি!'

মৃদু হাততালির মাঝে মাইক্রোফোনের সামনে হেঁটে এলো টবি। দর্শকদের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে তাকাল মার্কিন প্রেসিডেন্টের দিকে।

প্রেসিডেন্ট সরল, সাদামাটা চেহারার একজন মানুষ। টপ-হ্যাট ডিপ্লোমেসিতে তাঁর বিশ্বাস নেই। জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে তিনি বলেছিলেন, 'আমাদের দরকার মানুষের ওপর মানুষের নির্ভরতা। কম্পিউটারের ওপর নির্ভরতা ছেড়ে আবার নিজেদের বিচার-বুদ্ধি এবং আবেগের ওপর আস্থা রাখতে হবে। আমি যখন বিদেশি শক্তির মাথাদের সঙ্গে আলোচনায় বসি তখন আমার প্যান্টের পাশে আসনটি নিয়ে আলোচনা শুরু করতে পছন্দ করি।' তাঁর এ কথাটি জনপ্রিয় প্রবাদে পরিণত হয়েছে।

টবি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের দিকে তাকাল। তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এলো গর্বে, 'মি. প্রেসিডেন্ট আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না আমি কতটা রোমাঞ্চ বোধ করছি। একই মঞ্চে এমন একজন মানুষের সঙ্গে আছি সারা বিশ্ব উদ্বিগ্ন যার পাছা নিয়ে।'

টবির কথা শুনে সকলে মহা স্তম্ভিত। দীর্ঘক্ষণ একটা ফিসফিসানির শব্দ শোনা গেল। তারপর মুচকি হাসি ফুটল প্রেসিডেন্টের মুখে, হাসিটি পরিণত হলো অট্টহাসিতে এবং অকস্মাৎ দর্শককুল ফেটে পড়ল হাততালিসহ হাসিতে। তারপর টবি একে একে হামলা চালাল ঘরভর্তি সিনেটরদের, তার আক্রমণ থেকে রক্ষা পেলেন না সুপ্রিম কোর্টের বিচারকরা ও সাংবাদিকগণ। তবে সকলেই টবির জোকস শুনে আমোদিত হলেন। তাঁরা চিৎকার করলেন, গর্জন ছাড়লেন, কারণ তাঁরা জানেন টবি যা বলছে তা নিছকই ঠাট্টা। সরল, মিষ্টি চেহারার মুখখানা থেকে নিঃসৃত হওয়া অপমানকর কথাগুলো ভারি মজার এবং নির্দোষ শোনাচ্ছিল। ওখানে বিদেশি মন্ত্রীরাও ছিলেন। টবি তাঁদের ভাষাতেও তাঁদেরকে নিয়ে কৌতুক বলল। বিদেশি মন্ত্রীরা কৌতুক শুনে মাথা ঝাঁকাতে লাগলেন। যেন খুব মজা পেয়েছেন।

সবাই দাঁড়িয়ে টবিকে অভিনন্দিত করলেন। প্রেসিডেন্ট হেঁটে ওর কাছে এলেন। 'দারুণ দেখিয়েছ তুমি। সত্যি অসাধারণ, সোমবার রাতে হোয়াইট হাউসে ছোটখাটো একটা নৈশভোজের আয়োজন করছি, টবি। আমি খুশি হবো যদি তুমি...'

পরদিন প্রতিটি খবরের কাগজে টবির বিজয় অর্জনের সংবাদ ছাপা হলো সাড়ম্বরে। তার মন্তব্যগুলো সব জায়গায় উদ্ধৃত হতে লাগল। হোয়াইট হাউজে কৌতুক পরিবেশনে ডাক পড়ল ওর। ওখানে আরও বেশি আসর মাতালো টবি। সারা বিশ্বের নামী দামি জায়গা থেকে অফার আসতে লাগল ওর জন্য। লন্ডনের প্যালাডিয়ামে জোকস শোনাল টবি, অভিনয় দেখাল রানিকে, ন্যাশনাল আর্টস কমিটি এবং চ্যারিটির জন্য সিম্ফনি অর্কেস্ট্রা বাজিয়ে শোনাতে হলো ওকে। মাঝে মাঝেই প্রেসিডেন্টের সঙ্গে গলফ খেলার আমন্ত্রণ পেতে থাকল ও, আর হোয়াইট হাউজে যে কতবার ডিনারের দাওয়াত পেল তার হিসাব নেই। আইনপ্রণেতা, গভর্নরসহ আমেরিকার বৃহত্তম কর্পোরেশনগুলোর মাথাদের সঙ্গে ওর সাক্ষাৎ হলো। ও এদের সবাইকে অপমান করল, আর যত বেশি হামলা চালাল, তত বেশি মজা পেলেন তাঁরা। টবির সঙ্গ তাঁরা রীতিমতো উপভোগ করেন, সমাজের রাঘব-বোয়ালরা নিজেদেরকে টবির বন্ধু হিসেবে পরিচয় দিতে সম্মান বোধ করেন।

টবির কাছে স্রোতের মতো অফার আসছে। এ স্রোত দেখে টবির মতোই মহা উত্তেজিত ক্লিফটন লরেন্স। তবে ব্যবসা কিংবা টাকাটা তার কাছে এখন মুখ্য নয়। গত কয়েক বছরে টবি টেম্পলের মতো এমন প্রতিভাবান অভিনেতা পায়নি লরেন্স। টবিকে সে নিজের সন্তান মনে করে। অন্য ক্লায়েন্টদের চেয়ে টবির ক্যারিয়ার গড়ে তুলতে সে অনেক বেশি সময় দেয়। অবশ্য তার প্রতিদানও সে পাচ্ছে।

টবি সাংঘাতিক পরিশ্রম করে নিজের প্রতিভা হীরকখণ্ডের মতো ঝলমলে করে তুলছে। অথচ তার মধ্যে কোনো অহঙ্কার নেই যা এ বিজনেসে খুবই দুর্লভ।

'ভেগাসের প্রতিটি সেরা হোটেল তোমাকে চাইছে,' একদিন টবিকে বলল ক্লিফটন লরেন্স। 'টাকা কোনো বিষয়ই নয়। তোমাকে তারা যে কোনো মূল্যে চাইছে সেটাই আসল বিষয়। আমার ডেস্কে ফক্স, ইউনিভার্সাল এবং প্যান-প্যাসিফিক স্টুডিওর স্ক্রিপ্ট পড়ে আছে। সবাই তোমাকে দিয়ে পট গাওয়াতে চায়। তুমি ইউরোপ ভ্রমণে যেতে পারো, যত খুশি অতিথি সঙ্গে নাও কেউ মানা করবে না। অথবা যে কোনো নেটওয়ার্কে নিজের টেলিভিশন শোও চালু করতে পারো। তারপরও ভেগাসে শো করাসহ বছরে অন্তত একটি সিনেমা করার সময় তোমার থাকবে।'

নিজের টেলিভিশন শো করলে কত করে পাব, ক্লিফ?'

'এক ঘণ্টার ভ্যারাইটি শোতে হপ্তায় দশ হাজার ডলার দিতে আমি ওদেরকে রাজি করাতে পারব।'

কাউচে হেলান দিল টবি। এক শো'তে দশ হাজার, ধরো বছরে চল্লিশটি শো। তিন বছরের মধ্যে ও এক মিলিয়ন ডলার কামাই করে ফেলতে পারবে। ক্লিফটনের দিকে তাকাল টবি। লোকটা চেহারা ভাবলেশশূন্য করে রাখলেও টবি জানে ছোটখাটো মানুষটি কী চাইছে। তার প্রত্যাশা টবি যেন টেলিভিশনে কাজ করে। কেন চাইবে না? টবির প্রতিভা এবং ঘাম বিক্রি করে ক্লিফটন এক লাখ কুড়ি হাজার ডলার কমিশন তুলে নেবে। ক্লিফটন কি সত্যি এতগুলো টাকা পাবার যোগ্য? তাকে কোনোদিন নোংরা ক্ষুদে ক্লাবে কাজ করতে হয়নি, সইতে হয়নি মাতালদের বোতল ছুঁড়ে মারার অপমান। তেলাপোকায় ভরা ঘরে থাকা আর পচা খাবার ভক্ষণের কতটুকু অভিজ্ঞতা আছে ক্লিফটনের, ওই লোক টবির কষ্টটা কোনোদিন বুঝবে না। টবি এ মুহূর্তে বসে আছে ক্লিফটন লরেন্সের অফিসে। ক্ষুদ্রাকার এজেন্টটিকে সে বলল, 'আমি নিজের টেলিভিশন শো চাই।'

ছয় হপ্তা বাদে কনসোলিডেটেড ব্রডকাস্টিং-এর সঙ্গে চুক্তি হয়ে গেল।

'অর্থনৈতিক সাশ্রয়ের জন্য নেটওয়ার্কে একটি স্টুডিও ব্যবহার করতে চাইছে,' টবিকে বলল ক্লিফটন লরেন্স। 'প্রস্তাবটা আমার পছন্দ হয়েছে। তাহলে এটাকে দিয়ে ছবিতেও চুক্তি করিয়ে ফেলতে পারে।'

'কোন্ স্টুডিও?'

'প্যান-প্যাসিফিক।'

ভুরু কোঁচকাল টবি। 'স্যাম উইন্টার্স।'

'হ্যাঁ, আমার টাকা উপার্জনের জন্য এ লাইনে সে-ই সেরা। তাছাড়া সে দ্য *কিড গোজ ওয়েস্ট* নামে যে ছবিটি বানাচ্ছে আমি চাই ওতে তুমি অভিনয় করো।'

টবি বলল, 'উইন্টার্সের সঙ্গে আমি আর্মিতে কাজ করেছি। ঠিক আছে। ওর

কাছে আমার একটা দেনা রয়ে গেছে। শ্যাফট দ্য বাস্টার্ড!'

প্যান-প্যাসিফিক স্টুডিওর জিমনাসিয়ামের স্টিম রুমে ক্লিফটন লরেন্স এবং স্যাম উইন্টার্স। গরম বাতাসে ইউক্যালিপটাসের গন্ধ।

'এই হলো জীবন,' দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল খর্বাকার এজেন্টটি। 'টাকা-পয়সা দিয়ে হবেটা কী?'

হাসল স্যাম। 'আমরা যখন আলোচনায় ব্যস্ত তখন এভাবে কথা বলো না কেন, ক্লিফ?'

'আমি তোমাকে নষ্ট করতে চাই না, ডিয়ার বয়।'

'শুনলাম কনসোলিডেটেড ব্রডকাস্টিং-এর সঙ্গে নাকি টবি টেম্পলের চুক্তি করে ফেলেছ?'

'হুঁ। ওদের জীবনের সবচেয়ে বড় চুক্তি।'

'শো'র টাকার ঘাটতিটা পূরণ করার জন্য কোথায় যাচ্ছ?

'কেন, স্যাম?'

'আমরা এ ব্যাপারে আগ্রহী। চাইকি তোমাদের সঙ্গে ছবি নিয়ে একটা চুক্তিও করে ফেলতে পারি। আমি *দ্য কিড গোজ ওয়েস্ট* নামে একটি ছবির চিত্রনাট্য মাত্রই কিনলাম। এখনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়া হয়নি। এ ছবিতে টবিকে খুব মানাবে।'

কপালে ভাঁজ ফেলে ক্লিফটন লরেন্স বলল, 'ধ্যাত্তেরি। খবরটা যদি আরও আগে দিতে, স্যাম। আমি MGM-এর সঙ্গে ইতোমধ্যে একটি চুক্তি করে ফেলেছি।'

'আলোচনা কি চূড়ান্ত?'

'প্রায়। আমি ওদেরকে কথা দিয়েছি...'

কুড়ি মিনিট পরে ক্লিফটন লরেন্স টবি টেম্পলের জন্য একটি লাভজনক চুক্তি করে ফেলল প্যান-প্যাসিফিক স্টুডিও'র সঙ্গে। তারা '*দ্য টবি টেম্পল শো*' নামে একটি শো প্রযোজনা করবে। সে সঙ্গে '*দ্য কিড গোজ ওয়েস্ট*'-এর নায়কও বনে গেল টবি।

আরও দীর্ঘক্ষণ চলতে পারত আলোচনা তবে ঘরের তাপমাত্রা অসহ্য বেড়ে যাওয়ায় ওরা দ্রুত আলোচনার সমাপ্তি টানল।

টবি টেম্পলের চুক্তিপত্রের একটি শর্ত ছিল তাকে মহড়ায় আসতে হবে না। টবির ছায়া-অভিনেতা, অতিথি অভিনেতাদের সঙ্গে নাচ-গানের রুটিন কাজগুলো চালিয়ে যাবে এবং টবি শুধু চূড়ান্ত মহড়ায় হাজির থাকবে। এর ফলে সে সতেজ এবং প্রাণবন্ত থাকতে পারবে।

১৯৫৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসের এক বিকেলে শো'র প্রিমিয়ার অনুষ্ঠিত হলো:

ভাইন স্ট্রিটের থিয়েটারে হাজির হলো টবি। এখানে শো রেকর্ডিং করা হবে। ছায়া-অভিনেতা বিদায় হলো, তার জায়গায় এসে দাঁড়াল টবি স্বয়ং। সঙ্গে সঙ্গে প্রেক্ষাগৃহে যেন বিদ্যুৎ তরঙ্গ প্রবাহিত হতে লাগল। অন এয়ারে গেল শো, চার কোটি মানুষ উপভোগ করল অনুষ্ঠান। যেন টবি টেম্পলের জন্যেই তৈরি করা হয়েছিল টেলিভিশন। ক্লোজআপে টবিকে আরও সুন্দর লাগল, সবাই তাকে তাদের লিভিংরুমে পাবার কামনা করল। মুহূর্তে সফল হলো শো। নিয়েলসেন রেটিং-এ লাফ মেরে এক নাম্বারে চলে এলো ওটা এবং শীর্ষস্থানটিই দখল করে রইল। টবি টেম্পল এখন আর তারকা নয়।

সে এখন মহাতারকা।

উনত্রিশ

জিল ক্যাসলের স্বপ্নের চেয়েও উত্তেজক হলিউড। সাইটসিয়িং ট্যুরগুলোতে গেল ও, বাইরে থেকে দেখল তারকাদের ঘরবাড়ি। ও জানে একদিন বেল-এয়ার কিংবা বেভারলি হিলসে ওর বাড়ি হবে। জিল একটি পুরানো রুমিং হাউজে উঠেছে। দোতলা কাঠের বাড়ি। বারোটি কুৎসিত বেডরুমে বাড়িটির রূপান্তর ঘটানো হয়েছে। শয়নকক্ষগুলো খুবই অপ্রশস্ত। জিলের ঘর ভাড়া বেশ কম ফলে সঙ্গে আনা দুশো ডলার দিয়ে সে কয়েকদিন কাটিয়ে দিতে পারবে। বাড়িটি ব্রনসনে, হলিউড এবং ভাইন স্ট্রিট এখান থেকে কয়েক মিনিটের রাস্তা। খুব কাছে।

জিল যে বাড়িতে ভাড়া থাকছে তার আরেকটি বৈশিষ্ট্যও ওকে আকৃষ্ট করেছে। অন্তত ডজনখানেক ভাড়াটে রয়েছে যাদের সকলেই হয় সিনেমায় ঢুকবার চেষ্টা করছে কিংবা এক্সট্রা হিসেবে ছবিতে কাজ করছে অথবা চলচ্চিত্র জগৎ থেকে অবসর নিয়েছে। পুরানো অভিনেতা-অভিনেত্রীরা এ বাড়িতে হলদে রোব, অসংখ্য ভাঁজ পরা সুট কিংবা শুখতলা ক্ষয়ে যাওয়া জুতো পরে ঘুরে বেড়ায়। এদের সবার চেহারা ব্যবহৃত জিনিসপত্রের মতো। এরা সন্ধ্যাবেলায় জীর্ণ-আসবাবের লিভিংরুমে এসে জড়ো হয় গল্পগুজব করতে। জিলকে তারা নানান উপদেশ দেয়, বেশিরভাগই পরস্পরবিরোধী।

'হানি, ছবিতে ঢুকতে চাইলে একজন AD খুঁজে বার করো যে তোমাকে পছন্দ করে,' তেতো চেহারার এক মহিলার পরামর্শ। মহিলাটি সম্প্রতি একটি টেলিভিশন সিরিজ থেকে বাদ পড়েছে।'

'AD কী জিনিস?' জানতে চায় জিল।

'অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর,' মহিলার কণ্ঠে জিলের অজ্ঞতায় অনুকম্পার সুর।

'সে সুপন্দের ভাড়া করে।'

'সুপ' কী জিনিস জিজ্ঞেস করতে লজ্জা লাগল জিলের।

'আমার পরামর্শ চাও তো বলি– কামুক কোনো কাস্টিং ডিরেক্টরকে খুঁজে বের করো। একজন AD কেবল তার ছবিতে তোমাকে ব্যবহার করতে পারবে। কিন্তু একজন কাস্টিং' ডিরেক্টর তোমাকে সব জায়গায় ঢোকাতে পারবে।' আশি বছর বয়সী দন্তহীন এক বৃদ্ধার কাছ থেকে বুদ্ধিটা এলো।

'তাই কী? ওরা তো বেশিরভাগ সমকামী।' মন্তব্য করল এক টেকো ক্যারেক্টার অ্যাক্টর।

'তাতে কী আসে যায়? সুযোগ পাওয়াটাই আসল কথা।' চশমা পরা এক তরুণ বলল। লেখক হবার তার খায়েশ।

'এক্সট্রা হিসেবে কাজ শুরু করা যায় না?' জানতে চাইল জিল। 'সেন্ট্রাল কাস্টিং–'

'ভুলে যাও। সেন্ট্রাল কাস্টিং-এর খাতা বন্ধ। তুমি যদি স্পেশালিটি না হও, ওরা তোমার নাম পর্যন্ত রেজিস্ট্রার করবে না।'

'দুঃখিত। কথাটা ঠিক বুঝলাম না। স্পেশালিটিটা কী জিনিস?'

'সে কঠিন জিনিস। আমার পরামর্শ শোনো– এক্সট্রা হবার চিন্তা মাথায় এনো না। এক্সট্রারা কথা বলার সুযোগ পর্যন্ত পায় না। ওমনিরা ছাড়া।'

'ওমনি মানে?'

'ওমনি মানে যারা ব্যাকগ্রাউন্ডে নানারকম সাড়াশব্দ করে।'

'সবার আগে তোমার একজন এজেন্ট খুঁজে পেতে হবে।'

'কীভাবে পাব?'

'স্ক্রিন অ্যাক্টর-এ এজেন্টদের তালিকা আছে। স্ক্রিন অ্যাক্টরস গিল্ড থেকে এ পত্রিকাটি বের হয়। আমার ঘরে একটা কপি আছে। দেখাচ্ছি তোমাকে।'

জিলের সঙ্গে সবাই মিলে এজেন্টদের তালিকায় চোখ বুলাল। তালিকা থেকে অনেকের নাম বাদ দিতে দিতে শেষে জনাবারোয় এসে ঠেকল। ওদের সবার মত বড় কোনো এজেন্সিতে জিলের সুযোগ পাবার কোনো চান্স নেই।

তালিকা দেখে দেখে রাউন্ড দিতে শুরু করল জিল। প্রথম ছজন এজেন্ট ওর সঙ্গে কথা বলারই প্রয়োজন অনুভব করল না। সপ্তমজনের কাছে যখন গেল তার অফিস ততক্ষণে ছুটি হয়ে গেছে। চলে যাবার উদ্যোগ নিচ্ছিল লোকটা।

'এক্সকিউজ মি,' বলল জিল। 'আমি একজন এজেন্ট খুঁজছি।'

জিলকে এক মুহূর্ত দেখে নিয়ে লোকটা জিজ্ঞেস করল, 'তোমার পোর্টফোলিও দেখি।'

শূন্য দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল জিল, 'আমার কী?'

'তুমি নিশ্চয় নতুন এসেছ শহরে। এখানে পোর্টফোলিও ছাড়া তুমি কিছুই করতে পারবে না। কিছু ছবি তুলে নিয়ে এসো। নানান পোজের যেন গ্ল্যামারাস দেখায়। পাছা এবং বুকের ছবি।'

কালভার সিটিতে, ডেভিড সেলযনিক স্টুডিও'র কাছে এক ফটোগ্রাফার পঁয়ত্রিশ ডলারের বিনিময়ে জিলের পোর্টফোলিও করে দিল। এক হপ্তা পরে ছবিগুলো হাতে পেল ও। ছবি দেখে ভারি খুশি জিল। ছবিতে খুব সুন্দর লাগছে ওকে। ওর সবরকম মুড চমৎকার তুলে ধরতে পেরেছে ক্যামেরা। কখনো ও বিষাদ ক্লিষ্ট...কখনো রাগী... আদুরে...সেক্সি। সেলোফেনের আলগা পাতা দিয়ে ছবিগুলো মুড়ে একটা বইয়ের মধ্যে বাঁধাই করে দিয়েছে ফটোগ্রাফার।

পরের দুই হপ্তা জিল তার লিস্ট অনুসারে প্রতিটি এজেন্টের সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা

করল। কিন্তু কেউই ওর প্রতি বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখাল না। একজন বলল, 'তুমি তো গতকাল এখানে এসেছিলে, হানি।'

মাথা নাড়ল জিল। 'না, আসিনি।'

'কিন্তু সেই মেয়েটি ছিল অবিকল তোমার মতো দেখতে। সমস্যা তো এখানেই। তোমাদের সবার চেহারা এলিজাবেথ টেলর, লানা টার্নার কিংবা আভা গার্ডনারের মতো। তুমি যদি অন্য কোনো শহরে অন্য কোনো কাজের চেষ্টা করতে, সবাই তোমাকে লুফে নিত। তুমি দেখতে সুন্দর, সেক্সি, ফিগারটাও চমৎকার। কিন্তু হলিউডে চেহারা মার্কেটের ওষুধের মতো। এখানে সারা বিশ্ব থেকে সুন্দরী মেয়েরা আসে। তারা হয়তো হাইস্কুলে নাটক করেছে কিংবা বিউটি কনটেস্টে জিতেছে অথবা তাদের বয়ফ্রেন্ডরা তাদেরকে সিনেমায় নামার পরামর্শ দিয়েছে– এরকম আর কী! এখানে তারা আসে কাতারে কাতারে এবং সকলেই দেখতে একইরকম। তাই বলছিলাম, হানি, তুমি গতকাল এখানে এসেছিলে!'

ভাড়াটেরা জিলকে নতুন এজেন্টদের একটি তালিকা তৈরিতে সাহায্য করল। এদের অফিসগুলো অপেক্ষাকৃত ছোট এবং লোকেশন সস্তা জায়গায়, তবে ফলাফল হলো একইরকমের।

'অভিনয়ের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারলে আবার এসো, খুকি। তুমি দেখতে খুব সুন্দর, গার্বোর পরে এমন সুন্দরী দ্বিতীয়টি চোখে পড়েনি আমরা স্বীকার করছি। এবং বিশ্বাস করি তুমি অনেক ভালো করতে পারবে। কিন্তু তোমার সেই প্রতিভা অন্বেষণের সময় আমার নেই। আগে স্ক্রিন ক্রেডিট নিয়ে এসো তারপর আমি তোমার এজেন্ট হবো।'

'কিন্তু কেউ আমাকে কাজ না দিলে কীভাবে স্ক্রিন ক্রেডিট দেখাব?'

মাথা ঝাঁকাল এজেন্ট। 'ইয়াহ্। সমস্যা তো সেটাই। তবে তোমার সৌভাগ্য কামনা করছি।'

•

জিল-এর তালিকায় আর একটি মাত্র এজেন্সির নাম রয়েছে। হলিউড বুলেভার্ডে, মে ফ্লাওয়ার কফিশপে বসা একটি মেয়ে এ নামটি বলেছিল ওকে। এজেন্সির নাম ডানিং এজেন্সি, লা সিনেগা নামে একটি আবাসিক আকার ছোট একটি বাংলোতে অফিসে। জিল অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য ফোন করেছিল। এক মহিলা ওকে ছটার সময় যেতে বলেছে।

ছোট একটি অফিসে বসে আছে জিল। লক্ষ্য করলে বোঝা যায় এটি এক সময় কারো লিভিংরুম ছিল। পুরানো, দাগ ধরা একটি টেবিলের ওপরে বেশ কিছু কাগজপত্র, সাদা সার্জিকাল টেপ লাগানো নকল চামড়ার একখানা কাউচ এবং বেতের তিনখানা চেয়ার ঘরে ছড়ানো। মুখে বসন্তের দাগ, লম্বা, পালোয়ানের মতো চেহারার এক মহিলা বেরিয়ে এলো পাশের ঘর থেকে। জিজ্ঞেস করল, 'ক্যান আই হেল্প ইউ?'

'আমি জিল ক্যাসল। মি. ডানিং-এর সঙ্গে আমার একটি অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।'

'মিস ডানিং,' বলল মহিলা। 'আমি-ই সেই।'

'ওহ্,' বিস্ময় নিয়ে বলল জিল। 'আয়াম সরি। আমি ভেবেছিলাম–'

আন্তরিক ভঙ্গিতে হাসল মহিলা। 'তাতে কিছু আসে যায় না।'

তাতে অনেক কিছুই আসে যায়, মনে মনে বলল জিল। হঠাৎ উত্তেজনা বোধ করল ও। এ চিন্তাটা আগে কেন মাথায় এলো না? *একজন মহিলা এজেন্ট।* একজন মহিলা এজেন্ট, যে সবরকম যাতনার মাঝ দিয়ে গেছে, যে সদ্য শুরু করা একজন তরুণীকে খুব ভালোভাবে বুঝতে পারবে। সে যে কোনো পুরুষের চেয়ে অনেক বেশি সহানুভূতিশীল হবে।

'তুমি দেখছি সঙ্গে পোর্টফোলিও নিয়ে এসেছ,' বলল মিস ডানিং। 'একবার দেখতে পারি?'

'নিশ্চয়।' মহিলার হাতে নিজের পোর্টফোলিও তুলে দিল জিল।

বসল মহিলা। খুলল পোর্টফোলিও। পৃষ্ঠা ওল্টাচ্ছে। মাঝে মাঝে প্রশংসার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাচ্ছে। 'ক্যামেরা তোমাকে বেশ পছন্দ করে।'

কী বলবে বুঝে পেল না জিল। শুধু বলল, 'ধন্যবাদ।'

বেদিং সুট পরা জিলের ছবিগুলোর ওপর থেকে চোখ সরাতে পারছে না মিস ডানিং। 'তোমার ফিগারটাও দারুণ। এ লাইনে ভালো ফিগার খুবই জরুরি। তোমার বাড়ি কোথায়?'

'টেক্সাস,' জবাব দিল জিল। 'ওডেসা।'

'হলিউড কদ্দিন হলো তুমি এসেছ, জিল?'

'প্রায় মাস দুই।'

'কতজন এজেন্টের কাছে গিয়েছ?'

একবার ভাবল মিথ্যা বলে, কিন্তু মহিলার সমবেদনাভরা চোখের দিকে তাকিয়ে সত্যি কথাটাই জানিয়ে দিল ও, 'প্রায় ত্রিশজন।'

হেসে উঠল এজেন্ট। 'শেষ পর্যন্ত লাট্টু খেয়েছ রোজ ডানিংয়ের দোরে। অবশ্য তুমি খারাপ লোকের খপ্পরেও পড়তে পারতে। আমি MCA কিংবা উইলিয়াম মরিস নই তবে আমার লোকজন কেউ বেকার বসে নেই। সবাই কাজ করছে।'

'কিন্তু আমার অভিনয়ের কোনো অভিজ্ঞতা নেই।'

জিলের কথায় মোটেই অবাক হলো না মহিলা। 'অভিজ্ঞতা থাকলে তুমি যেতে MCA কিংবা উইলিয়াম মরিসের কাছে। আমাকে এক ধরনের ব্রেকিং স্টেশন বলতে পার। আমি প্রতিভাধর তরুণদের নিয়ে কাজ শুরু করি। তারপর বড় বড় এজেন্সিগুলো তাদেরকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নেয়।'

এই প্রথম একটু আশার আলো দেখতে পাচ্ছে জিল। 'আ–আপনি কি আমাকে নিয়ে কাজ করতে আগ্রহ বোধ করবেন?'

হাসল মহিলা। 'আমার এমন সব ক্লায়েন্ট আছে যারা চেহারা-সুরতে তোমার

ধারেকাছেও নেই। আমার ধারণা আমি তোমাকে কাজে লাগাতে পারব। তাহলে তোমার খানিকটা অভিজ্ঞতা হবে, ঠিক?'

ভদ্রমহিলার প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ করছে জিল।

'তবে এ হতচ্ছাড়া শহরের সমস্যা হলো তারা তোমার মতো বাচ্চা মেয়েদের কোনো সুযোগ দিতে চায় না। সবগুলো স্টুডিও হাঁক চিৎকার পাড়ে তারা নতুন প্রতিভা খুঁজছে, কিন্তু তারপর একটি বড় দেয়াল তুলে ফেলে যাতে ভেতরে কেউ ঢুকবার সুযোগ না পায়। আমরা এদেরকে বোকা বানিয়ে ছাড়ব। তোমাকে যে কোনো তিনটি জায়গার একটিতে সুযোগ দেয়া যেতে পারে। দিবস নাটক, টবি টেম্পলের কোনো ছবি নতুবা টেসি ব্রান্ডের নতুন ছবিতে কোনো চরিত্র।'

জিলের মাথা ঘুরছে। 'কিন্তু তারা কী–'

'আমি সুপারিশ করলে ওরা তোমাকে অবশ্যই নেবে। আমি কাজের লোক ছাড়া পাঠাই না। তবে ছোট ছোট পার্ট পাবে প্রথমে, বুঝতেই পারছ। কিন্তু শুরু করাটাই আসল।'

'আমি আপনার প্রতি যে কত কৃতজ্ঞ থাকব তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না।' বলল জিল।

'নাটকের চিত্রনাট্য এখানে রেডিই আছে,' রোজ ডানিং চেয়ার ছাড়ল, হেঁটে এগোল পাশের ঘরে, জিলকে পেছন পেছন আসার ইংগিত দিল।

এটি একটি বেডরুম। কিনারার একটি জানালার নিচে ডাবল বেডের বিছানা। বিপরীত দিকে একটি ধাতব ফাইল কেবিনেট। রোজ ডানিং কদম বাড়াল ফাইল কেবিনেটে, একটি ড্রয়ার খুলে স্ক্রিপ্ট বের করে দিল জিলকে।

'এই যে সে-ই স্ক্রিপ্ট। কাস্টিং ডিরেক্টর আমার বিশেষ বন্ধু, এ নাটকে ভালো কাজ দেখতে পারলে সে তোমাকে ব্যস্ত রাখবে।'

'আমি কাজ দেখাতে পারব,' ঐকান্তিক গলায় বলল জিল।

হাসল এজেন্ট। 'নিশ্চয় পারবে। আমি তো আর আজে-বাজে কাউকে পাঠাতে পারি না। তুমি কি স্ক্রিপ্ট থেকে আমাকে কিছু পড়ে শোনাবে?'

'একশোবার।'

স্ক্রিপ্ট খুলল এজেন্ট। বিছানায় বসল। 'এ দৃশ্যটা পড়ে শোনাও।'

জিল তার পাশে বসল। তাকাল স্ক্রিপ্টের দিকে।

'তোমার চরিত্রের নাম নাটালি। ধনবতী কন্যা, বিয়ে করেছে এক দুর্বল মানুষকে। নাটালি তার স্বামীকে ডিভোর্স দিতে চায় কিন্তু স্বামী তাকে ডিভোর্স দিতে দেবে না। তোমার এন্ট্রান্স হবে এখান থেকে।'

জিল দ্রুত মনের চোখে দৃশ্যটা একবার দেখে নিল। ইস, যদি স্ক্রিপ্টটা সারা রাত জেগে, নিদেন ঘণ্টাখানেকের জন্যেও পড়ার সুযোগ পাওয়া যেত। ও খুব ভালো অভিনয় দেখানোর জন্য মরিয়া হয়ে উঠল।

'রেডি?'

'আমি জিল ক্যাসল। মি. ডানিং-এর সঙ্গে আমার একটি অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।'

'মিস ডানিং,' বলল মহিলা। 'আমি-ই সেই।'

'ওহ্,' বিস্ময় নিয়ে বলল জিল। 'আয়াম সরি। আমি ভেবেছিলাম–'

আন্তরিক ভঙ্গিতে হাসল মহিলা। 'তাতে কিছু আসে যায় না।'

তাতে অনেক কিছুই আসে যায়, মনে মনে বলল জিল। হঠাৎ উত্তেজনা বোধ করল ও। এ চিন্তাটা আগে কেন মাথায় এলো না? *একজন মহিলা এজেন্ট।* একজন মহিলা এজেন্ট, যে সবরকম যাতনার মাঝ দিয়ে গেছে, যে সদ্য শুরু করা একজন তরুণীকে খুব ভালোভাবে বুঝতে পারবে। সে যে কোনো পুরুষের চেয়ে অনেক বেশি সহানুভূতিশীল হবে।

'তুমি দেখছি সঙ্গে পোর্টফোলিও নিয়ে এসেছ,' বলল মিস ডানিং। 'একবার দেখতে পারি?'

'নিশ্চয়।' মহিলার হাতে নিজের পোর্টফোলিও তুলে দিল জিল।

বসল মহিলা। খুলল পোর্টফোলিও। পৃষ্ঠা ওল্টাচ্ছে। মাঝে মাঝে প্রশংসার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাচ্ছে। 'ক্যামেরা তোমাকে বেশ পছন্দ করে।'

কী বলবে বুঝে পেল না জিল। শুধু বলল, 'ধন্যবাদ।'

বেদিং সুট পরা জিলের ছবিগুলোর ওপর থেকে চোখ সরাতে পারছে না মিস ডানিং। 'তোমার ফিগারটাও দারুণ। এ লাইনে ভালো ফিগার খুবই জরুরি। তোমার বাড়ি কোথায়?'

'টেক্সাস,' জবাব দিল জিল। 'ওডেসা।'

'হলিউড কদ্দিন হলো তুমি এসেছ, জিল?'

'প্রায় মাস দুই।'

'কতজন এজেন্টের কাছে গিয়েছ?'

একবার ভাবল মিথ্যা বলে, কিন্তু মহিলার সমবেদনাভরা চোখের দিকে তাকিয়ে সত্যি কথাটাই জানিয়ে দিল ও, 'প্রায় ত্রিশজন।'

হেসে উঠল এজেন্ট। 'শেষ পর্যন্ত লাট্টু খেয়েছ রোজ ডানিংয়ের দোরে। অবশ্য তুমি খারাপ লোকের খপ্পরেও পড়তে পারতে। আমি MCA কিংবা উইলিয়াম মরিস নই তবে আমার লোকজন কেউ বেকার বসে নেই। সবাই কাজ করছে।'

'কিন্তু আমার অভিনয়ের কোনো অভিজ্ঞতা নেই।'

জিলের কথায় মোটেই অবাক হলো না মহিলা। 'অভিজ্ঞতা থাকলে তুমি যেতে MCA কিংবা উইলিয়াম মরিসের কাছে। আমাকে এক ধরনের ব্রেকিং স্টেশন বলতে পার। আমি প্রতিভাধর তরুণদের নিয়ে কাজ শুরু করি। তারপর বড় বড় এজেন্সিগুলো তাদেরকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নেয়।'

এই প্রথম একটু আশার আলো দেখতে পাচ্ছে জিল। 'আ–আপনি কি আমাকে নিয়ে কাজ করতে আগ্রহ বোধ করবেন?'

হাসল মহিলা। 'আমার এমন সব ক্লায়েন্ট আছে যারা চেহারা-সুরতে তোমার

ধারেকাছেও নেই। আমার ধারণা আমি তোমাকে কাজে লাগাতে পারব। তাহলে তোমার খানিকটা অভিজ্ঞতা হবে, ঠিক?'

ভদ্রমহিলার প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ করছে জিল।

'তবে এ হতচ্ছাড়া শহরের সমস্যা হলো তারা তোমার মতো বাচ্চা মেয়েদের কোনো সুযোগ দিতে চায় না। সবগুলো স্টুডিও হাঁক চিৎকার পাড়ে তারা নতুন প্রতিভা খুঁজছে, কিন্তু তারপর একটি বড় দেয়াল তুলে ফেলে যাতে ভেতরে কেউ ঢুকবার সুযোগ না পায়। আমরা এদেরকে বোকা বানিয়ে ছাড়ব। তোমাকে যে কোনো তিনটি জায়গার একটিতে সুযোগ দেয়া যেতে পারে। দিবস নাটক, টবি টেম্পলের কোনো ছবি নতুবা টেসি ব্রান্ডের নতুন ছবিতে কোনো চরিত্র।'

জিলের মাথা ঘুরছে। 'কিন্তু তারা কী–'

'আমি সুপারিশ করলে ওরা তোমাকে অবশ্যই নেবে। আমি কাজের লোক ছাড়া পাঠাই না। তবে ছোট ছোট পার্ট পাবে প্রথমে, বুঝতেই পারছ। কিন্তু শুরু করাটাই আসল।'

'আমি আপনার প্রতি যে কত কৃতজ্ঞ থাকব তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না।' বলল জিল।

'নাটকের চিত্রনাট্য এখানে রেডিই আছে,' রোজ ডানিং চেয়ার ছাড়ল, হেঁটে এগোল পাশের ঘরে, জিলকে পেছন পেছন আসার ইংগিত দিল।

এটি একটি বেডরুম। কিনারার একটি জানালার নিচে ডাবল বেডের বিছানা। বিপরীত দিকে একটি ধাতব ফাইল কেবিনেট। রোজ ডানিং কদম বাড়াল ফাইল কেবিনেটে, একটি ড্রয়ার খুলে স্ক্রিপ্ট বের করে দিল জিলকে।

'এই যে সে-ই স্ক্রিপ্ট। কাস্টিং ডিরেক্টর আমার বিশেষ বন্ধু, এ নাটকে ভালো কাজ দেখতে পারলে সে তোমাকে ব্যস্ত রাখবে।'

'আমি কাজ দেখাতে পারব,' ঐকান্তিক গলায় বলল জিল।

হাসল এজেন্ট। 'নিশ্চয় পারবে। আমি তো আর আজে-বাজে কাউকে পাঠাতে পারি না। তুমি কি স্ক্রিপ্ট থেকে আমাকে কিছু পড়ে শোনাবে?'

'একশোবার।'

স্ক্রিপ্ট খুলল এজেন্ট। বিছানায় বসল। 'এ দৃশ্যটা পড়ে শোনাও।'

জিল তার পাশে বসল। তাকাল স্ক্রিপ্টের দিকে।

'তোমার চরিত্রের নাম নাটালি। ধনবতী কন্যা, বিয়ে করেছে এক দুর্বল মানুষকে। নাটালি তার স্বামীকে ডিভোর্স দিতে চায় কিন্তু স্বামী তাকে ডিভোর্স দিতে দেবে না। তোমার এন্ট্রান্স হবে এখান থেকে।'

জিল দ্রুত মনের চোখে দৃশ্যটা একবার দেখে নিল। ইস, যদি স্ক্রিপ্টটা সারা রাত জেগে, নিদেন ঘণ্টাখানেকের জন্যেও পড়ার সুযোগ পাওয়া যেত। ও খুব ভালো অভিনয় দেখানোর জন্য মরিয়া হয়ে উঠল।

'রেডি?'

'ম-মনে হয়,' বলল জিল। চোখ বুজল। চরিত্রটির মতো ভাবার চেষ্টা করছে। এক ধনী নারী। জিল যেসব বড়লোক বন্ধুদের সঙ্গে বড় হয়েছে তাদের মায়েদের মতো একটি চরিত্র, যে নারী চাইলেই জীবনের সবকিছু পেয়ে যায়। সিসি টপিংরা তো এরকমই। চোখ খুলল জিল, স্ক্রিপ্টে তাকিয়ে পড়া শুরু করল। 'তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে, পিটার।'

'পরে বললে হয় না?' কিউ ধরিয়ে দিল রোজ ডানিং।

'কথাটা আসলে আরও আগেই বলা উচিত ছিল। আমি আজ বিকেলের প্লেনে রেনো চলে যাচ্ছি।'

'এরকম হুট করে?'

'না। আমি ওই প্লেনটাতে চড়ার চেষ্টা করছিলাম গত পাঁচ বছর ধরে। অবশেষে সফল হয়েছি।'

জিল টের পেল ওর উরুতে হাত রেখেছে রোজ ডানিং। মৃদু চাপড় দিচ্ছে। 'বাহ্, চমৎকার।' প্রশংসার সুরে বলল সে। 'পড়ে যাও।' জিলের পা বেয়ে ওপরের দিকে উঠছে তার হাত।

'তোমার সমস্যা হলো তোমার বুদ্ধিসুদ্ধি এখনো কিছু হয়নি। তুমি এখনো খেলা খেলছ। বেশ, এখন থেকে একা একাই খেলাটা খেলতে হবে তোমাকে।'

রোজ ডানিং জিলের উরুতে হাত ঘষছে। মনোযোগে ব্যাঘাত ঘটছে। 'বেশ। চালিয়ে যাও।' বলল মহিলা এজেন্ট।

'আ-আমার সঙ্গে আর কোনোদিন যোগাযোগের চেষ্টা করবে না। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার?'

জিলের গায়ে আরও দ্রুত ঘষা খাচ্ছে হাত, এগোচ্ছে ওর কুচকির দিকে। স্ক্রিপ্ট নামিয়ে রেখে রোজ ডানিংয়ের দিকে তাকাল জিল। মহিলার মুখ গনগন করছে, চোখে ঝকমকে চাউনি।

'পড়তে থাকো,' ঘড়ঘড়ে গলায় বলল সে।

'আ-আমি পারছি না,' বলল জিল। 'আপনি যদি-'

মহিলার হস্তচালনা দ্রুততর হয়ে উঠল। 'এসব করছি তোমার মুড আনার জন্যে, ডানিং। দেখতেই পাচ্ছ এটা একটা সেক্সুয়াল ফাইট। আমি চাই তুমি নিজের ভেতরে সেক্সটা অনুভব করো।' তার হাত আরও জোরে চাপ দিচ্ছে, এগিয়ে যাচ্ছে জিলের দুই উরুর সংযোগস্থলে।

'না।' লাফ মেরে খাড়া হলো জিল। কাঁপছে।

মহিলার মুখের কোণ দিয়ে লালা গড়াচ্ছে। 'আমি যা চাই তা আমাকে দিলে আমিও তোমাকে যা চাইবে দেব।' আকুতি ফুটল গলায়। 'কাম হিয়ার, বেবি।' হাত বাড়িয়ে জাপ্টে ধরতে চাইল সে জিলকে। জিল এক ছুটে বেরিয়ে এলো অফিস থেকে।

রাস্তায় এসে হড়হড় করে বমি করে দিল জিল। পেট খালি করে বমি করার পরেও নিজেকে অসুস্থ লাগল। আবার শুরু হয়ে গেছে মাথাব্যথা।

এটা ঠিক হচ্ছে না। এ মাথাব্যথা তো ওর হবার কথা নয়। এ মাথাব্যথা হবে জোসেফিন যিনস্কির।

ত্রিশ

পরবর্তী পনেরো মাসের মধ্যে সারভাইভারদের একজন অন্যতম সদস্যে পরিণত হলো জিল ক্যাসল। সারভাইভার মানে যারা শো বিজনেসে দীর্ঘদিন ধরে ছোটখাট কাজ করেছে, করছে কিংবা যারা সারা জীবন ধরে চেষ্টা করে যাচ্ছে এ অঙ্গনে একটু সুযোগ পাবার জন্য। সে সঙ্গে পেট চালাতে অস্থায়ী ছোটখাট কাজ করছে। এসব কাজ কেউ কেউ দশ/পনের বছর ধরে করলেও হতাশ হচ্ছে না।

হাজার বছর আগে, আদিম উপজাতিরা যেভাবে আগুন জ্বালিয়ে চারপাশে গোল হয়ে বসে নিজেদের বীরত্ব গাঁথার স্মৃতিচারণ করত, বর্তমানকালের সারভাইভাররা তেমনি জড়ো হয় সোয়াব'স ড্রাগ স্টোরে, শো বিজনেসের নানান মজার গল্প বলে, ঠাণ্ডা কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে তারকাজগতের ভেতরকার সর্বশেষ গসিপ নিয়ে আলোচনা করে। সিনেমা ভুবনের বাইরের মানুষ হলেও রহস্যময় কোনো কারণে এ জগতের প্রতিটি নাড়ির স্পন্দন এবং হার্টবিট তারা যেন অনুভব করতে পারে। তারা আপনাকে বলে দিতে পারবে কোন্ তারকা কাকে হটিয়ে অমুক সিনেমায় জায়গা করে নিচ্ছে, কোন্ প্রযোজককে তার পরিচালকের সঙ্গে বিছানায় আবিষ্কার করা হয়েছে, কোন্ টিভি নেটওয়ার্ক ওপরে উঠে যাবে ইত্যাদি। অন্য যে কারও চেয়ে তারা কীভাবে যেন এসব খবর আগে পেয়ে যায়, যেন নিজেদের জঙ্গলের ঢাকের মাধ্যমে খবরগুলো তাদের কাছে পৌঁছে যায়। শো বিজনেসের জায়গাটি তো আসলে একটি জঙ্গলই। এ নিয়ে তাদের মাঝে কোনো বিভ্রান্তি বা ইল্যুশন নেই। তাদের ইল্যুশন অন্য কোথাও, অন্য কোনোখানে। তারা ভাবে তারা স্টুডিওর ফটকের ভেতরে প্রবেশের একটা রাস্তা পেয়ে যাবে, স্টুডিওর দেয়ালগুলো তারা পরিমাপ করে। তারা শিল্পী, তারা আশীর্বাদপুষ্ট। হলিউড তাদের জেরিকো এবং জোশুয়া তাঁর সোনার ট্রাম্পেট বাজিয়ে দিলেই তাদের সামনে খসে পড়বে বিশাল ফটক এবং তাদের শত্রুরা সে ফটকের নিচে চাপা পড়বে আর স্যাম উইন্টার্স তার জাদুর কাঠি নড়ালেই তাদের গায়ে চড়বে সিল্কের রোব এবং তারা হয়ে উঠবে মুভি তারকা, হাজার হাজার দর্শক তাদের প্রশংসায় হয়ে উঠবে পঞ্চমুখ।

এই সারভাইভারদের দল পেট চালানোর দায়ে বিভিন্ন সুপারমার্কেট, গ্যারেজ, বিউটিপার্লারে কিংবা গাড়ি ধোয়ার কাজ করে। তারা একসঙ্গে বাস করছে,

একজনের সঙ্গে আরেকজনের আত্মার বন্ধন অতীব চমৎকার তবে সময় তাদের সঙ্গে কীভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করছে সেদিকে কারও খেয়াল নেই। মুখে নতুন বলীরেখা কিংবা কপালের চুল একটা/দুটো করে ধূসর হয়ে গেলেও তাদের ভ্রূক্ষেপ নেই। বয়সের এসব চিহ্ন ঢেকে ফেলা আধঘণ্টার মামলা। সকালে মেকআপে বসলেই সব ভ্যানিশ। তারা যেন দোকানের পণ্য, যাদেরকে কখনো ব্যবহার করা হয়নি, বয়স ও অভিজ্ঞতার কারণে তারা বিচক্ষণ ও সমবেদনশীল, তাদের সন্তান ধারণের সময় ফুরিয়ে গেছে, তরুণদের যে পার্ট করার জন্য লালায়িত ছিল বয়স তাদের কাছ থেকে সে সুযোগ কেড়ে নিয়েছে।

তারা এখন ক্যারেক্টর অ্যাক্টর তবু তারা এখনো স্বপ্ন দেখে।

তরুণী, সুন্দরী মেয়েরা টাকা রোজগার করছে। এ রোজগারের তারা নাম দিয়েছে ম্যাট্রেস মানি।

'কয়েক মিনিটের জন্য শুয়ে পড়ে যদি সহজেই কুড়ি ডলার আয় করা যায় তাহলে সকাল নটা-পাঁচটার হাড়ভাঙা খাটুনি খাটতে যায় কোন্ বোকা? শুধু অপেক্ষা করো কবে তোমার এজেন্টের কাছ থেকে ডাক আসে।'

কিন্তু এভাবে টাকা রোজগারের কোনো ইচ্ছেই নেই জিলের। সে শুধু নিজের ক্যারিয়ার নিয়েই ভাবছে।

সে এখন জানে তার মতো গরিব মেয়ের পক্ষে ডেভিড কেনিয়নকে বিয়ে করার স্বপ্ন দেখা বাতুলতা মাত্র। তবে সিনেমা তারকা জিল ক্যাসল যে কাউকে চাইলেই পেতে পারবে। যদি সে তারকা হতে না পারে তবে আবার জোসেফিন যিনস্কির জীবনে ফিরে যাবে।

কিন্তু এমনটি কোনোদিন ঘটতে দেবে না সে।

জিল প্রথম অভিনয়ের কাজ পেল হ্যারিয়েট মার্কাসের মাধ্যমে। হ্যারিয়েট সারভাইভারদের একজন। তার থার্ড কাজিন-এর সাবেক শ্যালক একজন সেকেন্ড অ্যাসিসটেন্ট ডিরেক্টর। লোকটা ইউনিভার্সাল স্টুডিওতে টেলিভিশনের জন্য নির্মিত একটি মেডিকেল সিরিজে কাজ করছে। সে জিলকে একটি সুযোগ দিতে রাজি হয়েছে। এক লাইন সংলাপের একটি পার্ট তবে এটুকু অভিনয়ের জন্যেই জিল সাতান্ন ডলার পারিশ্রমিক পাবে। তবে পুরো টাকাটা সে পাচ্ছে না কারণ সোশাল সিকিউরিটি, ট্যাক্স এবং মোশন পিকচার রিলিফ হোম-এর জন্য এ থেকে কিছু অর্থ কেটে রাখা হবে। জিলকে একজন নার্সের ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে। স্ক্রিপ্টে আছে জিলকে হাসপাতালের একটি কক্ষে রোগীর বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে রোগীর নাড়ি পরীক্ষা করে দেখতে হবে। এমন সময় ডাক্তার ঢুকবেন ঘরে।

ডাক্তার : রোগীর কী অবস্থা, নার্স?

নার্স : অবস্থা খুব একটা ভালো না, ডাক্তার। ব্যস, এই-ই।

সোমবার বিকেলে স্ক্রিপ্ট থেকে এ পৃষ্ঠাটা টাইপ করে দেয়া হলো জিলকে।

বলা হলো পরদিন সকাল ছ'টায় ও যেন মেক-আপ রুমে চলে আসে। দৃশ্যটি নিয়ে অসংখ্যবার চিন্তা করল জিল। ভাবল, ইস্, পুরো স্ক্রিপ্টটা যদি ওরা ওকে পড়তে দিত। মাত্র একটা পৃষ্ঠা দিয়ে ও কী করে চরিত্রটি অনুধাবন করতে পারবে বলে ওরা আশা করে? জিল ভাবার চেষ্টা করল নার্সটি কী ধরনের মেয়ে হতে পারে। সে কি বিবাহিতা? নাকি কুমারী? হয়তো ডাক্তারের সঙ্গে তার গোপন প্রেম আছে। কিংবা একসময় সম্পর্ক ছিল কিন্তু এখন আর নেই। রোগী সম্পর্কে নার্সের অনুভূতি কীরকম? রোগীর মৃত্যু হতে পারে এরকম ভাবনা কি তাকে বিচলিত করে তোলে? নাকি রোগী মারা গেলে ও খুশি হবে?

'অবস্থা খুব একটা ভালো না, ডাক্তার।' কণ্ঠে উৎকণ্ঠা ফোটানোর চেষ্টা করল জিল।

আবার সংলাপ বলল জিল। 'অবস্থা খুব একটা ভালো না, ডাক্তার।' এবারে উদ্বেগ। রোগী মারা যাচ্ছে।

'অবস্থা খুব একটা ভালো না, ডাক্তার।' অভিযোগের সুর। ডাক্তারকে দায়ী করা হচ্ছে। সে যদি তার রক্ষিতার সঙ্গে ব্যস্ত না থাকত...

সারারাত জেগে রিহার্সাল দিল জিল। ঘুম এলো না। তবে পরদিন সকালে যখন স্টুডিওতে গেল, নিজেকে উল্লসিত এবং তাজা লাগল। হ্যারিয়েটের এক বন্ধুর কাছ থেকে ধার করে আনা গাড়িতে চড়ে ল্যাংকারশিম বুলেভার্ডের গেটে যখন পৌঁছাল জিল, তখনো পুরোপুরি ফর্সা হয়নি প্রকৃতি। ফটকে দাঁড়ানো রক্ষীকে নিজের নাম বলল জিল। সে রুস্টার দেখে ওকে ভেতরে থাকার অনুমতি দিল।

'সাত নম্বর স্টেজ,' বলল গার্ড। 'দুই ব্লক দূরে, ডান দিকে।'

ওর নাম রস্টারে উঠেছে। ইউনিভার্সাল স্টুডিও ওকে ডেকেছে। এ যেন এক আশ্চর্য স্বপ্ন। সাউন্ড স্টেজ অভিমুখে গাড়ি চালিয়ে যেতে যেতে জিল ঠিক করল ওর চরিত্রটি নিয়ে পরিচালকের সঙ্গে কথা বলবে। জানাবে পরিচালক যেরকম অভিনয়ই ওর কাছ থেকে চান না কেন তা দিতে সক্ষম জিল। বৃহৎ পার্কিং লটে গাড়ি দাঁড় করিয়ে সাত নম্বর স্টেজে চলে এলো ও।

সাউন্ড স্টেজ লোকের পদচারণায় ব্যস্ত। তারা কেউ বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ঘাড়ে করে হাঁটছে, কেউ বসাচ্ছে ক্যামেরা কেমন বিচিত্র একটা ভাষায় তারা কথা বলছে ঠিক বুঝতে পারছে না জিল।

জিল ওখানে দাঁড়িয়ে রইল। শো বিজনেসের দৃশ্য দেখছে গন্ধ শুঁকছে, শব্দগুলো যেন গিলে নিচ্ছে। এ হলো জিলের পৃথিবী, ওর ভবিষ্যৎ। পরিচালককে ওর খুশি করতেই হবে, দেখিয়ে দিতে হবে ও সবার থেকে আলাদা। পরিচালক ওকে ব্যক্তি বিশেষ হিসেবে চিনবে, স্রেফ আরেকটি অভিনেত্রী হিসেবে নয়।

সেকেন্ড অ্যাসিসটেন্ট ডিরেক্টর জিলসহ আরও ডজনখানেক অভিনেতাকে ভেড়ার পালের মতো তাড়িয়ে নিয়ে গেল ওয়ার্ডরোব সেকশনে, সেখানে জিলকে নার্সের ইউনিফর্ম দেয়া হলো। তারপর আবার ওকে ফিরিয়ে আনা হলো সাউন্ড

স্টেজে। সেখানে এক কোণে অন্যান্য অভিনেতাদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকল জিল। একটু পরেই ডাক পড়ল ওর। জিল দ্রুত হাসপাতাল রুম-এর সেটে চলে এলো। ওখানে ক্যামেরার পাশে দাঁড়িয়ে সিরিজের তারকা অভিনেতার সঙ্গে কথা বলছে পরিচালক। তারকার নাম রড হ্যানসন। সে একজন সার্জনের ভূমিকায় অভিনয় করছে। জিল ওদের দিকে এগিয়ে গেল। শুনল রড হ্যানসন বলছে, 'এরা যে বালছাল ডায়লগ আমাকে দিয়েছে তা বলার চেয়ে আমার জার্মান শেফার্ড কুকুরটার বায়ুত্যাগের শব্দও অনেক ভালো। লেখকরা আমায় কেন কোনো ক্যারেক্টার দিচ্ছে না শুনি?'

'রড, পাঁচ বছর ধরে তুমি এ নাটকে অভিনয় করছ। এখনো হিট করাতে পারনি। তুমি যেমন অভিনয় করছ তা দেখেই অভ্যস্ত হয়ে গেছে পাবলিক।'

ক্যামেরাম্যান এসে পরিচালককে জানাল, 'সব রেডি, চিফ।'

'ধন্যবাদ, হ্যাল,' বলল পরিচালক। ফিরল রড হ্যানসনের দিকে।

'চলো, কাজে নেমে পড়ি। এ বিষয়টি নিয়ে পরে কথা বলব, কেমন?'

'একদিন এ স্টুডিওর ধারেকাছেও আমি আসব না বলে দিলাম,' খেঁকিয়ে উঠল হ্যানসন। চলে গেল।

জিল পরিচালকের দিকে তাকাল। লোকটি এখন একা। চরিত্রটি নিয়ে পরিচালকের সঙ্গে কথা বলার এই-ই সুযোগ। বলতে হবে সে ডাক্তারের সমস্যাটি বুঝতে পেরেছে এবং দৃশ্যটি প্রাণবন্ত করে তুলতে সে সবরকমের সহযোগিতার জন্য প্রস্তুত। জিল পরিচালককে একটি উষ্ণ, বন্ধুত্বপূর্ণ হাসি উপহার দিল। 'আমি জিল ক্যাসল। নার্সের ভূমিকায় অভিনয় করছি। আমার ধারণা চরিত্রটি খুব চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠতে পারবে যদি এতে—'

অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল পরিচালক। বলল, 'বিছানার কাছে যাও।' সে ক্যামেরাম্যানের কাছে গেল কথা বলতে।

জিল হাঁ করে তাকিয়ে রইল পরিচালকের দিকে। হ্যারিয়েটের থার্ড কাজিনের প্রাক্তন শ্যালক, সেকেন্ড অ্যাসিসটেন্ট ডিরেক্টর দ্রুত হেঁটে এলো জিলের কাছে, নিচু গলায় বলল, 'ফর ক্রাইস শেক, তুমি ওর কথা শুনতে পাওনি? বিছানার কাছে যাও!'

'আমি ওঁর কাছে জানতে চাইছিলাম—'

'কিচ্ছু জানতে হবে না!' রাগে দাঁত কিড়মিড় করল সে। 'যাও ওখানে!'

জিম রোগীর বিছানার পাশে হেঁটে এলো।

'ঠিক আছে। সবাই এখন চুপ করো।' সহকারী পরিচালক তাকাল পরিচালকের দিকে। 'রিহার্সাল নেবেন, চিফ?'

'এই সামান্য দৃশ্যের জন্য? টেক নাও।'

'ঘণ্টা বাজাও। সবাই প্রস্তুত হও। বাহ্, চমৎকার। উই আর রোলিং। স্পিড।'

ঘণ্টার ধ্বনি অবিশ্বাস্য ঠেকল জিলের কানে। পরিচালকের দিকে উন্মাদের

মতো তাকাল, জিজ্ঞেস করতে চায় জিলকে কীভাবে সে এ দৃশ্যে উপস্থাপন করতে চাইছে, মৃতপ্রায় মানুষটির সঙ্গে তার কী সম্পর্ক, সে–

একটি কণ্ঠ বলে উঠল, 'অ্যাকশন!'

সবাই তাকিয়ে আছে জিলের দিকে। জিল ভাবছিল সে এক সেকেন্ডের জন্য ক্যামেরা বন্ধ করতে বলবে কিনা যাতে দৃশ্যটি নিয়ে আলোচনা করতে পারে এবং–

চেঁচিয়ে উঠল ডিরেক্টর, 'যেশাস ক্রাইস্ট! নার্স! এটা মর্গ নয়– হাসপাতাল। বুড়ো মানুষটা বয়সের কারণে মারা যাচ্ছে। তার নাড়ি পরীক্ষা করো।'

ওকে চারদিক থেকে ঘিরে রাখা উজ্জ্বল আলোকমালার দিকে ভয়ে ভয়ে তাকাল জিল। গভীর দম নিয়ে রোগীর হাত ধরে নাড়ির স্পন্দন পরীক্ষা করতে লাগল। ওরা যদি ওকে সাহায্য না-ই করে, দৃশ্যটি নিজের মতো করে ব্যাখ্যা করবে জিল। রোগী ডাক্তারের বাবা। দুজনে ঝগড়া হয়েছিল। বাবার অ্যাক্সিডেন্ট হয় এবং ডাক্তার মাত্রই খবরটা জানতে পারে। জিল মুখ তুলে তাকিয়ে দেখল রড হ্যানসন আসছে, সে জিলের কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, 'উনি কেমন আছেন, নার্স?'

জিল ডাক্তারের চোখে তাকাল। সেখানে ফুটে থাকতে দেখল উদ্বেগ। ডাক্তারকে সত্যি কথাটা বলতে চায় ও যে ডাক্তারের বাবা মারা যাচ্ছেন। জানাতে চায় তাদের দুজনের বিবাদ মেটানোর আর সময় থাকল না। তবু কথাটা এমনভাবে বলতে হবে যাতে শোকে মুষড়ে না পড়ে ডাক্তার এবং–

চিৎকার করছে পরিচালক। 'কাট! কাট! কাট! গড ড্যাম ইট। গাধীটার একটি মাত্র লাইনের সংলাপ তাও ভুলে বসে আছে। তবে কোত্থেকে ধরে এনেছ– ইয়েলো পেজ থেকে?'

অন্ধকার থেকে ভেসে আসা কণ্ঠটির দিকে তাকাল জিল, লজ্জায় ওর মাথা কাটা যাচ্ছে। 'আ–আমার সংলাপ মুখস্ত আছে।' কাঁপা গলায় বলল, 'আমি শুধু বলতে চাইছিলাম যে–'

'তো কী বলতে চাইছ যদি জানোই বলছ না কেন? ডাক্তার যখন তোমাকে প্রশ্ন করবে তার জবাবটা শুধু দেবে, ঠিক আছে?'

'ভাবছিলাম আমি–'

'আবার শুরু করো। বেল বাজাও।'

'হোল্ড ইট ডাউন।'

'স্পিড।'

'অ্যাকশন।'

পা কাঁপতে লাগল জিলের। এখানে দৃশ্যটি নিয়ে যেন ও একাই শুধু ভাবছে। ও চায় খুব সুন্দর কিছু করতে। উত্তপ্ত আলোয় মাথাটা কেমন ঘুরছে ওর, ঝাপসা হয়ে আসছে দৃষ্টি টের পাচ্ছে ঘাম গড়িয়ে পরনের পাট ভাঙা ইউনিফর্মের দফারফা করছে।

'অ্যাকশন! নার্স!'

রোগীর পাশে দাঁড়াল জিল, তার নাড়ি পরীক্ষা করছে। আবার যদি কিছু গড়বড় হয়ে যায় ওরা আর কোনো সুযোগ দেবে না ওকে। রুমিং হাউসে হ্যারিয়েট এবং তার বন্ধুদের কথা মনে পড়ল। তারাই বা কী বলবে?

দৃশ্যপটে আগমন ঘটল ডাক্তারের, ওর কাছে এগিয়ে এলো।

'রোগী কেমন আছে, নার্স?'

কোনো ভুল হয়ে গেলে জিল আর ওদের একজন হতে পারবে না। সে পরিণত হবে হাসির পাত্রে। হলিউড একটি ছোট শহর। এখানে বাতাসের বেগে খবর ছড়ায়।

'অবস্থা খুব একটা ভালো নয়, ডাক্তার।'

ডাক্তার বলল, 'একে এক্ষুণি ইনটেনসিভ কেয়ারে পাঠিয়ে দাও।'

'গুড!' হাঁক ছাড়ল ডিরেক্টর। 'কাট অ্যান্ড প্রিন্ট।'

লোকজন যে ওর পাশ থেকে ছুটে যাচ্ছে, এ সেট ভেঙে নতুন আরেকটি সেট বানাবে, সে বিষয়টি সম্পর্কে জিল যেন সচেতন নয়। সে জীবনে প্রথম সিনেমায় অভিনয় করল কিন্তু এখনো বিশ্বাস হতে চাইছে না বিষয়টি। ভাবছে পরিচালকের কাছে গিয়ে তাকে সুযোগ দেয়ার জন্য ধন্যবাদ দেবে কিনা। কিন্তু স্টেজের অপর প্রান্তে পরিচালক, কয়েকজন লোকের সঙ্গে কথা বলছে। সেকেন্ড অ্যাসিসটেন্ট ডিরেক্টর এসে জিলের হাতে চাপ দিল। 'তুমি ভালোই করেছ, খুশি। তবে পরেরবারে সংলাপ মুখস্থ করে এসো।' এরপর থেকে আমার আর কাজের অভাব হবে না,' ভাবছিল জিল।

তেরো মাস পরে আবার একটি কাজ পেল জিল। MGM-এর একটি ছবিতে, অতি সামান্য এক চরিত্রে। জীবন ধারণের জন্য ইতোমধ্যে ওকে নানান কাজ করতে হয়েছে। জিনিসপত্র ফেরি করে বিক্রি করেছে, কিছুদিন ট্যাক্সিও চালিয়েছে।

জমানো টাকা দ্রুত ফুরিয়ে আসছে। হ্যারিয়েট মার্কাসের সঙ্গে একটি অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া করে থাকার সিদ্ধান্ত নিল জিল। দুই বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট। হ্যারিয়েটের বেডরুমটি সবসময় পূর্ণ থাকে। সে শহরের একটি ডিপার্টমেন্ট স্টোরে মডেল হিসেবে কাজ করে। দেখতে বেশ সুন্দরী হ্যারিয়েট। খাটো কালো চুল, মডেলদের মতো নজরকাড়া ফিগার এবং হাস্যরসে ভরপুর।

'হোবোকেন থেকে যদি আসো তুমি,' জিলকে বলল সে, 'অবশ্যই তোমার মধ্যে রসের ফল্গুধারা বওয়া উচিত।'

শুরুতে হ্যারিয়েটের নির্লিপ্ত স্ব-নির্ভরশীল আচরণ জিলের খুব একটা ভালো লাগত না। ওর সঙ্গে মেলামেশার পরে বুঝতে পেরেছে নাক উঁচু ওই ভাবটার নিচে আসলে লুকিয়ে আছে উষ্ণ মনের, ভীতু স্বভাবের একটি মেয়ে। জিলের সঙ্গে পরিচয়ের দিন হ্যারিয়েট বলেছিল, 'তোমার সঙ্গে র‍্যালিফের পরিচয় করিয়ে দেব। আমরা আগামী মাসে বিয়ে করছি।'

কিন্তু কিছুদিন পরে র‍্যালফ হ্যারিয়েটকে ছেড়ে চলে যায়। টনির সঙ্গে পরিচয় হয় হ্যারিয়েটের। পেশায় ইমপোর্ট-এক্সপোর্ট ব্যবসায়ী টনি। হ্যারিয়েট প্রবলভাবে তার প্রেমে পড়ে।

'ও দারুণ একজন মানুষ,' জিলকে বলে হ্যারিয়েট। তবে সবার কাছে টনি নিশ্চয় দারুণ ছিল না। কারণ মাসখানেক পরে তাকে লসএঞ্জেলস নদীতে মৃত অবস্থায় ভেসে থাকতে দেখা যায়, মুখে আপেল গোঁজা।

অ্যালেক্স ছিল হ্যারিয়েটের পরবর্তী প্রেমিক।

'ওর মতো সুদর্শন পুরুষ জীবনে দেখোনি,' হ্যারিয়েট গর্ব করে বলে জিলকে।

অ্যালেক্স সত্যি সুদর্শন। সে দামি জামা-কাপড় পরে, ঝকঝকে কনভার্টিবল চালায় এবং তার বেশিরভাগ সময় কাটে ঘোড়দৌড়ের মাঠে। হ্যারিয়েটের টাকা-পয়সার টানাটানি শুরু হলে প্রেম-পর্বেরও সমাপ্তি ঘটে। পুরুষ মানুষ চিনতে হ্যারিয়েট বারবার ভুল করছে বলে তার ওপরে রেগে যায় জিল।

'আমি আসলে পারি না,' স্বীকার করে হ্যারিয়েট। 'যারা বিপদে পড়ে তাদের কাছে আমি এগিয়ে যাই। এ অভ্যাসটা বোধহয় পেয়েছি মা'র কাছ থেকে।' মুচকি হেসে যোগ করে, 'আমার মা ছিলেন একটা বোকা।'

জিল লক্ষ্য করে হ্যারিয়েটের প্রেমিকরা আসছে এবং যাচ্ছে। কেউই তার জীবনে দীর্ঘদিন থাকছে না। ওরা অ্যাপার্টমেন্টে ওঠার কয়েক মাস পরে হ্যারিয়েট ঘোষণা দিল সে অন্তঃসত্ত্বা।

'মনে হয় লিওনার্ড আমার অনাগত সন্তানের বাপ,' খিলখিল হাসে হ্যারিয়েট, 'তবে জানোই তো– অন্ধকারে সবাই সমান।'

'লিওনার্ড কোথায়?'

'ওমাহা কিংবা ওকিনাওয়ায়। আমি ভূগোলে বরাবরই কাঁচা।'

'তুমি এখন কী করবে?'

'আমার সন্তান জন্ম দেবো।'

হালকা-পাতলা গড়নের বলে গর্ভবতী হওয়ার চিহ্নগুলো কয়েক হপ্তার মধ্যে প্রকটভাবে ফুটে উঠল হ্যারিয়েটের শরীরে। ফলে মডেলিং-এর কাজটা ছেড়ে দিতে হলো ওকে। জিল সুপারমার্কেটে একটা কাজ খুঁজে নিল যাতে দুজনের ভরণপোষণ চলে যায়।

একদিন বিকেলে কাজ থেকে ফিরেছে জিল, দেখল ওর জন্য একটি চিরকুট লিখে রেখে গেছে হ্যারিয়েট।

'আমি সবসময়ই চেয়েছি আমার সন্তানের জন্ম হবে হোবোকেনে। বাবা-মা'র কাছে ফিরে যাচ্ছি আমি। বাড়ি– ওখানে চমৎকার একজন পুরুষ অপেক্ষা করছে আমার জন্য। সবকিছুর জন্য তোমাকে অনেক ধন্যবাদ–সন্ন্যাসিনী হ্যারিয়েট।

অ্যাপার্টমেন্টটি অকস্মাৎ ভীষণ নির্জন লাগল জিলের কাছে।

একত্রিশ

তেজি সময় যাচ্ছে টবি টেম্পলের। বিয়াল্লিশ বছর বয়স তার। এ বয়সেই সে দখল করে নিয়েছে দুনিয়া। সে রাজাদের সঙ্গে ঠাট্টা-তামাশা করে, গলফ খেলে প্রেসিডেন্টদের সঙ্গে, তবে বিয়ার পানে আসক্ত তার কোটি কোটি ভক্তের এতে কিছু আসে যায় না কারণ তারা জানে টবি তাদেরই একজন। তারা টবিকে ভালোবাসে, টবিও তাদেরকে ভালোবাসে।

প্রতিটি ইন্টারভিউতে নিজের মা'র কথা বলে টবি, এবং প্রতিটি সাক্ষাৎকারে তার মা দেবীর মর্যাদায় ভূষিত হয়। এভাবে টবি যেন তার সাফল্য ভাগ করে তার মায়ের সঙ্গে।

বেল-এয়ারে চমৎকার একটি এস্টেট কিনেছে টবি। জমিদারি বাড়ি, আটটি শয়নকক্ষ, প্রকাণ্ড সিঁড়ির ধাপ এবং হাতে তৈরি প্যানেলিং আমদানি করা হয়েছে ইংল্যান্ড থেকে। এ বাড়িতে আরও রয়েছে একটি প্রেক্ষাগৃহ, একটি গেম রুম, একটি ওয়াইন সেলার, বড়সড় একটি সুইমিংপুল, হাউজকীপারের জন্য ঘর এবং দুটো গেস্ট কটেজ। পাম স্প্রিংস-এ একটি জমকালো বাড়ি কিনেছে টবি, তার দখলে আছে কতগুলো রেসের ঘোড়া এবং নিজের সার্বক্ষণিক সেবা-যত্নের জন্য তিনজন লোক। এদের সবাইকে টবি 'ম্যাক' নামে ডাকে। তারা টবির সংবাদ-বাহকের কাজ করে, গাড়ি চালায়, দিনে-রাতে যখনই প্রয়োজন হয়, টবির জন্য জোগাড় করে দেয় মেয়েমানুষ, তারা টবির সঙ্গে দেশের বাইরে যায়, তার শরীর টিপে দেয়। প্রভু যখন যা পেতে ইচ্ছা করেন, তিন 'ম্যাক' সঙ্গে সঙ্গে তা তাকে জোগাড় করে দিতে এক পায়ে খাড়া।

টবির চারজন সেক্রেটারি আছে, এদের দুজনের কাজ শুধু ভক্তদের কাছ থেকে আসা বিপুল পরিমাণের চিঠিপত্র বাছাই।

তার প্রাইভেট সেক্রেটারিটির বয়স একুশ, মধু-সোনালি রঙা চুলের রূপবতীটির নাম শেরি। তার শরীর যেন তৈরি করে দিয়েছে কোনো সেক্স-ম্যানিয়াক। টবির অনুরোধে শেরি তার শর্ট স্কার্টের নিচে কখনো প্যান্টি পরে না। এতে দুজনেরই অনেকটা সময় বেঁচে যায়।

টবি টেম্পলের প্রথম ছবির প্রিমিয়ার দারুণ হলো। স্যাম উইন্টার্স এবং ক্লিফটন লরেন্স প্রেক্ষাগৃহে এলো ছবি দেখতে। সিনেমা শেষ হবার পরে সবাই মিলে গেল চেজেন-এ মুভিটি নিয়ে আলোচনা করার জন্য।

চুক্তিপত্র করার পরে টবি দেখা করেছিল স্যামের সঙ্গে। 'আমার ফোনগুলো যদি সেই সময়ে রিসিভ করতে তাহলে আজ আর আমার জন্য এত টাকা খরচ করতে হতো না।' বলল টবি। কীভাবে সে স্যামের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেছিল বিস্তারিত বর্ণনা দিল।

'আমার ভাগ্য খারাপ,' আফসোসের সুরে বলল স্যাম।

চেজেন-এ বসে স্যাম ক্লিফটন লরেন্সকে জানাল সে টবির সঙ্গে তিনটি ছবির চুক্তি করতে চায়।

'কাল সকালে জানাব তোমাকে,' এজেন্টটি বলল স্যামকে। ঘড়ি দেখল। 'আমাকে এক্ষুণি আবার ছুটতে হবে।'

'কোথায় যাবে?' জিজ্ঞেস করল টবি।

'আরেকজন ক্লায়েন্টের সঙ্গ দেখা করার কথা, আমার তো আরও অন্যান্য ক্লায়েন্টও আছে, ডিয়ার বয়।'

অদ্ভুত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল টবি। মুখে বলল, 'আচ্ছা।'

পরদিন সকালের রিভিউগুলোতে প্রশংসার বন্যায় ভেসে যাবার জোগাড় হলো টবি টেম্পল। প্রতিটি সমালোচক লিখলেন টেলিভিশনের মতো চলচ্চিত্রেও বড় তারকায় পরিণত হতে চলেছে টবি টেম্পল।

সবগুলো রিভিউ পড়ল টবি তারপর ফোন করল ক্লিফটন লরেন্সকে।

'অভিনন্দন, ডিয়ার বয়,' বলল এজেন্ট। 'রিপোর্টার এবং ভ্যারাইটি পত্রিকা পড়েছ? ওদের রিভিউ যেন প্রেমপত্র। আমি বলেছিলাম একদিন তুমি পৃথিবী জয় করবে, টবি। এবং তুমি তা-ই করেছ। এখন সবকিছু তোমার।' এজেন্টের কণ্ঠে গভীর তৃপ্তি।

'ক্লিফ, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে। আসতে পারবে?'

'নিশ্চয়। পাঁচটার মধ্যে চলে আসছি এবং–'

'আমি এখুনি আসবার কথা বলছি।'

একটু ইতস্তত করে ক্লিফটন বলল, 'আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে–'

'ঠিক আছে, খুব বেশি ব্যস্ত থাকলে থাক।' ফোন রেখে দিল টবি।

এক মিনিট পরে ক্লিফটন লরেন্সের সেক্রেটারি ফোন করে জানাল, 'মি. লরেন্স আপনার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন, মি. টেম্পল।'

ক্লিফটন লরেন্স টবির কাউচে বসল। 'যীশুর কিরে, টবি, আমি যত ব্যস্তই থাকি না কেন তোমার জন্য আমি সবসময় ফ্রি। আজকেই আমাকে তোমার দরকার হবে

বুঝতে পারিনি। জানলে অন্য কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট হাতে রাখতাম না।'

টবি এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে এজেন্টের দিকে, তাকে দরদরিয়ে ঘামতে দিচ্ছে। কেশে গলা পরিষ্কার করে নিল ক্লিফটন। 'আরি, কথা বলছ না কেন! তুমি আমার সবচেয়ে পছন্দের মক্কেল, এ কথা কি তুমি জানো না?'

কথা সত্য, ভাবছে ক্লিফটন। আমি ওকে তৈরি করেছি। ও আমার সৃষ্টি। আমি ওর মতোই ওর সাফল্য উপভোগ করি।

হাসল টবি। 'সত্যি কি তাই, ক্লিফ?' খর্বাকৃতির মানুষটির শরীর থেকে উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠাগুলো বেরিয়ে যাচ্ছে দেখতে পেল ও। 'আমি কিন্তু অন্য কথা ভাবছি।'

'মানে?'

'তোমার মক্কেলের সংখ্যা এত বেশি যে মাঝে মাঝে মনে হয় তুমি আমার প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দিতে পারো না।'

'কথাটা ঠিক বললে না তুমি। আমি তোমার জন্য যথেষ্ট সময় ব্যয়–'

'আমি চাই তুমি তোমার সবটুকু সময় শুধু আমার জন্যেই ব্যয় করবে, ক্লিফ।'

হাসল ক্লিফটন। 'মশকরা করছ?'

'না। আমি সিরিয়াস।' ক্লিফটনের মুখ থেকে হাসি মুছে যেতে দেখল টবি। 'আমি মনে করি আমার নিজের এজেন্টের পূর্ণ মনোযোগ পাবার জন্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ মানুষ আমি। আর নিজের এজেন্ট যখন বলছি তখন আমি এমন কাউকে চাইব না যে তার ডজনখানেক মক্কেলের জন্য আমাকে প্রয়োজনীয় সময়টুকু দিতে পারছে না।'

ক্লিফটন এক মুহূর্ত ওকে দেখল তারপর বলল, 'একটা ড্রিংক দাও আমাকে।' টবি বার-এ গেল। ক্লিফটন বসে ভাবতে লাগল। আসল সমস্যাটা কী জানে সে। টবির ইগো কিংবা নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ ভাবার বিষয় এটা নয়।

আসল বিষয় হলো টবির একাকীত্ব। ওর মতো নিঃসঙ্গ মানুষ আর নেই জানে ক্লিফটন। টবি দামি দামি উপহার দিয়ে ডজন ডজন নারী কিনেছে, কেনার চেষ্টা করেছে বন্ধু। সে সবাইকে চায়। আর সে যত পায় তার চেয়েও বেশি চায়।

ক্লিফটন শুনেছে টবি একেকবারে অন্তত জনা ছয় মেয়েকে নিয়ে বিছানায় ওঠে, তার ভেতরের খিদে মেটানোর চেষ্টা করে। কিন্তু কাজ হয় না। আসলে টবির দরকার একটি মাত্র মেয়ে কিন্তু সেই মেয়েটির খোঁজ সে পায়নি আজও। তাই সে বহু নারীকে নিয়ে খেলা করে।

টবি চায় সবসময় তাকে লোকজন ঘিরে থাকুক।

একাকীত্ব। এ একাকীত্ব থেকে টবি মুক্ত থাকে শুধু তখন যখন দর্শকের সামনে এসে সে দাঁড়ায়, তাদের হাততালির শব্দ শোনে, অনুভব করে তাদের ভালোবাসা। তবে যখন সে স্টেজে থাকে না, তাকে ঘিরে রাখে তার মিউজিশিয়ান, লেখক, শো গার্ল, কৌতুকাভিনেতাসহ তার সাঙ্গপাঙ্গোরা। সে যাকে পায় তাকেই তার কক্ষপথে ভিড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করে।

এখন ক্লিফটন লরেন্সকে চাইছে সে। সবসময়ের জন্য এবং তার সবটুকু।

ডজনখানেক মক্কেল আছে ক্লিফটনের তবে তাদের কাছ থেকে পাওয়া সম্মিলিত আয় টবির ধারেকাছেও নেই। টবি নাইট ক্লাব, টেলিভিশন, সিনেমা ইত্যাদি থেকে অবিশ্বাস্য অংকের অর্থ উপার্জন করে। আর এজেন্ট হিসেবে ক্লিফটন এ থেকে যে কমিশন পায় তা তার অন্যান্য মক্কেলদের থেকে ঢের বেশি। তবে ক্লিফটন শুধু টাকার জন্য টবির সঙ্গে থাকছে না, থাকছে টবিকে সে ভালোবাসে বলে। আর টবিরও তাকে প্রয়োজন রয়েছে। ক্লিফটনের মনে পড়ে টবির আগমনের আগে তার জীবন কেমন নিষ্প্রাণ ও নিষ্প্রভ ছিল। দীর্ঘদিন ধরে কোনো নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়নি ক্লিফটনকে। পুরানো সাফল্যের ওপর পুঁজি করে চলেছে। আর টবিকে ব্রেক দেয়ার পর থেকে সে দারুণ উত্তেজক সময় কাটাচ্ছে। দুজনে মিলে কত মজা আর স্ফূর্তি করছে। সব মনে পড়ে যাচ্ছে ক্লিফটনের।

টবি ড্রিংক নিয়ে ফিরে এলো তার কাছে। ক্লিফটন টেস্ট করার জন্য উঁচু করে ধরল হাতের গ্লাস। 'আমাদের দুজনের একত্রিভূত হবার জন্য, ডিয়ার বয়।'

টবির প্রাকটিকাল জোকগুলো কিংবদন্তিতে পরিণত হলো। তার এক ক্যাথলিক বন্ধু একটি মাইনর অপারেশনের জন্য হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল। অপারেশন শেষে সে যখন মোটামুটি সুস্থ হয়ে উঠছে এমন সময় একদিন এক অপূর্ব সুন্দরী তরুণী সন্ন্যাসিনী এলো তার হাসপাতালের ঘরে। সন্ন্যাসিনী টবির বন্ধুর কপালে হাত বুলাতে বুলাতে বলল, 'তোমার শরীর শীতল হবে, ভালো লাগবে। তোমার ত্বক খুব নরম।'

'ধন্যবাদ, সিস্টার।'

সন্ন্যাসিনী ঝুঁকে বন্ধুটির মাথার বালিশ ঠিকঠাক করে দিতে লাগল। তার ভরাট, নরম বুক ঘষা খাচ্ছিল বন্ধুটির মুখে। সঙ্গে সঙ্গে তার পুরুষাঙ্গ দাঁড়িয়ে গেল। সন্ন্যাসিনী টবির বন্ধুর গায়ের কম্বল ঠিকঠাক করে দিচ্ছে, হাতটা ঘষা খেল শক্ত হয়ে থাকা পুরুষাঙ্গে। বন্ধুটি শরমে মরে যায় আর কী।

'গুড লর্ড,' বলল সন্ন্যাসিনী। 'কী এটা?' সে কম্বল তুলে ফেলতেই দণ্ডায়মান জিনিসটিকে দেখতে পেল।

'আ-আমি খুবই দুঃখিত, সিস্টার,' তোতলাল লোকটি। 'আমি-'

'দুঃখিত হবার কিছু নেই। তোমার জিনিসটা সুন্দর।' বলল সন্ন্যাসিনী। তারপর মুখ নামিয়ে আনল ওখানে।

মাস ছয় পরে বন্ধুটি জানতে পারল ওটা ছিল টবির শয়তানী। সন্ন্যাসিনীর ছদ্মবেশে এক বেশ্যাকে পাঠিয়েছিল সে তার কাছে।

আরেকবার নতুন চুক্তি করতে টবি গেছে স্যাম উইন্টার্সের স্টুডিওর অফিসে। সঙ্গে নিয়েছে ট্রেনিংপ্রাপ্ত একটি প্যান্থার। স্যামের অফিসের দরজা খুলল টবি। তখন ওখানে মিটিং চলছে।

'আমার এজেন্ট তোমার সঙ্গে কথা বলবে,' বলল টবি। তারপর প্যান্থারটিকে ঠেলে ঘরে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে বন্ধ করে দিল দরজা।

পরে টবি রসিয়ে গল্প করেছে, 'ওই ঘরের তিনজন মানুষের তো প্রায় হার্ট অ্যাটাক হবার জোগাড়। প্যান্থারটা হিসু করে ভাসিয়ে দিয়েছিল ঘর। ওরা এক মাসেও গা থেকে সেই মুতের গন্ধ দূর করতে পারেনি।'

দশজন লেখক টবির জন্য কাজ করে। এদের নেতা হলো ও'হ্যালনন এবং রেইঙ্গার। লেখকরা যা-ই লিখত কিছুই পছন্দ হতো না টবির। একবার এক বেশ্যাকে লেখকদের দলে নিয়োগ করল টবি। পরে শুনল লেখকরা লেখা বাদ দিয়ে ওই বেশ্যার সঙ্গে বেডরুমেই বেশি সময় কাটায়। মেয়েটাকে চাকরিচ্যুত করল টবি।

টবি যেমন উদার তেমনি অমিতব্যয়ী। সে তার কর্মচারী এবং বন্ধুদের সোনার ঘড়ি, সিগারেট লাইটার, দামি পোশাক-আশাক উপহার তো দেয়ই, তাদেরকে নিয়ে ইউরোপ ভ্রমণেও যায়। তখন বিপুল অর্থ সঙ্গে থাকে তার। আর সমস্ত ব্যয়ভার নগদ টাকায় শোধ করে টবি। এমন কি একবার দুটো রোলসরয়েস কিনেছে নগদ অর্থে।

টবিকে নিয়ে যে কত গল্প আছে! এবং বেশিরভাগ গল্পই সত্যি। একদিন, গল্প বাছাই নিয়ে কনফারেন্স হচ্ছে, এক লেখক এলো অনেক দেরিতে। এ এক ক্ষমাহীন পাপ। 'দেরি হওয়ার জন্য দুঃখিত,' ক্ষমাপ্রার্থনার সুরে বলল সে। 'আমার বাচ্চা আজ সকালে গাড়ি চাপা পড়েছে।'

টবি তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'গল্পটা এনেছো?'

ঘরের সবাই টবির এ শীতল আচরণে স্তম্ভিত।

তবে এ টবিই আবার লেখকের আহত সন্তানের চিকিৎসার জন্য দেশ সেরা এক ব্রেন সার্জনকে পাঠিয়ে দিয়েছে। চিকিৎসার সমস্ত ব্যয়ভার সে বহন করেছে তবে ছেলেটির বাবাকে এ বলেও শাসিয়েছে, 'তোমার ছেলের চিকিৎসা যে আমি করেছি এ কথা যদি কাউকে কখনো বলেছ তাহলে কিন্তু আর তোমার চাকরি নাই।'

একমাত্র কাজই টবির সকল নিঃসঙ্গতা ভুলিয়ে দেয়, তাকে প্রকৃত আনন্দ দিতে পারে। যদি শো ভালো হয়, টবির মতো মজার মানুষ হয় না, কিন্তু শো সফল না হলে দানবে পরিণত হয় সে, হাতের কাছে যাকে পায় তাকেই তুলোধুনো করে ছাড়ে।

টবি খুবই কর্তৃত্বপরায়ণ স্বভাবের। সে তার লেখকদের দুচক্ষে দেখতে পারে না কারণ সে জানে এদেরকে তার দরকার যদিও তাদেরকে সে চায় না। তাই লেখকদের সঙ্গে তার আচরণ হয় বৈরী। বেতন দেয়ার দিন টবি পেচেক দিয়ে এরোপ্লেন বানিয়ে তা ছুড়ে দেয় লেখকদের উদ্দেশ্যে। অতি সামান্য ভুলেও যখন-তখন তাদের চাকরি চলে যেতে পারে। একবার এক লেখক অফিসে এলো তামাটে

চামড়া নিয়ে। বোঝা যায় সে ত্বক ট্যান করেছে। টবি সঙ্গে সঙ্গে তাকে চাকরিচ্যুত করল। 'এমন করলে কেন?' জানতে চাইল ও'হ্যানলন। 'ওই লোকটা আমাদের অন্যতম সেরা লেখক।'

'যদি সে সত্যি কাজ করত,' জবাব দিল টবি, 'তাহলে চামড়া ট্যান করার সময় পেত না।'

টবির কোনো শোতে কোনো অতিথি শিল্পী যদি খুব বেশি প্রশংসা পেতে থাকে, টবি চেঁচিয়ে বলে, 'বাহ, দারুণ! আমি চাই প্রতি হপ্তায় আপনি এ শোতে আসবেন।' সে প্রযোজকের দিকে তাকায়। 'আমি কী বললাম শুনেছ তো?' প্রযোজক জানে ওই অভিনেতা এ শোতে আর সুযোগ পাবে না।

টবির চরিত্র বিপরীতমুখী। সে অন্যান্য কৌতুকাভিনেতাদের সাফল্য ঈর্ষা করে। একদিন টবি রিহার্সাল স্টেজ থেকে যাচ্ছে, পুরানো সময়ের এক কমেডি তারকা ভিন্নি টারকেলের ড্রেসিং রুমের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল ও। ভিন্নির ক্যারিয়ারের সেই ঔজ্জ্বল্য এখন প্রায় নিভে গেছে। সে একটি লাইভ টিভি নাটকে অভিনয় করার সুযোগ পেয়েছে। আশা করছে এ নাটক তাকে আবার ফিরিয়ে আনবে লাইম লাইটে। টবি ড্রেসিং রুমে উঁকি দিল। দেখল কাউচে শুয়ে আছে ভিন্নি। মাতাল। শো'র ডিরেক্টর এসে টবিকে বলল, 'ও যেমন আছে তেমনই থাকতে দাও। কারণ ওর দিন শেষ।'

'কী হয়েছে?'

'ভিন্নির ট্রেডমার্ক ছিল তার উঁচু লয়ের, কম্পিত কণ্ঠ। আমার রিহার্সালের সময় যতবার মুখ খুলেছে ভিন্নি, কিছু বলার চেষ্টা করেছে, সবাই ওকে নিয়ে হাসাহাসি করেছে। বেচারা আর অভিনয় করতে পারেনি।'

'এই চরিত্রটির ওপরে সে নির্ভর করে আছে, নয় কী?' জিজ্ঞেস করল টবি।

কাঁধ ঝাঁকাল পরিচালক। প্রতিটি অভিনেতাই তার প্রতিটি চরিত্রের ওপরে নির্ভর করে থাকে।'

টবি ভিন্নি টারকেলকে নিয়ে তার বাড়ি এলো। বুড়ো কমেডিয়ানকে নানাভাবে উজ্জীবিত করার চেষ্টা করল।

'এরকম চমৎকার রোল তুমি জীবনে পাওনি। আর সেটাতে অভিনয়ের সুযোগ এভাবে নষ্ট করতে চাইছ?'

করুণ চেহারা নিয়ে ডানে-বামে মাথা নাড়ল ভিন্নি।

'আমি অলরেডি ওটা নষ্ট করে ফেলেছি। আর পারব না।'

'কে বলল পারবে না?' গর্জে উঠল টবি। 'তুমি পৃথিবীতে, যে কারও চেয়ে এ চরিত্রে ভালো অভিনয় করতে পারবে।' বুড়ো মানুষটি ডানে-বামে মাথা নাড়ল। 'ওরা আমাকে হাসাহাসি করে।'

'তা জানি। কেন করে জানো? কারণ সারা জীবন তুমি ওদেরকে হাসিয়ে মেরেছ। তোমাকে দেখলেই ওদের হাসি পেয়ে যায়। তবে তুমি অভিনয়টা চালিয়ে

গেলে আর ওরা তোমাকে নিয়ে হাসাহাসি করার সাহস পাবে না। তুমি ওদের মুখের হাসি মুছে দেবে।'

ভিন্নি টারকেলের আত্মবিশ্বাস জাগাতে সেদিন সারা বিকেল এ লোকের সঙ্গে কাটিয়ে দিল টবি। তারপর সন্ধ্যায় পরিচালকের বাড়িতে ফোন করল। 'টারকেল এখন ঠিক আছে। ওকে নিয়ে আর দুশ্চিন্তা করতে হবে না।'

'আমি আর দুশ্চিন্তা করছিও না,' জানাল পরিচালক। 'কারণ ওকে আমি শো থেকে বাদ দিয়েছি।'

'ওকে আবার নিয়ে নাও,' বলল টবি। 'ওকে তোমার একটা সুযোগ দেয়া উচিত।'

'ঝুঁকি নিতে পারব না, টবি। আবার সে মদ খেয়ে মাতাল হবে এবং–'

'ওকে নিয়ে নাও,' বলল টবি। 'ড্রেস রিহার্সালের পরেও যদি দেখো ওকে দিয়ে কাজ হচ্ছে না, আমি ওর জায়গায় অভিনয় করব এবং বিনিময়ে কোনো পারিশ্রমিকও নেব না।'

ও প্রান্তে ক্ষণিক বিরতি। তারপর পরিচালক বলল, 'তুমি সিরিয়াসলি বলছ?'

'একশোবার।'

'ঠিক আছে,' দ্রুত বলল ডিরেক্টর। 'তাহলে ওই কথাই রইল। ভিন্নিকে কাল সকাল ন'টায় রিহার্সালে আসতে বোলো।'

শো অন এয়ারে যাওয়ার পরে হিট হয়ে গেল। সমালোচকরা ভিন্নির অভিনয়ের খুব প্রশংসা করল। সেবারে টেলিভিশন অ্যাডওয়ার্ডের সবগুলো পুরস্কার একাই বাগিয়ে নিল ভিন্নি, ড্রামাটিক অ্যাক্টর হিসেবে তার জন্য নতুন ক্যারিয়ারের দিগন্ত উন্মোচিত হলো। টবিকে সে দামি একটি উপহার পাঠাল। টবি উপহারটি একটি চিঠিসহ ফিরিয়ে দিল। 'আমি কিছুই করিনি। যা করার তুমি নিজেই করেছ।' এই হলো টবি টেম্পল।

মাস কয়েক পরে টবি তার শোতে অভিনয়ের সুযোগ দিল ভিন্নি টারকেলকে। ভিন্নি টবিকে নকল করে দেখাতে গিয়ে ওর বিরাগভাজন হয়ে পড়ল। তারপর থেকে টবি তাকে ভুল কিউ দিতে শুরু করল, ভিন্নির কৌতুকীগুলোর দফারফা করে ছাড়ল এবং চার কোটি মানুষের সামনে তাকে অপমান করল।

এ-ও এক টবি টেম্পল।

একজন ও'হ্যানলনের কাছে জানতে চেয়েছিল টবি টেম্পল মানুষটা আসলেই কীরকম। জবাবে ও'হ্যানলন বলেছিল, 'তুমি ওই ছবিটা দেখেছ যেখানে চার্লি চ্যাপলিনের সঙ্গে কোটিপতিটির পরিচয় হয়। কোটিপতি যখন মাতাল থাকে, সে হয় চ্যাপলিনের জিগরী দোস্ত। কিন্তু যখন সে স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে ওই সময় সে চ্যাপলিনকে যেন চেনেই না। তো টবি টেম্পল হলো সেরকম। তবে ঠাণ্ডা মাথাতেও সে একইরকম।'

একবার একটি টিভি নেটওয়ার্কের প্রধানদের সঙ্গে মিটিং করছে টবি, লক্ষ্য

করল একজন জুনিয়র এক্সিকিউটিভ কথা প্রায় বলছেই না। পরে টবি ক্লিফটন লরেন্সকে বলল, 'আমার মনে হয় না ও আমাকে পছন্দ করে।'

'কার কথা বলছ?'

'মিটিং-এর ছেলেটার কথা।'

'তাতে কী আসে যায়? ও হলো বত্রিশ নম্বর অ্যাসিসট্যান্ট ডিরেক্টর। ওকে কেউ চেনে না।'

'সে আমার সঙ্গে একটি কথাও বলেনি,' গজগজ করল টবি। 'ও আমাকে সত্যি পছন্দ করে না।'

টবি এমন আপসেট হয়ে পড়ল যে ওই তরুণ এক্সিকিউটিভের বাসার নম্বর খুঁজে বের করতে বাধ্য হলো ক্লিফটন লরেন্স। মধ্যরাতে লোকটিকে জাগিয়ে তুলে ফোনে বলল, 'টবি টেম্পলের সঙ্গে তোমার কোনো ঝগড়া আছে?'

'আমার সঙ্গে? প্রশ্নই ওঠে না। ওর মতো মজার মানুষই হয় না।'

'তাহলে আমার একটা উপকার করবে, ডিয়ার বয়? ওকে ফোন করে কথাটা বলে দাও।'

'কী?'

'টবিকে ফোন করে বলো যে তুমি তার ভক্ত।'

'নিশ্চয় বলব। কাল সকালেই ফোন করব।'

'এখুনি বলো।'

'এত রাতে! এখন তিনটা বাজে।'

'তাতে কিছু আসে যায় না। সে তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।'

তরুণ এক্সিকিউটিভ ফোন করা মাত্র ফোন রিসিভ করা হলো, বলে উঠল টবির কণ্ঠ, 'হাই।'

ঢোক গিলল তরুণ। বলল, 'আ–আমি আসলে একথাটা বলার জন্যে ফোন করেছি যে আমি আপনার বিরাট ভক্ত।'

'ধন্যবাদ, বন্ধু,' বলে ফোন রেখে দিল টবি।

সহচরের নেশা টবির ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। মাঝে মাঝে সে মধ্যরাতে বন্ধুদেরকে ফোন করে তার সঙ্গে মদ্যপানের আমন্ত্রণ জানায়। কিংবা ও'হ্যানলন অথবা রেইঙ্গারকে কাঁচা ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলে স্টোরি কনফারেন্স করার আহ্বান জানায়। বাড়িতে সারারাত বসে সিনেমা দেখে টবি, সঙ্গে থাকে তার তিন ম্যাক, ক্লিফটন লরেন্স এবং ডজনখানেক সুন্দরী তরুণী।

তবে যত লোক ওকে ঘিরে থাকে ততই নিঃসঙ্গতা পেয়ে বসে টবিকে।

বত্রিশ

১৯৬৩ সাল। নভেম্বর মাস। শরত বিদায় নিয়েছে। আসি আসি করছে শীত। ভোরবেলাগুলো এখন কুয়াশাঢাকা এবং শীতল। আকাশ থেকে পাতলা, উষ্ণ আলো ভেসে আসে। শীতের প্রথম বর্ষণও শুরু হয়ে গেছে।

এখনও প্রতিদিন সকালে সোয়াব-এ একবার হাজিরা দেয় জিল ক্যাসল। তবে এখানকার কথাবার্তা, আলোচনা সবকিছুই তার কাছে আগের মতোই বৈচিত্র্যহীন এবং গতানুগতিক মনে হয়। সারভাইভারদের দল যে পার্ট হারিয়েছে এবং কেন হারিয়েছে তা নিয়ে কথা বলে। যে সব রিভিউতে একজন তারকার চোদ্দ গুষ্ঠী উদ্ধার করা হয় সেগুলো তারা রসিয়ে রসিয়ে পড়ে আর কারও সম্পর্কে ভালো কিছু লেখা হলে সেই সমালোচকের বাপ-মা তুলে গালিগালাজ করে। জিল মাঝে মাঝে ভাবে এই সব হারানোর দলে তাকে শেষ পর্যন্ত যোগ দিতে হয় কিনা। কিন্তু তার বিশ্বাস একদিন সে বিখ্যাত কিছু হবে। কিন্তু চারপাশের পরিচিত মুখগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে বুঝতে পারে এরা সবাই আসলে একই কল্পনার ফানুস ওড়াচ্ছে। এর মানে কি এটা যে এরা আসলে সবাই বাস্তবতা বিবর্জিত নাকি সকলে এমন একটি স্বপ্ন নিয়ে জুয়ো খেলছে যা কোনোদিন ঘটবে না? এটা ভাবতেও ভয় লাগে জিলের।

দলটির সবার কনফেসর যেন হয়ে গেছে জিল। তারা নিজেদের সমস্যাগুলো নিয়ে ওর কাছে আসে, তাদের সমস্যার কথা শোনে জিল, সাধ্যমত সাহায্যের চেষ্টা করে। কাউকে পরামর্শ দেয়, কাউকে অর্থ সাহায্য করে, কারও ঘুমাবার জায়গা নেই। তাকে দুই-এক হপ্তার জন্য আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে সে। ডেটিং-এর ধারেকাছেও নেই জিল। কারণ নিজের ক্যারিয়ারের চিন্তা তাকে এমন ব্যস্ত রাখে ওসব ভাবার সময় কোথায় তার? তাছাড়া এমন কারো সঙ্গে পরিচয় হয়নি যার প্রতি আকর্ষণ বোধ করবে জিল।

অল্প কিছু অর্থ জমাতে পারলেই টাকাটা মাকে পাঠিয়ে দেয় জিল। দীর্ঘ চিঠিতে লেখে সে এখানে ভালোই রোজগার করছে। প্রথম দিকে জিলের মা তাকে লিখতেন জিল যেন পাপ মোচন করে সন্ন্যাসিনী হয়ে যায়। কিন্তু জিল যখন একটি-দুটি ছবিতে অভিনয় শুরু করল এবং মাকে বেশি বেশি টাকা পাঠাতে লাগল, মা তখন

অনিচ্ছাসত্ত্বেও কন্যার গর্বে গরবিনী হতে থাকলেন। জিল অভিনেত্রী হতে চায়, এ নিয়ে এখন আর তাঁর আপত্তি নেই তবে তিনি মেয়েকে চাপ দেন জিল যেন ধর্মীয় চরিত্রগুলোতে অভিনয় করে।

'আমি নিশ্চিত তুই যদি তোর ধর্মীয় ব্যাকগ্রাউন্ড তুলে ধরতে পারিস, মি. ডেমিল তোকে নিশ্চয় এ ধরনের চরিত্রে কাজ করার সুযোগ দেবেন।' লেখেন তিনি।

ওডেসা একটি ছোট শহর। জিলের মা এখনও তেলমানবদের জন্য কাজ করেন। জিল জানে তার মা তাকে নিয়ে নানাজনের কাছে গল্প করবেন এবং আজ হোক বা কাল হোক ডেভিড কেনিয়ন অবশ্যই তার সাফল্যের কথা জানতে পারবে। তাই মা'র চিঠিতে জিল বানিয়ে বানিয়ে লেখে সে কোন্ কোন্ তারকার সঙ্গে কাজ করেছে। আর চিঠিতে সেসব তারকার ডাক নাম ব্যবহার করে সে জিল সেসব তারকার পাশে দাঁড়িয়ে কৌশলে ছবি তোলে। সেসব ছবি সে তার মাকে পাঠিয়ে দেয়। তার চিঠি পড়ে মনে হয় তারকাজগতের খ্যাতি থেকে সে মাত্র এক কদম দূরে।

দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার একটি রীতি হলো ক্রিসমাসের তিন হপ্তা আগে হলিউড বুলেভার্ডে সান্তাক্লসের প্যারেড হয়। ক্রিসমাস ইভের আগ পর্যন্ত প্রতি রাতে এরকম একটি করে প্যারেডে হলিউডের বাসিন্দারা অংশগ্রহণ করেন। তবে প্রধান মিছিলে একজন তারকা নেতৃত্ব দেন। সে তারকাটিকে বলা হয় গ্রান্ড মার্শাল। এবারের মিছিলের গ্রান্ড মার্শাল হলো টবি টেম্পল।

রাস্তার এক কোণে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ মিছিলটি দেখছিল জিল। তারকারা মিছিল থেকে তাদের ভক্তদের উদ্দেশে হাত নাড়ছেন। মিছিলের অগ্রভাগে রয়েছে টবি টেম্পল। তার মিছিলটি দেখে উল্লাসে ফেটে পড়ল জনতা। জিল মাত্র এক ঝলক দেখতে পেল টবির সারল্য মাখানো মিষ্টি হাসি মুখখানা। তারপর আর তাকে দেখা গেল না।

মিছিলে তারকারা ছাড়াও কিছু ক্যারেক্টার অ্যাক্টর আছে। এদের একজন জিলের উদ্দেশ্যে হাত নেড়ে বলল, 'হাই, জিল! কী খবর তোমার?'

ভিড়ের অনেকেই ঈর্ষা নিয়ে তাকাল জিলের দিকে। খুশি লাগল জিলের। লোকে তো জানছে শো বিজনেসের সঙ্গে সে-ও জড়িত, সে-ও এ লাইনের একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। জিলের পাশ থেকে ভেসে এলো একটি ভরাট, পরিচ্ছন্ন কণ্ঠ, 'মাফ করবেন– আপনি কি অভিনয় করেন?'

ঘুরল জিল। বক্তা একজন দীর্ঘদেহী, সোনালি চুলের যুবক। বয়স চব্বিশ/পঁচিশ। গায়ের চামড়া ট্যান করা, দাঁতগুলো সাদা এবং মসৃণ। পরনে পুরানো জিনস, নীল টুইডের জ্যাকেট, কনুইতে চামড়ার তাপ্পি লাগানো।

'জী।'

'আমিও। আমিও অভিনয় করি,' হাসল সে। 'মানে স্ট্রাগলিং অ্যাক্টর।'

নিজের বুকে আঙুল দিয়ে দেখাল জিল। 'আমিও স্ট্রাগল করছি।'

হেসে উঠল যুবক। 'আমি কি আপনাকে এক কাপ কফি খাওয়াতে পারি?'

যুবকের নাম অ্যালান প্রেস্টন, এসেছে সল্ট লেক সিটি থেকে ওখানে তার বাবা মরমল চার্চে কাজ করবেন। 'আমাকে অনেক ধর্মীয় অনুশাসনের মাঝ দিয়ে যেতে হয়েছে এবং জীবনে খুব একটা আনন্দ করতে পারিনি।' জিলের কাছে স্বীকার করল সে। এ যে কাকতালীয় ঘটনা, ভাবল জিল। আমাদের দুজনের ব্যাকগ্রাউন্ড একইরকমের।

'আমি অভিনয় করি ভালোই,' তেতো গলায় বলল অ্যালান। 'কিন্তু এ শহরটি বড় কঠিন। বাড়িতে সবাই আপনাকে সাহায্য করতে চাইবে। কিন্তু এখানে যেন সকলে আপনাকে তাড়িয়ে দেয়ার জন্য এক পায়ে খাড়া।'

কফির দোকান বন্ধ হবার আগ পর্যন্ত ওরা কথা বলল, ততক্ষণে দুজনে যেন পরিণত হয়েছে ঘনিষ্ঠ বন্ধুতে। যখন জিজ্ঞেস করল অ্যালান, তুমি কি আমার বাসায় যাবে?' জবাব দিতে মুহূর্ত খানেক দ্বিধা করল জিল, 'আচ্ছা।'

হলিউড বাউল থেকে দুই ব্লক দূরে, হাইল্যান্ড এভিনিউর একটি বোর্ডিংহাউজে কাজ করে অ্যালান প্রেস্টন। বাড়ির পেছন দিকে ছোট একটি কক্ষ রয়েছে তার।

'এরা এ জায়গার নাম দিয়েছে দ্য ড্রেগস,' বলল সে জিলকে। 'এখানে যেসব অদ্ভুত কিসিমের মানুষজন বাস করে তাদেরকে যদি দ্যাখো! তাদের সবার ধারণা তারা শো বিজনেসে বিরাট কিছু করে ফেলবে।'

আমাদের মতো, ভাবল জিল।

অ্যালানের ঘরে আসবাব বলতে একটি বিছানা, একটি আলমারি, একখানা চেয়ার আর লঝঝরে একটি টেবিল। 'আমার প্রাসাদে কবে উঠব সে অপেক্ষায় আছি।' বলল অ্যালান।

হেসে উঠল জিল। 'আমিও তাই।'

অ্যালান ওকে জড়িয়ে ধরতে যাচ্ছে, শক্ত হয়ে গেল জিল।

'প্লিজ, না!'

ওকে একটু দেখে নিয়ে মৃদু গলায় অ্যালান বলল, 'আচ্ছা।' জিল হঠাৎ বিব্রতবোধ করল। ও এ লোকটির ঘরে আসলে কী করছে? এ প্রশ্নের জবাবও ওর জানা। জিল ভীষণ একা। কারও সঙ্গে কথা বলার জন্য সে ক্ষুধার্ত, তার শরীর চায় পুরুষের আদরমাখা স্পর্শ, যে ওকে জড়িয়ে ধরে ওকে নিশ্চয়তা দেয়ার সুরে বলবে সবকিছু খুব সুন্দর হবে। ডেভিড কেনিয়নের কথা মনে পড়ল জিলের। কিন্তু সে ছিল অন্য জীবন, অন্য আরেক পৃথিবী। ও ডেভিডকে এমনভাবে কামনা করতে লাগল যে বেদনা বোধ হলো শরীরে। একটু পরে অ্যালান যখন জিলকে আবার জড়িয়ে ধরল, চোখ বুজে এলো ওর, অ্যালানকে ও ভাবছে ডেভিড আর ডেভিড যেন ওকে চুমু খাচ্ছে, ওর জামাকাপড় খুলছে, ওর সঙ্গে প্রেম করছে।

রাতটা অ্যালানের সঙ্গে কাটাল জিল। কয়েকদিন পরে ওর ছোট অ্যাপার্টমেন্টে উঠে এলো অ্যালান।

অ্যালান প্রেস্টনের মতো সহজ-সরল মানুষ হয় না। সে খুবই আমুদে স্বভাবের, আজকের দিনটাই তার কাছে আসল, কাল কী হবে তা নিয়ে বিন্দুমাত্র ভাবনা তার নেই। জিল তার ভবিষ্যৎ, তার জীবন নিয়ে কথা বলতে চাইলে অ্যালান বলে, 'অ্যাপয়েন্টমেন্ট ইন সামারা'র কথা মনে আছে? যা ঘটার ঘটবে। নিয়তিই তোমাকে খুঁজে নেবে। তোমার নিয়তিকে খুঁজতে হবে না।'

জিল কাজের খোঁজে বাইরে যাওয়ার অনেকক্ষণ পরেও অ্যালান শুয়ে থাকে বিছানায়। জিল ঘরে ফিরে দেখে অ্যালান হয় ইজি চেয়ারে বসে আছে, বই পড়ছে কিংবা তার বন্ধুদের সঙ্গে বিয়ার পানে ব্যস্ত। সে ঘরে কোনো টাকা-পয়সা দেয় না।

'তুমি একটা বোকা,' জিলের এক বান্ধবী একদিন বলল ওকে।

'ওই লোকটা তোমার বিছানা ব্যবহার করছে, খাচ্ছে তোমার পয়সায় তোমারই কেনা মদ গিলছে। ওকে ভাগাও।'

কিন্তু জিল তাকে ভাগাল না।

জীবনে এই প্রথম জিল হ্যারিয়েটের কথা বুঝতে পারল, বুঝতে পারল তার সকল বান্ধবীকে যারা যে সব পুরুষকে মরিয়া হয়ে আঁকড়ে থাকে যদিও তাদেরকে তারা ভালোবাসে না বরং ঘৃণা করে।

এ আসলে একা থাকার ভয়।

জিলের চাকরি-বাকরি নেই। ক্রিসমাসের আর বেশি দেরিও নেই। ওর কাছে অল্প কয়েকটি টাকা আছে মাত্র তবু মাকে তার ক্রিসমাসের উপহার পাঠাতে হবে। টাকার সমস্যার সমাধান করে দিল অ্যালান। একদিন ভোরবেলা সে জিলকে কিছু না বলে বেরিয়ে গেল। বাড়ি ফিরে জানাল, 'আমরা একটা কাজ পেয়ে গেছি।'

'কী ধরনের কাজ?'

'অভিনয়, অবশ্যই। আমরা তো অভিনেতা, তাই না?'

জিল তার দিকে তাকাল, হঠাৎ আশা জাগল মনে। 'সত্যি বলছ?'

'অবশ্যই। আমার এক পরিচালক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। কাল সে একটি ছবির শুটিং করছে। আমাদের দুজনের জন্যেই ওখানে পার্ট আছে। একদিনের কাজে একেকজন একশো ডলার করে পাবো।'

'বাহ, চমৎকার!' খুশি হয়ে উঠল জিল। 'একশো ডলার!'

এ টাকা দিয়ে সে মাকে শীতের চমৎকার ইংলিশ উলের কোট কিনে দেয়ার পরেও চামড়ার একটি ভালো পার্স কেনার টাকা থেকে যাবে।

'তবে কাজটা হবে একটু গোপনে। একজনের গ্যারেজের পেছনে।'

জিল বলল, 'তাতে কী আসে যায়? অভিনয় তো অভিনয়।'

তেত্রিশ

লসএঞ্জেলেসের দক্ষিণে গ্যারাজটি, এমন এক জায়গায় যেখানে এক পুরুষেই বড়লোকি থেকে মধ্যবিত্তের সীমানায় পৌঁছে গেছে।

দরজা খুলে দিল বেঁটে মোটাসোটা এক লোক। অ্যালানের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করতে করতে সে বলল, 'ইউ মেড ইট, বাডি। গ্রেট।'

জিলের দিকে ফিরল সে। প্রশংসাসূচক শিস বেরিয়ে এলো ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে। 'এ যে দেখছি জলপরী!'

অ্যালান বলল, 'জিল, এ হলো পিটার টেরাগ্নিও। আর এ জিল ক্যাসল।'

'কেমন আছেন?' বলল জিল।

'পিট হলো ডিরেক্টর,' জানাল অ্যালান।

'ডিরেক্টর, প্রডিউসার, চিফ বটল ওয়াশার একাধারে সবই আমি। সব কাজই একটু-আধটু পারি। আসুন, ভেতরে আসুন।' সে ওদেরকে নিয়ে খালি গ্যারেজ হয়ে একটি প্যাসেজওয়েতে ঢুকল, এটা এক সময় সার্ভেন্টস কোয়ার্টার্স হিসেবে ব্যবহার করা হতো। করিডোরের পরে দুটো বেডরুম। একটি শয়নকক্ষের দরজা খোলা। ওদিকে এগোতে মনুষ্য কণ্ঠ ভেসে এলো। দোরগোড়ায় এসে জিল ভেতরে উঁকি দিল। অবিশ্বাসের একটা ধাক্কা খেয়ে থেমে গেল।

ঘরের মাঝখানে, একটি বিছানায় শুয়ে আছে দুজোড়া নারী পুরুষ। নগ্ন, একজন কৃষ্ণাঙ্গ, একজন মেক্সিকান আর মেয়ে দুটির একটি শ্বেতাঙ্গ অপরজন কালো চামড়ার। একজন ক্যামেরাম্যান সেটে আলো ফেলছে, একটি মেয়ে মেক্সিকানের মুখ মোহন করছে। মেয়েটি এক মুহূর্তের জন্য বিরতি দিল, হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'কাম অন, ইউ কক। ব্যাটা খাড়া হ।'

জিলের তখন অজ্ঞান হবার দশা। পাঁই করে ঘুরল ও, প্যাসেজওয়ে ধরে হাঁটা দিতে গিয়ে লক্ষ্য করল পা চলছে না। কাঁপছে।

অ্যালান চট করে ওর হাত ধরে ফেলল।

'তুমি ঠিক আছ তো?'

জবাব দিতে পারল না জিল। হঠাৎ ঘুরতে শুরু করেছে মাথা, পেটে যেন কেউ ছুরিকাঘাত করছে।

'এখানে দাঁড়াও,' হুকুম করল অ্যালান।

সে এক বোতল লাল রঙের বড়ি আর এক পাইন্ট ভদকা নিয়ে ফিরে এলো। বোতল থেকে দুটো বড়ি বের করে জিলকে দিল। 'খেয়ে নাও। শরীর ভাল লাগবে।'

জিল মুখে ফেলল একটা বড়ি, মাথায় হাতুড়ির আঘাত পড়ছে।

'নাও গিলে ফেল।' বলল অ্যালান।

জিল ভদকা দিয়ে বড়ি গিলে ফেলল।

'এটাও নাও,' অন্য বড়িটি এগিয়ে দিল অ্যালান। মদ দিয়ে বড়ি গিলল জিল। 'একটু শুয়ে থাকো।'

খালি বেডরুমটিতে জিলকে নিয়ে গেল অ্যালান। বিছানায় শুয়ে পড়ল ও। খুব আস্তে নড়াচড়া করছে। বড়িগুলো আরম্ভ করে দিয়েছে কাজ। একটু ভালো লাগছে জিলের। পেট উগরে বমি আসার ভাবটা দূর হয়েছে।

মিনিট পনেরো বাদে ওর মাথাব্যথাটা চলে গেল। অ্যালান ওকে আরেকটা বড়ি খেতে দিল। কিছু না ভেবেই ওটা খেয়ে নিল জিল। আরেক গ্লাস ভদকা পান করল। মাথার যন্ত্রণাটা চলে গিয়ে যে কী ভালো লাগছে। অ্যালানের আচরণ কেমন যেন অদ্ভুত, বিছানার চারপাশে মোড়ামুড়ি করছে।

'স্থির হয়ে বসো,' বলল জিল।

'আমি স্থির হয়েই আছি।'

ওর কথা শুনে কেন জানি হাসি পেল জিলের। হাসতে শুরু করল সে। হাসতে হাসতে চোখ দিয়ে পানি বেরিয়ে এলো। 'ওই– ওগুলো কীসের বড়ি ছিল?'

'তোমার মাথাব্যথার জন্য, হানি।'

টেরাগ্নিও উঁকি দিল ঘরে। 'খবর কী সবার? সকলে খুশি তো?'

'সবাই– সক্কলে খুশি,' বিড়বিড় করল জিল।

অ্যালানের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল টেরাগ্নিও। 'পাঁচ মিনিট।' বলে ছুটে চলে গেল।

জিলের গায়ে ঝুঁকে পড়ল অ্যালান, ওর বুকে আদর করতে লাগল, উরুতে হাত বুলাল, টেনে তুলছে স্কার্ট, তার আঙুলগুলো জিলের দুই পায়ের ফাঁকে ব্যস্ত। দারুণ সুখবোধ হচ্ছে জিলের, উত্তেজনা বোধ করছে সে। হঠাৎ অ্যালানকে শরীরের ভেতরে চাইল ও।

'লুক, বেবি,' বলল অ্যালান। 'তোমাকে আজেবাজে কিছু করতে বলব না আমি। শুধু তুমি আমার সঙ্গে প্রেম করবে। এ তো আমরা মাঝেমাঝেই করি তবে এবারকার জন্য আমরা টাকা পাবো। দুশো ডলার। পুরোটাই তোমার।'

মাথা নাড়ল জিল তবে মনে হলো ডানে-বামে মাথা নাড়তে অনন্তকাল সময় লেগেছে ওর। 'আমি পারব না,' অস্পষ্ট গলায় বলল সে।

'কেন পারবে না?'

কথাটা মনে করতে মনোযোগ দিতে হলো ওকে। 'কারণ আমি– আমি স্টার

হতে চাই। আমি পর্নো ছবি করতে পারব না।'

'উড ইউ লাইক মি টু ফাক, ইউ?'

'ওহ্, ইয়েস। আই ওয়ান্ট ইউ, ডেভিড।'

অ্যালান কী যেন বলল তারপর হাসল। 'শিওর বেবি। আমিও তোমাকে চাই। এসো।' সে জিলের হাত ধরে বিছানার ওপরে তুলে ফেলল। জিলের মনে হলো সে উড়ে যাচ্ছে।

ওরা হলওয়েতে চলে এলো, তারপর ঢুকল আগের বেডরুমটিতে।

'ওকে,' টেরাগ্নিও ওদেরকে দেখে বলল, 'সেট আপ একই থাক। আমরা আজ নতুন এবং তাজা একটি মুখ পাচ্ছি।'

'বিছানার চাদর কি বদলে দেব?' জানতে চাইল একজন ক্রু।

'আমরা কি MGM-এর মতো বড়লোক নাকি যে কথায় কথায় বিছানা-বালিশ বদলাতে হবে?' খেঁকিয়ে উঠল ডিরেক্টর।

অ্যালানের গায়ের সঙ্গে ঝুলে আছে জিল। 'ডেভিড, এখানে অনেক লোকজন।'

'ওরা কেউ থাকবে না। চলে যাবে,' ওকে আশ্বস্ত করল অ্যালান।

'নাও, খাও।' আরেকটি বড়ি দিল সে জিলকে। ভদকার বোতল ছোঁয়াল ঠোঁটে। তা দিয়ে বড়ি গিলে খেল জিল। তারপর থেকে সবকিছু কেমন একটা ঘোরের মধ্যে ঘটতে লাগল। ডেভিড ওর গা থেকে কাপড়চোপড় খুলে নিচ্ছে, ফিসফিস করে ভালোবাসার কথা বলছে। তারপর ও নিজেকে পুরুষ মানুষটার সঙ্গে বিছানায় আবিষ্কার করল। নগ্ন শরীর নিয়ে এগিয়ে গেল সে জিলের দিকে। একটা উজ্জ্বল আলো চোখ ধাঁধিয়ে দিল জিলের।

'নাও, এ জিনিসটা মুখে পুরে নাও,' বলল পুরুষ লোকটা তবে জিলের মনে হলো কথা বলছে ডেভিড।

'ওহ্, ইয়েস,' জিনিসটা হাত দিয়ে আদর শুরু করল জিল তারপর মুখে পুরল। ঘরে কে যেন কী বলে উঠল ঠিক শুনতে পেল না জিল। ডেভিড ওর পাশ থেকে সরে গেল। জিলকে জোর করে আলোর দিকে ফেরানো হলো। চোখ ধাঁধানো আলোয় চোখ পিটপিট করছে ওর। কেউ ওকে চিৎ করে শুইয়ে দিল, ডেভিড আবার চলে এলো ওর পাশে, ওর শরীরের ভেতরে প্রবেশ করল সে। আবার একই সঙ্গে তার পুরুষাঙ্গ মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে নিল জিল। ডেভিডকে যে ও কত ভালোবাসে! কিন্তু আলোটা ওকে বড্ড বিরক্ত করছে, আর কারা যেন পেছনে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। মহা বিরক্ত লাগছে জিলের। ইচ্ছে করছে ডেভিডকে বলে সে যেন ওদেরকে ধমক দিয়ে চুপ করিয়ে দেয়। কিন্তু তীব্র সুখের সাগরে ভাসছে জিল, ঢেউয়ের মতো একের পর এক রেতঃপাত শুরু হয়ে গেছে তার, যেন শরীরটা ছিড়ে ফালাফালা হয়ে যাবে। ডেভিড ওকেই ভালোবাসে, সিসিকে নয়, সে ওর কাছে ফিরে এসেছে, ওদের বিয়ে হয়ে গেছে। ওরা চমৎকার একটি মধুচন্দ্রিমা যাপন করছে।

'ডেভিড...' বলল ও। চোখ মেলে চাইল। ওর শরীরের ওপর উঠে আছে সেই মেক্সিকান, জিভ দিয়ে চাটছে ওর সারা গা। জিল জিজ্ঞেস করার চেষ্টা করল ডেভিড কোথায় কিন্তু মুখ দিয়ে রা বেরুল না। চোখ বুজল ও। গায়ের ওপরের লোকটা ওর নগ্ন শরীর নিয়ে যা ইচ্ছা তাই করছে। সুখ আর মজা লাগছে জিলের। আবার যখন চোখ মেলল ও, কী করে যেন পুরুষ লোকটা লালচুলো এক নারীতে পরিণত হলো। সেই নারী তার বড় বড় দুই বুক ঘষছে জিলের পেটে। এরপরে মহিলা জিভ দিয়ে কী যেন করতে শুরু করল। জিলের চোখ বুজে এলো, জ্ঞান হারিয়ে ফেলল সে।

বিছানায় শোয়া শরীরটির দিকে তাকাল দুই পুরুষ।

'ও ঠিক হয়ে যাবে তো?' জিজ্ঞেস করল টেরাগ্নিও।

'নিশ্চয়,' জবাব দিল অ্যালান।

'তুমি দারুণ জিনিস নিয়ে এসেছ, মাইরি,' সপ্রশংস গলায় বলল টেরাগ্নিও। 'শি ইজ টেরিফিক। এমন সুন্দরী মেয়ে আজতক পাইনি।'

'মাই প্লেজার,' একটা হাত বাড়িয়ে দিল অ্যালান।

টেরাগ্নিও পকেট থেকে নোটের মোটা একটি তোড়া বের করল, দুই ভাগ করল। 'তোমাদের টাকাটা রাখো। ক্রিসমাস ডিনারে আসবে? স্টেলা তোমাকে দেখলে খুশিই হবে।'

'পারব না,' বলল অ্যালান। 'বৌ-বাচ্চার সঙ্গে ক্রিসমাসের ছুটি কাটাবো ঠিক করেছি। ফ্লোরিডাগামী আগামী প্লেনটা ধরতে যাচ্ছি আমি।'

'ওকে দিয়ে দারুণ একটা মুভি হবে,' অচেতন মেয়েটির দিকে ইঙ্গিত করল টেরাগ্নিও। 'ওর কী নাম ব্যবহার করব?'

হাসল অ্যালান, 'ওর আসল নামটাই ব্যবহার কোরো। জোসেফিন যিনস্কি। ওডেসায় যখন ছবিটা চলবে, ওর বন্ধুরা সব বোকা বনে যাবে।'

চৌত্রিশ

ওদের কথা মিথ্যা। সময় এমন কোনো বন্ধু নয় যে সমস্ত ক্ষত সারিয়ে তুলতে পারে। এটা একটা শত্রু যে তারুণ্য ধর্ষণ ও হত্যা করে। একেকটা ঋতু আসে এবং যায়। প্রতিটি ঋতু হলিউডে নিয়ে আসে নতুন শস্য। দ্রুতগতিতে চলে প্রতিযোগিতা, প্রতিযোগীরা আসে মোটর সাইকেল, ট্রেন এবং প্লেনে চড়ে। এদের সকলের বয়স আঠেরো, এক সময় জিলেরও যে বয়সটা ছিল। তারা সবাই লম্বা পায়ের, সুতনুকা, তাজা, উৎসুক তরুণ মুখ আর সে মুখের উজ্জ্বল হাসির জন্য দাঁতে কোনো কাপ পরতে হয় না। একেকবার নতুন ফসল আসে আর এক বছর করে বয়স বেড়ে যায় জিলের। একদিন সে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। সালটা ছিল ১৯৬৪। এ বছর পঁচিশে পা দিয়েছে জিল।

শুরুতে পর্নোগ্রাফি ছবিতে কাজ করার অভিজ্ঞতা আতঙ্কিত করে তুলত ওকে। ভয়ে থাকত কোনো কাস্টিং ডিরেক্টর যদি কোনোভাবে ব্যাপারটা জেনে যায় তাহলে ওকে হয়তো আর সিনেমায় নিতে চাইবে না। কিন্তু দিন গত হবার সঙ্গে সঙ্গে ভয়গুলোও ভুলে যেতে থাকল জিল। তবে ও অনেক বদলে গেছে। প্রতিটি সাফল্যের বছর ওর ওপরে একটা করে চিহ্ন রেখেছে। চেহারা কঠোর থেকে কঠোরতর হয়েছে। যারা ওকে অভিনয়ের সুযোগ দিচ্ছে না, যারা প্রতিশ্রুতি দিয়েও রক্ষা করেনি কথা, তাদেরকে ঘৃণা করতে শুরু করেছে জিল।

অসংখ্য আলতু-ফালতু চাকরি করেছে ও। সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন করেছে, রিসেপশনিস্ট হয়েছে, রাঁধুনির কাজ করেছে, বেবি-সিটার, মডেল, ওয়েট্রেস, টেলিফোন অপারেটর এবং সেলস-গার্লের কাজ করার অভিজ্ঞতাও সঞ্চয় করেছে ও। শুধু অপেক্ষা করেছে কবে ফোনটা আসবে।

কিন্তু ফোনটা কখনো আসেনি। আর জিলের তিক্ততা কেবলই বেড়েছে। আয়নায় তাকালে অতীতের কথা মনে পড়ে যায়। সাত বছর আগে যে ফুটফুটে মেয়েটি হলিউডে এসেছিল তার তাজা মুখখানায় আজ বয়সের ছাপ পড়তে শুরু করেছে। চোখ এবং নাকের নিচ থেকে থুতনি অবধি ভাঁজ এবং রেখা লক্ষ্য করা যায়। এসব চিহ্ন এবং দাগগুলো সতর্কবাণী উচ্চারণ করে, সময় স্রোতের মতো দ্রুত চলে যাচ্ছে কিন্তু সাফল্য এখনো ধরা দেয়নি মুঠোয়। জলদি, জিল, জলদি!

তাই ফক্স স্টুডিও'র আঠেরো বছর বয়সী সহকারী পরিচালক ফ্রেড ক্যাপার যখন প্রস্তাব দিল জিল যদি তার সঙ্গে বিছানায় যায় তাহলে জিলকে সে ফিল্মে ভালো একটা পার্ট দেবে, ও আপত্তি করেনি।

লাঞ্চের সময় স্টুডিওতে ফ্রেড ক্যাপারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করল জিল।

'আমার হাতে সময় আছে মোটে আধঘণ্টা,' বলল সে। 'কোথায় একটু নিরিবিলি বসা যায় ভেবে দেখি। গভীর চিন্তায় ডুবে গেল ফ্রেড, তারপর উজ্জ্বল হয়ে উঠল মুখ। 'হ্যাঁ, ডাবিংরুম। চলো।'

ডাবিংরুম হলো সাউন্ডপ্রুফ ছোট একটি প্রজেকশন চেম্বার যেখানে এক রিলে সমস্ত সাউন্ড ট্র্যাক ধারণ করা হয়।

শূন্য ঘরটির চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে ফ্রেড ব্যাপার বলল, 'ধ্যাত! মাত্র ছোট একটা কাউচ আছে।' ঘড়ি দেখল সে।

'ও দিয়েই কাজ চালাতে হবে। জামাকাপড় খুলে ফেল, সুইট হার্ট। আর বিশ মিনিট পরে চলে আসবে ডাবিং ক্রু।'

জিল কটমট করে তাকাল ফ্রেডের দিকে, নিজেকে মনে হলো একটা বেশ্যা, ছোকরাকে খুব ঘৃণা হলো ওর, কিন্তু চেহারায় ফুটতে দিল না ভাবটা। ও নিজের মতো চেষ্টা করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে। এখন ওদের রাস্তায় চলতে হবে। জামাকাপড়, প্যান্ট সব খুলে ফেলল ও। কাপড় খোলার ঝামেলায় গেল না ফ্রেড। প্যান্টের জিপার খুলে বের করল স্ফীত পুরুষাঙ্গ। জিলের দিকে তাকিয়ে হে হে করে হাসল। 'তোমার পাছাটা ভারি সুন্দর। উপুড় হও।'

কিছুর ওপর ভর দেয়ার জন্য এদিক-ওদিক তাকাল জিল। সামনে দেখতে পেল লাফিং মেশিন, এটা দিয়ে নানারকম হাসির শব্দ বের হয়।

'কী হলো, উপুড় হতে বললাম না!'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করল জিল, তারপর ঝুঁকল সামনে, মেশিনের ওপর দুই হাত রেখে ভারসাম্য রক্ষা করল। এগিয়ে এলো ফ্রেড, জিল টের পেল আঙুল দিয়ে ওর নিতম্ব ফাঁক করে ধরছে। পরমুহূর্তে মলদ্বারে ফ্রেডের লিঙ্গের ডগার চাপ খেল ও। 'দাঁড়াও!' বলল জিল। 'ওখানে না! আ–আমি পারব না–'

'চেঁচাও, সুন্দরী। তোমার চিৎকার শুনতে চাই আমি।' বলে জোর্সে ধাক্কা মারল ফ্রেড। ভয়াবহ ব্যথায় শরীর ছিঁড়েখুঁড়ে গেল জিলের। ওর প্রতিটি চিৎকারের সঙ্গে গভীর থেকে গভীরে পুরুষাঙ্গ ঢুকিয়ে দিতে লাগল ফ্রেড। নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করল জিল। কিন্তু হারামীটা ওর নিতম্ব লৌহমুষ্টিতে চেপে ধরে রেখেছে আর দ্রুত চালনা করছে কোমর। ধস্তাধস্তি করতে গিয়ে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল জিল, লাফিং মেসিনের লিভার ধরতে গেছে, আঙুলের চাপ খেল যন্ত্রের গায়ে বসানো কতগুলো বোতাম। সঙ্গে সঙ্গে ঘর ভরে উঠল দানবীয় হাসিতে। নিম্নাংগে যেন আগুন জ্বলছে জিলের, শরীর কুঁকড়ে গেল ব্যথা এবং রাগে, হাত বাড়ি খেল মেশিনে। এক মহিলা খিকখিক করে হেসে উঠল, অট্টহাসি হাসতে লাগল

কয়েকজন, খিলখিল হাসছে একটি মেয়ে, সেইসঙ্গে অসংখ্য কণ্ঠ বিচিত্র সব সুরে হাসতে লাগল যেন অশ্লীল, গোপন কোনো কৌতুক শুনে সবাই দারুণ মজায় ফেটে পড়েছে হাসিতে।

হঠাৎ পেছনের শরীরটা অতি দ্রুত বার কয়েক ঝাঁকি খেল তারপর ওর ভেতরে ঢুকিয়ে রাখা মাংসখণ্ডটি বের করে আনা হলো। ঘরের হাসিও আস্তে আস্তে স্তিমিত হয়ে এলো। জিল ওভাবেই রইল, চোখ বন্ধ, ব্যথা সইবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। অবশেষে সিধে হয়ে দাঁড়ানোর শক্তি সঞ্চয় করল ও। ঘুরল। ফ্রেড প্যান্টের ফ্লাই লাগাচ্ছে।

'তুমি দারুণ, সুইট হার্ট। তোমার চিৎকার আমাকে সত্যি উত্তেজিত করেছে।'

জিল ভাবছে এ জানোয়ারটা উনিশ বছর বয়সে আরো না জানি কত হারামী হয়ে উঠবে।

জিলের উরু বেয়ে রক্ত গড়াচ্ছে দেখে সে বলল, 'গা ধুয়ে নাও। তারপর বারো নম্বর স্টেজে চলে এসো। আজ দুপুর থেকে তোমার কাজ।'

ওই প্রথম অভিজ্ঞতার পরে বাকিটা চলল মসৃণ গতিতে। জিল সবগুলো স্টুডিওতে নিয়মিত কাজ করতে লাগল। এর মধ্যে রয়েছে ওয়ার্নার ব্রাদার্স, প্যারামাউন্ট, এম জি এম, ইউনিভার্সাল, কলাম্বিয়া, ফক্স। সব জায়গায় কাজ পেল ও শুধু ডিজনি স্টুডিও বাদে কারণ ওখানে সেক্স বিকোয় না।

বিছানায় জিল যে ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় তা এক কথায় ফ্যান্টাসি। অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সে কাজটা করে, এ জন্য প্রস্তুত করে নেয় নিজেকে যেন অভিনয়ে অংশ নিতে যাচ্ছে। সে ওরিয়েন্টাল ইরোটিকার ওপরে বই পড়েছে, সান্তা মোনিকা বুলেভার্ড থেকে ফিল্টার (Philter) এবং স্টিমুল্যান্ট কিনে এনেছে। এক এয়ারলাইন স্টুয়ার্ডেস তাকে একটি লোশন দিয়েছে যার সামান্যতম স্পর্শেও উত্তেজিত হয়ে ওঠে শরীর। জিল তার বিছানার প্রেমিকদের ধীরগতিতে তবে অত্যন্ত সংবেদনশীলতার সাথে ম্যাসেজ করে দেয় গা। 'শুয়ে ভাবতে থাকো আমি তোমার শরীর নিয়ে কী করছি।' ফিসফিস করে বলে সে। স্টুয়ার্ডেসের দেয়া লোশনটি সে লোকটার বুকে মাখে, সেখান থেকে চলে আসে পেটে, তারপর আঙুলের ডগা দিয়ে ছোট ছোট বৃত্ত আঁকতে আঁকতে হাত চলে যায় কুঁচকিতে। 'চোখ বোজো এবং উপভোগ করো।'

জিলের হাতের আঙুল যেন প্রজাপতির ডানার মতো হালকা, লোকটার সারা শরীরে মসৃণ ছন্দে উড়ে বেড়ায়। যখন উত্তেজিত হয়ে পড়ে লোকটা, তার ক্রমে দণ্ডায়মান পুরুষাঙ্গ হাতের মুঠোয় নিয়ে হস্তমৈথুন করে দিতে থাকে জিল, জিভ বোলায় লোকটার দুই পায়ের মাঝখানে আর সে সুখে কেঁপে ওঠে বারবার। একদম পায়ের আঙুল পর্যন্ত জিভ দিয়ে আদর করে যায় জিল। তারপর লোকটাকে উপুড় করে শোয়ায় সে এবং পেছন থেকে আবার শুরু করে একই প্রক্রিয়া।

কারও পুরুষাঙ্গ যদি ঘুমিয়ে থাকে, জিল লিঙ্গের নেতানো ডগাটা তার যোনির দুই ঠোঁটের মাঝখানে ঢুকিয়ে দেয়। টের পায় আস্তে আস্তে ওটা মোটা এবং শক্ত হয়ে উঠছে। যখন কারও বীর্যপাত হবার উপক্রম হয়, চূড়ান্ত মুহূর্তের সময়ে তাকে থামিয়ে দেয় জিল। এভাবে কয়েকবার করে সে। তারপর যখন ওই লোক বীর্যস্খলন করে, অবিশ্বাস্য সুখ অনুভব করে সে।

সহকারী পরিচালক, প্রযোজক এদেরকে যে যৌনানন্দ দেয় জিল তার তুলনায় সে ফিল্মে যেসব চরিত্রে অভিনয়ের সুযোগ লাভ করে তা নিতান্তই গৌণ। শহরে ইতোমধ্যে তার নাম হয়ে গেছে 'রেড-হট পিস অব অ্যাস।' সবাই তার যৌবনের স্বাদ নেয়ার আশায় উন্মুখ। আর জিল তাদেরকে বঞ্চিত করে না। কিন্তু প্রতিবার শরীর বিলোবার পরে এ লোকগুলোর প্রতি তার ঘৃণা ও তিক্ততা বেড়ে চলে।

কীভাবে বা কখন জানে না জিল; তবে তার স্থির বিশ্বাস যারা তাকে এভাবে ব্যবহার করছে কাজে সুযোগ দেয়ার নাম করে, এদের সবাইকে একদিন তার পরিণাম ভোগ করতে হবে।

পঁয়ত্রিশ

পরবর্তী কয়েক বছরে জিল ডজনখানেক সিনেমা, টিভি শো এবং কর্মাশিয়ালে কাজ করল। অভিনয়ের সুযোগ না পেলে সেই ফাঁকে সেক্রেটারি, বেবি সিটার, এলিভেটর অপারেটরের কাজও করল জিল। কিন্তু এতগুলো বছর গেছে, এখনও সে নাম-পরিচয়হীন একজন রয়ে গেল। সে শো বিজনেসে থেকেও যেন নেই। কিন্তু এভাবে তো সারা জীবন চলতে পারে না।

১৯৬৬ সালে মারা গেলেন জিলের মা। জিল ওডেসা গেল মা'র অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় অংশ নিতে। তখন শেষ বিকেল। খুব অল্প কজন মানুষ হাজির হয়েছে ফিউনারেলে। মা এতদিন যাদের জন্য নিরলস পরিশ্রম করেছেন তাদের কাউকে এখানে দেখা গেল না।

একটি পরিচিত কণ্ঠ হঠাৎ ডাকল ওকে। 'হ্যালো, জোসেফিন।'

ঘুরল জিল। ডেভিড কেনিয়ন। চোখে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে আছে ওর পাশে। ডেভিডের আচরণে কোনো আড়ষ্টতা নেই; যেন কোনোদিন বিচ্ছিন্ন হয়নি ওরা, আজও যেন ওরা দুজনে দুজনার। চলে যাওয়া বছরগুলো ডেভিডের চেহারায় ম্যাচুরিটি এনে দিয়েছে। জুলফিতে দুই-একটা ধূসর চুলের ঝিলিক। তবে ওর মাঝে অন্য কোনো পরিবর্তন আসেনি। সে এখনও ডেভিড, তার ডেভিড। যদিও দুজনের মাঝে এখন যোজন যোজন মাইলের দূরত্ব।

ডেভিড বলল, 'তোমার মা'র মৃত্যুতে আমি খুবই কষ্ট পেয়েছি।' জবাবে জিল বলল, 'ঠিক আছে, ডেভিড।'

যেন ওরা কোনো নাটকের সংলাপ বলছে।

'তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে। আজ রাতে আমার সঙ্গে দেখা করতে পারবে?' তার কণ্ঠে দারুণ আকুতি।

সেদিনটার কথা মনে পড়ে গেল জিলের যে ক্ষুধাটা ও ডেভিডের মধ্যে দেখেছিল, মনে পড়ল প্রতিশ্রুতি আর স্বপ্নগুলোর কথা। জিল বলল, 'পারবো, ডেভিড।'

'লেকের পাড়ে, কেমন? তোমার গাড়ি আছে?'

মাথা ঝাঁকাল জিল।

'আমি এক ঘণ্টার মধ্যে ওখানে আসছি।'

নগ্ন শরীরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছে সিসি। ডেভিড বাড়ি ফিরলে ওকে নিয়ে একটি ডিনার পার্টিতে যাবে। ডেভিড সিসিকে নিরাবেগ চোখে দেখে। যদিও সিসি দেখতে সুন্দরী, ডায়েটিং এবং ব্যায়াম করে নির্মেদ এবং সুগঠিত রেখেছে শরীর। কিন্তু ডেভিড তার প্রতি কোনো কামনা অনুভব করে না। সে জানে সিসির সুন্দর শরীরের ভাগীদার অনেকেই। এদের মধ্যে আছে সিসির গলফ শিক্ষক, স্কি প্রশিক্ষক তার ফ্লাইট ইন্সট্রাক্টর। অবশ্য এ জন্য ডেভিড সিসিকে দোষারোপ করে না। কারণ বহুদিন ধরে সিসির সঙ্গে তার কোনো শারীরিক সম্পর্ক নেই।

ডেভিডের মা মারা যাবার পরে ডেভিড ভেবেছিল এবারে ওকে ডিভোর্স দেবে সিসি। সে এখনও বুঝে উঠতে পারে না কেন সে সিসিকে সেদিন বিয়ে করতে রাজি হয়েছিল। হয়তো কোনো চাতুরীর শিকার হতে হয়েছে ওকে। বিয়ের বছরখানেক বাদে সিসিকে বলেছিল ডেভিড, 'আমাদের এখন ডিভোর্স নিয়ে কথা বলা উচিত।'

সিসি বলেছে, 'কীসের ডিভোর্স?' ডেভিডের চেহারায় বিমূঢ় ভাব ফুটে উঠতে দেখে হাসিতে ভেঙে পড়েছে সে। 'মিসেস ডেভিড কেনিয়নের পরিচয়টা আমি উপভোগ করি, ডার্লিং। তোমার কি ধারণা ওই পোলিশ বেশ্যাটার জন্য তোমাকে আমি ত্যাগ করব?'

ঠাস করে থাপ্পড় কষিয়েছিল ডেভিড।

পরের দিন সে গিয়েছিল তার উকিলের সঙ্গে কথা বলতে। কথা শেষ হবার পরে আইনজীবী বলেছিল, 'তোমাকে আমি ডিভোর্সের ব্যবস্থা করে দিতে পারি, ডেভিড। তবে সিসি তোমাকে সহজে ছাড়তে চাইবে না। ডিভোর্স পেতে হলে অনেক টাকা দিতে হবে তোমাকে।'

'প্রয়োজন হলে দেব। তুমি ডিভোর্সের ব্যবস্থা করো।'

ডিভোর্স পেপার হাতে পাবার পরে সিসি ডেভিডের বেডরুমে ঢুকে দরজায় তালা লাগায় এবং অনেকগুলো ঘুমের বড়ি গিলে ফেলে। দুজন ভৃত্য নিয়ে ভারি দরজাটা ভেঙে সিসিকে বের করতে হয়েছিল ডেভিডের। দুদিন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করেছিল সিসি। ওকে প্রাইভেট হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ডেভিড ওকে দেখতে গিয়েছিল।

'আমি দুঃখিত, ডেভিড,' বলেছিল সিসি। 'আমি তোমাকে ছাড়া বাঁচতে পারব না। এবং এটাই সত্য কথা।'

পরদিন সকালে ডিভোর্সের মামলা তুলে নেয় ডেভিড।

এ ঘটনা প্রায় দশ বছর আগের, ডেভিডের বৈবাহিক জীবন এখন অস্বস্তিকর একটা যুদ্ধবিরতির সম্পর্কের মাঝ দিয়ে চলছে। তার হাতে এখন কেনিয়ন সাম্রাজ্যের পুরোটাই, এ রাজ্য চালাতে পুরো শক্তি নিয়োগ করেছে সে। ব্যবসার কাজে বিশ্বের বিভিন্ন শহরে যেতে হয় ডেভিডকে। সেসব জায়গায় নারী শরীরের স্বাদ নেয় ও। কিন্তু জোসেফিনকে সে ভুলতে পারেনি এক মুহূর্তের জন্যেও।

জোসেফিনের তাকে নিয়ে ভাবনাটা কী তা জানে না ডেভিড। তবে জানতে ভয়ও লাগে। জোসেফিন নিশ্চয় ওকে দারুণ ঘৃণা করে। জোসেফিনের মা'র মৃত্যু সংবাদ শুনে সে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় এসেছিল শুধুমাত্র জোসেফিনকে এক নজর দেখবে বলে। ওকে দেখামাত্র তার মনে হয়েছে কোনোকিছুই আসলে বদলায়নি। অন্তত তার জন্য নয়। বছরগুলো মুহূর্তে যেন শেষ হয়ে গেছে, ডেভিড টের পাচ্ছে জোসেফিনের প্রতি তার ভালোবাসায় বিন্দুমাত্র খাদ ধরেনি।

সিসি ঘুরতেই দেখল ডেভিড তাকে আয়নায় লক্ষ্য করছে।

'জলদি তৈরি হয়ে নাও, ডেভিড। আমাদের দেরি হয়ে যাবে।'

'আমি জোসেফিনের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। ও যদি আমাকে চায়, আমি ওকে বিয়ে করব। তোমার-আমার মাঝের প্রহসনের সমাপ্তি ঘটা উচিত, নয় কি?'

স্থির দৃষ্টিতে ডেভিডের দিকে তাকিয়ে থাকল সিসি। তার নগ্ন শরীরের প্রতিফলন আয়নায়।

'আমি কাপড় পরব,' বলল সে। 'তুমি বাইরে যাও।'

ডেভিড মাথা ঝাঁকিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। ঢুকল বড় ড্রইংরুমে। পায়চারি করতে লাগল। আসন্ন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করছে নিজেকে। এত বছর পরেও নিশ্চয় এ ফাঁপা সম্পর্কটা আর টিকিয়ে রাখতে চাইবে না সিসি। ডিভোর্সের বিনিময়ে ও যা চাইবে দিতে রাজি আছে ডেভিড–

সিসির গাড়ি চালু হবার শব্দ শুনতে পেল ডেভিড, টায়ারের তীক্ষ্ণ আওয়াজ তুলে ড্রাইভওয়ে ধরে ছুটল ওটা। সদর দরজায় দৌড়ে গেল ও। তাকাল। সিসির ম্যাসেরাটি ঝড় তুলে ছুটে যাচ্ছে হাইওয়ের দিকে। দ্রুত নিজের গাড়িতে উঠে পড়ল ডেভিড। চালু করল ইঞ্জিন এবং সিসির পেছন পেছন ছুটল।

হাইওয়েতে উঠে এসে দেখে দিগন্তরেখায় মিলিয়ে গেছে সিসির গাড়ি। অ্যাকসেলেটর দাবিয়ে ধরল ডেভিড। ওর রোলস রয়েসের চেয়ে ম্যাসেরাটির গতি অনেক বেশি। গ্যাস পেডালে চাপ বাড়াল ডেভিড : ৭০... ৮০... ৯০... । সিসিকে দেখা যাচ্ছে না কোথাও।

...১০০...১১০... এখনও কোনো চিহ্ন নেই মেয়েটার।

ছোট একটা ঢাল বেয়ে উপরে উঠে এলো ডেভিড। দেখতে পেল সিসির গাড়ি। অনেক দূরে, একটা খেলনার মতো লাগছে, একটা বাঁকের ধারে কাত হয়ে ছুটছে। প্রচণ্ড গতির কারণে রাস্তার এক দিকে হেলে গেছে ম্যাসেরাটি, রাস্তায় থাকার প্রাণপণ চেষ্টা করছে টায়ারগুলো। ডানে-বামে দুলছে গাড়িটা, হাইওয়ে থেকে বিচ্যুত হয়ে যাচ্ছে। তারপর ওটা সাঁ করে বাঁকে ঘুরল এবং অকস্মাৎ রাস্তার গায়ে বাড়ি খেল ম্যাসেরাটি। পরমুহূর্তে গুলতি ছোঁড়ার মতো শূন্যে নিক্ষিপ্ত হলো ওটা, মাঠের মধ্যে একের পর এক ডিগবাজি খেতে লাগল।

ভাঙা গ্যাস ট্যাংক বিস্ফারিত হবার মুহূর্ত কয়েক আগে সিসির অজ্ঞান দেহটা গাড়ির ভেতর থেকে বের করে আনল ডেভিড।

পরদিন সকাল ছটার সময় চিফ সার্জন অপারেশন কক্ষ থেকে বেরিয়ে বললেন, 'ও বেঁচে যাবে।'

সূর্যাস্তের ঠিক আগে আগে লেকের পাড়ে হাজির হলো জিল। পানির তীর ঘেঁষে দাঁড় করাল গাড়ি। বন্ধ করে দিল ইঞ্জিন। বাতাসের কানাকানি শুনছে কান পেতে। নিজেকে এত সুখী কোনোদিন মনে হয়নি, মনে মনে বলল জিল। মনে পড়ল এ লেকের তীরে কীভাবে ওরা প্রেম করেছিল, ডেভিডকে পাবার কী দারুণ তৃষ্ণা জেগেছিল দেহ-মনে। ওদের সুখ যে বা যারাই ধ্বংস করে থাকুক না কেন এখন আর সেসব ভাবতে চায় না জিল। এখন সে শুধু ডেভিডকে নিয়ে ভাবতে চায়। ডেভিডকে দেখা মাত্র সে বুঝেছে আবারও সে ওকে চায়। ডেভিড যে ওকে এখনও ভালোবাসে তা তার চাউনি দেখেই বুঝতে পেরেছে জিল।

লাল টকটকে সূর্যটা লেকের গভীরে ডুব দিল। নেমে এলো আঁধার। ডেভিড যে এখনও কেন আসছে না! ও মনে মনে বলতে থাকল ডেভিড, তাড়াতাড়ি চলে এসো! জলদি!

এক ঘণ্টা চলে গেল, তারপর দু' ঘণ্টা। বাতাস হয়ে উঠল শীতল। গাড়িতে বসে রইল জিল, স্থির এবং চুপচাপ। দেখছে ফ্যাকাসে সাদা প্রকাণ্ড একটি চাঁদ উঠেছে আকাশে। ওকে ঘিরে থাকা রাতের নানান শব্দ শুনছে জিল আর আপন মনে বলছে ডেভিড আসবে, ডেভিড আসবে।

সারা রাত ওখানে বসে থাকল জিল, পরদিন ভোরে, যখন প্রথম আলোর রেখা নিয়ে দিগন্তে উঁকি দিল সূর্য, গাড়িতে স্টার্ট দিল ও, চলল হলিউড অভিমুখে।

ছত্রিশ

টবি'র টেলিভিশন শো'র কাস্টিং ডিরেক্টর এডি বেরিগান বিবাহিত। তবে সে হপ্তায় তিনটি বিকেল তার এক বন্ধুর অ্যাপার্টমেন্ট ব্যবহার করে। একটি বিকেল বরাদ্দ থাকে তার রক্ষিতার জন্য, বাকি দুটো বিকেল 'পুরানো ট্যালেন্ট' এবং 'নতুন ট্যালেন্ট'দের জন্য।

জিল ক্যাসল নতুন ট্যালেন্ট। এডির বেশ কজন বন্ধু ওকে বলেছে জিল 'দারুণ ট্রিপ' দিতে পারে এবং তার মাথায় অনেক বুদ্ধি। এডি ওকে ব্যবহার করতে আগ্রহী ছিল। জিলকে একটি চরিত্রে নেয়ার সুযোগ তার এসেছে। ক্যারেক্টারটি একটি সেক্সি চেহারার মেয়ের চরিত্র, তাকে ক্যামেরার সামনে কয়েক লাইন সংলাপ বললেই চলবে।

জিল এডি'র সঙ্গে দেখা করার জন্য সেজেগুজে এসেছে। হলিউডের অন্যতম সেরা মেকআপ আর্টিস্ট বব-শিফার জিলকে শিখিয়েছে কীভাবে মেকআপ নিলে চেহারা থেকে সহজেই লুকানো যায় বয়সের ছাপ। তার পরামর্শ মতো মুখে পাউডারের বদলে প্যান-স্টিক বেস ব্যবহার করে জিল। সে শুনেছে পাউডার শরীরের ত্বক শুকিয়ে ফেলে কিন্তু প্যান স্টিক চামড়াটাকে ভেজা ভেজা রাখে। মেকআপ নেয়ার পরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে নিজেই মুগ্ধ জিল। সে এখনও যথেষ্ট সুন্দরী, তার ফিগার চমৎকার, গায়ের ত্বক মাখনের মতো। তার বক্ষজোড়া এখনো ভরাট এবং আটসাঁট। কোমরটাও সরু, নিতম্ব ভারি, মাথার চুলগুলো কালো, রেশমী কোমল। তো এরকম দারুণ দেখতে মেয়েকে এডির তো পছন্দ হবেই। তাছাড়া এডির দেয়া স্ক্রিপ্ট পড়ে সে তাকে সন্তুষ্ট করতে পেরেছে। এডি বলল, 'তোমাকে এ চরিত্রে নেয়া হলো।'

'ধন্যবাদ, এডি।'

'এই নাও তোমার স্ক্রিপ্ট। কাল সকালে শুরু হবে মহড়া। কাঁটায় কাঁটায় দশটায়। ঠিক সময়ে চলে এসো আর সংলাপ মুখস্থ রেখো।'

'নিশ্চয়,' এডি আর কিছু বলে কিনা শোনার জন্য অপেক্ষা করছে জিল।

'আ–ইয়ে আজ বিকেলে এসো না একসঙ্গে কফি খাই?'

সম্মতি দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা দোলাল জিল।

'নাইনটি-ফাইভ থার্টিন আজাইলে আমার এক বন্ধুর অ্যাপার্টমেন্ট আছে। অ্যালারটন।'

'আমি চিনি জায়গাটা,' বলল জিল।

'অ্যাপার্টমেন্ট সিক্স ডি। বিকেল তিনটা।'

চমৎকার চলল রিহার্সাল। ভালো একটি শো হবে এটি। এ হপ্তার ট্যালেন্টদের মধ্যে রয়েছে আর্জেন্টিনা থেকে আগত একটি দুর্দান্ত নাচের দল, একটি জনপ্রিয় রক এন রোল গ্রুপ, এক জাদুকর যে চোখের পলকে অদৃশ্য হতে জানে এবং একজন টপ ভোকালিস্ট। মহড়ায় সবাই উপস্থিত থাকে শুধু একজন বাদে– টবি টেম্পল। একদিন এডি বেরিগানকে টবির অনুপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন করল জিল, 'উনি কি অসুস্থ?'

নাক সিঁটকাল এডি। 'আরে কীসের অসুস্থ। সে শো'র দিন অর্থাৎ শনিবার ধূমকেতুর মতো হাজির হবে, শো শেষ করে আবার অদৃশ্য।'

শনিবার সকালে রাজকীয় আবহ ছড়িয়ে স্টুডিওতে প্রবেশ করল টবি টেম্পল। স্টেজের এক কোণে দাঁড়িয়ে তার আগমন লক্ষ করল জিল। টবির সঙ্গে আছে তার সার্বক্ষণিক সেই তিন চামচা, ক্লিফটন লরেন্স এবং কয়েকজন বয়সী কৌতুকাভিনেতা। টবির ঢং ঢাং দেখে মুখ বাঁকাল জিল। সে টবি টেম্পলের সব খবরই জানে। ও হলো ইগোম্যানিয়াক, গুজব অনুসারে, হলিউডের প্রতিটি সুন্দরী অভিনেত্রীকে সে শয্যাশায়ী করেছে। তাকে কেউ না বলতে পারে না। হ্যাঁ, গ্রেট টবি টেম্পলের এসব কাণ্ডকারখানার কিছুই অজানা নেই জিলের।

হ্যারি ডারকিন নামে বেঁটেখাটো, নার্ভাস টাইপের পরিচালকটি টবির সঙ্গে তার শো'র বাকি কাস্টদের পরিচয় করিয়ে দিল। টবি এদের অনেকের সঙ্গেই আগে কাজ করেছে। হলিউড ছোট গ্রামের মতো, আর মুখগুলো এখানে চেনা। তবে জিল ক্যাসলের সঙ্গে টবির আগে কখনো পরিচয় হয়নি। বাদামি-ধূসর রঙের লিনেনের ড্রেসে জিলকে দারুণ সমাহিত এবং অভিজাত লাগছে।

'তুমি কী করছ, হানি?' জানতে চাইল টবি।

'আমি জ্যোতিষীর ভূমিকায় অভিনয় করছি, মি. টেম্পল।'

জিলকে উষ্ণ হাসি উপহার দিল টবি। 'আমার বন্ধুরা আমাকে স্রেফ টবি নামে ডাকে।'

শিল্পীরা শুরু করে দিল কাজ। রিহার্সাল চলল ধীরগতিতে। ডারকিন অবশ্য কারণটি শীঘ্রি বুঝতে পারল। টবি আসলে জিলের কাছে জাহির করছে নিজেকে। সে এ শো'র প্রতিটি মেয়েকে শয্যাসঙ্গিনী করেছে, জিল তার জন্য নতুন চ্যালেঞ্জ।

টবির সঙ্গে জিলের অভিনয়ের অংশটুকু এ শোয়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অংশ। টবি জিলের জন্য বাড়তি কয়েকটি সংলাপ সংযোজন করল। রিহার্সাল শেষে

সে জিলকে বলল, 'চলো না আমার ড্রেসিংরুমে বসে দুজনে একটু মদ্যপান করি?'

'ধন্যবাদ। আমি মদ্যপান করি না,' হেসে বলল জিল তারপর চলে গেল। একজন কাস্টিং ডিরেক্টরের সঙ্গে তার ডেট আছে, সে জিলের কাছে টবি টেম্পলের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। লোকটাকে একবার শট দিলেই চলবে জিলের। একজন কাস্টিং ডিরেক্টর মানে নিশ্চিতভাবে কাজ পাওয়া।

সন্ধ্যায় শোটি টেপ করা হলো। দেখা গেল খুব ভালো হয়েছে শো।

ক্লিফটন টবিকে বলল, 'ওই জ্যোতির্বিদ মেয়েটা খুব ভালো কাজ দেখিয়েছে।'

হাসল টবি। 'হুঁ। মেয়েটাকে আমার পছন্দ হয়েছে। ওর ভেতরে জিনিস আছে।'

'মেয়েটা দেখতে ভারি সুন্দর,' মন্তব্য করল ক্লিফটন। প্রতি হপ্তায় নতুন একটি মেয়ে আসে। তাদের সবার মধ্যেই কিছু না কিছু জিনিস থাকে এবং সকলেই টবির সঙ্গে বিছানায় যাওয়ার পরে তাদের কথা ভুলে যায় সে।

'আমি ওর সঙ্গে সাপার করতে চাই, ক্লিফ,' বলল টবি। 'তুমি ব্যবস্থা করো।'

এটা কোনো অনুরোধ নয়; আদেশ। কয়েক বছর আগে টবিকে হুকুম করত ক্লিফটন এখন ঘটছে উল্টোটা। টবি যদি কাউকে কিছু করতে বলে সে তা করতে বাধ্য হয়। সে রাজা আর এটা তার রাজত্ব। কেউ যদি নির্বাসনে যেতে না চায় তাকে টবির অনুগ্রহের ওপরে থাকতে হবে।

'নিশ্চয়, টবি,' বলল ক্লিফটন। 'আমি ব্যবস্থা করছি।'

হলরুম ধরে ড্রেসিংরুমে পা বাড়াল সে। ওখানে নর্তকী আর অভিনেত্রীরা ড্রেস চেঞ্জ করে। দরজায় মৃদু করাঘাত করে ভেতরে ঢুকে পড়ল ক্লিফটন। ডজনখানেক মেয়ে ঘরে, কেউ নগ্ন, কেউবা অর্ধনগ্ন। শুভেচ্ছা বিনিময় ছাড়া কেউ ক্লিফটনের দিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র করল না। জিল মেকআপ তুলে ফেলেছে, জামাকাপড় পরছিল। ক্লিফটন তার কাছে গিয়ে বলল, 'তোমার অভিনয় খুব ভালো হয়েছে।'

আয়নার মাঝ দিয়ে নিরাসক্ত দৃষ্টিতে তাকে দেখল জিল।

'ধন্যবাদ।' আগে হলে ক্লিফটন লরেন্সের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেলে নিজেকে ধন্য মনে করত ও। ক্লিফটন জিলের জন্য হলিউডের প্রতিটি দরজা খুলে দিতে পারত। কিন্তু এখন সবাই জানে লোকটা টবি টেম্পলের চামচা।

'তোমার জন্য ভালো খবর আছে। মি. টেম্পল তোমাকে সাপারের দাওয়াত দিয়েছেন।'

আঙুলের ডগা দিয়ে মাথার চুলগুলো হালকা এলোমেলো করে দিল জিল। 'ওকে বলবেন আমি খুব ক্লান্ত। আমি ঘুমাতে যাচ্ছি।' দরজা খুলে বেরিয়ে গেল সে।

সে রাতে সাপার মোটেই জমল না। লা রু'তে সামনের দিককার একটা বুথ দখল করেছিল টবি, ক্লিফটন লরেন্স এবং ডারকিন। দু'একজন শো-গার্লকে দাওয়াত

দেয়ার কথা বলেছিল ডারকিন। কঠোরভাবে তাকে মানা করেছে টবি।

টেবিলের ওয়েটার এসে জানতে চাইল, 'আপনি কি অর্ডার দেবেন, মি. টেম্পল?'

টবি ক্লিফটনের দিকে ইঙ্গিত করে জবাব দিল, 'হুঁ। এই ইডিয়েটটাকে কীভাবে কথা বলতে হয় তার অর্ডারটা এনে দাও।'

টেবিলের অন্যান্যরা সবাই হেসে উঠল। ক্লিফটনও হাসিতে যোগ দিল এমন ভান করে যেন টবি খুব মজার একটা কথা বলেছে।

খেঁকিয়ে উঠল টবি, 'তোমাকে একটা মেয়েকে ডিনারে দাওয়াত দিতে বললাম। আর তুমি কিনা ওকে ভয় পাইয়ে দিলে?'

'ও খুব ক্লান্ত ছিল,' ব্যাখ্যা দিল ক্লিফটন। 'বলল—'

'আমার সঙ্গে ডিনার করার জন্য কোনো মাগী ক্লান্ত থাকে না। তুমি নিশ্চয় এমন কিছু বলেছ যে জন্য আসতে রাজি হয়নি।' গলার স্বর চড়ল টবির। পাশের টেবিলের লোকজন আড়চোখে ওর দিকে তাকাল। টবি নিজেকে সামলে নিয়ে সরল হাসি ফোটাল মুখে। 'এ হলো ফেয়ারওয়েল ডিনার, বন্ধুরা, ক্লিফটনকে দেখিয়ে বলল সে, 'এ লোক তার মস্তিষ্ক চিড়িয়াখানায় দান করে এসেছে।'

পাশের টেবিলের লোকগুলো হেসে উঠল। ক্লিফটন মুখে জোর করে হাসি ধরে থাকল তবে টেবিলের নিচে তার হাত-জোড়া মুষ্ঠিবদ্ধ হলো।

'আপনারা কি জানেন ও কীরকম ভোদাই?' টবি আরেক টেবিলের লোকদের উদ্দেশ্য করে বলল, 'পোল্যান্ডে একে নিয়ে লোকে জোকস বলে।'

হাসির মাত্রা বৃদ্ধি পেল। ক্লিফটনের ইচ্ছে করছে সোজা এখান থেকে চলে যায়। কিন্তু সাহস হলো না। বিব্রত চেহারা নিয়ে বসে রইল ডারকিন, কোনো মন্তব্য করা উচিত হবে না ভেবে চুপ করে আছে। কাছেপিঠের সবগুলো টেবিলের মানুষজনের মনোযোগ এখন টবির দিকে। সে মুখে বিখ্যাত মোহনীয় হাসিটি ফুটিয়ে উঁচু গলায় বলল, 'ক্লিফ লরেন্স এখানে তার নির্বুদ্ধিতা সরলভাবে প্রকাশ করছে। তার জন্মের সময় তার বাবা-মা'র সঙ্গে দারুণ ঝগড়া হয়। ওর মা বলছিল এটি তার সন্তান নয়।'

কোনোমতে ওই সন্ধ্যাটির অবসান ঘটল। তবে কাল ক্লিফটন লরেন্সের গল্প সারা শহরে ছড়িয়ে যাবে।

সে রাতে ঘুম হলো না ক্লিফটন লরেন্সের। আপন মনে প্রশ্ন করল সে কেন টবির কাছে নিজেকে অপমানিত হতে দিল। জবাবটা সহজ : টাকা। টবি টেম্পলের কারণে বছরে সে আড়াই লাখ ডলার ইনকাম করে। ক্লিফটনের জীবনযাপন অত্যন্ত বিলাসী ফলে একটা পয়সাও জমাতে পারে না। টবির জন্য সে অন্যান্য ক্লায়েন্টদের ছেড়ে দিয়েছে। টবি ছাড়া তার আর ভরসা নেই। সমস্যা এটাই। টবি বিষয়টি জানে এবং ক্লিফটনকে সে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করছে। আরও বেশি দেরি হবার আগেই ক্লিফটনের উচিত টবিকে ত্যাগ করা।

কিন্তু সে জানে দেরিটা ইতোমধ্যে হয়ে গেছে।

টবির প্রতি অত্যধিক স্নেহের কারণে এ পরিস্থিতির ফাঁদে পড়ে গেছে ক্লিফটন। সে টবিকে সত্যি খুব ভালোবাসত। সে দেখেছে টবি কীভাবে অন্যদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। এদের মধ্যে নারী-পুরুষ উভয়েই আছে। যে সব মেয়ে ওর সঙ্গে প্রেমের ভান করেছিল কিংবা যেসব কৌতুকাভিনেতার ওর প্রতিদ্বন্দ্বী হবার খায়েশ জেগেছিল অথবা যেসব সমালোচক টবিকে খোঁচা মেরে কথা বলেছে এদের কাউকে সে নিস্তার দেয়নি। সকলকে সুকৌশলে ধ্বংস করেছে। টবি কখনো ওর প্রতি বৈরী হয়ে উঠবে এ কথা একদমই বিশ্বাস করে না ক্লিফটন। কারণ টবির সঙ্গে তার সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। ক্লিফটন টবির জন্য অনেক কিছু করেছে।

তবু ভবিষ্যতে কী ঘটে ভেবে দারুণ শংকিত সে।

অন্যসময় হলে টবি জিলের দিকে ফিরেও তাকাত না। কিন্তু কিছু চাইবার পরে তা পায়নি, সুপারস্টার হবার পরে এরকম কিছু ঘটেনি তার জীবনে। জিলের প্রত্যাখ্যান তাকে ভয়ানক খোঁচাচ্ছে। সে জিলকে আবারও ডিনারের দাওয়াত দিয়েছিল। কিন্তু আসতে পারবে না, সোজা জানিয়ে দিয়েছে জিল। টবি কাঁধ ঝাঁকিয়ে ভেবেছে এটা নির্বোধের মতো খেলা এবং জিলকে ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করেছে। তবে মজার ব্যাপার হলো এটা যদি সত্যি কোনো খেলা হতো, টবিকে ঠকানো জিলের সম্ভব হতো না, কারণ সে নারীচরিত্র খুব ভালো বুঝতে পারে। কিন্তু টবির মনে হচ্ছিল জিল সত্যি তার সঙ্গে বাইরে যেতে চাইছে না। আর এ কথা ভাবলেই তার গায়ে জলবিছুটির ঘষা লাগছে। কিছুতেই জিলকে বিস্মৃত হতে পারছে না।

টবি উদাস গলায় এডি বেরিগানকে বলেছিল তার শোতে আবার জিল ক্যাসলকে নেয়া যেতে পারে। এডি জিলকে ফোন করল। জিল জানাল সে একটি ওয়েস্টার্ন ছবি নিয়ে এ মুহূর্তে খুব ব্যস্ত। এডি খবরটা টবিকে জানালে সে রেগে আগুন হলো।

'ও যে কাজই করুক না কেন ওটা ক্যান্সেল করতে বলো,' দাবড়ে উঠল টবি। 'ওকে আমরা আরো বেশি টাকা দেব। ফর ক্রাইস্ট শেক, এ শোটি এ মুহূর্তে রেটিং-এ এক নম্বরে আছে। ওই বোকা মাগীটার আসলে হয়েছেটা কী?'

এডি আবার জিলকে ফোন করে টবির প্রতিক্রিয়া জানাল।

'সে তোমাকে শোতে সত্যি আবার চাইছে, জিল। তোমার পক্ষে কি একটুও সময় বের করা সম্ভব না?'

'আমি দুঃখিত,' জবাব দিল জিল। 'আমি ইউনিভার্সালের একটি ছবিতে কাজ করছি। ওই ছবিটা বাদ দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

এবং সে চেষ্টা করতে বয়েই গেছে জিলের। টবি টেম্পলের কাজ তো মাত্র একদিনের। তার শো'র জন্য ইউনিভার্সালকে হারাতে চায় না জিল।

সেদিন সন্ধ্যায় বিখ্যাত মানুষটি নিজেই ফোন করল জিলকে। ফোনে তার কণ্ঠ

উষ্ণ এবং আন্তরিক শোনাল।

'জিল? আমি তোমার ক্ষুদ্র এবং পুরানো সহশিল্পী টবি বলছি।'

'হ্যালো, মি. টেম্পল?'

'আরে ওসব মিস্টার-ফিস্টার রাখো তো। আমাকে স্রেফ নাম ধরে ডাকতে বলেছি না?' ও প্রান্ত নীরব। 'তুমি কি বেসবল খেলা পছন্দ করো?' জানতে চাইল টবি। 'আমি দুটো বক্সসিটের টিকেট জোগাড় করেছি–'

'না, পছন্দ করি না।'

'আমিও করি না,' হাসল টবি। 'তোমাকে একটু পরীক্ষা করছিলাম। শোনো, শনিবার রাতে আমার সঙ্গে ডিনার করবে? আমি প্যারিসের ম্যাক্সিম থেকে বাবুর্চি নিয়ে এসেছি। সে–'

'আমি দুঃখিত। আমার একটি ডেট আছে, মি. টেম্পল। জিলের কণ্ঠে বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই।

রিসিভারে টবির মুঠি আরও শক্ত হলো। 'তাহলে তুমি কখন ফ্রি আছ?'

'আমাকে কাজ করে খেতে হয়। তাই বাইরে যাওয়ার খুব বেশি সময় পাই না। তবু আমাকে যে দাওয়াত দিয়েছেন এ জন্য ধন্যবাদ।'

লাইন কেটে দিল জিল। মাগী! টবি টেম্পলের লাইন কেটে দেয় সাহস কত! হলিউডে এমন কোনো মেয়ে নেই যে কিনা টবির সঙ্গে একটা রাত কাটানোর সুযোগ পেলে নিজেকে ধন্য মনে করে না। আর এই নির্বোধ মেয়েছেলেটা ওকে এভাবে প্রত্যাখ্যান করল! প্রচণ্ড রাগে ফুঁসতে লাগল টবি। আর এর জের গিয়ে পড়ল আশপাশের মানুষগুলোর ওপর। তার মনে হতে লাগল কোনো কিছুই ঠিক নেই। স্ক্রিপ্ট লাগল যাচ্ছেতাই। পরিচালককে মনে হলো একটা নির্বোধ, মিউজিক জঘন্য, শিল্পীরা অত্যন্ত বাজে। সে নিজের ড্রেসিং রুমে কাস্টিং ডিরেক্টর এডি বেরিগানকে ডেকে পাঠাল।

'জিল ক্যাসল সম্পর্কে তুমি কী জান?' গর্জন ছাড়ল টবি।

'কিছুই জানি না,' তাৎক্ষণিক জবাব এডির। সে বোকা নয়। অন্য সবার মতোর সে-ও জানে এখানে কী ঘটছে। সে উল্টো-পাল্টা কিছু বলে ঝড়ের মধ্যে পড়তে চায় না।

'ও কি শরীর দিয়ে বেড়ায়?'

'না, স্যার,' দৃঢ় গলায় বলল কাস্টিং ডিরেক্টর। 'অমন কিছু করলে আমি নিশ্চয় জানতে পারতাম।'

'ওর সম্পর্কে খোঁজ-খবর নাও,' হুকুম দিল টবি। 'খোঁজ নিয়ে জানো ওর বয়ফ্রেন্ড আছে কিনা, সে কোথায় যায়, কী করে– আমি কী চাই বুঝতেই পারছ।'

'জী, স্যার,' আন্তরিক গলায় বলল এডি।

পরদিন রাত তিনটার সময় টেলিফোনের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল তার।

'তুমি কী জানতে পারলে?' জিজ্ঞেস করল একটি কণ্ঠ।

বিছানায় উঠে বসল এডি, কাঁচা ঘুম ভেঙে যাওয়ায় মহা বিরক্ত। 'এত রাতে কোন্ শা–' কে কথা বলছে বুঝতে পেরে জিভের লাগাম টেনে ধরল সে। 'আমি সবরকম খোঁজ-খবর নিয়েছি,' দ্রুত বলল এডি। 'ওর শরীরে কোনো রোগটোগ নেই। সম্পূর্ণ সুস্থ।'

'তোমার কাছে ওর মেডিকেল সার্টিফিকেট কে চেয়েছে?' ধমক দিল টবি। 'আমি জানতে চাই ও কারও সঙ্গে শোয় কিনা।'

'না, স্যার। সে কারও সঙ্গে শোয় না। শহরে আমার সমস্ত বন্ধু-বান্ধবকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছি। সবাই বলেছে তারা জিলকে পছন্দ করে এবং ওকে কাজ দেয় কারণ মেয়েটি খুব ভালো অভিনয় করে।' এখন দ্রুত কথা বলছে সে, ও প্রান্তের মানুষটিকে খুশি করার চেষ্টা। টবি টেম্পল যদি ঘুণাক্ষরেও জানতে পারে এডি জিলের সঙ্গে ঘুমিয়েছে– তারপর কী যে হবে কল্পনা করলেও শিউরে ওঠে গা। ওকে স্রেফ শহর ছাড়া করবে টবি। এডি তার কাস্টিং ডিরেক্টর বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলেছে, সবার-ই দশা তার মতো। কেউই টবি টেম্পলের শত্রু হতে চায় না। তাই তারা জিলের বিষয়ে নিশ্চুপ থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। 'কারও সঙ্গে জিলের কোনোরকম শারীরিক সম্পর্ক নেই।'

নরম হয়ে এলো টবির গলার স্বর। 'আই সি। মেয়েটা আসলে একটু রগচটা স্বভাবের, তাই না?'

'তা-ই মনে হয়,' জবাব দিল এডি। স্বস্তি অনুভব করছে।

'হেই! তোমার কাঁচা ঘুম ভাঙিয়ে দিইনি তো আমি?'

'না, না। ঠিক আছে, মি. টেম্পল।'

এডি বিছানায় আবার লম্বা হলো। যদি আসল সত্যটা প্রকাশ হয়ে যায় তাহলে তার দশা কী হবে এ দুশ্চিন্তায় বাকি রাতটা নির্ঘুম কাটল তার।

কারণ এ শহরটি টবি টেম্পলের।

সাঁইত্রিশ

টবি এবং ক্লিফটন লরেন্স হিলক্রেস্ট কান্ট্রি ক্লাবে লাঞ্চ করছে। হিলক্রেস্ট নির্মাণের কারণ লস এঞ্জেলসের সেরা ক্লাবগুলোতে খুব কমই ইহুদিদের প্রবেশাধিকার রয়েছে। এ নিয়ম এতটাই কঠোরভাবে মেনে চলা হয় যে গ্রুনো মার্ক্সের দশ বছরের মেয়ে মেলিডাকে একটি ক্লাবের সুইমিংপুলে সাঁতার কাটতেও দেয়া হয়নি। এ খবর শুনে গ্রুচো ওই ক্লাবের ম্যানেজারকে ফোন করে বলেছিল, 'শোনো হে– আমার মেয়ে পুরো ইহুদি নয়, আধা-ইহুদি। ওকে কোমর পর্যন্ত পানিতে থাকতে দিতে দোষ কী?'

এরকম কয়েকটি ঘটনা ঘটার পরে কয়েকজন প্রভাবশালী এবং পয়সাঅলা ইহুদি, যারা একসঙ্গে গলফ, টেনিস খেলেন, একত্রে পান করেন রামি, তাঁরা নিজেরা মিলে একটি ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেন। শুধু ইহুদি সদস্যদের কাছে ক্লাবের শেয়ার বিক্রি করা হয়। বেভারলি হিলসের হৃৎপিণ্ড থেকে মাইল কয়েক দূরে, চমৎকার একটি পার্কে স্থাপিত হয়েছে এ ক্লাব। দারুণ বুফে খাদ্যের জন্য অচিরেই বিখ্যাত হয়ে ওঠে ক্লাব। তবে ক্লাবটিতে স্বল্পসংখ্যক অ-ইহুদিরও প্রবেশাধিকার রয়েছে।

টবি এ ক্লাবে সবসময় কমেডিয়ানদের জন্য রক্ষিত টেবিলে বসে। এখানে হলিউডের নামি-দামি কৌতুকাভিনেতারা আসেন গল্প-গুজব করেন, ঠাট্টা-তামাশায় একজন অপরজনকে ঘায়েলের চেষ্টা থাকে তাদের। তবে আজ জোকস বলা বা শোনা কোনো মুডই নেই টবির। সে ক্লিফটনকে নিয়ে কিনারার ধারের একটি টেবিল দখল করল। 'তোমার পরামর্শ দরকার, ক্লিফ,' বলল সে।

ক্ষুদ্রকায় এজেন্টটি বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাল টবির দিকে। বহুদিন পরে টবি তার কাছে কোনো পরামর্শ চাইছে।

'নিশ্চয়, ডিয়ার বয়,' বলল সে।

'বিষয়টি ওই মেয়েটাকে নিয়ে,' শুরু করল টবি, ক্লিফটন সাথে সাথে বুঝতে পারল কী বলতে চাইছে সে। শহরের অর্ধেক মানুষ এখন গল্পটা জানে, হলিউডের সবচেয়ে বড় তামাশায় পরিণত হয়েছে এ ঘটনা। বিখ্যাত প্রেমিক টবি এক মেয়ের প্রেমে দিওয়ানা কিন্তু মেয়েটি টবিকে একদমই পাত্তা দিচ্ছে না। এ পরিস্থিতি মোকাবেলার একটি মাত্র রাস্তা খোলা রয়েছে।

'জিল ক্যাসল,' বলল টবি। 'মনে আছে ওকে? আমার শোতে যে মেয়েটি কাজ করেছিল।'

'হ্যাঁ, মনে আছে। খুবই সুন্দরী ছিল মেয়েটি। কিন্তু সমস্যাটা কী?'

'আরে ভাই সমস্যাটা কী আমি নিজে জানলে তো' বলল টবি। 'মনে হচ্ছে কোনো কারণে মেয়েটা আমাকে পছন্দ করে না। যখনই ওর সঙ্গে ডেটিং করতে চেয়েছি, ফিরিয়ে দিয়েছে আমাকে। নিজেকে আমার খুবই অপাংক্তেয় মনে হচ্ছে।'

একটা ঝুঁকি নিয়ে নিল ক্লিফটন। 'ওকে পাত্তা না দিলেই পারো।'

'সমস্যাটা তো ওখানেই, বন্ধু। আমি ওর কথা না ভেবে থাকতে পারছি না। আমি আমার জীবনে কোনো মেয়েকে এভাবে চাইনি। ওই মেয়ে ছাড়া অন্য কোনো কিছু ভাবতেই পারছি না। এখন কী করি বলো তো?'

এক মুহূর্তের জন্য ক্লিফটনের ইচ্ছে করল সত্যি কথাটা বলে দেয় টবিকে। কিন্তু এ কথা বলা কোনোভাবেই সম্ভব নয় যে তার স্বপ্নকন্যা একদিনের কাজ পাবার জন্য শহরের প্রতিটি সহকারী কাস্টিং পরিচালকের সঙ্গে নির্দ্বিধায় শুয়ে পড়ছে। টবিকে নিজের ক্লায়েন্ট রাখতে চাইলে এ কথা বলা যাবে না। 'আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে,' বলল সে। 'মেয়েটি কি অভিনয়ের ব্যাপারে খুব সিরিয়াস?'

'হ্যাঁ। খুব উচ্চাকাঙ্ক্ষী মেয়ে।'

'বেশ। তাহলে ওকে এমন একটা প্রস্তাব দাও যা সে গ্রহণ করবেই।'

'মানে?'

'তোমার বাড়িতে পার্টি দাও।'

'তোমাকে তো বললামই ও—'

'আগে কথা শেষ করি। ওই পার্টিতে তুমি স্টুডিও প্রধান, প্রযোজক, পরিচালক— মোট কথা ওই মেয়েকে কাজে লাগাতে পারবে এমন সব লোকজনকে দাওয়াত দেবে। ও যদি সত্যি অভিনেত্রী হতে চায়, তোমার আমন্ত্রণ আর প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না।'

জিলের নাম্বারে ডায়াল করল টবি। 'হ্যালো, জিল।'

'কে বলছেন?' জানতে চাইল ও।

দেশের সবাই টবির গলা চেনে আর এ মেয়ে কিনা জিজ্ঞেস করছে কে সে!

'টবি। টবি টেম্পল।'

'ওহ্,' এ শব্দের নানান অর্থ হতে পারে।

'শোনো, জিল, আমি বুধবার রাতে আমার বাড়িতে ডিনার পার্টি দিচ্ছি এবং—' জিল আপত্তি করে কিছু বলতে যাচ্ছিল তার আগেই টবি শেষ করল কথা— 'ওখানে প্যান প্যাসিফিক প্রধান স্যাম উইন্টার্সসহ কয়েকটি স্টুডিওর কর্তাব্যক্তিরা আসবেন, সঙ্গে কয়েকজন প্রযোজক-পরিচালকও থাকছেন। এদের সঙ্গে তোমার পরিচয় হলে

তোমার ক্যারিয়ারের জন্য ভালো হবে। তুমি ফ্রি আছ?'

জবাব দিতে সংক্ষিপ্ততম বিরতি নিল জিল ক্যাসল।

'বুধবার রাত? হ্যাঁ, আমি ফ্রি আছি। ধন্যবাদ, টবি।'

•

টেরেসে অর্কেস্ট্রা বাজছে, ওয়েটাররা ট্রে হাতে hors d'ocuvres এবং শ্যাম্পেনের গ্লাস নিয়ে ছোটাছুটি করছে আমন্ত্রিত অতিথিদের মাঝে।

পার্টি শুরু হবার পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে হাজির হলো জিল। তাকে দুরুদুরু বক্ষে দরজায় স্বাগত জানাল টবি। জিল সাদা সিল্কের সাধারণ একটি ড্রেস পরেছে, রেশমি কোমল কৃষ্ণ কেশরাজি লুটাচ্ছে কাঁধে। তাকে দেখতে লাগছে অপ্সরার মতো। টবি জিলের ওপর থেকে চোখ ফিরিয়ে নিতে পারছে না। জিল জানে তাকে দারুণ দেখাচ্ছে। সে খুব যত্ন করে চুলের স্টাইল করেছে, মেকআপে সময় নিয়েছে দীর্ঘক্ষণ।

'এখানে অনেক মানুষ এসেছেন। চলো তাঁদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই।' টবি জিলের হাত ধরে বৃহৎ রিসেপশন হল থেকে নিয়ে এলো সাজানো গোছানো ড্রইংরুমে। প্রবেশপথে দাঁড়িয়ে পড়ল জিল। আমন্ত্রিত অতিথিদের দেখে বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে উঠল চোখে। এ ঘরের প্রায় সকলকেই চেনে সে। এদেরকে সে দেখেছে '*টাইম*', '*লাইফ*', '*নিউজউইক*', '*প্যারিস ম্যাচ*' এবং '*ওগ্নি*' পত্রিকার প্রচ্ছদে অথবা বড় পর্দায়। এ হলো আসল হলিউড। এরাই ছবি বানান। এ মুহূর্তটির যে কত শতবার কল্পনা করেছে জিল। ভেবেছে সে এদের সঙ্গে মিশছে, কথা বলছে। কল্পনা এখন বাস্তবে রূপ নিয়েছে কিন্তু সত্যি এটা ঘটছে বিশ্বাসই হচ্ছে না ওর।

টবি ওর হাতে শ্যাম্পেনের একটা গ্লাস ধরিয়ে দিল। হাত ধরে নিয়ে এলো কয়েকজন মানুষের একটি জটলার কাছে।

'স্যাম, এসো, জিল ক্যাসলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই।' ঘুরল সে। হাসিমুখে বলল, 'হ্যালো, জিল ক্যাসল।'

'জিল, এ হলো স্যাম উইন্টার্স, প্যান প্যাসিফিক স্টুডিওর কর্তা।'

'আমি ওনাকে চিনি,' বলল জিল।

'জিল একজন অভিনেত্রী, স্যাম। খুবই ভালো অভিনয় করে। ওকে তুমি কাজে লাগাতে পারো।'

'আচ্ছা, মনে থাকবে কথাটা,' বলল স্যাম।

জিলের বাহুতে টবির হাতের চাপ বাড়ল। 'চলো, হানি। অন্যান্যদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই।'

জিলের সঙ্গে পরিচয় হলো তিনজন স্টুডিও প্রধান, আধডজন বিখ্যাত প্রযোজক, তিনজন পরিচালক, কয়েকজন লেখক, বেশ কয়েকজন সংবাদিক এবং টিভি কলামিস্টসহ ডজনখানেক তারকার সঙ্গে। ডিনারে টবির ডানদিকে বসল

জিল। কান পেতে শুনল হলিউডের হর্তাকর্তাদের আলাপচারিতা।

এ লোকগুলোই জিলের জন্য স্টুডিও'র ফটক বন্ধ করে রেখেছিল, তারা ওকে ফিল্মে নামার কোনো সুযোগ দেয়নি। এ টেবিলের যে কেউ ওকে সাহায্য করতে পারত, ওর জীবনটাকে পারত বদলে দিতে, কিন্তু জিলের জন্য এদের কারোর পাঁচ মিনিট ব্যয় করার সময় হয়নি। জিল এক প্রযোজককে লক্ষ্য করল। এ লোক বড় বাজেটের নতুন একটি মিউজিকাল নামাচ্ছে। জিলের সঙ্গে সে সাক্ষাৎ পর্যন্ত করতে রাজি হয়নি।

টেবিলের দূর প্রান্তে এক বিখ্যাত কমেডি ডিরেক্টর তার লেটেস্ট ছবির তারকার সঙ্গে বকবক করছে। সে জিলের সঙ্গে দেখা করতে অনাগ্রহ প্রকাশ করেছিল।

স্যাম উইন্টার্স আরেক স্টুডিও প্রধানের সঙ্গে গল্প করছে। জিল উইন্টার্সকে একটি টেলিগ্রাম পাঠিয়ে অনুরোধ করেছিল একটি টিভি শোতে তার অভিনয়টা যেন দেখে সে। জিলের টেলিগ্রামের জবাব দেয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি স্যাম।

জিলকে এভাবে অবজ্ঞা এবং অপমান করার পরিণাম একদিন তাদেরকে ভোগ করতে হবে, এ শহরের যারাই ওকে নিগৃহিত করেছে তাদের সকলের পাওনা কড়ায়-গণ্ডায় শোধ করবে জিল। এ মুহূর্তে এখানে উপস্থিত মানুষজনের কাছে সে কিছুই না। কিন্তু একদিন সে অনেক কিছুই হবে। হ্যাঁ, একদিন আসবে সেদিন।

খাবারটি ছিল অসাধারণ। তবে নিজের ভাবনায় এমন মশগুল ছিল জিল যে কী খেয়েছে মনেও নেই। ডিনার শেষ হওয়ার পরে চেয়ার ছাড়ল টবি। 'অ্যাই! জলদি চলো। নইলে আমরা যাবার আগেই ওরা ছবি শুরু করে দেবে।' জিলের হাত ধরে বৃহদায়তনের প্রজেকশন রুমে এগোল টবি। ওখানে সিনেমা দেখানো হবে।

কাউচ এবং ইজি চেয়ার দিয়ে এমনভাবে সাজানো প্রদর্শনী কক্ষ যাতে শুয়ে-বসে আরামে অন্তত ষাটজন লোক সিনেমা দেখতে পারে। প্রবেশপথের এক ধারে খোলা একটি কেবিনেট। তাতে বোঝাই ক্যান্ডি। অপর পাশে পপকর্ন মেশিন।

জিলের পাশে বসল টবি। জিল সচেতন হয়ে খেয়াল করল সিনেমার পর্দার চেয়ে ওর দিকেই বেশি নজর টবির। ছবি শেষ হবার পরে জ্বলে উঠল আলো, পরিবেশন করা হলো কফি এবং কেক। আধঘণ্টা পরে ভাঙল পার্টি। বেশিরভাগ অতিথি ছুটলেন স্টুডিওতে।

সদর দরজায় দাঁড়িয়ে স্যাম উইন্টার্সকে বিদায় দিচ্ছে টবি, জিল গায়ে কোট চাপিয়ে ওখানে চলে এলো।

'কোথায় যাচ্ছ তুমি?' বলল টবি। 'আমি তো তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দেব।'

'আমার গাড়ি আছে,' মিষ্টি করে বলল জিল। 'সুন্দর একটি সন্ধ্যার জন্য ধন্যবাদ, টবি।' চলে গেল ও।

অবিশ্বাস নিয়ে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রইল টবি, দেখছে গাড়ি নিয়ে চলে যাচ্ছে জিল। রাতের বাকি সময়টুকু কীভাবে কাটাবে তা নিয়ে দারুণ একটি প্ল্যান করেছিল টবি। ভেবেছিল জিলকে নিয়ে সে দোতলায় বেডরুমে চলে যাবে। ওকে

নাঁ গান শোনাবে তার টেপও জোগাড় করেছিল টবি। এখানে যে কোনো মহিলা আমার সঙ্গে বিছানায় যাবার প্রস্তাব পেলে লাফিয়ে উঠত, ভাবছে টবি। আর সে সব মহিলারা তারকা শ্রেণীভুক্ত, জিলের মতো অখ্যাত অভিনেত্রী নয়। জিল ক্যাসল বোকার হদ্দ তাই জানল না আজ সে কী হারাল। নাহ্, এ মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক করার কোনো দরকার নেই। যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে তার।

জিলের সঙ্গে আর জীবনেও কথা বলবে না টবি।

পরদিন সকাল ন'টায় জিলকে ফোন করল টবি। জবাব পেল রেকর্ড করা মেসেজে। 'হ্যালো, আমি জিল ক্যাসল। আমি দুঃখিত আমি এ মুহূর্তে বাসায় নেই আপনি যদি আপনার নামটি বলেন এবং ফোন নাম্বার দেন, আমি ফিরে এসে আপনাকে ফোন দেব। সংকেত শোনা পর্যন্ত দয়া করে অপেক্ষা করুন। ধন্যবাদ।' তারপর তীক্ষ্ণ সুরে বিপবিপ আওয়াজ ভেসে এলো।

মুঠোয় টেলিফোন চেপে দাঁড়িয়ে ছিল টবি, কোনো মেসেজ না দিয়ে ঠকাশ করে নামিয়ে রাখল রিসিভার। একটা যান্ত্রিক কণ্ঠের সঙ্গে কথা বলার কোনো মানে হয় না। তবে একটু পরেই সে আবার ফোন করল জিলের নাম্বারে। রেকর্ডিং শোনার পরে বলল, 'তোমার কণ্ঠ খুব সুন্দর। এ কণ্ঠ তোমার কাজে লাগানো উচিত। যেসব মেয়ে খাওয়া শেষ করেই দৌড়ে চলে যায় তাদেরকে সাধারণত আমি ফোন করি না। তবে তোমার ক্ষেত্রে আমি একটু ব্যতিক্রম করতে চাই। তুমি ডিনারে আজ–' কেটে গেল লাইন। বেশিক্ষণ কথা বলেছে বলে লাইন কেটে গেছে। পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল টবি, কী করবে বুঝতে পারছে না, নিজেকে মনে হচ্ছে একটা হাঁদা। রাগ হচ্ছে প্রচণ্ড। তবু রাগ দমন করে তৃতীয়বারের মতো ফোন করল সে। 'কথা শেষ করার আগেই লাইন কেটে গেল। সে যাক গে, আজ রাতে আমার সঙ্গে ডিনার করবে? আমি তোমার ফোনের অপেক্ষায় রইলাম।' নিজের নাম্বার দিয়ে ফোন ছেড়ে দিল টবি।

সারাদিন অপেক্ষার পালা সার হলো। কোনো সাড়া এলো না জিলের কাছ থেকে। তখন সাতটা বাজে। গোল্লায় যাও তুমি, মনে মনে জিলকে গালি দিল টবি। তারপর ব্যক্তিগত ফোন বুক খুলে নাম্বারগুলোতে চোখ বুলাতে লাগল। এ ফোন বুকে এমন কোনো মেয়ে নেই যে কিনা টবি টেম্পলের ডিনারের আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করতে পারে।

আটত্রিশ

জিলের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তটি চলে এসেছে। একটি সিদ্ধান্ত নিতে হবে ওকে। বুঝতে পারছে না কী করবে।

জিলের মাথায় ঢুকছে না হলিউডের যে কোনো নারীকে চাইলেই পেতে পারে টবি অথচ সে তার জন্য এমন উন্মাদ হয়ে আছে কেন! জিল কদিন ধরে শুধু ডিনার পার্টির কথাই ভাবছিল। ভাবছিল পার্টিতে উপস্থিত রাঘব-বোয়ালদের কথা। এরা সবাই টবির সেবা করার জন্য এক পায়ে খাড়া। টবির জন্য তারা যে কোনো কিছু করতে রাজি। টবির কাছ থেকে কিছু পেতে চায় জিল। এবং কিছু চাইলে যে তা পাবে জানে জিল। তবে খুবই কৌশলে এগোতে হবে ওকে। টবি সম্পর্কে সবাই জানে একবার কোনো মেয়েকে বিছানায় নেয়ার পরে সে মেয়ে সম্পর্কে সমস্ত আগ্রহ হারিয়ে ফেলে সে। টবি আসলে মেয়েদের পিছু ধাওয়া করতে ভালোবাসে, তাকে জয় করার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে পছন্দ করে। টবিকে নিয়ে অনেক কিছুই ভেবেছে জিল, ভেবেছে কীভাবে এ লোককে হাতের মুঠোয় নিয়ে আসা যায়।

প্রতিদিনই ওকে ফোন করে টবি। সপ্তাহখানেক পরে ওর সঙ্গে আবার ডিনার করতে রাজি হলো জিল। আর তাতেই খুশিতে বাগবাগ টবি। সবাইকে ঘোষণা করে জানিয়ে দিল তার ডিনারের আমন্ত্রণ অবশেষে গ্রহণ করেছে জিল ক্যাসল।

'আমি আসলে ওর প্রেমে পড়ে গেছি,' টবি বলল ক্লিফটনকে। 'যখনই জিলের কথা ভাবি আমি, যৌন উত্তেজনা অনুভব করি।'

প্রথম ডেট-এর রাতে টবি জিলের অ্যাপার্টমেন্টে গেল তাকে তুলে নিয়ে আসতে। 'চেজেন'স একটা টেবিল রিজার্ভ করেছি আমরা।' টবি নিশ্চিত রেস্টুরেন্টটির নাম শুনে খুশি হয়ে উঠবে জিল।

'আচ্ছা,' কিন্তু জিলের গলার স্বরে মনে হলো না বিখ্যাত রেস্টুরেন্টটির নাম শুনে সে খুব একটা উত্তেজনা বোধ করছে। চোখ পিটপিট করল টবি। 'অন্য কোথাও যেতে চাও?' আজ শনিবার রাত তবে টবি জানে সে চাইলেই যে কোনো রেস্টুরেন্টে টেবিল রিজার্ভ করতে পারবে। সেটা পেরিনো, অ্যামবাসাডর কিংবা ডার্বি যা-ই হোক না কেন। 'নাম বলো।'

জিল একটু ইতস্তত করে বলল, 'শুনলে তুমি হাসবে।'

'না, হাসব না।'

'টমি'স।'

জিলের সঙ্গে রেস্টুরেন্টে খেতে যাওয়ার অভিজ্ঞতা ক্লিফটন লরেন্সের কাছে বয়ান করছে টবি।

'তুমি বললেও বিশ্বাস করবে না। হ্যামবার্গার খাওয়ার জন্য আমাদেরকে ওখানে ঝাড়া কুড়ি মিনিট লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে। টমি'স কোথায় জানো? লস এঞ্জেলসের শহরতলীতে। মেয়েটা একটা পাগলী। আমি ওকে একশো ডলার দিয়ে শ্যাম্পেন কিনে দেয়ার প্রস্তুতি নিয়ে গিয়েছিলাম। সেখানে খরচ হয়েছে মাত্র দুই ডলার চল্লিশ সেন্ট। আমি এরপর ওকে পিপ'স-এ নিয়ে যেতে চাইলাম। কিন্তু বদলে কী করলাম জানো? সান্তা মোনিকায় বালুকাবেলায় হেঁটে বেড়ালাম। আমার গুচ্চি জুতোয় বালু ঢুকেছে। রাতেরবেলা ওখানে কেউ হাঁটতে যায় না। স্কুবা ডাইভাররা সব কেড়ে নেয়।' প্রশংসার ভঙ্গিতে মাথা দোলাল টবি। 'কিন্তু জিল ক্যাসল যায়। বিশ্বাস হয়?'

'না,' শুকনো গলায় জবাব দিল ক্লিফটন।

'ও আমার বাসায় আসতে চাইল না। ভাবলাম ওর বাসায় আমাকে নিয়ে যাবে। ভাবনাটা ঠিক ছিল, না?'

'হ্যাঁ।'

'না, ভুল ছিল। ও আমাকে ঘরে পর্যন্ত ঢুকতে দেয়নি, দোরগোড়া থেকেই বিদায় করেছে। গালে শুধু ওর একটা চুমু উপহার নিয়ে বাড়ি ফিরেছি আমি। একা। বলো রাতটা কীরকম বাজে কেটেছে আমার!'

'তুমি নিশ্চয় ওর সঙ্গে আর দেখা করবে না?'

'আমার কথা শুনে মন খারাপ হলো বুঝি? মাথা খারাপ আর যাই ওই মেয়ের কাছে!'

কিন্তু তারপর থেকে টবি প্রায় প্রতিটি সন্ধ্যা কাটাল জিলের সঙ্গে। জিল যদি বলে সে ব্যস্ত আছে কিংবা পরদিন খুব ভোরে কাজে যেতে হবে বলে আজ সময় দিতে পারছে না টবিকে, বেজায় হতাশ হয় টবি। সেদিনে কমপক্ষে ডজনবার ফোন করে জিলকে।

টবি জিলকে নিয়ে যায় শহরের সবচেয়ে দামি এবং সর্বাপেক্ষা অভিজাত ক্লাবগুলোতে। আর জিল তাকে নিয়ে ঘুরতে যায় সান্তা মোনিকার পুরানো ফুটপাতে, ট্রান্সকান ইন কিংবা ফরাসি এক পরিবারের রেস্টুরেন্ট টেইক্স অথবা পাপা ডিকাশোসে, যায় এমন সব অখ্যাত জায়গায় যেখানে জীবন-যুদ্ধ রত পকেটে পয়সা নেই এমন একজন অভিনেত্রীর যাতায়াত থাকে। কোথায় যাচ্ছে তা নিয়ে ভাবিত নয় টবি, সে যে জিলের সঙ্গে রয়েছে এটুকুই তার জন্য যথেষ্ট।

জিলই একমাত্র মানুষ যার সঙ্গে চলাফেরা করার পর থেকে নিঃসঙ্গতার অভিশাপ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পেরেছে টবি।

জিলের সঙ্গে এখন বিছানায় যেতে রীতিমতো ভয় লাগে টবির। ভয় পায় যদি এ জাদুর আবেশটা কেটে যায়। তবু সে জিলকে ভীষণভাবে কামনা করে। এমনভাবে কোনো মেয়েকে কোনোদিন চায়নি সে। একবার, এক রাতে, জিল ওর গালে হালকা শুভরাত্রির চুম্বন এঁকে দিচ্ছে, টবি জিলের দুপায়ের ফাঁকে হাত চালিয়ে দিল। 'গড, জিল, এ মুহূর্তে তোমাকে না পেলে আমি ঠিক মরে যাব।' জিল পিছিয়ে গেল, শীতল গলায় বলল, 'তোমার যদি এ জিনিসটারই একান্ত দরকার হয় তাহলে কুড়ি ডলার দিয়ে শহরের যে কোনো বেশ্যার কাছে গেলেই পারো।'

টবির মুখের ওপর ঠাস করে সে দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর দরজার কপাটে হেলান দিয়ে কাঁপতে লাগল জিল। ওর মনে হচ্ছিল আজ একটু বাড়াবাড়িই করে ফেলেছে। সে রাতে দুশ্চিন্তায় আর ঘুম হলো না জিলের।

পরদিন টবি তাকে হিরের একটি ব্রেসলেট পাঠিয়ে দিল, জিল বুঝল সব ঠিক আছে। তাকে আর টবিকে নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। সে একটি চিরকুটসহ ফিরিয়ে দিল ব্রেসলেট। 'ধন্যবাদ। তোমার কথা ভেবে আমার খুব ভালো লাগছে।'

'ত্রিশ হাজার ডলার দিয়ে জিনিসটা কিনেছিলাম আমি,' গর্বিত সুরে ক্লিফটনকে বলল টবি। 'আর সেটাই ও আমাকে ফেরত পাঠিয়ে দিল!' অবিশ্বাস নিয়ে ডানে-বামে মাথা দোলাল। 'এরকম মেয়েকে কী বলবে তুমি?'

এরকম মেয়েকে কী বলা যায় খুব ভালো জানে ক্লিফটন তবে তা বলল না। বদলে বলল, 'ও একদমই সবার থেকে আলাদা, ডিয়ার বয়।'

'ঠিকই বলেছ ও সবার থেকে আলাদা!' চেঁচিয়ে উঠল টবি। 'এ শহরের এমন কোনো মেয়ে নেই যারা আমার কাছ থেকে উপহার পেলে বর্তে যায় না। জিলই প্রথম মেয়ে দেখলাম যার বস্তুগত কোনো কিছুর প্রতি লোভ নেই। আর এরকম একটি মেয়ের জন্য উন্মাদ হলে তুমি কি আমাকে খুব দোষ দেবে?'

'না,' বলল ক্লিফটন। তবে তার একটু একটু চিন্তা হচ্ছে। জিলের সমস্ত খবরই তার জানা, কথাগুলো এখন বলবে নাকি পরে, ভেবে উঠতে পারল না সে।

'তুমি জিলকে তোমার ক্লায়েন্ট হিসেবে নিতে পারো, আমি কিছু মনে করব না।' ক্লিফটনকে বলল টবি।

ক্লিফটন দৃঢ় গলায় বলল, 'নো, থ্যাংকস, টবি। আমার হাতে যে একজন সুপারস্টার আছে তা-ই যথেষ্ট।'

সে রাতে টবি ক্লিফটনের কথাটা বলে দিল জিলকে।

জিলকে রাজি করাতে না পেরে টবি আর ওকে বিছানায় যেতে বলেনি। বরং জিল ওকে প্রত্যাখ্যান করেছে বলে গর্বই হচ্ছে টবির। যেসব মেয়েকে ও শয্যাসঙ্গিনী

করেছে তারা আসলে ওর কাছে পাপোশ ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু জিল তা নয়। টবির মুখে মুখে কথা বলার কেউ সাহস পায় না, কেউ তার ভুলগুলো শুধরে দেয় না। কিন্তু জিল তা করে। এক রাতে টবি এক লোককে গালাগাল করছিল, তাকে অটোগ্রাফ দেয়নি। লোকটাকে গালাগাল করতে শুনে জিল টবিকে বলল, 'তুমি কিন্তু ওই মানুষটার অনুভূতিতে আঘাত দিয়েছ।'

নিজের ভুল বুঝতে পেরে লোকটির কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইল।

জিল টবিকে বলল সে যে এত মদ খায়, কাজটা ঠিক হচ্ছে না। তারপর থেকে মদ্যপানের পরিমাণ কমিয়ে দিল টবি। জিল টবির পোশাক-আশাক নিয়েও সমালোচনা করল। টবি নিজের ড্রেসের ব্যাপারে সাবধানী এবং যত্নবান হলো। টবি জিলকে এমন সব কথা বলার স্বাধীনতা দিয়েছে যা অন্য কেউ বললে মোটেই সহ্য করত না সে। টবির সমালোচনা করার সাহস কারও নেই।

একমাত্র টবির মা ছাড়া।

জিল টবির কাছ থেকে কোনো টাকা-পয়সা কিংবা দামি উপহার নিতে চায় না। যদিও টবি জানে জিল প্রায়ই অর্থকষ্টে থাকে। তবু ওর অর্থের প্রতি মোহ নেই দেখে ওকে আরও বেশি ভালো লাগে টবির। একদিন টবি জিলের জন্য ওর বাসার ড্রইংরুমে বসে আছে, ওকে নিয়ে ডিনারে যাবে। জিল ব্যস্ত পোশাক বদলাতে। হঠাৎ এক গাদা বিলে চোখ আটকে গেল টবির। বিলগুলো পরিশোধ করা হয়নি। টবি আলগোছে বিলগুলো তুলে নিল পকেটে। পরদিন ক্লিফটনকে হুকুম করল বিলের বকেয়া টাকা পরিশোধ করে দিতে। কাজটা করে টবির মনে হলো সে যেন ছোটখাট একটি যুদ্ধ জয় করে ফেলেছে। তবে সে জিলের জন্য আরও বেশি কিছু, গুরুত্বপূর্ণ কিছু করতে চায়।

হঠাৎই মাথায় এলো বুদ্ধিটা। বুঝে ফেলেছে কী করবে সে জিলের জন্য।

'স্যাম, তোমার বিরাট একটি উপকার করতে যাচ্ছি আমি!'

তারকাদের দেয়া উপহার থেকে সাবধান, মনে মনে বলল স্যাম উইন্টার্স।

'তুমি কেলারের ছবির জন্য হন্যে হয়ে নায়িকা খুঁজছিলে না?' জিজ্ঞেস করল টবি। 'আমি সে নায়িকাটি পেয়েছি।'

'আমার চেনা জানা কেউ?' অনিসন্ধিৎসু প্রশ্ন স্যামের।

'ওর সঙ্গে তোমার-আমার বাড়িতে পরিচয় হয়েছিল। জিল ক্যাসল।'

জিলের কথা মনে আছে স্যামের। ভারি সুশ্রী মুখ, মাথা খারাপ করা ফিগার, কালো রেশমি চুল। তবে কেলারের ছবির কিশোরীর চরিত্রের জন্য জিলের বয়সটা একটু বেশিই। কিন্তু টবি টেম্পল যেহেতু জিলকে ওই চরিত্রের জন্য নিতে চাইছে, তার আবদার মানতেই হবে। 'ওকে আজ বিকেলে আমার সঙ্গে দেখা করতে বোলো।' বলল সে।

জিল ক্যাসলের স্ক্রিন টেস্ট যত্নের সঙ্গে করা হয়েছে কিনা সেদিকে খেয়াল রাখল স্যাম। ওর জন্য স্টুডিও'র সেরা একজন ক্যামেরাম্যানকে দেয়া হয়েছে, কেলার নিজে টেস্ট নিল।

পরদিন রাশ দেখল স্যাম। যা ভেবেছিল, তরুণী চরিত্রের জন্য বয়সটা একটু বেশিই লাগছে জিলকে। এছাড়া সব ঠিক আছে। ওর মধ্যে আসলে কারিশমার অভাব যে জাদুটা ফুটে ওঠে বড় পর্দায়।

টবি টেম্পলকে ফোন করল স্যাম। 'সকালে জিলের স্ক্রিন টেস্ট দেখলাম, টবি। ক্যামেরায় ওর ছবিও উঠেছে ভালো। সংলাপও মুখস্থ বলতে পারে। তবে নায়িকা চরিত্রে ওকে মানাবে না। ছোটখাট চরিত্রে অভিনয় করেই ও ভালো পয়সা কামাতে পারবে কিন্তু ও চায় তারকা হতে। আমার ধারণা একটা ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে।'

টবির সেদিন সন্ধ্যায় জিলকে নিয়ে একটি ডিনার পার্টিতে যাবার কথা। পার্টিটি দেয়া হবে বিখ্যাত একজন ইংরেজ পরিচালকের সম্মানে। মাত্রই উনি হলিউডে পৌঁছেছেন। জিল এ ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য মুখিয়ে আছে।

টবির জন্য অপেক্ষা করছিল জিল। দরজা খুলেই টবির চেহারা দেখে বুঝতে পারল কোথাও একটা ভজকট হয়েছে। 'আমার টেস্টের কী খবর?' জানতে চাইল জিল।

বিরক্ত মুখে টবি বলল, 'আমি স্যাম উইন্টার্সের সঙ্গে কথা বলেছি।' স্যাম কী বলেছে জিলকে তা বলে দিল ও।

জিল চুপচাপ দাঁড়িয়ে সমস্ত কথা শুনে গেল। কোনো মন্তব্য করল না। ও ভেবেছিল এ ছবিটিতে সুযোগ পাবেই। চরিত্রটি দারুণ পছন্দ হয়েছিল ওর। গল্প শুনে ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। চোখে ভেসে উঠেছিল দোকানের সেই সোনার কাপটি। ছোট্ট মেয়েটি যে কাপটি সাংঘাতিকভাবে চাইত কিন্তু তার কাছ থেকে ওটা কেড়ে নেয়া হয়েছিল। ছেলেবেলাকার সেই হতাশা আজ আবার গ্রাস করল ওকে।

টবি বলছিল, 'শোনো, হানি, এসব নিয়ে একদম চিন্তা কোরো না। উইন্টার্সটার আসলে মাথার ঠিক নেই। তাই জানে না সে কী বলছে।'

কিন্তু জিল জানে সে চরিত্রটি পাচ্ছে না। যে যন্ত্রণা এবং ব্যথা সে সয়ে আসছে, যে আশা পুরে রেখেছে বুকের মাঝে তার কি কোনোই মূল্য নেই? ওর মা'র কথাই হয়তো ঠিক। প্রতিহিংসাপরায়ণ কোনো দেবতা ওকে শাস্তি দিচ্ছে। কিন্তু শাস্তিটা কেন ভোগ করতে হচ্ছে তা জানে না জিল। ওর কানে ভেসে এলো ধর্মযাজকের চিৎকার ক্ষুদে মেয়েটাকে দ্যাখো ও যদি ঈশ্বরের কাছে নিজের আত্মসমর্পণ না করে, অনুতপ্ত না হয়, তাহলে ওর পাপের জন্য সারাজীবন নরকের আগুনে পুড়ে মরবে।

এ শহরে জিল এসেছিল ভালোবাসা এবং স্বপ্ন নিয়ে কিন্তু শহরটি তাকে অসম্মান করেছে।

ভীষণ মন খারাপ হয়ে গেল জিলের। কখন যে কাঁদতে শুরু করেছে জানে না, টের পেল টবি ওকে জড়িয়ে ধরার পরে। 'শ্ শ্। ইটস অলরাইট!' টবির সান্ত্বনা জিলের কান্না আরও বাড়িয়ে দিল।

টবি জিলকে জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছে, জিল তাকে তার বাবার গল্প বলল। বলল জন্মের সময় কীভাবে সে তার বাবাকে হারিয়েছে, সোনার সেই কাপটির গল্প বলল, ধর্মীয় অনুশাসন, প্রচণ্ড মাথাব্যথা, রাতেরবেলা নিদারুণ ভয় নিয়ে শুয়ে থাকা না জানি কখন ঈশ্বর ওকে বজ্রাঘাত করেন, সবই বলল। অভিনেত্রী হবার জন্য যেসব ফালতু কাজ করতে হয়েছে তাও বয়ান করল জিল, বাদ দিল না ওর ধারাবাহিক ব্যর্থতার কথা। শুধু ওর জীবনে আসা পুরুষদের কথা গোপন করে গেল। যদিও টবির সঙ্গে সে শুরুতে খেলা করছিল কিন্তু এখন তার মধ্যে কোনো ভান-ভণিতা নেই। ওর অসহায়ত্বের গল্প ভীষণভাবে স্পর্শ করল টবিকে। টবির মনের গভীরে একটি তন্ত্রী স্পর্শ করে ফেলেছে, জিল যা আগে কেউ কখনো কোনোদিন পারেনি।

টবি পকেট থেকে রুমাল বের করে জিলের চোখের জল মুছিয়ে দিল। 'অ্যাই, তুমি যদি ভেবে থাকো তুমিই শুধু কষ্ট করেছ তাহলে আমার গল্প শোনো।' বলল টবি। 'আমার বাবা ছিলেন কসাই এবং...'

রাত তিনটা পর্যন্ত কথা বলল দুজনে। এই প্রথম কোনো নারীকে মানুষের মর্যাদা দিয়ে কথা বলল টবি। জিলকে ও বুঝতে পেরেছে। বুঝতে তো হবেই। কারণ জিল যে ওরই প্রতিরূপ।

দুজনের কেউ জানে না প্রথমে কে সাড়া দিয়েছিল। শুরুটা হয়েছিল ধীর গতিতে, মৃদু পদক্ষেপে, ভদ্রজনোচিত আচরণে, তারপর রূপ নিল সংবেদনশীলতায়, পাশবিক চাহিদায়। ক্ষুধার্তের মতো একে অন্যকে চুমু দেয় ওরা, জিলকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে থাকল টবি। জিল টের পেল টবির কঠিন পৌরুষ ওর শরীরে চেপে চেপে বসছে। টবিকে ও এ মুহূর্তে দারুণভাবে চাইছিল। টবি ওর জামাকাপড় খুলে নিচ্ছিল, বিবস্ত্র হতে নিজেই টবিকে সাহায্য করল জিল। অন্ধকারে নগ্ন শরীরে জিলের পাশে এসে দাঁড়াল টবি, দুজনের মধ্যেই পরস্পরকে পাবার তীব্র ব্যাকুলতা। মেঝেয় শুয়ে পড়ল ওরা। টবি জিলের শরীরে প্রবেশ করল, তার ভীমের গদার মতো মুগুরের আঘাতে আর্তনাদ করে উঠল জিল, সঙ্গে সঙ্গে টবি পুরুষাঙ্গটা বের করে নিতে চাইল। কিন্তু বাধা দিল জিল। টবিকে আকর্ষণ করল নিজের দিকে, দুহাতের নাগপাশে বন্দি করল ওকে। তারপর ওর সঙ্গে প্রেম করতে শুরু করল টবি, ওকে ভরিয়ে দিল তীব্র সুখ। প্রচণ্ড সুখে জ্ঞান হারাবার দশা হলো জিলের। সে চিৎকার করছিল 'লাভ মি, টবি! লাভ মি, লাভ মি!' টবির শরীর জিলের দেহের গভীর থেকে গভীরে ঢুকে যেতে লাগল, এক সময় দুজনে এক হয়ে গেল।

সারা রাত প্রেম করল ওরা, গল্প করল, হাসল প্রাণখুলে, মনে হলো ওরা যেন অনন্তকাল ধরে দুজনে দুজনার। টবি জিলকে বুকে জড়িয়ে ধরে রেখে ভাবছিল

এরই নাম প্রেম। জিলের দিকে তাকাল ও। অদ্ভুত সুন্দর লাগছে জিলকে। মেয়েটির প্রতি আশ্চর্য ভালোবাসা অনুভব করছে টবি। এমন হৃদয় ভাঙা অনুভূতি কোনোদিন কারও প্রতি হয়নি ওর। ও বলল, 'আমি তোমাকে বিয়ে করব।'

পৃথিবীর সবচেয়ে স্বাভাবিক কথা বলল ও।

ওকে জড়িয়ে ধরল জিল। 'ওহ্, ইয়েস, টবি।' টবিকে সে ভালোবাসে এবং ওকে সে বিয়ে করবে।

বেশ কয়েক ঘণ্টা পরে জিলের মনে পড়ল কীভাবে এসবের শুরু হয়েছিল। ও আসলে টবির ক্ষমতা চাইছিল। যারা ওকে ব্যবহার করেছে, আঘাত দিয়েছে, অসম্মান করেছে তাদের সবাইকে দেখে নিতে চাইছিল জিল। প্রতিশোধ নিতে চাইছিল।

অবশেষে সে সময় এসেছে।

উনচল্লিশ

ঝামেলায় আছে ক্লিফটন লরেন্স। একদিক থেকে এ বিপদের জন্য দায়ী সে নিজেই। টবি'র বার-এ বসে আছে সে। টবি বলছিল, 'আজ সকালে ওকে প্রপোজ করেছি আমি। ও 'হ্যাঁ' বলে দিয়েছে। নিজেকে মনে হচ্ছে ষোলো বছরের তরুণ।'

চেহারায় শকটা ফুটতে দিল না ক্লিফটন। খুব সাবধানে এ বিষয়টি সামাল দিতে হবে। একটা জিনিস খুব ভালোভাবে বুঝতে পারছে ক্লিফটন : ওই সুন্দরী বেশ্যাটার সঙ্গে টবি টেম্পলের কিছুতেই বিয়ে হতে দেয়া যাবে না। যে মুহূর্তে বিয়ের ঘোষণা আসবে, হলিউডের কোণা-কাঞ্চিতে লুকিয়ে থাকা দুর্বৃত্তের দল সাড়ম্বরে জানিয়ে দেবে তারা অনেক আগেই জিলের যৌবন-সুধা পান করেছে, জিল একটা রদ্দি মাল। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে টবি এখন পর্যন্ত জিলের অতীত কর্মকাণ্ড সম্পর্কে কিছু জানে না। কিন্তু গোপন কথাটি সারা জীবন গোপন রইবে না। আজ হোক বা কাল জানাজানি হবেই। আর সত্যিটা জানার পরে স্রেফ উন্মাদ বনে যাবে টবি। হাতের কাছে যাকেই পাবে, তার ছাল ছাড়িয়ে নেবে। এ ব্যাপারটি তার জীবনে যারা ঘটতে দিয়েছে তাদের কাউকে ছাড় দেবে না টবি। আর টবির ক্রোধের অনলে সবার আগে ভষ্মিভূত হবে ক্লিফটন লরেন্স। না, ক্লিফটন এ বিয়েটা কিছুতেই হতে দেবে না। একবার ভাবল জিল টবির চেয়ে কুড়ি বছরের ছোট। নিজেকে দমন করল সে। টবির দিকে তাকিয়ে সে সতর্ক গলায় বলল, 'তাড়াহুড়ো করে কিছু করতে যাওয়াটা বোধহয় ঠিক হবে না। একজন মানুষকে ভালোভাবে চিনে উঠতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। তুমি হয়তো—'

টবি পাত্তাই দিল না ক্লিফটনকে। 'তুমি হবে আমার মিতবর। বিয়েটা কি এখানে করব নাকি ভেগাসে?'

ক্লিফটন বুঝতে পারল খামোকা সময় নষ্ট করছে সে। এ ডিজাস্টার ঠেকানোর একটিই মাত্র রাস্তা আছে। জিলকে বাধা দিতে হবে।

সেদিন বিকেলে জিলকে ফোন করল ক্লিফটন লরেন্স। বলল ওকে ওর অফিসে আসতে। এক ঘণ্টা বাদে হাজির হলো জিল। গণ্ডদেশে চুম্বন করল, কাউচের ধারে বসে বলল, 'আমার হাতে বেশি সময় নেই। টবির সঙ্গে দেখা করতে যাব।'

'আমি বেশি সময় নেবোও না।'

জিলের আগাপাশতলা দেখল ক্লিফটন। এ বদলে যাওয়া জিল। মাস কয়েক আগে দেখা সেই মেয়েটির সঙ্গে এর কোনোই মিল নেই। এর ভেতরে টগবগ করছে আত্মবিশ্বাস এবং নিশ্চয়তা যা আগে ছিল না। তাতে কী? এরকম মেয়েদের বহু সামলে নিয়েছে ক্লিফটন।

'জিল, সত্যি কথাটা বলি,' বলল ক্লিফটন। 'টবির সঙ্গে তোমাকে মানাবে না। তুমি হলিউড ছেড়ে চলে যাও।' ড্রয়ার থেকে সাদা একটি খাম বের করল সে। 'এতে নগদ পাঁচ হাজার ডলার আছে। এ টাকা দিয়ে দুনিয়ার যে কোনো প্রান্তে যেতে পারবে তুমি।'

স্থির দৃষ্টিতে তাকে এক মুহূর্ত দেখল জিল, চেহারায় ফুটল নিখাঁদ বিস্ময়, তারপর হেলান দিল কাউচে। হেসে উঠল গলা ছেড়ে।

'আমি ঠাট্টা করছি না,' বলল ক্লিফটন লরেন্স। 'তোমার কি ধারণা টবি যদি জানতে পারে তুমি শহরের প্রত্যেককে শরীর বিলিয়েছ, তারপরও সে তোমাকে বিয়ে করবে?'

অনেকক্ষণ ক্লিফটনকে যাচাই করল জিল। ইচ্ছে করল বলে, তার জীবনে এসব ঘটার জন্য ক্লিফটনই দায়ী। সেসহ শহরের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা যারা জিলকে কোনো সুযোগই দেয়নি। তারা তার শরীর, গর্ব, আত্মবিশ্বাস সবকিছু ব্যবহার করেছে। বিনিময়ে কিছু পায়নি জিল। কিন্তু এসব কথা এ লোকটাকে বলে কোনো ফায়দা হবে না জানে জিল। লোকটা ওকে ধোঁকা দিতে চাইছে। তার সম্পর্কে টবির কাছে কিছুই বলার সাহস হবে না ক্লিফটনের।

জিল কিছু না বলে কাউচ ছাড়ল, হেঁটে বেরিয়ে গেল অফিস থেকে।

এক ঘণ্টা পরে টবির কাছ থেকে ফোন পেল ক্লিফটন।

টবিকে এতটা উত্তেজিত কখনো মনে হয়নি তার। 'আমি জানি না তুমি জিলকে কী বলেছ, বন্ধু, কিন্তু ও বলেছে আর অপেক্ষা করতে পারবে না। আমরা আজই লাসভেগাস যাচ্ছি বিয়ে করতে!'

লসএঞ্জেলস ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট থেকে পঁয়ত্রিশ মাইল দূরে লিয়ার জেটটি, উড়ছে আড়াই শো নট গতিতে। ডেভিড কেনিয়ন বিমান বন্দরের সঙ্গে যোগাযোগ করল, তারা ওকে অবতরণের অনুমতি দিল।

খুবই উৎফুল্ল ডেভিড। জিলের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে ও।

গাড়ি দুর্ঘটনার ধকল অনেকটাই কাটিয়ে উঠেছিল সিসি, শরীরের বেশিরভাগ ঘা শুকিয়ে গিয়েছিল তবে মুখখানা ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে ভয়ানক। ব্রাজিলে বিশ্বসেরা এক প্লাস্টিক সার্জনের কাছে ওকে পাঠিয়েছিল ডেভিড। দেড় মাস হলো ওখানে গেছে সিসি, ডেভিডকে নিয়মিত চিঠি লিখেছে সে। তাতে শুধু ডাক্তারটির প্রশংসা।

চব্বিশ ঘণ্টা আগে সিসির কাছ থেকে একটি টেলিফোন পায় ডেভিড, সিসি জানায় ব্রাজিল থেকে আর ফিরছে না সে। প্রেমে পড়েছে ও।

ডেভিড নিজের সৌভাগ্য বিশ্বাস করতে পারছিল না।

'বাহ চমৎকার,' বিড়বিড় করে বলেছে ডেভিড। 'আশা করি ডাক্তারকে নিয়ে সুখী হবে তুমি।'

'না, ডাক্তার নয়,' বলেছে সিসি। 'আমার প্রেমিকটির এখানে ছোটখাট একটি প্ল্যানটেশন আছে। সে দেখতে অবিকল তোমার মতো, ডেভিড। তবে পার্থক্য একটাই সে আমাকে ভালোবাসে।'

রেডিও'র খড়খড়ে আওয়াজ ডেভিডের চিন্তার সুতোটা ছিড়ে দিল।

'লিয়ার থ্রি আলফা পাপা, দিস ইজ লস এঞ্জেলেস অ্যাপ্রোচ কন্ট্রোল। ইউ আর ক্লিয়ার ফর অ্যাপ্রোচ টু রানওয়ে টুয়েন্টি ফাইভ লেফট। দেয়ার উইল বি আ ইউনাইটেড সেভেন-ওহ্-সেভেন বিহাইন্ড ইউ। হোয়েন ইউ ল্যান্ড, প্লিজ ট্যাক্সি টু দ্য ক্যাম্প অন ইয়োর রাইট।'

'রজার,' ডেভিড মাটিতে নামার প্রস্তুতি নিল। বুকের ভেতরে হাতুড়ির বাড়ি। জিলের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে সে, বলবে এখনো সে ওকে ভালোবাসে। বলবে ওকে বিয়ে করার জন্য।

টার্মিনাল ধরে হেঁটে যাচ্ছে ডেভিড, একটি খবরের কাগজের দোকানে আটকে গেল নজর। স্ট্যান্ডে ঝোলানো কাগজে বড় বড় হেডিংয়ে লেখা : '*অভিনেত্রীকে বিয়ে করেছেন টবি টেম্পল*। লেখাটি দুবার পড়ল ডেভিড। তারপর ঢুকল এয়ারপোর্ট বার-এ।

তিনদিন মদ খেয়ে মাতাল হয়ে রইল ডেভিড তারপর নিজের প্লেন নিয়ে ফিরে গেল টেক্সাস।

চল্লিশ

এ যেন রূপকথার মধুচন্দ্রিমা যাপন। একটি প্রাইভেট জেট বিমানে চড়ে লাস ভেগাসে উড়ে গেল টবি এবং জিল। ওখানে প্যাটিনো পরিবারের আতিথ্য গ্রহণ করল। মেক্সিকান বনভূমি এবং সাগর সৈকত জুড়ে রয়েছে এ পরিবারটির চমৎকার একটি রিসর্ট। বিচিত্র, রঙিন সব ফুল দিয়ে ঘেরা একটি ভিলায় থাকতে দেয়া হলো নবদম্পতিকে। সেখানে অসংখ্য নাম না জানা পাখি ওদেরকে সারা রাত গান শোনাল। দশটা দিন ওদের কেটে গেল জঙ্গল ঘুরে, ইয়টে সমুদ্র-ভ্রমণ এবং পার্টিতে মজা করে। লেগাজপিতে অভিজ্ঞ শেফদের রান্না করা সুস্বাদু ডিনার করল দুজনে, সাঁতরে বেড়াল নীল টলটলে জলের সুইমিংপুলে। প্লাজা থেকে দামি দামি বুটিক কিনল জিল।

মেক্সিকো থেকে ওরা চলে গেল বিয়ারিৎজ। ওখানে লা হোটেল ডু পালাইসে উঠল। এটি আসলে একটি নয়নাভিরাম প্রাসাদ। সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন তাঁর সম্রাজ্ঞী ইউজেনির জন্য প্রাসাদটি তৈরি করেছিলেন। মধুচন্দ্রিমা যাপনকারীরা সময় কাটাল ক্যাসিনোতে, বুলফাইট দেখে, মাছ ধরে আর সারা রাত প্রেম করে।

কোটে বাস্ক থেকে ওরা গাড়ি চালিয়ে চলে গেল পুবে গস্তাদে, বার্নিসি ওবারল্যান্ডে সমুদ্র সমতল থেকে পঁয়ত্রিশ শ' ফুট ওপরে জায়গাটা। ওরা পাহাড়ের চুড়োয় উঠল যন্টব্লাংক এবং ম্যাটারহর্ন পর্বত বাইন। আকাশের ওপর থেকে দেখল বরফ মোড়ানো চোখ ধাঁধানো চুড়ো, কুকুরে টানা স্লেজে চড়ল, পার্টিতে অংশ নিয়ে নাচানাচি করল। নিজেকে জীবনে কোনোদিন এত সুখী লাগেনি টবির। জীবনটাকে পূর্ণ করে তোলার মতো অবশেষে একজন নারীর দেখা পেয়েছে সে। আর নিজেকে একা লাগছে না।

টবির ইচ্ছে করছিল জীবনভর মধুচন্দ্রিমা চালিয়ে যায় কিন্তু বাড়ি ফিরতে চাইল জিল। আর কোনো জায়গা কিংবা মানুষ দেখার প্রতি আগ্রহ বোধ করছে না সে। নিজেকে মনে হচ্ছে সদ্য মুকুট পরানো এক রানি যাকে স্বদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছে। হলিউডে ফেরার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে জিল ক্যাসল।

কারণ মিসেস টবি টেম্পলের এবার প্রতিশোধ নেয়ার পালা।

তৃতীয় খণ্ড

একচল্লিশ

ব্যর্থতার একটা গন্ধ আছে। আবর্জনার মতো ছড়ায় দুর্গন্ধটা চেপে থাকে গায়ে। মানুষ দেখলে কুকুর যেমন ভয় পায়, কেউ ব্যর্থতার অতলে নিমজ্জিত হতে থাকলে লোকেও তা টের পেয়ে যায়।

বিশেষ করে হলিউডে।

এ শিল্পের সঙ্গে জড়িত প্রতিটি মানুষ জানে শেষ হয়ে গেছে ক্লিফটন লরেন্স, আর ঘটনাটা ঘটেছে সে ব্যাপারটা টের পাবার আগেই। লোকে লরেন্সের চারপাশ থেকে ব্যর্থতার গন্ধটা পাচ্ছিল।

হানিমুন সেরে আসার পরে বেশ কয়েকদিন কেটে গেছে, টবি কিংবা জিল কেউই কোনোরকম যোগাযোগ করেনি ক্লিফটন লরেন্সের সঙ্গে। একটা দামি উপহার পাঠিয়েছিল ক্লিফটন, বার তিনেক টেলিফোনে মেসেজ রেখেছে, কেউ সাড়া দেয়নি। এজন্য দায়ী নিশ্চয় জিল। মেয়েটা যেভাবেই হোক তার বিরুদ্ধে বিষিয়ে তুলেছে টবির মন। ক্লিফটন জানে ওকে একটা সমঝোতায় আসতে হবে। তার সঙ্গে টবির যে সম্পর্ক, এর মধ্যে তৃতীয় কাউকে কোনোভাবেই অনুপ্রবেশ করতে দেয়া যাবে না।

টবি স্টুডিওতে থাকবে জেনে একদিন সকালে গাড়ি নিয়ে ওদের বাড়িতে চলে এলো ক্লিফটন লরেন্স। ড্রাইভওয়ে দিয়ে তাকে আসতে দেখল জিল, নিজেই খুলে দিল দরজা। ওকে অপরূপ লাগছে, রূপ যেন ফেটে পড়ছে। ক্লিফটনের সঙ্গে বন্ধুর মতো আচরণ করল জিল। বাগানে বসে পান করল কফি, নিজেদের হানিমুনের গল্প শোনাল জিল, কোথায় কোথায় বেড়াতে গিয়েছিল বর্ণনা করল। বলল, 'টবি তোমার ফোনগুলোর জবাব দেয়নি বলে আমি দুঃখিত, ক্লিফ। ও আসলে দেশে ফিরেই প্রচণ্ড ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।'

ক্ষমাপ্রার্থনার ভঙ্গিতে হাসল জিল। ক্লিফটনের মনে হলো মেয়েটাকে সে এতদিন খামোখাই ভুল বুঝেছে। জিল তার শত্রুপক্ষ নয়।

'আমি সবকিছু আবার নতুনভাবে শুরু করতে চাই এবং বন্ধু হতে চাই,' বলল সে।

'ধন্যবাদ, ক্লিফ। আমিও তাই চাই।'

স্বস্তির ফল্গুধারা বইল ক্লিফটনের শরীর জুড়ে। 'তোমার আর টবির জন্য একটি

ডিনার পার্টি দিতে চাই আমি। বিস্ত্রোতে একটি প্রাইভেট রুম ভাড়া করব। এক হপ্তা বাদে। আসছো তো?'

'নিশ্চয়। টবি শুনলে খুব খুশি হবে।'

পার্টির দিন বিকেলবেলা ফোন করল জিল। 'আমি দুঃখিত, ক্লিফ। আজ রাতে আর বেরুতে পারছি না। শরীরটা বেজায় ক্লান্ত লাগছে। টবি বলল বাসায় শুয়ে বিশ্রাম নিতে।'

বহু কষ্টে নিজের হতাশা গোপন করল ক্লিফটন। 'ঠিক আছে, জিল। শরীর খারাপ লাগলে আর আসবে কীভাবে? টবি আসছে তো?'

অপর প্রান্তে জিলের দীর্ঘশ্বাস ফেলার শব্দ শুনল ক্লিফটন। 'মনে হয় আসতে পারবে না, ডিয়ার বয়। আমাকে ছাড়াও উপভোগ করতে পারবে তুমি।'

এ মুহূর্তে পার্টি বাতিল করার উপায় নেই। তিন হাজার ডলার বিল এসেছে। তবে ক্লিফটনের কাছে এ আর্থিক ক্ষতিটা কিছু নয়, তারচেয়ে অনেক বেশি ক্ষতি হয়ে গেছে তার। তার আজকের পার্টির একমাত্র আকর্ষণ ছিল টবি টেম্পল, তার গেস্ট অব অনার, সবেধন নীলমণি ক্লায়েন্ট। পার্টিতে উপস্থিত স্টুডিও প্রধান, তারকা, পরিচালক– হলিউডের প্রধান ব্যক্তিদের সকলেই ক্লিফটনের মনের অবস্থা বুঝতে পারছিলেন। টবির শরীরটা সুস্থ নয় বলে সাফাই গাইবার চেষ্টা করছিল ক্লিফটন। কিন্তু আসল ব্যাপারটা সবাই বুঝে ফেলেছিল। তবে কেউ কিছু বলল না।

পরদিন বিকেলে হেরাল্ড এক্সামিনার পড়ছিল ক্লিফটন লরেন্স, নজর আটকে গেল একটি ছবির দিকে। ডজার্স স্টেডিয়ামে দেখা যাচ্ছে মি. এবং মিসেস টবি টেম্পলকে। গত রাতে তোলা ছবি।

ক্লিফটন লরেন্স জানে এখন তাকে বেঁচে থাকার লড়াই করতে হচ্ছে। টবি যদি তাকে ছুড়ে ফেলে দেয়, কেউ আর তাকে রাস্তা থেকে তুলে আনবে না। কোনো বড় এজেন্সি তাকে নেবে না কারণ আর কোনো ক্লায়েন্ট নিয়ে আসার ক্ষমতা নেই ক্লিফটনের আর আবার সবকিছু নতুন করে শুরু করার কথা তো ভাবাই যায় না। সে সময়ও নেই। জিলের সঙ্গে শান্তি স্থাপনের কোনো রাস্তা খুঁজে বের করতেই হবে। জিলকে ফোন করল সে, বলল বাড়ি গিয়ে কথা বলতে চায়।

'নিশ্চয়,' বলল জিল। টবিকে গতরাতেই বলছিলাম তোমার সঙ্গে অনেকদিন দেখা-সাক্ষাৎ নেই।'

'আমি পনেরো মিনিটের মধ্যে আসছি,' বলল ক্লিফটন। লিকার কেবিনেট থেকে একটা গ্লাসে ডাবল স্কচ ঢেলে নিল সে। কাজের সময় মদ্যপান করা ঠিক হচ্ছে না জানে ক্লিফটন। কাজ?

মনে পড়তেই হাসি পেল। ওর হাতে এখন তো কোনো কাজই নেই। সে প্রতিদিন টবির জন্য কাজের অফার পায় কিন্তু বিখ্যাত মানুষটির ওর সঙ্গে বসে

কাজ নিয়ে আলোচনার সময়ই তো নেই। অতীতে সবকিছু নিয়ে দুজনে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করত। আহা সে বড় সুখের সময় ছিল। একসঙ্গে দুজনে মিলে দেশের বাইরে যেত, পার্টিতে যেত, ঠাট্টা-তামাশা করত, নারীসঙ্গ করত। দুজনে ছিল হরিহর আত্মা। যেন যমজ দুই ভাই। তাকে প্রয়োজন ছিল টবির, তার ওপর ভরসা করত সে। আর এখন...আরেকটা ড্রিংক ঢেলে নিল ক্লিফটন, লক্ষ্য করে খুশি হলো হাত তেমন কাঁপছে না।

টেম্পলের বাড়ি পৌঁছে দেখল টেরেসে বসে আছে জিল। কফি পান করছে। ক্লিফটনকে আসতে দেখে হাসল সে।

'তোমাকে দেখে খুশি হলাম, ক্লিফ। বসো।'

'ধন্যবাদ, জিল।' বড়সড় একটি রট আয়রন টেবিলে, জিলের বিপরীতে বসল ক্লিফটন। জিলকে দেখছে। সাদা রঙের একটি সামার শার্ট পরেছে জিল, কালো চুল, ট্যান করা সোনালি ত্বকে যেন সূর্যের আলো পড়ে পিছলে যাচ্ছে। বয়স যেন কয়েক বছর কমে গেছে জিলের– নিষ্পাপ দেখাচ্ছে। উষ্ণ, বন্ধুত্বপূর্ণ চোখে ক্লিফটনকে লক্ষ্য করছিল জিল।

'নাশতা খাবে, ক্লিফ?'

'না, ধন্যবাদ। ঘন্টাখানেক আগে নাশতা খেয়েছি।'

'টবি তো বাড়ি নেই।'

'জানি। আমি আসলে তোমার সঙ্গেই কথা বলতে এসেছি।'

'তোমার জন্য কী করতে পারি?'

'আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি,' ব্যাকুল গলায় বলল ক্লিফটন। এমন ভিখিরির মতো গলা করে কাউকে কোনোদিন কিছু বলেনি সে। 'আমরা– আমি একটা ভুল করে ফেলেছি। হয়তো দোষটা আমারই। টবি দীর্ঘদিন ধরেই আমার ক্লায়েন্ট এবং বন্ধু। আ–আমি ওকে সবসময় প্রটেক্ট করতে চেয়েছি। আমার কথা বুঝতে পারছ তুমি?'

মাথা ঝাঁকাল জিল, তার বাদামি চোখজোড়া স্থির হয়ে আছে ক্লিফটনের ওপর। 'নিশ্চয়, ক্লিফ।'

বুক ভরে দম নিল ক্লিফটন। 'জানি না টবি কখনো কথাটা তোমাকে বলেছে কিনা তবে আমিই কিন্তু প্রথম টবিকে সুযোগ দিই। ওকে দেখামাত্র বুঝতে পেরেছিলাম এ একদিন অনেক বড় তারকা হবে।' দেখল পূর্ণ মনোযোগে তার কথা শুনছে জিল। 'আমার হাতে তখন অনেক গুরুত্বপূর্ণ ক্লায়েন্ট ছিল, জিল। আমি এদের সবাইকে ছেড়ে দিয়েছিলাম যাতে টবির ক্যারিয়ারে সুযোগ দিতে পারি।'

'তুমি ওর জন্য যে অনেক কিছু করেছ তা টবি আমাকে বলেছে,' বলল জিল।

'বলেছে নাকি?' নিজের অজান্তেই কণ্ঠে আগ্রহ ফুটল ক্লিফটনের। হাসল জিল। 'বলেছে সে স্যাম গোল্ডউইন সেজে তোমাকে ফোন করেছিল এবং তুমি তারপর টবির অভিনয় দেখতে গিয়েছিলে। বেশ মজার গল্প।'

সামনে ঝুঁকে এলো ক্লিফটন। 'টবি আর আমার সম্পর্কের কোনো অবনতি হোক তা আমি চাই না। এজন্য তোমাকে আমার দরকার। তোমার আর আমার মধ্যে অতীতে যা ঘটেছে সব কথা ভুলে যেতে তোমাকে অনুরোধ করছি আমি। তোমার সঙ্গে রূঢ় আচরণ করার জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী। আমি ভাবছিলাম আমি বুঝি টবিকে সামলে-সুমলে রাখছি। ভুল ভেবেছি। তুমি টবির জন্য যা করছ তা এক কথায় অসাধারণ।'

'চেষ্টা করছি কিছু করার জন্য। এনিওয়েে, অনেক ধন্যবাদ।'

'টবি যদি আমাকে বাদ দিয়ে দেয়, তা-তাহলে আমার মরণ ছাড়া গতি থাকবে না। আমি শুধু শো বিজনেসের কথা বলছি না। ওর আর আমার মধ্যেকার সম্পর্ক–ও আমার নিজের ছেলের মতো। আমি ওকে ভালোবাসি।' এমনভাবে ছোট হতে লজ্জা লাগছিল ক্লিফটনের, ঘেন্না হচ্ছিল নিজের ওপর, তবু ভিখিরির গলায় বলল সে, 'প্লিজ, জিল, ফর গডস শেক...' থেমে গেল ক্লিফটন, কান্নায় বুজে গেছে গলা।

গভীর বাদামি চোখ মেলে তার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল জিল, তারপর একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'আমি মনের মধ্যে প্রতিহিংসা পুষে রাখি না। কাল এসো রাতে একসঙ্গে ডিনার করব?'

গভীর দম নিয়ে হাসিমুখে ক্লিফটন বলল, 'ধন্যবাদ।' হঠাৎ ঝাপসা হয়ে এলো চোখ। 'আ-আমি এ দিনটির কথা কোনোদিন ভুলব না।'

পরদিন সকালে, ক্লিফটন অফিসে এসে দেখল তার টেবিলে একটি রেজিস্টার্ড চিঠি পড়ে আছে। চিঠিতে লেখা টবি টেম্পলের এজেন্ট হিসেবে তাকে আর দায়িত্ব পালন করতে হবে না। তার চাকরি খতম।

বিয়াল্লিশ

সিনেমাস্কোপ আবিষ্কার হওয়ার পরে, হলিউডের সবচেয়ে আলোচিত ব্যক্তিত্বে পরিণত হলো জিল ক্যাসল টেম্পল। এ কোম্পানি শহরে সকলে তোষামোদির খেলাটি খেলে চাতুর্যের সঙ্গে। তারা শহরের সম্রাটের পোশাক-পরিচ্ছদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়। আর এদেরকে জিভ নামক কাঁচি দিয়ে ফালাফালা করে জিল। সে কাউকে ভয় করে না। টবি আছে তার পাশে আর টবির ক্ষমতা ও প্রভাব সে ব্যবহার করে গধার মতো। হামলা চালায় স্টুডিওর গুরুত্বপূর্ণ নির্বাহীদের ওপর। তবে তারা কেউ জিলকে কিছু বলার সাহস পায় না। কারণ জিলকে কিছু বলা মানে টবিকে অপমান করা। আর টবি হলো হলিউডের সবচেয়ে দামি এবং নির্ভরযোগ্য তারকা। মুকুটহীন বাদশা। তার নামেই ছবি চলে। এবং টবিকে হলিউডের সকলের দরকার।

টবি এখন চূড়ায় অবস্থান করছে। প্রতি হপ্তার নিয়েলসেন রেটিং-এ টবির টেলিভিশন শো এখনও এক নাম্বারে আছে, তার সিনেমাগুলো বিপুল ব্যবসা করে আর টবি যখন লাসভেগাসে অভিনয় দেখায়, দ্বিগুণ হয়ে যায় ক্যাসিনোর আয়। শো বিজনেসে হটেস্ট প্রোপার্টির নাম টবি। সব কিছুতেই টবিকে এখন তাদের প্রয়োজন– অতিথি শিল্পী, রেকর্ড অ্যালবাম, ব্যক্তিগত উপস্থিতি, পণ্যের বিপণন, বেনিফিট, সিনেমা সর্বত্র তারা শুধু টবিকে চাইছে এবং চাইছে।

শহরের নামী-দামি মানুষগুলোও টবিকে খুশি করতে এক পায়ে খাড়া। তারা দ্রুত জেনে গেল টবিকে খুশি করতে হলে জিলকে খুশি করতে হবে। টবির সমস্ত শিডিউল দেখাশোনার ভার জিল স্বেচ্ছায় নিজের কাঁধে নিয়ে নিল এবং ওর জীবনটাকে এমনভাবে বিন্যস্ত করল যে জিল যাদেরকে পছন্দ করে বা যাদের সঙ্গে কাজ করার অনুমতি দেয় শুধু তাদেরকেই সময় দিতে পারে টবি। টবির চারপাশে সে দুর্ভেদ্য একটি দেয়াল গড়ে তুলল, সে দেয়াল ভেদ করে টবির কাছে পৌঁছানোর অনুমতি একমাত্র পেলেন ধনী, বিখ্যাত এবং প্রভাবশালী কতিপয় ব্যক্তি। জিলই যেন অগ্নিশিখাটি প্রজ্জ্বলিত করে রাখছে। ওডেসার সেই পোলিশ ছোট মেয়েটিকে এখন সম্মান করে চলেন গভর্নর, রাষ্ট্রদূত, বিশ্বখ্যাত শিল্পবৃন্দ এবং স্বয়ং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট। এ শহর অনেক অপমান করেছে জিলকে। আর ওকে অসম্মান করতে পারবে না। অন্তত যতদিন টবি টেম্পল তার পাশে রয়েছে।

মহা বিপদে পড়ল সেইসব মানুষ যারা জিলের ঘৃণার তালিকায় রয়েছে।

জিল টবির সঙ্গে বিছানায় যায়, তাকে সুখের সাগরে ভাসিয়ে দেয়। মিলন শেষে সুখী ও পরিতৃপ্ত টবির গলা জড়িয়ে ধরে জিল বলে, 'ডার্লিং, তোমাকে কি আমি এ গল্পটা বলেছিলাম যে আমার স্ট্রাগলের সময় এক মহিলা এজেন্টের কাছে গিয়েছিলাম– কী যেন তার নাম?– ও, হ্যাঁ, রোজ ডানিং। সে বলেছিল আমাকে অভিনয়ের সুযোগ দেবে। তারপর তার বিছানায় নিয়ে গিয়ে আমাকে স্ক্রিপ্ট পড়তে বলেছিল।'

জিলের দিকে ফিরল টবি, সরু হয়ে এলো চোখ। 'তারপর কী হলো?'

হাসল জিল। 'আসলে ওই সময় বোকা ছিলাম তো কিছু বুঝতাম না। আমি স্ক্রিপ্ট পড়ছি এমন সময় টের পাই আমার উরুতে সে হাত দিয়ে চাপ দিচ্ছে।' মাথা ঝট করে পেছন দিকে সরিয়ে নিয়ে জোরে হেসে উঠল ও। 'আমি এমন ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম এক ছুটে ও বাড়ি থেকে পালিয়ে বাইরে। অমন জোরে জীবনে দৌড়াইনি।'

দশদিন পরে সিটি লাইসেন্সিং কোম্পানি চিরতরে বন্ধ করে দিল রোজ ডানিং-এর এজেন্সি লাইসেন্স।

পরের হপ্তায় টবি এবং জিল ওদের পাম স্প্রিং-এর বাড়িতে ছুটি কাটাতে এসেছে। প্যাশিওতে, মেসেজ টেবিলে ভারি টার্কিশ তোয়ালে পেতে শুয়ে আছে টবি, জিল তার শরীর টিপে দিচ্ছে। চিৎ হয়ে শুয়ে আছে টবি, সূর্যের প্রখর তেজ থেকে রক্ষা পেতে চোখ ঢাকা কটন প্যাডে। নরম, ক্রিমি লোশন দিয়ে ওর পা ম্যাসেজ করে দিচ্ছে জিল।

'ক্লিফের ব্যাপারে তুমি আমার চোখ খুলে দিয়েছ,' বলল টবি। 'ও আসলে একটা পরজীবী ছাড়া কিছু নয়। আমাকে দিয়ে টাকা কামাত। শুনলাম শহরময় টো টো করে ঘুরে বেড়াচ্ছে কারও সঙ্গে পার্টনারশিপে কাজ করবে বলে। কিন্তু কেউ ওকে নিচ্ছে না। আমাকে ছাড়া ওর গতি নেই।'

কাজে এক মুহূর্ত বিরতি দিল জিল, বলল, 'বেচারার জন্যে খারাপই লাগছে।'

'তোমাকে নিয়ে ওটাই সমস্যা, সুইটহার্ট। তুমি মস্তিষ্কের বদলে সবসময় হৃদয়টা ব্যবহার কর। আরও কঠিন হতে শেখো।'

নিঃশব্দে হাসল জিল। 'আমি আসলে পারি না। আমি বোধহয় আর বদলাবো না।' আবার ম্যাসেজ শুরু করে দিল ও। ওর হাত টবির হাঁটু ছুঁয়ে ক্রমে ওপরের দিকে উঠতে লাগল। নরম, উত্তেজক স্পর্শে পুরুষাঙ্গ দাঁড়িয়ে যাচ্ছে টবির।

'ওহ্, জীশাস!' গুঙিয়ে উঠল সে।

জিলের হাত টবির কুঁচকি স্পর্শ করল, টবির লিঙ্গ আরও শক্ত হলো। টবির দুপায়ের ফাঁকে হাত চালিয়ে দিল জিল, একটা আঙুল ঢুকিয়ে দিল পায়ুপথে। সঙ্গে সঙ্গে লৌহদণ্ডে পরিণত হলো টবির ভীমদণ্ড।

'জলদি, বেবি,' বলল টবি। 'শিগগির আমার ওপরে উঠে বসো।'

প্রমোদতরী জিল-এ সাগর ভ্রমণ করল ওরা। বৃহদায়তনের এ প্রমোদতরীটি টবি কিনে দিয়েছে জিলকে। দেখতে দেখতে শেষ হয়ে গেল ছুটি। কাল থেকে টবির প্রথম টিভি শো'র নতুন সিজন শুরু হবে।

'আমার জীবনেও এমন চমৎকার ছুটি কাটাইনি আমি,' বলল টবি। 'কাজে ফিরতে ইচ্ছেই করছে না।'

'তোমার শোটা খুব সুন্দর,' বলল জিল। 'আমি কাজ করে খুব মজা পেয়েছিলাম। সবাই খুব ভালো ছিল।' এক মুহূর্ত বিরতি দিল তারপর হালকা গলায় যোগ করল, 'প্রায় সবাই।'

'মানে?' কঠোর শোনাল টবির কণ্ঠ। 'কে তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে বলো?'

'কেউ না, ডার্লিং। আসলে কথাটা তোমাকে বলাই উচিত হয়নি।'

কিন্তু জিলের পেট থেকে কথা বের করে ছাড়ল টবি। পরদিন কাস্টিং ডিরেক্টর এডি বেরিংগানের চাকরি চলে গেল।

পরবর্তী কয়েক মাসে জিল তার লিস্ট অনুসারে আরও বেশ কয়েকজন কাস্টিং ডিরেক্টরের বিরুদ্ধে অনুযোগ করল। একের পর এক তারা অদৃশ্য হয়ে গেল হলিউড থেকে। জিলকে যারাই ব্যবহার করেছে তাদের প্রত্যেককে তার পরিণতি ভোগ করতে হবে। এ যেন রানি মৌমাছির সঙ্গে মিলনের মতো, ভাবল জিল। সবাই সঙ্গমের আনন্দ উপভোগ করার পরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

এরপরে স্যাম উইন্টার্সের পেছনে লাগল জিল। এ লোকটি বলেছিল জিলের কোনো অভিনয় প্রতিভা নেই। জিল অবশ্য স্যামের বিরুদ্ধে কোনো মন্দ কথা বলল না উল্টো টবির কাছে তার প্রশংসাই করল। তবে স্যামের চেয়ে অন্যান্য স্টুডিও প্রধানদের একটু বেশি প্রশংসা করল। বলল অন্যান্য স্টুডিও প্রধানরা বরং স্যামের চেয়ে টবির প্রতিভাকে বেশি মূল্যায়ন করে...এদের পরিচালকরা টবিকে ঠিকমতো বুঝতে পারে। শীঘ্রি একই উপলব্ধি হলো টবিরও। ক্লিফটন লরেন্স চাকরিচ্যুত হবার পরে কারও সঙ্গে কথা বলার লোক নেই টবির। এমন কেউ নেই যাকে সে বিশ্বাস করতে পারে, জিল ছাড়া। টবি যখন অন্য কোনো স্টুডিওতে ছবি করার সিদ্ধান্ত নিল, ভাবল এটা একান্তই তার নিজস্ব আইডিয়া। কিন্তু জিল তাকে বোঝাতে সমর্থ হলো স্যাম উইন্টার্স তার সব কথাই জানে। সে-ই পেছন থেকে সমস্ত কলকাঠি নাড়ছে। এতে স্যামের প্রতি টবির রাগ আরও বেড়ে যায়।

টবির আশপাশের মানুষজনের ধারণা ছিল জিল বেশিদিন টিকবে না, সে স্রেফ

মামুলি একজন অনুপ্রবেশকারী, একজন স্বল্পকালীন প্রমোদসঙ্গিনী। তাই তারা জিলকে দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করে ছিল, সামনে আন্তরিকতা দেখালেও ভেতরে ভেতরে ঘৃণা করছিল জিলকে। কিন্তু তাদের ধারণা ছিল ভুল। এক এক করে এদের সবাইকে নিশ্চিহ্ন করল জিল। সে চায়নি টবির জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে এমন কেউ যেন টবির ধারেকাছেও ঘেঁষতে না পারে কিংবা জিলের বিরুদ্ধে টবিকে প্রভাবিত করতে পারে এমন কাউকেও সে সহ্য করত না। সে টবির পুরানো আইনজীবীকে চাকরিচ্যুত করে সেখানে নতুন উকিল নিয়োগ করল, নিজের পছন্দের লোকজন ভাড়া করল জিল। তিন ম্যাককে সে তাড়িয়ে দিল সেই সঙ্গে পুরানো সব সঙ্গী-সাথীও বিদায় হলো। পুরানো চাকরদের একজনও রইল না। বাড়ির সর্বময় কর্ত্রী এখন জিল এবং বাড়িটি এখন তার।

টেম্পলদের বাড়িতে পার্টির দাওয়াত পাওয়া মানে বিরাট সৌভাগ্যের ব্যাপার। ওখানে যায় এবং কারও সঙ্গে কারও কোনো ভেদাভেদ থাকে না। অভিনেতারা সহজেই মিশে যাচ্ছেন সোসালিস্ট, গভর্নর কিংবা প্রভাবশালী কর্পোরেশনের কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে। সকল সাংবাদিক জড়ো হয় টবির দেয়া পার্টিতে। সবাই উপভোগ করে পার্টি।

টেম্পলরা যখন হোস্টের ভূমিকা পালন করে না তখন তারা হয় গেস্ট। হিমবাহের মতো তাদের কাছে বিভিন্ন পার্টির আমন্ত্রণ আসে। তাদেরকে দাওয়াত দেয়া হয় প্রিমিয়ার, চ্যারিটি ডিনার, রাজনৈতিক বিষয়, রেস্টুরেন্ট এবং হোটেল খোলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানসহ আরও নানান কিছুতে।

টবি জিলকে নিয়ে বাড়িতে থাকতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। কিন্তু জিল বাইরে যেতে পছন্দ করে। কোনো কোনো রাতে তাদেরকে একসঙ্গে তিন/চারটে পার্টিতে হাজির থাকতে হয়। জিল টবিকে নিয়ে এক দাওয়াত থেকে অন্য আরেক দাওয়াতে ছোটাছুটি করে।

'যীশাস, তোমার আসলে গ্রসিংগারে সোসাল ডিরেক্টর হওয়া উচিত ছিল,' হেসে ওঠে টবি।

'এসবই আমি করছি তোমার জন্য, ডার্লিং,' বলে জিল।

মার্চ মাসে ওরা কান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে যাওয়ার আমন্ত্রণ পেল।

'নো ওয়ে,' জিল তাকে দাওয়াতপত্র দেখালে বলল টবি।

'আমি ওখানে যাচ্ছি না। আমি খুব ক্লান্ত, হানি। কাজ করতে করতে নাভিশ্বাস অবস্থা।'

টবির পাবলিক রিলেশন অফিসার জেরি গুটম্যান জিলকে বলেছে কান চলচ্চিত্র উৎসবে টবির ছবি সেরা চলচ্চিত্র হিসেবে পুরস্কার পাবার একটি সম্ভাবনা রয়েছে। আর টবি স্বয়ং ওখানে উপস্থিত থাকলে সম্ভাবনাটি আরো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। কাজেই

টবির যাওয়া উচিত বলেই সে মনে করছে।

পরে, আরও কয়েকদিন টবি অভিযোগের সুরে বলল সে খুব ক্লান্ত এবং রাতে ঘুমাতে পারছে না। সে ঘুমের বড়ি খেয়ে ঘুমাতে যায় আর ঘুম হয়নি বলে সকালবেলা ঘুমে ঢুলতে থাকে। টবি যেন সারাদিন কাজ করতে পারে, শক্তি পায় শরীরে এজন্য নাশতার সময় তাকে বেনযেড্রিন ট্যাবলেট খেতে দেয় জিল। তবে অতিরিক্ত পরিশ্রম করার কুফল এখন ভোগ করতে হচ্ছে টবিকে।

'আমি যদিও দাওয়াত গ্রহণ করে ফেলেছি,' জিল বলে টবিকে, 'তবে ওটা ক্যান্সেল করা যাবে। তুমি এ নিয়ে কিচ্ছু ভেবো না, ডার্লিং।'

'চলো পাম স্প্রিংস থেকে মাসখানেকের জন্য ঘুরে আসি। সাবানের মধ্যে স্রেফ শুয়ে থাকব।'

টবির দিকে তাকাল জিল, 'মানে?'

আড়ষ্ট হয়ে বসে রইল টবি। 'আমি আসলে সূর্যের কথা বলতে চেয়েছিলাম। মুখ দিয়ে সাবান কথাটা কেন বেরিয়ে এলো বুঝলাম না।'

হেসে উঠল জিল। 'কারণ তুমি সবসময় মজা করে কথা বলো, তাই।' ওর হাতে চাপ দিল সে। 'পাম স্প্রিংস জায়গা খারাপ নয়। তোমার সঙ্গে ওখানে যেতে আমার ভালোই লাগবে।'

'বুঝতে পারছি না আমার কী হয়েছে,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল টবি। 'আমার ভেতরের সমস্ত রস বোধহয় শুকিয়ে গেছে। বুড়ো হয়ে যাচ্ছি।'

'তুমি কোনোদিনই বুড়ো হবে না, বাজি।'

হাসল টবি। 'তাই নাকি? তবে আমার ধারণা আমার মৃত্যুর পরেও আমার জিনিসটা অনেকদিন বেঁচে থাকবে।' মাথার পেছন দিকটা হাত দিয়ে ঘষল সে। 'আমার খুব ঘুম পাচ্ছে। ঘুমাব। আজ রাতে কোথাও দাওয়াত-টাওয়াত নেই তো?'

'থাকলেও আমি ক্যান্সেল করে দিচ্ছি। আমি আজ রাতে নিজের হাতে তোমাকে রান্না করে খাওয়াবো।'

'বাহ্, তাহলে তো দারুণ হয়।'

জিল চলে যাচ্ছে, তার অপসৃয়মান শরীরের দিকে তাকিয়ে মনে মনে টবি, আহা, আমিই জগতের সবচেয়ে সুখী মানুষ।

ওরা সে রাতে দেরি করে ঘুমাতে গেল। টবিকে গরম পানিতে গোসল করিয়ে দিয়েছে জিল, ম্যাসেজ করেছে গা। সমস্ত টেনশন দূর হয়েছে টবির।

'শরীরটা এখন খুব ঝরঝরে লাগছে,' বিড়বিড় করল টবি। 'তোমাকে ছাড়া আমি যে কী করে বাঁচব!'

'আমিও তোমাকে ছাড়া বাঁচব না,' টবির কাছ ঘেঁষে এলো জিল। 'টবি, আমাকে কান ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল-এর গল্প শোনাও। এটা কেমন জিনিস? আমি কোনোদিন এ চলচ্চিত্র উৎসবে যাইনি।'

'আরে ওখানে সারা বিশ্ব থেকে কামুক লোকজন আসে তাদের বানানো সব পচা পচা ছবি নিয়ে। কত যে বিচিত্র চরিত্রের মানুষজনের আগমন ঘটে ওখানে!' জিলকে এক নজর দেখল টবি। 'তুমি কি সত্যি ওই স্টুপিড ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল-এ যেতে চাইছ?'

দ্রুত ডানে-বামে মাথা নাড়ল জিল। 'না, আমরা পাম স্প্রিংস-এ যাব।'

'দুরো, পাম স্প্রিংস-এ যে কোনো সময় যাওয়া যায়।'

'না, না, ঠিক আছে। কান-এ যাওয়াটা খুব জরুরি কিছু নয়।'

হাসল টবি। 'তোমার জন্য আমি এমন পাগল কেন জানো? অন্য যে কোনো মেয়ে আমাকে চলচ্চিত্র উৎসবে তাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য ঘ্যানঘ্যান করতেই থাকত। তোমার ওখানে যেতে ইচ্ছা করছে কিন্তু মুখ ফুটে একবারও ইচ্ছেটা প্রকাশ করছ না। উল্টো আমাকে খুশি করার জন্য স্প্রিংস-এ যেতে চাইছ। তুমি কি দাওয়াতটা ক্যান্সেল করে দিয়েছ?'

'এখনও দেইনি তবে–'

'দিতে হবে না। আমরা ইন্ডিয়া যাচ্ছি।' বিস্মিত দেখাল টবিকে। 'আমি কি ইন্ডিয়া শব্দটা উচ্চারণ করতাম? মানে কান-এ যাচ্ছি।'

ওরলিতে ওদের বিমান অবতরণ করেছে, একটা টেলিগ্রাম পেল টবি। ওর বাবা নার্সিংহোমে মারা গেছে। এখন আর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দেয়ার সময় নেই।

গোটা পৃথিবী এসে যেন ভেঙে পড়েছে কান চলচ্চিত্র উৎসবে।

সব দেশের মানুষ আছে এখানে। ইংরেজ, আমেরিকান, ফরাসি, জাপানি, হাঙারিয়ান, পোলিশ কে নেই? প্রফেশনালরা যেমন আছেন, তেমনি আছেন অ্যামেচাররাও। কান চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কার জেতা মানে ব্যাংক ব্যালান্স বেড়ে যাওয়া। বিজয়ী চলচ্চিত্রকারের কোনো পরিবেশক না থাকলে তিনি পেয়ে যান একজন ডিস্ট্রিবিউটর আর যার আছে তিনি আরও ভালো কাউকে পান।

কান-এর প্রতিটি হোটেল পূর্ণ। কমপক্ষে মাসখানেক আগে হোটেল কক্ষগুলো রিজার্ভ হয়ে গেছে। তবে কার্লটন হোটেলে বড় একটি সুইট পেতে কষ্ট হলো না টবি টেম্পলের। টবি এবং জিল যেখানেই গেল, উষ্ণ অভ্যর্থনা পেল। ক্রমাগত জ্বলে চলেছে নিউজ ফটোগ্রাফারদের ক্যামেরার ফ্ল্যাশ, তাদের ছবি পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছে গোটা বিশ্বে। তাদেরকে অভিহিত করা হলো দ্য গোল্ডেন কাপল, দ্য কিং অ্যান্ড কুইন অব হলিউড ইত্যাদি শিরোনামে। সাংবাদিকেরা জিলের সাক্ষাৎকার নিল এবং ফরাসি মদ থেকে শুরু করে আফ্রিকার রাজনীতি সম্পর্কিত সকল বিষয়ে তার মতামত জানতে চাইল।

টবির ছবি পুরস্কার জিততে পারল না বটে তবে উৎসব শেষ হবার দিন দুই আগে, বিচারক সমিতি ঘোষণা করলেন বিনোদন জগতে অসামান্য অবদান রাখার জন্য টবি টেম্পলকে বিশেষ পুরস্কারে ভূষিত করা হচ্ছে।

তবে টবি অনুষ্ঠান উপভোগ করতে পারল না। ওর মাথা কেমন ঘুরছিল। কান শহরের মেয়র ফরাসি ভাষায় টবির প্রশংসা করার পরে একটি সোনার মেডেল এবং ফিতা হাতে নিয়ে টবির উদ্দেশ্যে 'বো' করলেন। উপস্থিত অতিথিদের সকলে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে হাততালি দিয়ে টবিকে অভিনন্দিত করলেন। কিন্তু টবি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে পারছিল না।

'উঠে পড়ো,' ফিসফিস করল জিল।

ধীরে ধীরে চেয়ার ছাড়ল টবি টেম্পল। মুখখানা শুকনো এবং বিবর্ণ। কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে রইল সে। তারপর মুখে হাসি ফুটিয়ে মাইক্রোফোনের দিকে এগোল। কিন্তু মাঝামাঝি রাস্তায় যেতে টলে উঠল টবি তারপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল মেঝেয়। অজ্ঞান।

একটি ফরাসি এয়ারফোর্স ট্রান্সপোর্ট জেটে টবিকে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হলো প্যারিসে, ভর্তি করা হলো আমেরিকান হাসপাতালে। ওখানে ইনটেনসিভ কেয়ার ওয়ার্ডে রাখা হলো তাকে। ফ্রান্সের সবচেয়ে সেরা ডাক্তাররা টবির চিকিৎসা করার জন্য তলব পেলেন। ভেতরে চিকিৎসা চলছে, হাসপাতালের একটি প্রাইভেট রুমে বসে রইল জিল। টানা ছত্রিশ ঘণ্টা সে কিছু মুখে তুলল না এমনকি সারাবিশ্ব থেকে আসা অজস্র ফোনকলের একটিও সে রিসিভ করল না।

একা বসে রইল লিজ, সাদা দেয়ালে নিবদ্ধ দৃষ্টি, কিছু দেখছে না কিংবা চারপাশের জগৎ সম্পর্কেও যেন সচেতন নয় সে। তার মন শুধু একটি বিষয়ের ওপর আবদ্ধ : টবিকে ভালো হয়ে উঠতেই হবে। টবি তার সূর্য, সূর্য নিভে গেলে ছায়ারও মৃত্যু ঘটে। আর তা হতে দেবে না জিল।

ভোর পাঁচটার সময় চিফ অব স্টাফ ড. ডু ক্লোস প্রাইভেট রুমটিতে ঢুকলেন।

'মিসেস টেম্পল– আমি দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে আপনার স্বামীর ম্যাসিভ স্ট্রোক হয়েছে। তিনি সম্ভবত আর কোনোদিন হাঁটতে পারবেন না কিংবা কথা বলতেও পারবেন না।

তেতাল্লিশ

প্যারিসে, টবির হাসপাতালের কক্ষে অবশেষে যখন ওর সঙ্গে দেখা করার অনুমতি মিলল জিলের, স্বামীর চেহারা দেখে আঁতকে উঠল সে। এক রাতের মধ্যে বুড়ো হয়ে গেছে টবি, ওর ভেতরের সমস্ত রক্ত রস যেন শুষে নেয়া হয়েছে। হাত এবং পা কোনোটাই নাড়াতে পারছে না টবি, কথা বলতেও পারছে না, মুখ দিয়ে শুধু বোবা পশুর মতো গো গো আওয়াজ করছে।

দেড় মাস পরে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেল টবি। ওকে নিয়ে ক্যালিফোর্নিয়া ফিরে এলো জিল, প্রেস, টিভি মিডিয়ার লোকজন এবং হাজার হাজার ভক্ত বিমান বন্দরে জেঁকে ধরল ওদেরকে। টবি টেম্পলের অসুস্থতার খবর দারুণ নাড়া দিয়েছে সবাইকে। টবির শারীরিক অবস্থার কথা জানতে চেয়ে তার বন্ধুরা অবিরাম ফোন করতে লাগল। বাড়িতে ঢুকে টবির ছবি নেয়ার প্রাণান্ত চেষ্টা করছিল টিভির মানুষজন। প্রেসিডেন্ট এবং সিনেটররা টবির স্বাস্থ্য কুশল কামনা করে চিঠি লিখলেন, ওর হাজারও ভক্ত চিঠি আর কার্ড পাঠাল, ওর জন্য প্রার্থনা করল।

তবে জিলের খবর নিচ্ছিল না কেউ। সে কেমন আছে, সে কোনো ডিনারে কিংবা সিনেমা দেখতে যেতে চায় কিনা কেউ তার খোঁজ নিল না। হলিউডের কারোরই জিলের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই।

জিল টবির ব্যক্তিগত চিকিৎসক ড. এলি কাপলানকে নিয়ে এসেছিল। তিনি UCLA মেডিকেল সেন্টার থেকে নিয়ে আসা দুজন সেরা নিউরোলজিস্ট এবং জন হপকিন্স থেকে আরও কয়েকজন ডাক্তার দিয়ে টবিকে পরীক্ষা করালেন। প্যারিসে ড. ডুক্লোস যা বলেছিলেন, এঁরাও সকলে টবির বিষয়ে একই মতামত দিলেন।

'একটা কথা মনে রেখো,' ড. কাপলান বললেন জিলকে। 'টবির কিন্তু মানসিক বৈকল্য ঘটেনি। তুমি যা বলছ তার সবই সে শুনতে পাচ্ছে এবং বুঝতে পারছে। কিন্তু ও কথা বলা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নাড়ানোর ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। ও কোনো সাড়া দিতে পারে না।'

'ও-ও কি সারা জীবন এরকমই থাকবে?'

ইতস্তত গলায় জবাব দিলেন ড. কাপলান। 'নিশ্চিত করে কিছু বলা মুশকিল। তবে আমাদের মতে, ওর নার্ভাস সিস্টেম এতটাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যে থেরাপি দিয়ে সুস্থ করার চান্স নেই বললেই চলে।'

'কিন্তু আপনারা তো এ ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত নন।'

'তা নই বটে তবে...'

কিন্তু জিল টবিকে সুস্থ করে তুলবেই।

তিনজন নার্স রাখা হয়েছে যারা ঘড়ি ধরে টবির সেবা করছে। জিল একজন ফিজিওথেরাপিস্ট রেখেছে। সে প্রতিদিন সকালে এসে থেরাপি দেয় টবিকে। সে টবিকে সুইমিংপুলে নিয়ে যায়, তার হাত আর পায়ের পেশী স্ট্রেচিং করে দেয়। উষ্ণ পানিতে দাঁড়িয়ে টবি দুর্বলভাবে চেষ্টা করে হাত-পা ছুঁড়তে। কিন্তু ওর কোনো উন্নতির লক্ষণ নেই। চতুর্থ হপ্তায় নিয়ে আসা হলো একজন স্পিচ থেরাপিস্টকে। সে প্রতিদিন এক ঘণ্টা করে চেষ্টা করে যেতে লাগল টবির মুখে নতুন করে বোল ফোটাতে।

দুমাস পরেও টবির মাঝে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন না দেখে ড. কাপলানকে ডেকে পাঠাল জিল।

'ওকে যেভাবে হোক সুস্থ করে তুলুন,' চিৎকার করে উঠল সে। 'এভাবে তো চলতে পারে না।'

অসহায় দৃষ্টিতে জিলের দিকে তাকালেন ডাক্তার। 'আমি দুঃখিত, জিল। আমি তোমাকে বলার চেষ্টা করছিলাম...'

ড. কাপলান চলে যাবার পরে লাইব্রেরি ঘরে একা অনেকক্ষণ বসে রইল জিল। টের পেল সেই বিশ্রী মাথা ব্যথাটা ফিরে আসছে আবার। কিন্তু এসব নিয়ে এখন ভাবার সময় নেই। ও দোতলায় উঠে এলো।

বিছানায় হেলান দিয়ে শুয়ে আছে টবি। চোখে শূন্য দৃষ্টি। জিলকে ওর দিকে এগিয়ে আসতে দেখে টবির গভীর নীল চোখজোড়া উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ভাষা ফুটল সেখানে। জিল হেঁটে এলো টবির বিছানার পাশে। নড়ে উঠল টবির ঠোঁট, দুর্বোধ্য কিছু শব্দ বেরিয়ে এলো দুই ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে। হতাশার অশ্রুতে বিস্ফারিত হলো চোখ। ড. কাপলানের কথা মনে পড়ে গেল জিলের *'টবির কিন্তু মানসিক বৈকল্য ঘটেনি।'*

বিছানার কিনারে বসল জিল। 'টবি, আমি তোমাকে কিছু কথা বলব। শোনো। এ বিছানা থেকে তোমাকে নামতে হবে। তুমি হাঁটবে, তুমি কথা বলবে।' টবির গাল বেয়ে এখন জল গড়াচ্ছে। 'তোমাকে পারতেই হবে,' বলল জিল। 'আমার জন্য পারতে হবে।'

পরদিন সকালে নার্সদের ছাড়িয়ে দিল জিল, বাদ দিল ফিজিওথেরাপিস্ট এবং স্পিচ থেরাপিস্টকে। খবর শুনে ছুটে এলেন ড. এলি কাপলান।

'ফিজিওথেরাপিস্টকে বাদ দিয়েছ সমস্যা নেই, জিল– কিন্তু নার্সরা! চব্বিশ ঘণ্টা কাউকে না কাউকে দরকার হবে টবির–'

'আমি ওর সঙ্গে থাকব।'

মাথা নাড়লেন ডাক্তার। 'কীসের মধ্যে নিজেকে জড়াতে চাইছ সে ব্যাপারে তোমার কোনো ধারণাই নেই। মাত্র একজন লোক দিয়ে–'

'আপনাকে আমার প্রয়োজন হলে ফোন করব।'

ডাক্তারকে ভাগিয়ে দিল জিল।

শুরু হলো অগ্নিপরীক্ষা।

ডাক্তাররা ওকে যা যা করা সম্ভব নয় বলেছিলেন সেসব কাজ শুরু করে দিল জিল। টবিকে এই প্রথম সে কোলে তুলে হুইলচেয়ারে বসিয়ে দিল। টবির শরীরের ওজন এত কমে গেছে যে ভয় লাগল ওর। এলিভেটরে চেপে টবিকে নিয়ে নেমে এলো নিচে, সুইমিংপুলের ধারে। ফিজিওথেরাপিস্টকে এসব কাজ করতে দেখেছে জিল। তবে ও যা করল তা ভিন্ন। ফিজিওথেরাপিস্ট খুব নম্র আচরণ করত টবির সঙ্গে কিন্তু জিল নিষ্ঠুর এবং নির্দয় হয়ে উঠল। টবি কথা বলার চেষ্টা করল, বলতে চাইল সে ক্লান্ত, আর সইতে পারছে না। জিল বলল, 'এখনো কাজ শেষ হয়নি। আরো একবার করো, টবি, আমার জন্যে।'

টবিকে সে আরো একবার ম্যাসেজ নিতে বাধ্য করল।

টবি বসে বসে কাঁদতে থাকল হতাশা এবং দুঃখে।

বিকেলবেলা টবিকে কথা বলা শেখানোর চেষ্টা করছিল জিল। 'ওওহ...ওওওওহ্।'

'আহাআআআহ্...আআআআহ্...'

'না। ওওওওওওওহ্। ঠোঁট গোল করো, টবি। তোমার কথা শুনতে ওগুলোকে বাধ্য করো। ওওওওহ্।'

'আ আ আআআআআআহ্...'

'ধ্যাত্তেরি! তোমাকে কথা বলতেই হবে! এখন বলো– ওওওওওওওওহ্!'

আবার চেষ্টা করল টবি।

জিল প্রতিরাতে ওকে খাইয়ে দাইয়ে শুইয়ে দেয় বিছানায়। জড়িয়ে রাখে দুহাত দিয়ে। টবির অসাড় হাতটা নিজের শরীরে ঘষে জিল, ছোঁয়ায় বুকে, দুই উরুর নরম সন্ধিস্থলে নিয়ে যায়। 'ফিল দ্যাট, টবি,' ফিসফিস করে বলে জিল। 'এ দেহ সবই তোমার জন্য। এর মালিক তুমি। আমি তোমাকে চাই। চাই তুমি ভালো হয়ে উঠবে এবং আমরা আবার প্রেম করতে পারব। আই ওয়ান্ট ইউ টু ফাক মি, টবি।'

জ্যান্ত, উজ্জ্বল চোখ মেলে জিলকে দেখে টবি, মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে দুর্বোধ্য, জান্তব আওয়াজ।

'শীঘ্রি তুমি ওটা করতে পারবে, টবি, শীঘ্রি।'

কোনো ক্লান্তি নেই জিলের। সে গৃহভৃত্যদের সবাইকে ছাড়িয়ে দিয়েছে কারণ চায়নি

কেউ ধারেকাছে থাকুক। তারপর থেকে সমস্ত রান্নাবান্না ওর একাই করতে হচ্ছে। মুদি দোকানিকে ফোনে হুকুম দিলেই সে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বাড়িতে পৌঁছে দিচ্ছে। ঘর থেকে পারতপক্ষে বেরোয় না জিল। আগে ফোন এলে জবাব দিত ও। তারপর আস্তে আস্তে ফোন আসা বন্ধ হয়ে গেল। টবি টেম্পলের শারীরিক অবস্থা বর্ণনা করে নিউজ বুলেটিনও আর বেরুচ্ছে না। কারণ সারা পৃথিবী জানে সে মারা যাচ্ছে। এ শুধু এখন সময়ের প্রশ্ন।

কিন্তু টবিকে মরতে দেবে না জিল। ও যদি মারা যায়, জিলেও আর বেঁচে থাকার খায়েশ নেই।

দিনগুলো নীরস, দীর্ঘ এবং একঘেয়ে। জিল ভোর ছটায় ঘুম থেকে ওঠে, প্রথমেই সাফ-সুতরো করে নেয় টবিকে। হাগু-মুতু একদমই চাপিয়ে রাখতে পারে না টবি। ক্যাথেটার এবং ডায়াপার ব্যবহার করা সত্ত্বেও রাতের বেলা এমনভাবে বিছানা নোংরা করে ফেলে যে একাধিকবার বিছানার চাদর পাল্টাতে হয়। মল-মূত্রের বিকট গন্ধে ঘরে থাকা দায়। জিল গরম পানিতে পূর্ণ করে বেসিন তারপর নরম কাপড় এবং স্পঞ্জ পানিতে ভিজিয়ে টবির গা থেকে ঘষে ঘষে তোলে মল-মূত্র। পরিষ্কার করার পরে ওর গা মুছে দেয় জিল, শরীরে পাউডার মাখে, কামিয়ে দেয় দাড়ি-গোঁফ, আঁচড়ে দেয় চুল।

'বাহ্, এই তো বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে আমার টবি বাবুকে,' বলে জিল। 'তোমার ভক্তদের উচিত এ মুহূর্তে তোমাকে এসে দেখে যাওয়া। অবশ্য ওরা শীঘ্রি তোমাকে দেখতে পাবে। তোমাকে একনজর দেখার জন্য ওদেরকে রীতিমতো মারামারি করতে হবে। ওখানে প্রেসিডেন্ট থাকবেন– সবাই হাজির হবে বিখ্যাত টবি টেম্পলকে দেখার জন্য।'

তারপর টবির জন্য নাশতা বানায় জিল। গমের গুঁড়া দিয়ে পরিজ তৈরি করে। ক্রিম, ডিম ইত্যাদি চামচে করে খাইয়ে দেয় টবিকে। এমনভাবে খাওয়ায় যেন টবি একটি শিশু। খাওয়ানোর সময় অনর্গল কথা বলতে থাকে জিল। আশ্বাস দেয় ও দ্রুত ভালো হয়ে উঠবে।

'তুমি টবি টেম্পল,' সুর করে বলে জিল। 'তোমাকে সবাই ভালোবাসে, সবাই তোমাকে ফিরে পেতে চায়। তোমার ভক্তরা তোমার জন্য অপেক্ষা করছে, টবি। ওদের জন্য তোমাকে সুস্থ হয়ে উঠতে হবে।'

তারপর আরেকটি লম্বা, কষ্টকর দিনের শুরু হয়।

টবির পঙ্গু শরীরটা হুইলচেয়ারে করে সুইমিংপুলের ধারে নিয়ে যায় জিল ব্যায়াম করাতে। তারপর ওর শরীর ম্যাসেজ করে দেয়, কথা বলানোর থেরাপি করে। দেখতে দেখতে টবির দুপুরের খাবার তৈরির সময় হয়ে যায়। লাঞ্চের পরে আবার খানিক আগের রুটিন। পুরো সময়টা জুড়ে জিল টবিকে বলে টবি কী সুন্দর অভিনয়

করত, সবাই তাকে কত ভালোবাসত। সে টবি টেম্পল, গোটা পৃথিবী সে কবে ফিরে আসবে তার জন্য অপেক্ষা করছে। রাতের বেলা জিল টবির একটি স্ক্রাপবুক খুলে বসে ওকে ছবি দেখায়।

'এই যে দ্যাখো আমরা রানির সঙ্গে। মনে আছে সে রাতে ওঁরা তোমাকে কীভাবে অভিনন্দিত করেছিলেন? আবার সবকিছু আগের মতো হবে। তুমি আগের চেয়েও অনেক বেশি নাম করবে, টবি, অনেক বেশি বিখ্যাত হবে।'

রাতেরবেলা ওকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে পাশে রাখা কট-এ কোনোমতে শ্রান্ত শরীর এলিয়ে দেয় জিল। মাঝরাতে টবি পায়খানা করে দিলে সে শব্দে জেগে ওঠে ও। বিধ্বস্ত শরীরটাকে টেনে তোলে কট থেকে, বদলে দেয় টবির ডায়াপার, মুছে দেয় গা। এসব কাজ করতে করতে সকাল হয়ে যায়, টবির নাশতা বানাতে হবে, শুরু হতে যাচ্ছে আরেকটি দিন।

তারপর আরেকটি দিন। এ দিনগুলোর যেন কোনো শেষ নেই।

প্রতিদিন জিল টবিকে একটু একটু করে কঠিন পরিশ্রম করাতে চায়। জিলের মেজাজ এমন অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে যে যদি দেখে ওর কথা শুনতে চাইছে না টবি, রেগে গিয়ে টবির গালে চড় মারে সে। 'তোমাকে পরিশ্রম করতেই হবে,' চিৎকার করে জিল। 'তোমাকে সুস্থ হতেই হবে।'

চুয়াল্লিশ

নির্যাতিত হবার এ রুটিন শরীর-মন দুটোই বিধ্বস্ত করে তুলছে জিলকে। তবু নিজেকে টেনে যায় ও কিন্তু রাতেরবেলা বিছানায় শরীরটা ফেলে দেয়ার পরে ঘুম আসে না। মাথার মধ্যে ভেসে ওঠে কত না ছবি, পুরানো দিনের চলচ্চিত্রের মতো। কান চলচ্চিত্র উৎসবে সাংবাদিকের দল ওকে আর টবিকে ছেঁকে ধরেছে মৌমাছির মতো...ওদের পাম স্প্রিংস-এর বাড়িতে প্রেসিডেন্ট এসেছেন, জিলের রূপ-গুণের প্রশংসা করছেন...একটি প্রিমিয়ার শোতে ভক্তরা ঘিরে ধরেছে ওকে আর টবিকে...দ্য গোল্ডেন কাপল...টবি মেডেল নেয়ার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছে, পড়ে যাচ্ছে...পড়ে যাচ্ছে...অবশেষে এসব চিন্তা করতে করতে কখন ঘুমিয়ে যায় জিল জানে না।

মাঝে মাঝে মাথায় প্রচণ্ড বেদনা নিয়ে জেগে ওঠে ও। অন্ধকারের একাকীত্বের মাঝে শুয়ে থাকে, ব্যথাটার সঙ্গে লড়াই করে, ভোর হওয়া পর্যন্ত এভাবে ছটফট করতে থাকে, তারপর নিজেকে আবার ক্লান্তিকর একটি দিনের জন্য খাড়া করে তোলা।

আবার সবকিছু শুরু হয়ে যায় আগের মতো। যেন সে আর টবি বহুদিন আগে বিস্মৃত একটি হলোকাস্ট থেকে বেঁচে যাওয়া দুটি প্রাণী। জিলের পৃথিবী সংকুচিত হয়ে এসেছে এ বাড়ির চৌহদ্দিতে, এসব ঘর, এ লোক ইত্যাদির মাঝে। সূর্য ওঠা থেকে শুরু করে মাঝরাত পর্যন্ত নিজেকে ক্লান্তিহীনভাবে টেনে চলে জিল।

আর টবিকে সে চালিয়ে নেয়, তার টবি বন্দি নরকে, এমন একটি পৃথিবীতে যেখানে জিল ছাড়া আর কেউ নেই আর ওকে অন্ধের মতো মেনে চলতে বাধ্য টবি।

নিরানন্দ, যন্ত্রণাদায়ক সপ্তাহগুলো খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে পার হয়ে রূপান্তর ঘটে মাসে। টবি এখন জিলকে ওর দিকে এগিয়ে আসতে দেখলেই কেঁদে ফেলে ভয়ে। কারণ জানে ওকে শারীরিক নির্যাতন সইতে হবে। প্রতিটি দিন আরও বেশি নির্দয় হয়ে উঠছে জিল। সে টবির অসাড়, অনুভূতিশূন্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোয় সাড়া জাগানোর চেষ্টা করে, ওকে ছেড়ে দেয় যখন ও আর সহ্য করতে পারে না। জিলকে থামতে বলে টবি, মুখ দিয়ে অদ্ভুত, অর্থহীন সব ঘরঘরে আওয়াজ বেরিয়ে আসে আকুতির সুরে। কিন্তু জিল বিরতি দেয় না। বলে, 'এখনই থামব না। তুমি যতদিন না আগের অবস্থায় ফিরে যাচ্ছ, আমি এটা চালিয়ে যাবোই।' ময়দার তাল পেষার মতো টবির নিঃসাড় পেশীগুলো দলাইমলাই করতে থাকে জিল। টবি যেন পূর্ণবয়স্ক

একটি অসহায় শিশু, একটি ভেজিটেবল ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু জিল তার চোখের দিকে তাকিয়ে ঘোষণার সুরে বলে, 'তুমি অবশ্যই হাঁটতে পারবে।'

ওকে দাঁড়া করায় জিল, হাত দিয়ে ধরে রাখে, এক পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য করে। মাতালের মতো টলতে থাকে এক ঠ্যাঙে দাঁড়িয়ে থাকা টবি। অদ্ভুত এবং বিকট লাগে তার ত্রিভঙ্গ মুরারী মূর্তি।

জিলের মাথাব্যথাটা এখন ঘন ঘন হচ্ছে। উজ্জ্বল আলোর ঝলক, গোলমালের আওয়াজ কিংবা শারীরিক অকস্মাৎ কোনো মুভমেন্ট ঘটলে শুরু হয়ে যায় মাথাব্যথা। আমার একজন ডাক্তার দেখানো দরকার, ভাবে সে। তবে পরে দেখাব। আগে সুস্থ হোক টবি। এখন নিজের জন্য নষ্ট করার সময় তার নেই।

তার সমস্ত সময় এখন শুধু টবির জন্য।

জিলকে যেন ভূতে পেয়েছে। গায়ে জামাকাপড় ঢিলে হয়, শরীরের ওজন কতটা হারিয়েছে কিংবা চেহারা কতটা বিতিকিচ্ছিরি হয়ে গেছে সেদিকে কোনো খেয়াল নেই ওর। ওর মুখটা সরু হয়ে গেছে, ঝুলে পড়েছে চোয়াল, চোখ ঢুকে গেছে গর্তে। এক সময়ের ঝলমলে রেশমি কোমল কেশরাজি এখন রশির মতো শক্ত এবং বিবর্ণ। তবে এ দিকে ওর কোনো নজর নেই, গ্রাহ্যও করছে না।

একদিন জিল দরজার নিচে একটি টেলিগ্রাম দেখতে পেল। পাঠিয়েছেন ড. কাপলান। জিলকে ফোন করতে বলেছেন। কিন্তু জিলের ফোন করার সময় নেই। তাকে যে অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতে হবে রুটিন।

টবিকে একটি ওয়াকার কিনে দিয়েছে জিল যাতে হাঁটতে পারে। ওকে ওয়াকারে দাঁড় করিয়ে, ধরে ধরে হাঁটানোর চেষ্টা করে জিল। এক সময় বেদম ক্লান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ঘুমিয়ে পড়ে। তখন আর মনে থাকে না সে কোথায়, সে কী বা কী করছে।

এক রাতে টবিকে ঘুম পাড়িয়ে নিজের বেডরুমে চলে এলো জিল। মরার মতো ঘুমাল। ঘুম ভেঙে দেখে মধ্য গগনে জ্বলজ্বল করছে সূর্য। ঘুমিয়ে দুপুর পার করে দিয়েছে জিল। টবিকে খাওয়ানো হয়নি, গোসল করানো হয়নি, পোশাক বদলে দেয়া হয়নি। ও নিজের বিছানায় অসহায়ের মতো শুয়ে আছে, অপেক্ষা করছে কখন আসবে জিল। বিছানা ছেড়ে উঠতে গেল জিল, টের পেল নড়াচড়া করতে পারছে না। প্রচণ্ড পরিশ্রম এবং উদ্বেগ ওর শরীরটাকে একেবারে শেষ করে দিয়েছে, ওর হুকুম আর মানতে চাইছে না। অসহায়ের মতো বিছানায় শুয়ে রইল জিল। মানে সে হেরে গেছে, খামোখাই এতদিন গাধার মতো খেটেছে সে, পার করেছে নরকসম দিন ও রাত। ওর শরীর ওর সঙ্গে বিট্রে করেছে। টবিকে ও আর কিছু দিতে পারবে না, ওর আর কোনো সেবা করতে পারবে না। এ কথা ভাবতেই বুক ফেটে কান্না এলো। সব শেষ হয়ে গেছে।

বেডরুমের দরজায় একটা শব্দ হলো। চোখ মেলে চাইল জিল। দোরগোড়ায়

দাঁড়িয়ে রয়েছে টবি স্বয়ং, দুর্বল, কাঁপা হাতে ধরে রেখেছে ওয়াকার, মুখ দিয়ে লালা গড়াচ্ছে, ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে অবোধ্য কিছু শব্দ বেরিয়ে আসছে, ও কী যেন বলার চেষ্টা করছে।

'জিইইইঘ..জিইইইইঘ...'

ও আসলে 'জিল' বলতে চাইছে। এবারে আর কান্না থামিয়ে রাখতে পারল না জিল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

তারপর থেকে টবির শারীরিক অবস্থার উন্নতি ঘটতে লাগল দেখার মতো। এই প্রথম টবি বুঝতে পারল যে সে সুস্থ হয়ে উঠবে। জিলের যন্ত্রণাদায়ক সেবা সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেলেও আর কোনো অনুযোগ জানাল না টবি। বরং স্বাগত জানাল। জিলের জন্য ও সুস্থ হয়ে উঠতে চাইছে। জিল পরিণত হয়েছে তার আরাধ্য দেবীতে। আগে সে জিলকে ভালোবাসত এখন মনে মনে রীতিমতো পুজো করে।

জিলের ভেতরেও কিছু একটা ঘটে গেছে। আগে নিজের জীবনের জন্য লড়াই করত সে; টবিকে সে নিজের স্বার্থে কেবল ব্যবহার করত, এখন তার পরিবর্তন ঘটেছে। টবি হয়ে উঠেছে তার শরীরের একটি অংশ। তারা এখন এক শরীর, এক মন এবং এক আত্মা। টবির জীবন ছিল জিলের হাতে, সে ওটাকে লালন-পালন করে শক্তিশালী করে তুলেছে, রক্ষা করেছে আর তা থেকে জন্ম নিয়েছে একরকম ভালোবাসা। টবি এখন তার, সে-ও যেমন টবির।

টবির খাদ্যাভাস বদলে ফেলল জিল। ফলে হারানো ওজন আবার ফিরে পেতে লাগল টবি। সে এখন প্রতিদিন সূর্যের আলোয় দিন কাটায়, জমিনে ওয়াকারের সাহায্যে অনেকক্ষণ হাঁটাহাঁটি করে, তৈরি করে নিজের শক্তি। যেদিন টবি ওয়াকার ছাড়া নিজেই হাঁটতে পারল, দিনটিকে দুজনে উপভোগ করল ক্যান্ডেললাইট ডিনারের আয়োজনের মাধ্যমে।

অবশেষে জিল সিদ্ধান্ত নিল এবারে টবিকে ডাক্তার দেখানো যায়। সে ড. কাপলানকে ফোন করল।

'জিল! আমি তোমাদেরকে নিয়ে যা দুশ্চিন্তা করছিলাম! আমি বেশ কয়েকবার তোমাকে ফোন করেছি কিন্তু একবারও সাড়া পাইনি। টেলিগ্রাম পাঠিয়েছি। তারও জবাব না পেয়ে ভেবেছি তুমি বোধহয় টবিকে নিয়ে অন্য কোথাও চলে গেছ। ও কী–ও কী–'

'আসুন, নিজেই দেখে যান, ডাক্তার।'

•

নিজের বিস্ময় গোপন করে রাখতে পারলেন না কাপলান।

'এ তো অবিশ্বাস্য!' বললেন তিনি জিলকে। 'ইটস–ইটস লাইক আ মিরাকল!'

'এটা মিরাকলই বটে,' বলল জিল। তবে সে মিরাকলটা নিজেই ঘটাতে হয়েছে

ঈশ্বরের সাহায্য ছাড়াই। কারণ ঈশ্বর তখন অন্যত্র ব্যস্ত ছিলেন।

'টবির খবর জানতে লোকে এখনো আমাকে ফোন করে,' বললেন ডা. কাপলান। আসলে তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে না বলেই আমার কাছে খোঁজ-খবর করে। স্যাম উইন্টার্স তো প্রতি হপ্তায় অন্তত একবার ফোন করবেই। ক্লিফটন লরেন্সও ফোন করেছিল।'

ক্লিফটন লরেন্সকে ধর্তব্যের মধ্যেই আনল না জিল। তবে স্যাম উইন্টার্সকে খবরটা দেয়া দরকার। পৃথিবীকে জানাতে হবে টবি টেম্পল এখনো একজন সুপারস্টার, ওরা দুজনে এখনো গোল্ডেন কাপল।'

পরদিন সকালে স্যাম উইন্টার্সকে ফোন করল জিল। জানতে চাইল সে টবিকে দেখতে আসতে পারবে কিনা। এক ঘণ্টা বাদে ওদের বাড়িতে হাজির হয়ে গেল স্যাম। জিল সদর দরজা খুলে ওকে ভেতরে স্বাগত জানাল। জিলের চেহারা দেখে চমকে গিয়েছিল স্যাম। বহু কষ্টে চেহারা থেকে ভাবটা গোপন রাখল সে। শেষবার দেখার পরে এ মুহূর্তে জিলকে মনে হচ্ছে তার বয়স বেড়ে গেছে দশ বছর। কোটরাগত চক্ষু, মুখমণ্ডলে গভীর ভাঁজ, এমন শুকিয়ে গেছে জিল, প্রায় একটা কংকালের মতো লাগছে দেখতে।

'তুমি এসেছ বলে ধন্যবাদ, স্যাম। তোমাকে দেখলে খুশি হবে টবি।'

বিছানায় শোয়া অবস্থায়, একটা মানুষের ছায়া দেখবে বলে মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে এসেছিল স্যাম। কিন্তু অন্যরকম একজন টবিকে দেখে সে যারপরনাই বিস্মিত। সুইমিংপুলের ধারে, একটি প্যাডে শুয়েছিল টবি। স্যামকে আসতে দেখে সে সিধে হলো। তবে নড়াচড়া করল আস্তে ধীরে কিন্তু দৃঢ়তার সাথে। শক্ত হাত বাড়িয়ে দিল হ্যান্ডশেকের জন্য। টবির গায়ের চামড়া পুড়ে তামাটে, স্বাস্থ্যবান, স্ট্রোকের আগে দেখা টবির চেয়ে এখনকার টবিকে অনেক ভালো লাগছে দেখতে। যেন রহস্যময় এক রসায়নের জাদুতে জিলের স্বাস্থ্য এবং প্রাণপ্রাচুর্য টবির শরীরে প্রবেশ করেছে আর টবির সমস্ত অসুস্থতা দখল করেছে জিলকে।

'হেই! তোমাকে দেখে খুব খুশি হলাম, স্যাম।'

টবির বাচনভঙ্গি আগের চেয়ে মন্থরগতি তবে আগের চেয়ে অনেক বেশি নির্ভুল এবং পরিষ্কার। প্যারালাইসিসের কোনো চিহ্নই নেই টবির মাঝে। সেই আগের মতো মিষ্টি, মায়াবী চেহারা, উজ্জ্বল ঝকঝকে নীল চোখ। স্যাম আলিঙ্গন করল টবিকে। 'যীশাস, তুমি আমাদেরকে সাংঘাতিক ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে।'

মুচকি হাসল টবি। 'আমরা যখন একা থাকব তখন যীশাসকে ডাকার কোনো দরকার নেই।'

স্যাম তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ্য করছে টবিকে। 'আই অনেস্টলি ক্যান্ট গেট ওভার ইট। তোমার বয়স যেন আরো কমে গেছে। অথচ গোটা শহর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে।'

'আমার লাশ নিয়ে, তাই তো?' হাসল টবি।

স্যাম বলল, 'সত্যি আজকাল ডাক্তাররা পারেন না এমন কোনো কাজ–'

'ডাক্তার নয়,' বাধা দিল টবি। তাকাল জিলের দিকে। স্ত্রীর প্রতি নগ্ন প্রশংসা ঝরে পড়ছে ওর চোখ থেকে। কে এই অসাধ্য সাধন করেছে জানতে চাও? জিল। শুধুই জিল। ওর দুটো হাত দিয়ে। ও সবাইকে বাসা থেকে তাড়িয়ে দিয়ে স্রেফ একা সেবা-শুশ্রূষা করে আমাকে আবার সুস্থ করে তুলেছে।'

স্যাম আড়চোখে দেখল জিলকে। বিস্মিত। ওকে দেখে তো মনে হয় না নিঃস্বার্থভাবে কারো সেবা করতে পারে। হয়তো জিলের বিষয়ে তার বিবেচনা ভুল ছিল। 'তোমার প্ল্যান কী?' সে জিজ্ঞেস করল টবিকে। 'তুমি নিশ্চয় বিশ্রাম নিতে চাইবে এবং–'

'ও কাজে নামছে,' বলল জিল। 'টবির মতো প্রতিভাবান মানুষের মিছামিছি ঘরে বসে থাকা শোভা পায় না।'

'হ্যাঁ, আমার এখন কাজে নামা উচিত,' সায় দিল টবি।

'স্যাম হয়তো তোমাকে কাজে লাগাতে পারবেন,' বলল জিল।

দুজনেই তাকিয়ে আছে স্যামের দিকে। টবিকে নিরুৎসাহিত করতে চাইছে না স্যাম তবে মিথ্যা আশাও দেখাতে চাইছে না। যে তারকার ইনসিওর করা যায় না তাকে নিয়ে ছবি তৈরির ঝুঁকি নেয়া সম্ভব নয়। আর কোনো স্টুডিও-ই টবির ওপর ভরসা করতে পারবে না।

'এ মুহূর্তে আমার হাতে কোনো প্রজেক্ট নেই,' সাবধানে শব্দ বাছাই করল টবি। 'তবে হাতে কোনো কাজ এলেই জানাব।'

'তুমি আসলে ওকে কাজে লাগাতে ভয় পাচ্ছ, তাই না?'

জিল যেন স্যামের মনের কথাটা পড়ে ফেলেছে।

'না, একদম না।' কিন্তু ওরা দুজনেই জানে মিথ্যা কথা বলছে স্যাম।

হলিউডের কেউ আর টবি টেম্পলকে ছবিতে নেয়ার ঝুঁকি নেবে না।

টবি এবং জিল টেলিভিশনে এক তরুণ কৌতুকাভিনেতার অভিনয় দেখছে।

'ধূরো ব্যাটা অভিনয়ের কিস্যু জানে না,' নাক সিঁটকাল টবি। 'ইস্, কবে যে অন এয়ারে যেতে পারব। আমার বোধহয় একজন এজেন্ট ধরতে হবে। এমন কেউ যে এসব কাজে শহরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং ভালো খবর রাখে।'

'না!' দৃঢ় শোনাল জিলের কণ্ঠ। 'আর কোনো ফেরিঅলার প্রয়োজন নেই আমাদের। তুমি অকর্মা কেউ নও যে চাকরির জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াতে হবে। তুমি টবি টেম্পল। ওরা যাতে তোমার কাছে আসে সে ব্যবস্থা করতে হবে।'

কাষ্ঠ হাসি হাসল টবি। 'ওরা আমাদের দরজায় কড়া নাড়বে না, বেবি।'

'নাড়বে,' বলল জিল। 'তুমি যে সুস্থ হয়ে উঠেছ তা কেউ জানে না। এখন তুমি পুরোপুরি ফিট। আর এ ব্যাপারটাই ওদেরকে দেখাতে হবে।'

'কীভাবে দেখাব পত্রিকার পাতায় ন্যাংটো পোজ দিয়ে?'

টবির কথা কানে যায়নি জিলের। 'আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে।' ধীরে ধীরে বলল সে। 'একটি 'ওয়ান-ম্যান শো' করার বুদ্ধি।'

'মানে?'

'আ ওয়ান ম্যান শো,' জিলের কণ্ঠে উত্তেজনা। 'হান্টিংটন হার্টফে থিয়েটার তোমার নামে ভাড়া করব আমি। ওখানে হলিউডের সবাই আসবে। তারপর তারা আবার তোমার দরজায় কড়া নাড়তে শুরু করবে!'

পঁয়তাল্লিশ

হলিউডের সবাই এলো : প্রযোজক, পরিচালক, তারকা, সমালোচক শো বিজনেসের গুরুত্বপূর্ণ লোকদের কেউ বাদ থাকল না। শোফার চালিত লিমুজিনে চড়ে যখন ভাইন স্ট্রিটের থিয়েটারে হাজির হলো টবি এবং জিল, বাইরে অপেক্ষমান দর্শক ওদেরকে দেখে হর্ষধ্বনি করে উঠল। ও হলো এদের টবি টেম্পল। মৃত দশা থেকে সে জীবিত হয়ে ফিরে এসেছে ওদের কাছে। তাই তারা খুব খুশি।

প্রেক্ষাগৃহের ভেতরের অবস্থা অবশ্য ভিন্ন। এখানে যারা এসেছেন তারা একজন মৃতপ্রায় তারকাকে বুঝি শেষ সম্মান জানাতে হাজির হয়েছেন। তাঁরা ধরেই নিয়েছেন আর জেগে উঠতে পারবে না টবি টেম্পল।

কীভাবে শো হবে সমস্ত প্ল্যান প্রোগ্রাম একাই করেছে জিল। সে ও'হ্যানলন এবং রেইংগারের কাছে গিয়েছিল। ওরা টবির জন্য দারুণ একটি নাটক লিখে দিয়েছে। শুরুটা এরকম : জীবিত থাকা অবস্থাতেই টবিকে কবর দেয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলে সে সবাইকে হাসিঠাট্টা করছে। তিনবার অ্যাকাডেমি পুরস্কার প্রাপ্ত গীত-রচনাকারী একটি দলের কাছে গিয়েছিল জিল। তারা ব্যক্তি বিশেষের জন্য কখনো গান লেখেনি। কিন্তু জিল যখন বলল, 'টবির ধারণা একমাত্র আপনারাই ওর জন্য সেরা গানটি লিখে দিতে পারবেন,' তখন তারা গান লিখতে রাজি হয়েছে।

টবির শো দেখতে লন্ডন থেকে উড়ে এলেন ডিক ল্যান্ডি।

টবিকে ব্যাকআপ দিতে সবচেয়ে সেরা প্রতিভাগুলোকে ভাড়া করেছে জিল। কিন্তু সবশেষে সবকিছু নির্ভর করবে তারকার নিজের ওপর। এটি একটি ওয়ান-ম্যান শো। আর স্টেজে টবি ছাড়া কেউ থাকবে না।

চূড়ান্ত মুহূর্তে নিভে গেল প্রেক্ষাগৃহের বাতি, দর্শকের ফিসফিস গুঞ্জনের মধ্যে উঠতে লাগল মঞ্চের পর্দা, জিল প্রার্থনা করল টবি যেন তার জাদু আবার দেখাতে পারে।

এবং ঘটলও তাই।

মুখে সেই চিরচেনা দুষ্টু-মিষ্টি হাসি নিয়ে যে মুহূর্তে মঞ্চে প্রবেশ করল টবি টেম্পল, উপস্থিত হাজারো দর্শক ফেটে পড়ল বিপুল করতালিতে। তারা আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে চিৎকার করতে লাগল, হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানাল প্রিয় মানুষটিকে।

উচ্ছ্বাসের ঢেউ শান্ত হবার জন্য অপেক্ষা করল টবি। তারপর বলল, 'এর নাম অভ্যর্থনা?' গর্জে উঠল দর্শক।

দারুণ দেখাল টবি। সে গল্প বলল, গান গাইল, নাচল। উপস্থিত সকলের ওপরে হামলা চালাল। তার অভিনয় দেখে কে বলবে এ মানুষটি অসুস্থতার কারণে দীর্ঘদিন শো বিজনেসের বাইরে ছিল। টবি এখনো সুপারস্টার, শুধু তাই নয় সে এখন পরিণত হয়েছে জীবন্ত কিংবদন্তিতে।

পরদিন ভ্যারাইটি পত্রিকা লিখল : ওরা এসেছিল টবি টেম্পলকে কবর দিতে কিন্তু প্রশংসা আর ভালোবাসায় সিক্ত করল তাকে। আর এটাই তো তার পাওনা ছিল। এই মানুষটির মধ্যে যে জাদু আছে তা শো বিজনেসের আর কারো মধ্যে নেই। এ এক অসাধারণ উচ্ছ্বসিত সংবর্ধনার সন্ধ্যা, যারা কাল ওখানে উপস্থিত ছিলেন তারা কোনোদিন এ সন্ধ্যাটির কথা ভুলতে পারবেন না...'

হলিউড রিপোর্টার লিখল : দর্শক এসেছিল একজন বিরাট তারকার প্রত্যাবর্তন দেখতে, কিন্তু টবি টেম্পলকে দেখে 'মনে হয়নি সে কোনোদিন মঞ্চ ছেড়ে চলে গেছে।'

প্রতিটি পত্রিকাই অকুণ্ঠ প্রশংসা করল টবির। ওই দিন থেকে টবির বাড়ির ফোন অনবরত বেজে যেতে লাগল। হাজার হাজার চিঠি, টেলিগ্রাম, আমন্ত্রণপত্র আর প্রস্তাব আসতে শুরু করল।

ওরা টবির দরজায় কড়া নাড়তে লাগল।

টবি তার একক শো প্রদর্শন করল শিকাগো, ওয়াশিংটন এবং নিউইয়র্কে যেখানেই গেল দারুণ উত্তেজনা সৃষ্টি করল সে। লোকে আগের চেয়েও বেশি আগ্রহ প্রকাশ করছে টবিকে নিয়ে। আর্ট থিয়েটার এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে টবির পুরানো চলচ্চিত্রগুলো প্রদর্শিত হতে লাগল। টিভিতে প্রচারিত হলো টবি টেম্পল সপ্তাহ এবং তার পুরানো ভ্যারাইটি শোগুলো নতুন করে তারা দেখাতে লাগল।

টবি টেম্পলের নামে বাজারে বের হলো পুতুল, গেমস, পাজল, কৌতুকের বই এবং টি-শার্ট। কফি, সিগারেট এবং টুথপেস্টের বিজ্ঞাপনেও অভিনয় করল টবি।

ইউনিভার্সাল স্টুডিওতে একটি মিউজিকাল মুভিতে অভিনয় করল টবি, সবগুলো বড়বড় ভ্যারাইটি শোতে অতিথি শিল্পী হিসেবে ওকে হাজির হতে দেখা গেল। নেটওয়ার্কগুলো নতুন 'টবি টেম্পল সময়' নামে অনুষ্ঠান বানানোর প্রতিযোগিতায় মেতে উঠল।

আবার মেঘ কেটে সূর্য উঠেছে আর সে আলোকরশ্মিতে ঝলমল করছে জিল।

আবার পার্টিতে যাবার দাওয়াত আসতে শুরু করল। আজ অমুক রাষ্ট্রদূত দাওয়াত দিলেন টবি আর জিলকে, কাল অমুক সিনেটর, পরদিন বাড়িতে বসে সিনেমা দেখার আমন্ত্রণ...সবাই আবার সবকিছুতে চাইছে টবিকে। হোয়াইট হাউজে ডিনারের দাওয়াত পেল টবি। এ ধরনের সম্মান শুধুমাত্র রাষ্ট্রপ্রধানদের

দেয়া হয়। যেখানেই গেল ওরা দুজন, ভেসে গেল প্রশংসার বন্যায়।

তবে টবির পাশাপাশি এখন জিলেরও প্রশংসা করছে সকলে। সে একাকী সেবা করে কীভাবে টবিকে সুস্থ করে তুলেছে সে গল্প এখন সবার মুখে মুখে। সংবাদপত্রে শতাব্দীর সেরা প্রেম কাহিনী হিসেবে ওদের গল্প ছাপা হলো। টাইম সাময়িকীর প্রচ্ছদও রচনা হলো ওদের দুজনকে নিয়ে, জিলের প্রতি সম্মান জানিয়ে।

একটি নতুন টেলিভিশন ভ্যারাইটি শোতে পাঁচ মিলিয়ন ডলারের চুক্তি করেছে টবি। আর দুহপ্তা বাদে সেপ্টেম্বরে শুরু হবে শো।

'আমরা পাম স্প্রিংসে যাব যাতে শো শুরু হবার আরো কটা দিন তুমি একটু বিশ্রাম নিতে পার,' টবিকে বলল জিল।

ডানে-বামে মাথা নাড়ল টবি, 'অনেক দিন তুমি ঘরে বন্দি ছিলে। এখন তোমাকে নিয়ে একটু বাইরে ঘুরতে যাব।' ওকে দুবাহুর বন্ধনে আটকে নিল টবি। 'আমি জোকস ছাড়া আর কিছুই গুছিয়ে বলতে পারি না। বুঝতে পারছি না কীভাবে বলব তোমার প্রতি আমার অনুভূতি কত গভীর। আ-আমি শুধু এটুকু বলতে পারি তোমার সঙ্গে পরিচয়ের আগের দিন পর্যন্ত আসলে আমি জীবন কী জিনিস জানিনি।

চট করে ঘুরে দাঁড়াল টবি যাতে ওর চোখের জল দেখতে না পায় জিল।

টবি তার একক প্রদর্শনীর আয়োজন করল লন্ডন, প্যারিস এবং মস্কোতে। সর্বত্র তাকে নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। আমেরিকার মতোই ইউরোপেও একজন কাল্ট ফিগারে পরিণত হলো টবি টেম্পল।

ফ্রায়ার্স ক্লাবে গেস্ট অব অনার হিসেবে সম্মাননা দেয়া হলো টবি টেম্পলকে। সঙ্গে জিলও গেল। ওখানে আরও উপস্থিত থাকল স্যাম উইন্টার্সসহ যে টিভি নেটওয়ার্কের সঙ্গে টবি নতুন চুক্তি করেছে তার প্রধান ব্যক্তিটি। সবাই টবিকে দেখে দাঁড়িয়ে সম্মান জানাল। জিল ভাবছিল ওরা আসলে টবি নয়, আমাকেই সম্মান জানাচ্ছে।

দর্শকদের মধ্যে, এ অনুষ্ঠানে হাজির ছিল ক্লিফটন লরেন্সও। সে অচেনা কয়েকজন লোকের সঙ্গে রান্নাঘরের ধারে, ঘরের পেছনদিকে একটি টেবিলে বসেছে। এ টেবিলটি পেতেও তাকে কম কাঠখড় পোড়াতে হয়নি। টবি টেম্পল তার চাকরি খেয়ে নেয়ার পরে ভয়ানক করুণ দশা চলছে ক্লিফটনের। সে একটি বড় এজেন্সির সঙ্গে পার্টনারশিপে কাজ করার প্রস্তাব নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তার হাতে তো ক্লায়েন্টই নেই, প্রস্তাব দেবে কী। ছোটখাট এজেন্সিগুলোতেও কাজ করার চেষ্টা করেছে সে। কিন্তু মধ্যবয়স্ক এজেন্টদের তাদের দরকার নেই, তাদের দরকার চনমনে তরুণ এজেন্ট। শেষে একটি ছোট নতুন এজেন্সিতে বেতনভিত্তিক চাকরি নিয়েছে ক্লিফটন। সে রোমানফ-এ এক সন্ধ্যায় যে পরিমাণ খাবার বিল

দিত, তারচেয়েও এখানকার সাপ্তাহিক বেতন কম।

যে নতুন এজেন্সিতে কাজ করছে ক্লিফটন তার মালিক তিন তরুণ। কারোরই বয়স পঁচিশের ঊর্ধ্বে নয়। এদের ক্লায়েন্টরা সব রক স্টার। দুজন এজেন্টের মুখে দাড়ি আছে, তারা জিনস, স্পোর্টস শার্ট এবং মোজা ছাড়া জুতো পরে। এদের কাছে নিজেকে বুড়ো ধামড়া বলে মনে হয় ক্লিফটনের। এদের ভাষাও যেন সে ঠিক বুঝতে পারে না। এরা তেমন একটা সম্মানও করে না এক সময়ের ডাকসাইটে এজেন্টটিকে। তখন খুব কান্না পায় ক্লিফটনের।

স্টেজে টবি আর জিলকে দেখছিল ক্লিফটন লরেন্স আর নিজের সমস্ত দুর্ভাগ্যের জন্য মনে মনে গালমন্দ করছিল জিলকে। ওই মাগীই আসলে জাদু করেছে টবিকে, ওই বেশ্যাটার জন্যেই তো আজ টবির কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হয়েছে ক্লিফটনকে। ওহ্, ক্লিফটন জিলকে যে কী প্রচণ্ড ঘৃণা করে!

জিলকে দেখে সবাই হাততালি দিচ্ছে, ক্লিফটনের পাশে বসা এক লোক মন্তব্য করল, 'টবি শালা সত্যি ভাগ্যবান। অমন খাসা একটা মালকে যদি পেতাম একবার! মেয়েটা দারুণ খেল দেখায় বিছানায়।'

'আচ্ছা?' নাক সিঁটকে জানতে চাইল একজন। 'তুমি কী করে জানলে?'

'পুসিক্যাট থিয়েটারে ওই মেয়ের পর্ণোছবি দেখেছি আমি। দারুণ সাক করতে পারে মেয়েটা।'

ক্লিফটনের মুখের ভেতরটা হঠাৎ এমন শুকিয়ে গেল যে গলা দিয়ে রা বের করতে কষ্টই হলো। 'আ-আপনি শিওর ওটা জিল ক্যাসল?' জিজ্ঞেস করল সে।

লোকটা ফিরল তার দিকে। 'একশোবার শিওর। তবে পর্ণোছবিতে ও আরেকটা নাম ব্যবহার করেছে– জোসেফিন না কী যেন। অদ্ভুত পোলাক একটা নাম।' চোখ কুঁচকে সে দেখছে ক্লিফটনকে। 'আরি! আপনি ক্লিফটন লরেন্স না?'

সান্তামোনিজা বুলেভার্ডের একটি এলাকায় চারটি প্রেক্ষাগৃহ রয়েছে যেখানে শুধু হার্ডকোর পর্ণোগ্রাফি চালানো হয়, রয়েছে আধডজন বইয়ের দোকান যেখানে প্রাইভেট বুথে দাঁড়িয়ে একা একা এ ধরনের সিনেমা দেখার সুযোগ রয়েছে আর আছে ডজনখানেক ম্যাসেজ পার্লার। এখানকার সুন্দরী তরুণীরা ম্যাসেজ ছাড়া আর সবকিছুতেই পারদর্শী। পুসিক্যাট থিয়েটারটি এগুলোর মাঝখানে।

অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে ডজন দুই দর্শক। প্রায় সবাই পুরুষ, শুধু দুজন নারী। তারা একে অন্যের হাত ধরে বসে আছে। ছবি শুরু হবার পরে পর্দায় পূর্ণ মনোযোগ দিল ক্লিফটন লরেন্স। ছবির গল্প এক তরুণ কলেজ প্রফেসরকে নিয়ে যে রাতের ক্লাসের ছাত্রীদেরকে মজা লুটতে বেডরুমে নিয়ে যায়। সবগুলো মেয়ে তরুণী, দারুণ সুন্দরী, ফিগারও চমৎকার। নানান যৌন অনুশীলন করে দেখাল তারা– ওরাল, ভ্যাজাইনাল, অ্যানাল। প্রফেসর তার সবগুলো ছাত্রীকে তৃপ্তি দিল।

তবে এ মেয়েগুলোর একটিও জিল নয়। জিলকে এদের মধ্যে থাকতেই হবে।

ও ক্লিফটনের যে ক্ষতি করেছে তার প্রতিশোধ নেয়ার এটাই একমাত্র মওকা। সে টবিকে জিলের পর্ণোগ্রাফি দেখানোর ব্যবস্থা করবে। দেখে টবি খুব আঘাত পাবে তবে সামলে উঠতে পারবে। তবে জিল ধ্বংস হয়ে যাবে চিরতরে। টবি যখন জানবে একটা বেশ্যার সঙ্গে এতদিন ঘর-সংসার করেছে, লাথি মেরে ঘর থেকে জিলকে বের করে দেবে। এ ছবিতে জিলকে থাকতেই হবে।

হঠাৎ দেখা গেল তাকে– বড় পর্দা জুড়ে। এখন অবশ্য জিল অনেক বদলে গেছে। এখন সে আরো শুকিয়েছে, আরো সুন্দরী হয়েছে, অনেক বেশি সফিসটিকেটেড লাগছে। তবে পর্দার ও মেয়েটা যে জিল তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। পর্দায় ওর নানান ঢঙের কাণ্ড দেখতে দেখতে বিজয় উল্লাস অনুভব করছিল লরেন্স।

সিনেমা শেষ হবার পরে ক্রেডিট লাইনে জিলের নাম ভেসে উঠল– জোসেফিন যিনস্কি। ক্লিফটন আসন ছাড়ল, সোজা চলে এলো প্রজেকশন বুথে। প্রজেকশনিস্ট লোকটা ওর দিকে মুখ তুলে তাকাল। 'এখানে বাইরের লোকের ঢোকা নিষেধ।'

'আমি ছবিটির একটি প্রিন্ট কিনতে চাই।'

মাথা নাড়ল লোকটা। 'এ জিনিস বিক্রি হবে না।'

'আমি একশো ডলার দেব। কেউ জানতে পারবে না।'

লোকটা পত্রিকা পড়ছিল। মুখ তুলে তাকাল না পর্যন্ত।

'দুশো ডলার।' বলল ক্লিফটন।

প্রজেকশনিস্ট পত্রিকার পৃষ্ঠা ওল্টাল।

'তিনশো।'

মুখ তুলে চাইল সে এবার। 'নগদ?'

'নগদ।'

পরদিন সকাল দশটায় টবি টেম্পলের বাড়ি এসে হাজির হলো ক্লিফটন লরেন্স। বগলে পর্ণোছবিটির ক্যান। না, ছবি নয়, ভাবছে সে। এটা ডিনামাইট। জিল ক্যাসলকে নরকে পাঠানোর জন্যে যথেষ্ট।

এক অচেনা ইংরেজ বাটলার খুলে দিল দরজা।

'মি. টেম্পলকে বলো ক্লিফটন লরেন্স তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।'

'দুঃখিত, স্যার, মি. টেম্পল বাড়ি নেই।'

'আমি অপেক্ষা করব।' বলল ক্লিফটন।

বাটলার বলল, 'অপেক্ষা করে লাভ হবে না। আজ সকালে মি. এবং মিসেস টেম্পল ইউরোপ গেছেন।'

ছেচল্লিশ

ইউরোপে সূচিত হলো একের পর এক জয়।

যে রাতে লন্ডনের প্যালাডিয়ামে উদ্বোধন হলো টবি টেম্পলের শো, মানুষের ভিড়ে রীতিমতো জ্যাম লেগে গেল অক্সফোর্ড সার্কাসে। তারা সকলে একনজর দেখতে চায় টবি এবং জিলকে। আর্জাইল স্ট্রিট পুরোটা ঘেরাও করে রাখল মেট্রোপলিটন পুলিশ। কিন্তু উন্মুক্ত জনতা ঠেকাতে না পেরে দাঙ্গা পুলিশ তলব করতে হলো। কাটায় কাটায় রাত আটটায় হাজির হলেন রাজকীয় পরিবার এবং শুরু হয়ে গেল শো।

সবার প্রত্যাশা ছাড়িয়ে গেল টবি। চেহারায় চিরকালের বালসুলভ সারল্য, সে অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে হামলা চালাল ব্রিটিশ সরকার এবং তার প্রাচীন কিছু সংস্কারের ওপর। তবে তার আক্রমণে কেউ নাখোশ হলেন না, হাসলেন সকলে প্রাণ খুলে। কারণ তাঁরা জানেন এসবই টবির নিছক ঠাট্টা-তামাশা, কাউকে আঘাত করা তার উদ্দেশ্য নয়। টবি তাঁদেরকে ভালোবাসে।

তাঁরাও টবিকে ভালোবাসেন।

প্যারিসে অভ্যর্থনা হলো আরও বেশি স্বতঃস্ফূর্ত। জিল এবং টবি প্রেসিডেন্সিয়াল প্যালেসে দাওয়াত পেল, সরকারি গাড়িতে শহর ঘুরিয়ে দেখানো হলো ওদেরকে। প্রতিদিন খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় ছবিসহ তাদের খবর ছাপা হয়, যখন প্রেক্ষাগৃহে হাজির হলো তারা, ভিড় ঠেকাতে মোতায়েন করতে হলো অতিরিক্ত পুলিশ।

শো শেষ করে টবি আর জিলকে পুলিশ প্রহরায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে অপেক্ষমান লিমুজিনে, উপস্থিত জনতা হঠাৎ কর্ডন ভেঙে ঢুকে পড়ল বেষ্টনির ভেতরে। শতাধিক ফরাসি চিৎকার করতে লাগল। 'টবি, টবি...ও হো টবি!' তারা টবির দিকে বাড়িয়ে দিল কলম আর অটোগ্রাফ খাতা, ঠেলা, ধাক্কা দিয়ে কে আগে বিখ্যাত টবি আর তার চমৎকার বউ জিলের কাছে এসে ওদেরকে একটু ছুঁয়ে দেখবে তা নিয়ে রীতিমত প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল। পুলিশ এদেরকে ঠেকাতে ব্যর্থ হলো। জনতার ধাক্কায় তারা ছিটকে পড়ল। ভক্তরা নিমিষে টবির জামা টেনে ছিঁড়ে ফালাফালা করে ফেলল, টুকরোগুলো রেখে দিল নিজেদের কাছে স্যুভেনির

হিসেবে। লোকের ভিড়ে চিড়েচ্যাপ্টা দশা টবি এবং জিলের। তবে জিল ভয় পাচ্ছিল না। তার মনে হচ্ছিল এ-হৈচৈ, ঠেলা, ধাক্কা সবই তার জন্য। সে লোকের জন্য এ সুযোগটা করে দিয়েছে; টবিকে তাদের কাছে ফিরিয়ে এনেছে।

ওদের সফরের শেষ শহর মস্কো।

জুন মাসে মস্কো হয়ে ওঠে পৃথিবীর অন্যতম সুন্দর একটি শহর। এ হলো ট্যুরিস্টদের ঋতু। তবে এবারের জুনে মস্কো নয়, ট্যুরিস্টরা এসেছে টবি এবং জিলকে দেখতে।

শ্রেমেতিভো আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর থেকে বিরাটাকারের লিমুজিনে টবি এবং জিলকে সরাসরি নিয়ে যাওয়া হলো মেট্রোপল হোটেলে। এ হোটেলটি সাধারণত ক্ষুদ্র দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের জন্য বরাদ্দ থাকে। ওদের সুইটে পরিবেশন করা হলো স্টলিচনারা ভোদকা এবং কালো ক্যাভিয়ার।

একজন উচ্চপদস্থ অফিসিয়াল, জেনারেল ইউরি রোমানোভিচ হোটেলে এসে টবি এবং জিলকে স্বাগত জানালেন। 'আমরা রাশিয়ায় খুব বেশি মার্কিনি ছায়াছবি চালাই না, মি. টেম্পল, তবে এখানে আপনার চলচ্চিত্র প্রায়ই দেখানো হয়। রাশানরা মনে করে প্রতিভা কোনো সীমানা মানে না।

বলশয় থিয়েটারে তিনটে শো করবার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে টবিকে। উদ্বোধনীর রাতে দর্শকের অভিনন্দন উপভোগ করল জিল। ভাষাগত সমস্যার কারণে বেশিরভাগ সময় মূকাভিনয় করে দেখাতে হলো টবিকে। তবে এটাই খুব পছন্দ করল দর্শক। করতালিতে ফাটিয়ে দিল থিয়েটার।

পরবর্তী দুটো দিন জেনারেল রোমানোভিচ নিজে টবি এবং জিলকে শহর ঘুরিয়ে দেখালেন। তারা গোর্কি পার্কে গেল, দানবাকৃতির ফেরিস হুইলে চড়ল, দেখল ঐতিহাসিক বেসিক'স ক্যাথেড্রাল। ওদেরকে নিয়ে যাওয়া হলো মস্কো স্টেট সার্কাসে, সারাগভিতে ওদের সম্মানে আয়োজিত ভোজসভায় পরিবেশন করা হলো গোল্ডেন রো ক্যাভিয়ার। এটি হলো পৃথিবীর দুস্প্রাপ্যতম আটটি ক্যাভিয়ারের একটি।

ওরা সাইটসিয়িংয়ে আরো গেল পুশকিন আর্ট মিউজিয়াম, ডেনিন মুসেলাম এবং মস্কোর সবচেয়ে জনপ্রিয় শিশুদের দোকান ডেটস্কি মির-এ।

ওদেরকে অভিজাত ডাশায় নিয়ে বিদেশি ছবি দেখানো হলো। পুরো সিনেমা হল-এ শুধু ওরা দুজন। এ বিশেষ সম্মানটুকু বেশ উপভোগ করল ওরা।

শেষ পারফরমেন্সের দিন বিকেলে দুজনে মিলে শপিং-এ যাবার কথা, টবি বলল, 'তুমি একাই ঘুরে আসো না কেন, বেবি? আমি একান্তে একটু বিশ্রাম নিই।'

ওকে এক মুহূর্ত দেখল জিল। 'শরীর খারাপ লাগছে?'

'আরে না। একটু ক্লান্তি লাগছে এই যা। তুমি যাও। যা খুশি মন চায় শপিং করে এসো।'

ইতস্তত করল জিল। টবিকে কেমন বিবর্ণ লাগছে। ট্যুর শেষ হবার পরে, টবির নতুন টিভি সিরিজ শেষ হবার আগেই ওকে লম্বা একটা বিশ্রামে যেতে দেবে জিল। 'ঠিক আছে,' বলল ও। 'তুমি তাহলে একটু ঘুমাবার চেষ্টা করো।'

লবি ধরে হেঁটে প্রস্কিট ডোর-এ যাচ্ছে জিল, পেছন থেকে ডাক দিল একটি পৌরুষদীপ্ত কণ্ঠ, 'জোসেফিন।' ঘুরে দাঁড়ানোর আগেই ও বুঝতে পেরেছে লোকটি কে, আর এক সেকেন্ডের মধ্যে ঘটে গেল জাদু।

হাসতে হাসতে ওর দিকে এগিয়ে আসছে ডেভিড কেনিয়ন।

'তোমাকে দেখে কী যে ভালো লাগছে আমার!' জিলের মনে হলো ওর হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে আসছে। পৃথিবীতে ও-ই একমাত্র পুরুষ যাকে দেখলে আমার এরকম অনুভূতি হয়, ভাবছে জিল।

'আমার সঙ্গে একটু ড্রিংক করবে?' প্রস্তাব দিল ডেভিড।

'করব,' বলল জিল।

হোটেল বারটি বৃহদাকার এবং লোকারণ্য তবে কিনারের দিকে একটি টেবিল খুঁজে পেল ওরা যেখানে বসে একটু নিরিবিলি কথা বলা যাবে।

'মস্কোয় তুমি কী করছ?' জিজ্ঞেস করল জিল।

'আমাদের সরকারের হুকুমে আসতে হলো। রাশানদের সঙ্গে একটি তেলের চুক্তি করার চেষ্টায় আছি।'

ক্লান্ত চেহারার এক ওয়েটার এসে ওদের কাছে ড্রিংকের অর্ডার নিল।

'সিসি কেমন আছে?'

জিলকে এক পলক দেখে নিয়ে জবাব দিল ডেভিড, 'বছর কয়েক আগে আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে।' দ্রুত প্রসঙ্গ পরিবর্তন করল সে। 'তোমাদের সব খবরাখবর খবরের কাগজে পাই। আমি ছেলেবেলা থেকে টবি টেম্পলের ভক্ত।' ওর কথাটা জিলকে মনে করিয়ে দিল যে টবির অনেক বয়স হয়ে গেছে। 'উনি আবার সুস্থ হয়ে উঠেছেন জেনে আমি আনন্দিত। ওঁর স্ট্রোকের কথা শুনে তোমার জন্য খুব চিন্তা হচ্ছিল।' ডেভিডের চোখে অনেকদিন আগের সেই চাউনি ফুটে উঠল। এ চাহনিতে রয়েছে জিলের জন্য ভালোবাসা, ওকে একান্ত করে পাবার ইচ্ছে।

'হলিউড এবং লন্ডন দু' জায়গাতেই টবি দারুণ দেখিয়েছেন,' বলল ডেভিড।

'তুমি ওখানে শো দেখতে গিয়েছিলে নাকি?' অবাক হয়ে জানতে চাইল জিল।

'হ্যাঁ,' দ্রুত যোগ করল ডেভিড। 'ব্যবসায়িক প্রয়োজন ছিল কিছু।'

'তাহলে আমার সঙ্গে দেখা করলে না কেন?'

ইতস্তত গলায় জবাব দিল ডেভিড। 'আমি আসলে তোমাকে বিরক্ত করতে

চাইনি। ভেবেছি আমাকে দেখলে তুমি রেগে যাবে।'

ভারি, চৌকোনা গ্লাসে ওদের ড্রিংক চলে এলো।

'তোমার এবং টবির প্রতি,' বলল ডেভিড। ওর গলার সুরে কোথায় যেন একটা বেদনা একটা খিদে লুকিয়ে আছে, উপলব্ধি করল জিল।

'তুমি মস্কো এলে সবসময় মেট্রোপলে ওঠো নাকি?' প্রশ্ন করল জিল।

'না, আসলে সত্যি বলতে কী আমার সময়–' ফাঁদটা দেখতে দেরি করে ফেলল ডেভিড। আড়ষ্ট ভঙ্গিতে হাসল। 'আমি জানতাম তোমরা এখানেই উঠবে। আরো পাঁচদিন আগেই আমার মস্কো থেকে বিদায় নেয়ার কথা। কিন্তু যাইনি এ আশায় যদি তোমার সঙ্গে একটিবারের জন্য হলেও দেখা করা যায়।'

'কেন, ডেভিড?'

জবাব দিতে সময় নিল ডেভিড। তারপর বলল, 'জানি অনেক দেরি হয়ে গেছে তবু কথাটা তোমাকে বলতে চাই কারণ সব কথা জানার অধিকার আছে তোমার।'

সিসির সঙ্গে ওর বিয়ের কথা বলল ডেভিড, জানাল কীভাবে ওর সঙ্গে প্রতারণা করা হয়, সিসির আত্মহত্যার চেষ্টা, যে রাতে জিলের সঙ্গে ওর লেকের পাড়ে দেখা করার কথা সে রাতটিরও সবিস্তার বর্ণনা করল সে। সমস্ত আবেগ হুড়মুড়িয়ে বেরিয়ে এলো ডেভিডের ভেতর থেকে, কাঁপিয়ে দিল জিলকে।

'আমি সবসময়ই তোমাকে ভালোবাসতাম।'

ডেভিডের কথা শুনছে জিল আর অদ্ভুত ভালোবাসার একটা আবেশ ছড়িয়ে পড়ছে দেহ-মনে। মনে হচ্ছে উষ্ণ মদের রূপ নিয়ে শিরায়-উপশিরায় ছড়িয়ে পড়ছে সুখ। এ যেন এক সুন্দর স্বপ্নের বাস্তবায়ন, এরকম কিছুই তো সবসময় কামনা করে এসেছে জিল। তার সামনে বসা পুরুষটিকে গভীর দৃষ্টিতে দেখছে ও, মনে পড়ছে মানুষটার পেশীবহুল, সবল হাতজোড়ার কথা, তার দারুণভাবে জেগে ওঠা শক্ত শরীর, ভাবতেই শিরশিরানি উঠে গেল জিলের গায়ে। কিন্তু টবি এখন ওর শরীরের একটা অংশ হয়ে গেছে, টবি এখন তার নিজের মাংস, আর ডেভিড...

ডানপাশ দিয়ে বলে উঠল একটি কণ্ঠ, 'মিসেস টেম্পল! আপনি এখানে! এদিকে আমরা সারা বাড়ি আপনাকে খুঁজে মরছি!' জেনারেল রোমানোভিচ।

জিল ডেভিডের দিকে তাকাল। 'সকালে ফোন দিও।'

বলশয় থিয়েটারে টবির সর্বশেষ পারফরমেন্স আগের অভিনয়কেও ছাড়িয়ে গেল। ওর দিকে ফুল ছুড়ে দিল দর্শক, গলা ফাটিয়ে করল হর্ষধ্বনি, মেঝেতে পা ঠুকে জানাল সম্মান এবং থিয়েটার ছেড়ে যেতে চাইল না কেউ। শো শেষে বড়সড় একটি পার্টির আয়োজন করা হয়েছিল কিন্তু টবি জিলকে বলল, 'আমার খুব ক্লান্ত লাগছে। তুমি একাই যাও পার্টিতে। আমি হোটেলে ফিরে একটু চোখ বুজব।'

জিল একাই গেল পার্টিতে তবে সর্বক্ষণ মনে হলো ওর পাশে যেন রয়েছে ডেভিড,

সঙ্গ দিচ্ছে প্রতিমুহূর্তে। ও লোকজনের সঙ্গে গল্প করল, নাচল, কিন্তু সারাক্ষণ মন পড়ে রইল ডেভিডের কাছে, ডেভিডের সঙ্গে সাক্ষাতের স্মৃতি মনে পড়ে যাচ্ছিল বারবার। ডেভিড ওকে বলেছিল 'আমি ভুল মেয়েকে বিয়ে করেছিলাম। সিসির সঙ্গে আমার ডিভোর্স হয়ে গেছে। তোমাকে আমি এক মুহূর্তের জন্যেও ভুলিনি। তোমাকে সবসময় ভালোবেসে এসেছি আমি।'

রাত দুটোর সময় জিলের এসকর্ট তাকে পৌঁছে দিল হোটেলে। সুইটে ঢুকে দেখে ঘরের মাঝখানে, মেঝেয় অচেতন হয়ে পড়ে আছে টবি, ডান হাতটা টেলিফোনের দিকে বাড়ানো।

ড. সভেরচকোভ প্রোসপেক্টে ডিপ্লোম্যাটিক পলিক্লিনিকে অ্যাম্বুলেন্সে করে নিয়ে যাওয়া হলো টবি টেম্পলকে। ওকে পরীক্ষা করে দেখার জন্য মাঝরাতে ঘুম থেকে জাগিয়ে নিয়ে আসা হলো তিনজন সেরা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে। সকলে সহানুভূতি জানাচ্ছিল জিলকে। হাসপাতাল প্রধান ওকে একটি প্রাইভেট অফিসে নিয়ে গেলেন। ওখানে বসে অপেক্ষা করতে লাগল জিল।

কয়েক ঘণ্টা পরে অফিসের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলেন বেঁটে, মোটা এক রাশান। পরনের সুটটা ঢলঢলে, তাঁকে দেখাচ্ছে ব্যর্থ একজন কলমিস্ত্রির মতো। 'আমি ড. ডুরোভ,' বললেন তিনি। 'আমি আপনার স্বামীর চিকিৎসার চার্জে রয়েছি।'

'ও কেমন আছে বলুন।'

'বসুন, মিসেস টেম্পল, প্লিজ।'

জিল জানেও না সে কখন চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

'বলুন!'

'আপনার স্বামীর স্ট্রোক হয়েছে– ডাক্তারি ভাষায় একে বলে সেরিব্রাল ভেনাস থ্রম্বসিস।'

'অবস্থা কতটুকু খারাপ?'

'অসম্ভব রকমের খারাপ। এরকম খারাপ অবস্থা আর হতে পারে না। আপনার স্বামী যদি প্রাণে বেঁচে যান– তবে বাঁচবেন কিনা এখনি বলতে পারছি না– তিনি আর কোনোদিন হাঁটতে পারবেন না কিংবা কথাও বলতে পারবেন না। পরিষ্কার চিন্তা-ভাবনা করতে পারবেন তবে তিনি পুরোপুরি পঙ্গু হয়ে গেছেন।'

মস্কো ত্যাগ করার আগে ডেভিড ফোন করল ওকে।

'খবরটা শুনে আমি যে কী মর্মাহত হয়েছি বলে বোঝাতে পারব না,' বলল সে। 'আমি তোমার সঙ্গে আছি। যখনই প্রয়োজন হবে, ডাক দিয়ো। পাশে পাবে।'

এ আশ্বাসটুকু না পেলে হয়তো পাগলই হয়ে যেত জিল। কারণ নতুন করে

আবার দুঃস্বপ্ন শুরু হতে যাচ্ছে ওর জীবনে।

তবে এবারের দুর্ঘটনা আগের মতো নয়, টবিকে দেখেই বুঝতে পেরেছে জিল। টবির হৃদস্পন্দন চলছে, প্রধান অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো কাজ করছে; সব দিক থেকে তাকে একজন জীবিত মানুষ বলা যায়। আসলে তা নয়। টবি পরিণত হয়েছে নিঃশ্বাস নেয়া একটা লাশে। এ লাশটার নিবাস অক্সিজেনের তাঁবুতে, তার সারা শরীর জুড়ে টিউব এবং সুই ফুটে আছে অ্যান্টেনার মতো, এগুলো তাকে বাঁচিয়ে রাখতে ফ্লুইড সরবরাহ করছে। টবির মুখটা বেঁকে গিয়ে বীভৎস আকার ধারণ করেছে, দেখে মনে হয় বিকট হাসি হাসছে, ঠোঁট ওপরে উঠে গিয়ে বেরিয়ে পড়েছে দাঁতের মাড়ি। *আপনাকে কোনো আশা আমি দিতে পারব না,* বলেছিলেন রুশ ডাক্তার।

এটা কয়েকদিন আগের ঘটনা। এখন ওরা বেল-এয়ারের বাড়িতে ফিরে এসেছে। ডা. কাপলানকে ফোন করেছিল জিল তিনি কয়েকজন বিশেষজ্ঞ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁরা আবার কয়েকজন স্পেশালিস্টের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। সবার জবাবই একরকম : ভয়াবহ স্ট্রোকে টবির নার্ভ সেন্টার মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, এ ক্ষতি সামলে ওঠার অবকাশ নেই বললেই চলে।

ঘড়ির কাঁটা ধরে সেবা-যত্ন করার জন্য রাখা হয়েছে নার্স, একজন থেরাপিস্ট আছেন টবিকে সাহায্য করতে। কিন্তু তাদের সেবা-যত্নে কোনোই উন্নতি হচ্ছে না টবির।

টবির গায়ের চামড়া হলুদ হয়ে গেছে, গোছায় গোছায় চুল পড়ে টাক হয়ে গেছে মাথা। প্যারালাইজড প্রত্যঙ্গগুলো শুকিয়ে চিমসা। বাঁকানো চেহারার বিকট হাসিটা সারাক্ষণ লেগেই আছে মুখে। ওকে দেখতে লাগে ভয়াল দর্শন একটা দানবের মতো।

তবে ওর চোখ জোড়া জ্যান্ত। ওই চোখে জ্বলজ্বল করে শক্তি আর ফুটে ওঠে মনের হতাশা। জিল ঘরে ঢুকলে টবির চোখ তাকে অনুসরণ করে। সে চাউনিতে থাকে খিদে, উন্মাদনা, আকুতি। কীসের জন্য? জিল আবার ওকে সোজা করে যেন দাঁড়া করাতে পারে সেজন্য? আবার যেন কথা বলতে পারে টবি সেজন্য? ও যেন আবার সুস্থ হয়ে উঠতে পারে সেজন্য?

টবির দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে জিল ভাবে, আমার শরীরের একটা অংশ শুয়ে আছে বিছানায়, প্রবল যাতনা ভোগ করছে। টবির সুস্থতার জন্য জিল যে কোনো কিছু দিতে রাজি, প্রয়োজনে আত্মোৎসর্গ করতেও তার আপত্তি নেই। কিন্তু ও জানে কোনো উপায় নেই। আর কোনোদিন সুস্থ হয়ে উঠবে না টবি।

ওদের বাড়িতে অনবরত বেজে চলেছে ফোন। সেই আগের মতোই ওকে সহানুভূতি জানাতে ফোন করছে মানুষজন।

তবে এর মধ্যে একটি ফোন ছিল আলাদা। ডেভিড কেনিয়নের ফোন। সে বলল, 'আমি ফোন করেছি শুধু এটুকু বলতে যে যখনই প্রয়োজন হবে আমাকে

খবর দিও। আমি তোমাদের জন্য যথাসাধ্য করব। আমি তোমার ফোনের অপেক্ষায় থাকব।'

ডেভিডের লম্বা, শক্তিশালী, সুদর্শন অবয়ব ভেসে উঠল জিলের চোখে একই সঙ্গে মনে পড়ল পাশের ঘরে বিছানায় পড়ে থাকা পঙ্গু একটা মানুষের ক্যারিকেচারের কথা। 'ধন্যবাদ, ডেভিড। এ মুহূর্তে আমার কোনো সাহায্যের প্রয়োজন নেই।'

'হাউস্টনে নামকরা কয়েকজন ডাক্তার আছেন,' বলল ডেভিড। 'বিশ্বসেরা। আমি ওঁদেরকে নিয়ে আসতে পারি টবির চিকিৎসার জন্য।'

জিলের গলার কাছটা শক্ত হয়ে গেল। আহা, ডেভিডকে তার কী যে বলতে ইচ্ছে করছে চলে এসো আমার কাছে, আমাকে এ নরক থেকে নিয়ে যাও! কিন্তু ও বলতে পারবে না। টবির সঙ্গে বাঁধনে জড়িয়ে আছে ও। ওকে ত্যাগ করতে পারবে না জিল।

অন্তত টবি যতদিন বেঁচে আছে।

ডা. কাপলান টবির আগাপাশতলা পরীক্ষা করে দেখলেন। জিল লাইব্রেরি ঘরে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল। ডাক্তারকে ঘরে ঢুকতে দেখে তাঁর দিকে ফিরে তাকাল। তিনি মুখে হাসি ফোটানোর চেষ্টা করলেন, 'ওয়েল জিল, আমার কাছে ভালো খবর আছে আবার খারাপ খবরও আছে।'

'খারাপ খবরটা আগে বলুন।'

'টবির নার্ভাস সিস্টেম এমন ড্যামেজ হয়েছে যে ও আর সারবে না। ও আর কোনোদিনই হেঁটে চলে বেড়াতে পারবে না, কথাও বলতে পারবে না।'

অনেকক্ষণ ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে রইল জিল, তারপর জানতে চাইল, 'আর ভালো খবর?'

হাসলেন ডা. কাপলান। 'টবির হার্টের অবস্থা খুবই ভালো। ঠিকমতো যত্নআত্তি করা হলে ও আরো বিশ বছর বেঁচে থাকবে।'

জিল অবিশ্বাস নিয়ে তাকিয়ে রইল ডাক্তারের দিকে। বিশ বছর! এটা কোনো সুসংবাদ হলো। হঠাৎ ইচ্ছে করল গলায় রশি বেঁধে ঝুলে পড়ে। সে এমন দুঃস্বপ্নের ফাঁদে আটকা পড়েছে যা থেকে পালাবার পথ নেই। টবিকে সে কোনোদিন ডিভোর্স দিতে পারবে না। কারণ এর আগেরবার সে-ই তো সেবা করে সুস্থ করেছিল প্রাণপ্রিয় স্বামীকে। সে টবিকে ডিভোর্স দিলে কেউ তা মেনে নেবে না। সবাই ভাববে টবির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে জিল।

ডেভিড এখন প্রতিদিন ওকে ফোন করে। টবির প্রতি জিলের বিশ্বস্ততা, নিস্বার্থপরতার অকুণ্ঠ প্রশংসা করে। তবে দুজনের মধ্যে আবেগের যে গভীর স্রোত বইছে সে সম্পর্কেও উভয়েই সচেতন।

এখন কথা হচ্ছে কবে মারা যাবে টবি।

সাতচল্লিশ

ঘড়ি ধরে তিনজন নার্স সেবা করে টবিকে। তারা দক্ষতার সঙ্গে যন্ত্রের মতো কাজ করে যায়। এরা আছে বলে স্বস্তি বোধ করছে জিল কারণ টবির কাছে যাবার সাহস পাচ্ছে না। ওই ভয়ঙ্কর মুখটা দেখলেই আতঙ্কে ধড়ফড় করে বুক। টবির ঘরে না ঢোকার নানান অজুহাত খাড়া করেছে জিল। টবি কাছে গেলেই ওর মাঝের পরিবর্তনটার একটা গন্ধ পায় সে। চলৎশক্তিহীন টবি নিতান্তই অসহায়ের মতো শুয়ে থাকে বিছানায়, পঙ্গুত্বের খাঁচায় বন্দি। তবু যখন ও ঘরে প্রবেশ করে জিল, টবির উজ্জ্বল নীল চোখ থেকে জীবনীশক্তি যেন ঠিকরে বেরোয়। টবির চিন্তাশক্তিগুলো পরিষ্কার যেন পড়তে পারে জিল, যেন ও চিৎকার করে বলছে আমাকে মরতে দিয়ো না। আমাকে বাঁচাও। আমাকে বাঁচাও!

জিল টবির ধ্বংস হওয়া শরীরটির দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলে, আমি তোমাকে বাঁচাতে পারব না। তুমি এভাবে বেঁচে থাকতে চাইবে না। তুমি মারা যেতে চাইবে।

চিন্তাটা একটু একটু করে জট বাঁধতে শুরু করল জিলের মাথায়।

খবরের কাগজে মৃতপ্রায় অসুস্থ স্বামীদের খবর ছাপা হয় যাদের স্ত্রীরা তাদের স্বামীদের সকল যন্ত্রণার কবল থেকে মুক্তি দিয়েছে। এমনকী কয়েকজন ডাক্তার এও স্বীকার করেছেন যে, তাদের কোনো কোনো রোগীকে স্বেচ্ছায় তাঁরা মরতে দিয়েছেন। একে ডাক্তারি ভাষায় বলে ইউথানাসিয়া। মার্সি কিলিং। কিন্তু এ আসলে একরকম হত্যাকাণ্ডই জানে জিল যদিও টবির মধ্যে জীবিত কিছু নেই শুধু ওই চোখজোড়া ছাড়া যে চোখ ওকে প্রতিনিয়ত অনুসরণ করে চলেছে।

জিল ইদানীং ঘর থেকে আর বেরোয় না। বেশিরভাগ সময় নিজের বেডরুমে দরজা বন্ধ করে শুয়ে থাকে। তার মাথাব্যথাটা আবার ফিরে এসেছে। এ থেকে বুঝি কোনোভাবেই নিস্তার নেই।

•

খবরের কাগজ এবং সাময়িকীগুলোয় লোকের আগ্রহ জাগানো গল্প ছাপা হয় প্যারালাইজড, সুপারস্টার আর তার নিবেদিতপ্রাণ স্ত্রীকে নিয়ে যে একবার তার স্বামীকে সুস্থ করে তুলেছিল। প্রতিটি পত্রিকায় লিখেছে জিল কী আবার সেই

অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটাতে পারবে? কিন্তু জিল জানে আর কখনো মিরাকল ঘটবে না। কারণ টবি আর কোনোদিনই সুস্থ হয়ে উঠবে না।

কুড়ি বছর, বলেছেন ডা. কাপলান। ওদিকে ডেভিড ওর জন্য অপেক্ষা করছে। এ কারাগার থেকে মুক্তি পাবার একটা রাস্তা ওকে খুঁজে বের করতেই হবে।

আজ রোববার। গোমড়ামুখো অন্ধকার একটা দিন। সকালটা শুরুই হয়েছে ভারি বর্ষণ দিয়ে। সারাদিন ঝরঝর করছে তো করছেই, ছাদ আর জানালার কাচে বৃষ্টির একটানা ড্রামের ছন্দ বিরক্ত করে তুলল জিলকে। মনে হলো পাগল হয়ে যাবে। বেডরুমে শুয়ে বই পড়ছিল ও। বৃষ্টির একঘেয়ে ঐকতান থেকে মনটা দূরে রাখার চেষ্টা করছে। এমন সময় ঘরে ঢুকল নাইট নার্স। সে রাতেরবেলা ডিউটি দেয়। তার নাম ইনগ্রিড জনসন। কঠিন চেহারার এক মেয়েমানুষ, জাতিতে নরডিক।

'ওপরতলার বার্নারটা কাজ করছে না,' জানাল ইনগ্রিড। 'আমি কিচেনে যাচ্ছি মি. টেম্পলের জন্য ডিনার তৈরি করতে। আপনি কি কিছুক্ষণ ওঁর সঙ্গে থাকতে পারবেন?'

নার্সের গলার স্বরে অসন্তোষ। অসুস্থ স্বামীর ধারেকাছেও যে স্ত্রী যায় না তার ওপরে সে বেজায় বিরক্ত। 'আচ্ছা, আমি দেখছি,' বলল জিল।

বইটা রেখে টবির বেডরুমের উদ্দেশে রওনা হলো সে। টবির ঘরে ঢোকামাত্র অসুস্থতার পরিচিত বদ গন্ধটার ঝাপটায় নাক কুঁচকে গেল জিলের। সঙ্গে সঙ্গে টবির অতীত দিনের অসুস্থতার দীর্ঘ, ভয়ঙ্কর মাসগুলোর কথা মনে পড়ে গেল।

বড় একটা বালিশে ঠেক দিয়ে রাখা হয়েছে টবির মাথা। জিলকে ঘরে ঢুকতে দেখে জ্যান্ত হয়ে উঠল তার চোখজোড়া, যেন কথা বলে উঠল : কোথায় ছিলে তুমি? আমার কাছ থেকে কেন দূরে দূরে থাকো? তোমাকে আমার দরকার। আমাকে বাঁচাও! ওর চোখই যেন কণ্ঠ। কুৎসিত দর্শন শরীর আর ভয়াল মুখোশের মতো মুখটার দিকে তাকিয়ে বমি এসে গেল জিলের। তুমি কোনোদিনই সুস্থ হবে না। তুমি জাহান্নামে যাও। তোমাকে মরতে হবে। আমি চাই তুমি মরো।

জিল কটমট করে তাকিয়ে আছে টবির দিকে, দেখল ওর চোখের অভিব্যক্তি বদলে গেছে। প্রথমে শক্ এবং অবিশ্বাস ফুটল তারপর পরিষ্কার ঘৃণা এবং নগ্ন অমঙ্গল কামনা এমনভাবে ফুটে উঠল যেন খোলা চাবুকের মতো আঘাত হানল জিলকে। ও নিজের অজান্তে বিছানা থেকে পিছিয়ে গেল একদম। বুঝতে পারল কী হয়েছে। আসলে মনের কথাটা মুখে জোরে প্রকাশ করে ফেলেছে জিল।

ঘুরল ও, একছুটে পালিয়ে গেল ঘর থেকে।

সকালে থেমে গেল বৃষ্টি। টবির পুরানো হুইলচেয়ারটি নিয়ে আসা হলো বেযমেন্ট থেকে। দিনের বেলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত নার্স ফ্রান্সিস গর্ডন টবিকে হুইলচেয়ারে বসিয়ে বাগানে নিয়ে চলল রোদ পোহাতে। হলঘর থেকে এলিভেটর অভিমুখে চলেছে

হুইলচেয়ার, শব্দ শুনতে পেল জিল। কয়েক মিনিট অপেক্ষা করল সে তারপর চলে এলো নিচতলায়। লাইব্রেরি ঘরের পাশ দিয়ে যাচ্ছে, বেজে উঠল ফোন। ডেভিড। ফোন করেছে ওয়াশিংটন থেকে।

'কেমন আছ তুমি?' আন্তরিকতা নিয়ে জানতে চাইল সে।

ডেভিডের গলার স্বর শুনে কী যে ভালো লাগছে জিলের। 'ভালো আছি, ডেভিড।'

'আহা, তুমি যদি আমার সঙ্গে থাকতে, ডার্লিং।'

'আমারও খুব ইচ্ছে করে তোমার সঙ্গে থাকতে। তোমাকে আমি অনেক অনেক ভালোবাসি। আমি চাই তুমি আবার আমাকে তোমার বাহুডোরে জড়িয়ে ধরবে। ওহ্, ডেভিড...'

কী মনে হতে ঘুরল জিল। হলওয়েতে টবি, হুইলচেয়ারের সঙ্গে বাঁধা শরীর, নার্স ওখানটায় ওকে কিছুক্ষণের জন্য রেখে গেছে। জিলের দিকে তাকিয়ে আছে টবি। নীল চোখ দুটো প্রবল ঘৃণায় জ্বলছে, যেন একটা ঘুসি খেল জিল। চোখ দিয়ে মনের সবটুকু ভাব প্রকাশ পাচ্ছে। টবি যেন চিৎকার করে বলছে, আমি তোমাকে খুন করব! ভয়ের চোটে জিলের হাত থেকে খসে পড়ল ফোন।

এক ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো ও। সিঁড়ি বেয়ে দৌড়ে উঠতে লাগল। টবির প্রচণ্ড ঘৃণা শয়তানী শক্তির রূপ নিয়ে ওকে যেন পেছন থেকে তাড়া করেছে। সারাদিনে ও আর বেডরুম থেকে বেরুল না। খাবারও খেল না। মূর্তির মতো বসে রইল চেয়ারে। সারাক্ষণ শুধু টেলিফোনে কথা বলার দৃশ্যটি মনে পড়ছে। টবি জানে। টবি সব টের পেয়ে গেছে। ও আর কোনোদিন টবির মুখোমুখি হতে পারবে না।

অবশেষে ধরিত্রীর বুকে ঘনাল আঁধার। নামল রাত। সময়টা জুলাই'র মাঝামাঝি। রাতেরবেলাতেও সহজে শীতল হয় না প্রকৃতি। বেডরুমের জানালা খুলে দিল জিল। যদি একটু ঠাণ্ডা হাওয়া আসে।

টবির ঘরে আজ ডিউটি নার্স গ্যালাঘারের। সে পা টিপে এগোল টবির দিকে, যাতে শব্দে রোগীর শান্তি বিঘ্নিত না হয়। গ্যালাঘার ভাবছিল আহা, মানুষটার মনের কথা যদি বুঝতে পারতাম তাহলে বেচারীকে কিছুটা সাহায্য করা যেত। সে টবির গায়ে চাদর গুঁজে দিয়ে হাসি মুখে বলল, 'এখন চমৎকার একটা ঘুম দিন তো দেখি। আমি এসে কিন্তু চেক করে দেখব আপনি ঘুমিয়েছেন কিনা।' কিন্তু টবির কাছ থেকে কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেল না। সে এমনকী নার্সের দিকে চোখ তুলে তাকাল না পর্যন্ত।

নার্স গ্যালাঘার টবির দিকে শেষবার নজর বুলিয়ে নিয়ে পাশের ছোট্ট বসার ঘরটিতে ঢুকল টিভি দেখতে। সে টক শো খুব পছন্দ করে। টেলিভিশনের সাউন্ড একদম কমিয়ে রাখল যাতে তার রোগীর কোনো ডিস্টার্ব না হয়। তবে শব্দ হলেও তা বোধহয় শুনতে পেত না টবি। কারণ সে তখন অন্য ভাবনায় মশগুল।

আটচল্লিশ

ঘুমিয়ে আছে বাড়িটি। বেল-এয়ারের ঘন অরণ্য চারদিক থেকে নিরাপত্তার বলয় দিয়ে ঘিরে রেখেছে তাকে। অনেক নিচে দিয়ে, সানসেট বুলেভার্ড থেকে ভেসে আসা গাড়ির ক্ষীণ শব্দ এখানকার নৈশব্দে মাঝেমধ্যে সামান্যই ব্যাঘাত ঘটাতে পারছে। রাত নিশীথের ছায়াছবি দেখছে নার্স গ্যালাঘার। এরচেয়ে টবি টেম্পলের কোনো ছবি দেখালে ভালো হতো, মনে মনে ভাবছে সে। টিভিতে মি. টেম্পলকে সে দেখছে, ওদিকে পাশের ঘরেই শুয়ে আছেন মানুষটি, ব্যাপারটি তাহলে বেশ উত্তেজক হয়ে উঠত।

ভোর চারটের দিকে, একটি হরর ছবি দেখতে দেখতে নাক ডাকতে লাগল গ্যালাঘার।

টবির ঘরে গভীর নিস্তব্ধতা।

জিলের ঘরে বেডসাইড ঘড়ির টিকটিক আওয়াজ ছাড়া কোনো শব্দ নেই। নগ্ন হয়ে বিছানায় শুয়ে আছে জিল। ঘুমাচ্ছে। একটা হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরে রেখেছে একটা বালিশ, শরীর ঢাকা সাদা চাদরে। রাস্তার অস্পষ্ট হৈ হট্টগোল তার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাতে পারেনি।

ঘুমের মধ্যে অস্থির ভঙ্গিতে পাশ ফিরল জিল, শিউরে উঠল। স্বপ্ন দেখছে সে আর ডেভিড আলাস্কা গেছে হানিমুনে। বরফ ঢাকা বিশাল এক প্রান্তরে তারা। অকস্মাৎ শুরু হলো ঝড়। কনকনে হাওয়া বাড়ি মারতে লাগল ওদের নাকে-মুখে। নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে। ডেভিডের দিকে ফিরল জিল। নেই সে। কোথায় যেন গেছে। হিম শীতল আর্কটিকে একা জিল, ঠাণ্ডার প্রকোপে বেজায় কাশি উঠে গেছে, শ্বাস নেয়ার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। হঠাৎ ঘরঘর শব্দে জেগে গেল জিল। বুকে নিঃশ্বাস আটকে গেলে গলা দিয়ে যেমন ভীতিকর ঘরঘর আওয়াজ বেরোয় সেরকম একটা শব্দ বাড়ি খাচ্ছে জিলের কানের পর্দায়। চোখ মেলে তাকাল ও। শব্দটা আসছে তার নিজের গলা থেকে। শ্বাস করতে পারছে না। বাতাসের বরফ শীতল একটা আলখেল্লা ওকে অশ্লীল একটা কম্বলের মতো চেপে ধরেছে, ওর নগ্ন শরীরে হাত বুলাচ্ছে, চাপ দিচ্ছে বুকে, চুম্বন করছে ওষ্ঠে, সেই সঙ্গে কবরের পচা, বিকট দুর্গন্ধসহ শীতল নিঃশ্বাস আছড়ে পড়ছে মুখে। জিলের বুক কাঁপছে ধড়ফড় করে, শ্বাস নেয়ার জন্য যুদ্ধ করছে। ঠাণ্ডায় যেন ঝলসে গেছে ফুসফুস। উঠে বসার চেষ্টা

করল জিল, একটা অদৃশ্য শক্তি যেন ওকে চেপে ধরে রাখল। ও জানে এটা একটা স্বপ্ন কিন্তু একই সঙ্গে নিঃশ্বাস নেয়ার জন্য লড়াই করতে গিয়ে গলা দিয়ে ঘরঘরে দুস্বপ্ন দেখে কি কেউ মারা যায়? জিল টের পেল হিমঠাণ্ডা কতগুলো শুঁড় ওর শরীরে সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে, ঢুকে যাচ্ছে দুপায়ের ফাঁকে, ওর সঙ্গে সঙ্গম করছে। হঠাৎ ও বুঝতে পারল এটা টবি। যেভাবেই হোক টবি এসে পড়েছে ওর বিছানায় এবং ওর শরীরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। ভয়ানক আতঙ্কে শরীরের শক্তি দিয়ে বিছানায় উঠে বসল জিল, লাফিয়ে নামল মেঝেয়, ছুট দিল দরজায়। টের পেল সেই শীতল পিশাচ ওর পিছু নিয়েছে, ঘিরে ধরছে ওকে, থাবা বাড়িয়ে এগিয়ে আসছে। ডোর নব খুঁজে পেল জিলের হাত। মোচড় দিয়ে খুলে ফেলল। এক লাফে চলে এলো হলওয়েতে, মুখ হাঁ করে হাঁপাচ্ছে বাতাসের জন্য, ক্ষুধার্ত ফুসফুসে ভরে নিচ্ছে অক্সিজেন।

হলওয়ে উষ্ণ, শব্দহীন, স্থির। ওখানে দাঁড়িয়ে রইল জিল। দাঁতে দাঁত বাড়ি খাচ্ছে, নিজেকে কিছুতেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। ঘুরে নিজের ঘরের দিকে তাকাল। একদম স্বাভাবিক লাগছে সবকিছু। শান্তিপূর্ণ। নাহ্, দুঃস্বপ্নই দেখেছে জিল। একটু ইতস্তত করে ধীরপায়ে এগোল নিজের ঘরের দরজায়। ওর ঘরটি বেশ গরম। ভীত হবার কিছু নেই। অবশ্যই নেই। টবি ওর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

বসার ঘরে ঘুম থেকে জেগে উঠল নার্স গ্যালাঘার। রোগীকে দেখতে তার ঘরে ঢুকল।

বিছানায় শুয়ে আছে টবি টেম্পল। যেভাবে সে ওকে রেখে গিয়েছিল। সিলিং-এর দিকে স্থির দৃষ্টি। কী যেন দেখছে। টবি কী দেখছে বুঝতে পারল না নার্স গ্যালাঘার।

ওই রাতের পর থেকে প্রতিদিন দুঃস্বপ্ন দেখতে লাগল জিল। যেন অশুভ সংকেত নিয়ে ওকে গ্রাস করতে আসছে দুঃস্বপ্নগুলো। ধীরে ধীরে একটা আতঙ্ক, একটা ভয় ঘিরে ধরল ওকে। বাড়ির যেখানেই যায়, টবির উপস্থিতি অনুভব করে। নার্স টবিকে বাইরে নিয়ে গেছে কিন্তু সে শব্দও শুনতে পায় জিল। টবির হুইলচেয়ার চলার সময় তীক্ষ্ণ ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজ করে, যতবার শব্দটা শোনে জিল, প্রতিবার ওর নার্ভে এসে আঘাত করে। হুইলচেয়ারটা মেরামত করতে হবে, ভাবে ও। টবির ঘরের ধারেকাছেও ও যায় না বটে তবে তাতে কিছু আসে যায় না। টবি যেন সব জায়গায় আছে, ওর জন্য অপেক্ষা করছে।

মাথাব্যথাটা এখন জিলের সার্বক্ষণিক সঙ্গী। সারাক্ষণ দপদপে একটা যন্ত্রণা ওকে এক মুহূর্তের জন্যেও রেহাই দিচ্ছে না। এক ঘণ্টা না হোক, এক মিনিট অথবা এক সেকেন্ডের জন্যেও যদি ব্যথাটা একটু কমত। ওকে তো ঘুমাতে হবে। ও রান্নাঘরের পেছনে, টবির ঘর থেকে অনেক দূরে, চাকরানির ঘরে গিয়ে ঢুকল। এ ঘরটি বেশ গরম, কোলাহলমুক্ত। জিল বিছানায় শুয়ে চোখ বুজল। প্রায় সঙ্গে

সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল সে।

তীব্র শীতল, বাসি গন্ধের বাতাসের ঝাঁপটায় ঘুম ভেঙে গেল জিলের। কটূগন্ধি বাতাসটা যেন খামচে ধরল ওকে, গ্রাস করে নিতে চাইছে। জিল লাফ মেরে বিছানা ছাড়ল। এক দৌড়ে দরজার বাইরে।

দিনগুলোই যথেষ্ট ভীতিকর রাতগুলো তো আরও বিভীষিকাময়। ওকে একইভাবে অনুসরণ করে চলেছে। জিল বিছানায় যায়, কুঁকড়ে-মুকড়ে শুয়ে থাকে, জেগে থাকার চেষ্টা করে, ঘুমাতে ভয় লাগে কারণ জানে টবি আসবে। কিন্তু পরিশ্রান্ত শরীর বেশিক্ষণ ওকে জেগে থাকতে দেয় না, এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে জিল।

ঠাণ্ডা লেগে জেগে ওঠে জিল। বিছানায় শুয়ে কাঁপতে থাকে শীতে। টের পায় বরফ ঠাণ্ডা বাতাস হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসছে ওর দিকে, এক পিশাচ ভয়ঙ্কর কোনো অভিশাপের মতো ওকে তার হাড়ের মধ্যে পুরে নিতে চাইছে। বিছানায় উঠে বসে জিল, নিঃশব্দ ভয়ে ছুটে পালায়।

রাত তিনটা।

চেয়ারে বসে বই পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিল জিল। আস্তে আস্তে ঘুমটা ভেঙে গেল ওর, কালিগোলা অন্ধকার শয়নকক্ষে ধীরে ধীরে চোখ মেলল। ওর মন কুডাক ডাকছে। ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটে গেছে। তারপরই বুঝতে পারল কী ঘটেছে। ও সবগুলো আলো জ্বেলে ঘুমিয়ে পড়েছিল। কিন্তু এখন ঘর জুড়ে নিঃসীম আঁধার। পাঁজরে ধড়াশ ধড়াশ বাড়ি খেতে লাগল হৃৎপিণ্ড। মনে মনে বলল, ভয় পাবার কিছু ঘটেনি। নার্স গ্যালাঘার নিশ্চয় এ ঘরে এসেছিল। সে-ই সব বাতি নিভিয়ে দিয়ে গেছে।

এমন সময় শব্দটা শুনতে পেল সে। হলওয়ের দিক থেকে আসছে, ক্যাঁচ কোঁচ...ক্যাঁচ কোঁচ... টবির হুইলচেয়ার, আসছে জিলের বেডরুমের দরজায়। জিলের ঘাড়ের সবগুলো চুল দাঁড়িয়ে গেল সরসর করে। নিজেকে বলল, নিশ্চয় ছাদের গায়ে ঘষা খাচ্ছে গাছের ডাল কিংবা বাড়িতে কতরকম বিচিত্র শব্দ হয় এটা সেরকম কিছু। যদিও জানে মনকে ভুল বোঝাচ্ছে ও। এ শব্দ এর আগেও বহুবার শুনেছে সে। ক্যাঁচ ক্যাঁচ... ক্যাঁচ ক্যাঁচ... যেন মৃত্যু সঙ্গীত বাজাতে বাজাতে এগিয়ে আসছে তার দিকে। এ টবি নয়, মনে মনে বলছে জিল। ও তো ওর বিছানায় পঙ্গু হয়ে অসহায়ের মতো শুয়ে আছে। নড়াচড়া করতে পারে না। আসলে আমার মাথাটাই গেছে খারাপ হয়ে। সারাক্ষণ হাবিজাবি চিন্তা করছি।

কিন্তু জিল পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে এগিয়ে আসছে শব্দটা। ক্রমে কাছিয়ে আসছে। এখন দরজার ধারে চলে এসেছে। এবারে থেমে গেল। যেন অপেক্ষা করছে কারও জন্য। হঠাৎ হুড়মুড় করে একটা শব্দ। কী যেন ভাঙল। তারপর আবার নীরবতা।

জিল বাকি রাত গুটিসুটি মেরে বসে রইল বিছানায়, নড়াচড়া করতেও ভয় পেল।

সকালে ঘর থেকে বেরিয়ে দেখে মেঝেতে পড়ে রয়েছে ভাঙা একটা ফুলদানি। ওটা হলওয়ের টেবিল থেকে গড়িয়ে পড়েছে।

ডা. কাপলানের সঙ্গে কথা বলল জিল। 'মন কি শরীরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে?'

বিস্মিত দৃষ্টিতে জিলের দিকে তাকালেন কাপলন। 'মানে?'

'ধরুন, টবি যদি চায়– খুব করে চায় বিছানা থেকে উঠে পড়তে, পারবে?'

'কারো সাহায্য ছাড়া? বর্তমান শারীরিক অবস্থায়?' জিলের দিকে অবিশ্বাস নিয়ে তাকালেন ডাক্তার। 'ওর নড়াচড়া করার ক্ষমতা একদমই নেই।'

কিন্তু কাপলানের জবাব সন্তুষ্ট করতে পারল না জিলকে। 'যদি– যদি ও সত্যি উঠতে চায়– যদি মনে করে একটা কাজ ওকে করতেই হবে...'

ডানে-বামে মাথা নাড়লেন ডাক্তার। 'আমাদের মন আমাদের শরীরকে নির্দেশ দেয়, কিন্তু আমাদের মোটর ইমপালস বন্ধ হয়ে গেলে শরীরের কোনো পেশী মনের নির্দেশ পালন করতে পারে না। কাজেই কিছুই ঘটে না।'

'মানসিক শক্তি দিয়ে কি জিনিসপত্র সরানো সম্ভব?' এখনই হাল ছেড়ে দিতে রাজি নয় জিল।

'সাইকোকাইনিসের কথা বলছ? এ নিয়ে বহু গবেষণা হয়েছে তবে কেউ কোনো প্রমাণ দিয়ে আমাকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি।'

বেডরুমের দরজায় একটা ভাঙা ফুলদানি পড়ে আছে।

জিল ঘটনাগুলো ডাক্তারকে বলতে চাইল। তার শীত করার কথা, টবি তার হুইলচেয়ার নিয়ে এসেছিল দোরগোড়ায় কিন্তু এসব কথা বললে উনি নির্ঘাত পাগল ঠাউরাবেন জিলকে। সত্যি কি পাগল হয়ে যাচ্ছে জিল?

ডা. কাপলান চলে যাবার পরে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াল জিল। একী চেহারা হয়েছে তার। ভেতরের দিকে দেবে গেছে গাল, বিবর্ণ, হাড্ডিসার মুখে ঠেলে যেন বেরিয়ে আসতে চাইছে চোখজোড়া। এভাবে চলতে থাকলে, ভাবছিল জিল, টবির আগেই মারা যাব আমি। নিজের কাকের বাসা, উষ্কখুষ্ক, আঠালো চুল আর ডগা ভাঙা নখগুলো দেখল ও।

ডেভিডকে এ চেহারা দেখানো যাবে না। নিজের যত্ন নিতেই হবে। এবং এখন থেকে। এখন থেকে তুমি হপ্তায় একদিন বিউটি পার্লারে যাবে, প্রতিদিন তিনবেলা খাওয়া-দাওয়া করবে এবং নিয়মিত আটঘণ্টা ঘুমাবে।

পরদিন সকালে একটি বিউটি পার্লারের সঙ্গে যোগাযোগ করল জিল। ক্লান্ত শরীরে হেয়ার ড্রায়ারের গুঞ্জন ধ্বনি ওর চোখে ঘুম এনে দিল আর সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এলো সেই দুঃস্বপ্ন। ও নিজের বিছানায় শুয়ে ঘুমাচ্ছে। শুনতে পাচ্ছে টবি এসে ঢুকেছে ঘরে হুইলচেয়ারে চেপে ক্যাঁচ ক্যাঁচ... ক্যাঁচ ক্যাঁচ... চেয়ার থেকে ধীর

গতিতে উঠে দাঁড়াল টবি, এগোল জিলের দিকে, দাঁত বের করে হাসছে, তার কঙ্কালসার হাতজোড়া এগিয়ে গেল জিলের গলা লক্ষ্য করে। বিকট চিৎকার দিয়ে জেগে গেল জিল, বিউটি শপের সবাই ফেটে পড়ল হাসিতে। চুল না আঁচড়েই ওখান থেকে ছুটে পালাল জিল।

এ অভিজ্ঞতার পর থেকে বাড়ি ছেড়ে কোথাও যেতে ভয় করতে লাগল জিলের।

আর বাড়িতে থাকতেও ভয় করছিল ওর।

জিলের মাথায় কী যেন হয়েছে। শুধু মাথাব্যথা সমস্যা নয়, ইদানীং অনেক কিছু ভুলে যেতে শুরু করেছে সে। হয়তো নিচতলায় গেল কিছু একটা নিয়ে আসতে, ঢুকেছে কিচেনে কিন্তু ওখানে দাঁড়িয়ে রইল হতবুদ্ধির মতো। কেন এখানে এসেছে মনে করতে পারছে না। স্মৃতিগুলো তার সঙ্গে তামাশা শুরু করেছে। একবার নার্স গর্ডন এলো তার সঙ্গে কথা বলতে, জিল ভাবল এ মেয়েলোকটা এখানে কী চায়। হঠাৎ মনে পড়ে গেল কেন সে বাড়িতে নার্স রেখেছে। কিন্তু এভাবে তো চলতে পারে না। মানসিক কোনো সমস্যা হয়েছে কিনা দেখতে হবে, খোঁজ নিয়ে জানতে হবে টবি সত্যি নড়াচড়া করতে পারে কিনা কিংবা ওকে হামলা করে হত্যা করার কোনো উপায় সে বের করেছে কিনা।

জিল মন শক্ত করে চলল টবির বেডরুমে। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল দরজার সামনে তারপর ঢুকে পড়ল ঘরে।

টবি শুয়ে আছে, বিছানায়, নার্স তাকে ভেজা স্পঞ্জ দিয়ে গা মুছে দিচ্ছে। নার্স মুখ তুলে চাইল জিলের দিকে।

'মিসেস টেম্পল, দেখুন, কী চমৎকার গোসল করিয়ে দিচ্ছি মি. টেম্পলকে।

নার্সকে অগ্রাহ্য করে বিছানায় শুয়ে থাকা শরীরটির দিকে তাকাল জিল।

টবির হাত এবং পা শুকিয়ে ছোট হয়ে উপাঙ্গের মতো আটকে রয়েছে চিমশানো, বাঁকানো ঊর্ধ্বাঙ্গের সঙ্গে। দুই পায়ের ফাঁকে, লম্বা, কুৎসিত একটা সাপের মতো নেতিয়ে আছে তার নির্জীব, শিথিল, পুরুষাঙ্গটি। টবির মুখে সেই হলুদ ভাবটা আর নেই। তবে নির্বোধের মতো বিকট ভঙ্গির হাসিটা এখনো লেগে রয়েছে বেঁকে যাওয়া মুখে। তার শরীরটা পুরোপুরি লাশ কিন্তু চোখজোড়া ভয়ঙ্কর জ্যান্ত। ওই চোখ ঘৃণা ছোঁড়ে, খোঁজে, পরিমাপ করে, প্রতিজ্ঞা করে, ধূর্ত নীল চোখের আড়ালে কত যে গোপন পরিকল্পনা খেলা করে কে জানে। সে পরিকল্পনায় রয়েছে তীব্র প্রতিহিংসা। ডাক্তার বলেছিলেন টবির মস্তিষ্ক সচল রয়েছে। সে ভাবতে পারে, উপলব্ধি করতে পারে, ঘৃণা করতে পারে। ওই মনে কেবলই প্রতিশোধের বাসনা, ভাবে কীভাবে ধ্বংস করা যাবে জিলকে। জিল যেমন ওর মৃত্যু কামনা করে টবিও তেমনি ওর মরণ দেখতে চায়।

আগুন ঝরা চোখগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে জিল, যেন শুনতে পেল টবি বলছে আমি তোমাকে খুন করব। টবির চাউনির প্রবল ঘৃণা শরীরে ঘুষির মতো আঘাত হানলো।

জিল কটমট করে তাকিয় রইল টবির চোখের দিকে। মনে পড়ল ভাঙা ফুলদানির কথা। ও এখন জানে দুঃস্বপ্নগুলো স্রেফ দুঃস্বপ্ন ছিল না। টবি এখন একটা রাস্তা খুঁজে পেয়ে গেছে।

ও এখন জিলকে খুন করতে চায়।

উনপঞ্চাশ

টবিকে পরীক্ষা শেষ করে ডা. কাপলান দেখা করলেন জিলের সঙ্গে। 'তুমি সুইমিংপুলের থেরাপিটা বন্ধ করে দাও। খামোকা সময় নষ্ট। ভেবেছিলাম এতে টবির খানিক হলেও পেশীর উন্নতি ঘটবে। কিন্তু নাহ্, থেরাপিতে কাজ হয়নি। আমি নিজেই থেরাপিস্টের সঙ্গে কথা বলব।'

'না!' আর্তনাদ বেরিয়ে এলো জিলের গলা চিরে।

ওর দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকালেন ডা. কাপলান। 'জিল, আমি জানি টবির জন্য গতবার তুমি কী করেছ। কিন্তু এবারে ওসব কিছুই কাজে আসবে না। আমি–'

'তাই বলে আমরা হাল ছেড়ে দিতে পারি না।' হাহাকার তুলে বলল জিল।

একটু ইতস্তত করে কাঁধ ঝাঁকালেন ডা. কাপলান। 'ঠিক আছে। তুমি যদি চাও তবে–'

'আমি চাই।'

ওই মুহূর্তে পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল ওটাই। সুইমিংপুল থেরাপিই একমাত্র জিলের জীবন বাঁচাতে পারবে।

ও জানে ওকে কী করতে হবে।

পরের দিন শুক্রবার। ডেভিড জিলকে ফোন করে জানাল ব্যবসার কাজে ওকে মাদ্রিদ যেতে হবে।

'তাই আগামী হপ্তায় হয়তো তোমাকে ফোন করতে পারব না।'

'আমি তোমাকে মিস করব,' বলল জিল। 'সাংঘাতিক মিস করব।'

'আমিও তোমাকে মিস করব। তুমি ঠিক আছ তো? তোমার গলার স্বর যেন কেমন শোনাচ্ছে। ক্লান্ত নাকি?'

চোখ খোলা রাখতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে জিলের, মাথার ভয়ানক যন্ত্রণাটা ভুলে থাকার চেষ্টা করছে। মনে পড়ছে না শেষ কবে ও খেয়েছে কিংবা ঘুমিয়েছে। এমন দুর্বল হয়ে গেছে শরীর দাঁড়িয়ে থাকতেও কষ্ট হচ্ছে। গলায় জোর করে শক্তি ফোটাল জিল। 'আমি ঠিক আছি, ডেভিড।'

'আই লাভ ইউ, ডার্লিং। নিজের যত্ন নিও।'

'নেবো, ডেভিড। তুমি তো জানোই আমি তোমাকে কতটা ভালোবাসি।'

ফিজিওথেরাপিস্টের গাড়ি আসার শব্দ শুনল জিল। সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে লাগল। মাথায় দমাদম হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে, কম্পমান পা জোড়া ওর ভারসাম্য রক্ষা করতে আপত্তি জানাচ্ছে। ফিজিওথেরাপিস্ট কলিংবেল বাজাতে যাচ্ছে এই সময় সদর দরজা খুলে দিল জিল।

'মর্নিং, মিসেস টেম্পল,' বলল থেরাপিস্ট। ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিল, তার পথ আটকে দাঁড়াল জিল। অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল লোকটি।

'মি. টেম্পলের থেরাপি ট্রিটমেন্ট করতে মানা করেছেন ডা. কাপলান,' বলল জিল।

কপালে ভাঁজ পড়ল ফিজিওথেরাপিস্টের। তার মানে বেহুদা এখানে এসেছে সে। তাকে আগেই খবরটা দেয়া উচিত ছিল। অন্য কেউ হলে অভিযোগ করত থেরাপিস্ট কিন্তু মিসেস টেম্পলের মতো মহিয়সী নারী, যিনি এরকম বিরাট একটা সমস্যার মাঝ দিয়ে যাচ্ছেন, তাঁকে এ বিষয় নিয়ে অনুযোগ করা সমীচীন হবে না। জিলের দিকে তাকিয়ে হাসল সে। 'ঠিক আছে, মিসেস টেম্পল।'

থেরাপিস্ট ফিরে গেল নিজের গাড়িতে।

গাড়ি চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল জিল। তারপর সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করল। মাঝামাঝি এসেছে, হঠাৎ ঝাপসা হয়ে এলো দৃষ্টি বোঁ বোঁ করে ঘুরছে মাথা। চট করে সিঁড়ির রেইলিং চেপে ধরল জিল। মাথা ধরা চলে যাওয়া এবং দৃষ্টি স্বচ্ছ হয়ে ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করল। এখন বিরতি নেয়া যাবে না। যদি নেয়, নির্ঘাত মরণ আছে ওর কপালে।

টবির ঘরের সামনে চলে এলো জিল। নব ঘুরিয়ে ঢুকল ভেতরে। নার্স গ্যালাঘার একটি ইজি চেয়ারে বসে আছে। সুয়েটার বুনছে। জিলকে দোরগোড়ায় দেখে সে যারপরনাই বিস্মিত। 'আপনি। আপনি আমাদেরকে দেখতে এসেছেন। বাহ্, চমৎকার।' বিছানার দিকে ঘুরল সে। 'মি. টেম্পল আপনাকে দেখে নিশ্চয় খুশি হয়েছেন। তাই না, মিসেস টেম্পল?'

বিছানায় বসে আছে টবি, পিঠে বালিশ ঠেক দেয়া, তার চোখ জিলকে বলছে আমি তোমাকে খুন করব।'

টবির ওপর থেকে চোখ সরিয়ে নিল জিল, হেঁটে গেল নার্স গ্যালাঘার-এর কাছে। 'আমি আমার স্বামীকে আসলে তেমন সময় দিতে পারিনি।'

'আমিও আসলে সে কথাই ভাবছিলাম,' খলবল করে উঠল নার্স গ্যালাঘার। 'কিন্তু আপনি নিজেই অসুস্থ তাই আপন-মনে বলছিলাম।'

'আমার শরীর এখন আগের চেয়ে ভালো,' বাধা দিল জিল। 'আমি মি. টেম্পলের সঙ্গে একটু একা থাকতে চাই।'

নার্স গ্যালাঘার সুয়েটার বোনার সরঞ্জাম গুছিয়ে নিয়ে সিধে হলো। 'নিশ্চয়।' তাহলে আমরা খুবই খুশি হবো।' বিছানায় শোয়া বিকৃত হাসির চেহারাটির দিকে তাকাল সে। 'তাই না, মি. টেম্পল?' জিলের দিকে ফিরল। 'আমি কিচেনে যাচ্ছি।

এক কাপ চা বানিয়ে খাবো।'

'না, আধঘণ্টার জন্য তোমার ডিউটি অফ। তুমি এখন যেতে পারো। নার্স গর্ডন না আসা পর্যন্ত থাকছি আমি এখানে। 'আশ্বাস দেয়ার ভঙ্গিতে হাসল জিল। 'চিন্তা কোরো না। আমি ওকে ছেড়ে কোথাও যাবো না।'

'তাহলে আমি কিছু কেনাকাটা করে আসি এবং-'

'বেশ,' বলল জিল। 'যাও তাহলে।'

ওখানে অনড় দাঁড়িয়ে রইল ও, শুনল সদর দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ তারপর গ্যালাঘারের গাড়ি ড্রাইভওয়ে ধরে চলে যাবার আওয়াজ। ইঞ্জিনের শব্দ গ্রীষ্মের বাতাসে পুরোপুরি মিলিয়ে যাবার পরে টবির দিকে ফিরল জিল।

নিষ্কম্প চোখে জিলের দিকে তাকিয়ে আছে সে। জোর করে শরীরটাকে বিছানার কাছে টেনে নিয়ে এলো জিল, হুইল চেয়ারটা এমনভাবে রাখল যাতে টবিকে সহজেই ওতে তোলা যায়। টবির দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েও থেমে গেল জিল। ওকে স্পর্শ করতে শরীরের প্রতিটি আউন্স শক্তির প্রয়োজন হলো। বিকট হাস্যরত, মমির মতো বীভৎস চেহারাটা ওর কাছ থেকে মাত্র ইঞ্চি কয়েক দূরে, মুখটা নির্বোধের মতো হাসছে কিন্তু ঝকমকে নীল চোখ দিয়ে গড়াচ্ছে বিষ। ঝুঁকল জিল। জোর করে টবিকে তুলে নিল হাতে। টবির গায়ে ওজন নেই বললেই চলে। কিন্তু বিধ্বস্ত, পরিশ্রান্ত জিল টবিকে কোলে তুলে নিতে হিমশিম খেয়ে গেল। ওকে স্পর্শ করা মাত্র সারা গায়ে বরফের সেই শীতল স্পর্শটা টের পেল জিল। ওকে যেন চারপাশ থেকে চেপে ধরছে। মাথার ভেতরের চাপটা অসহ্য। চোখে লাল-নীল তারা ফুটছে, এবারে ওগুলো নাচানাচি শুরু করে দিল, জিলের মাথা ঘুরতে লাগল বোঁ বোঁ করে। মনে হলো অজ্ঞান হয়ে যাবে। কিন্তু এখন কিছুতেই অজ্ঞান হওয়া চলবে না। যদি ও বেঁচে থাকতে চায়। অতিমানবীয় চেষ্টায় সে টবির পঙ্গু শরীরটা বসিয়ে দিল হুইলচেয়ারে, বেঁধে দিল স্ট্র্যাপ। ঘড়ি দেখল। হাতে সময় আছে মোটে কুড়ি মিনিট।

নিজের বেডরুমে গিয়ে স্নানের পোশাক পরে আবার টবির ঘরে ফিরতে পাঁচ মিনিট সময় ব্যয় হয়ে গেল জিলের।

হুইলচেয়ারের ব্রেক ছেড়ে দিল ও, করিডর ধরে টেনে নিয়ে চলল টবিকে এলিভেটর অভিমুখে। এলিভেটর নিচে নামছে, ওর পেছনে দাঁড়িয়ে রইল জিল যাতে চোখে চোখ না পড়ে। তবে টবির ঘৃণা ঠিকই টের পাচ্ছিল সে। শীতল বাতাসের রূপ নিয়ে ফিরে এলো প্রবল ঘৃণা, ওর নিঃশ্বাস বন্ধ হবার জোগাড় হলো। হাঁটু ভাঁজ হয়ে পড়ে গেল জিল, মুখ হাঁ করে হাঁপাচ্ছে, চেতন থাকতে চাইছে। যখন সবকিছু অন্ধকার হয়ে যাবার জোগাড়, এমন সময় খুলে গেল এলিভেটরের দরজা। হামাগুড়ি দিয়ে উজ্জ্বল সূর্যালোকে বেরিয়ে এলো জিল, চিৎ হয়ে শুয়ে রইল মাটিতে। ঘন ঘন শ্বাস নিচ্ছে। মুখ হাঁ করে বুকের মধ্যে ঢোকাচ্ছে তাজা বাতাস। ধীরে ধীরে হারানো শক্তি ফিরে পেল ও। ফিরল এলিভেটরের দিকে। হুইলচেয়ারে

বসে আছে টবি, দেখছে, অপেক্ষা করছে। জিল দ্রুত বোতাম টিপে এলিভেটর থেকে বের করে নিল চেয়ার। চলল সুইমিংপুলে। মেঘহীন, চমৎকার একটি দিন, উষ্ণ এবং স্নিগ্ধ। স্বচ্ছ, নীল জলে ঠিকরাচ্ছে ঝলমলে রোদ।

জিল হুইলচেয়ার নিয়ে পুলের সবচেয়ে গভীর প্রান্তে চলে এলো। ব্রেক আটকাল। চলে এলো চেয়ারের সামনে। টবির চোখ ওর ওপর স্থির। তাতে বিমূঢ় ভাব। চেয়ারের সঙ্গে টবিকে বেঁধে রাখা স্ট্র্যাপগুলোর বাঁধন আরো শক্ত করল জিল। কাজটা করতে শক্তি প্রয়োগ করতে হলো ওকে। তাই আবার চক্কর দিয়ে উঠল মাথা। হঠাৎ করেই শেষ হয়ে গেল কাজ। কী ঘটছে বুঝতে পেরে টবির চোখের দৃষ্টি বদলে গেল। সেখানে ভর করল বুনো, দানবীয় আতঙ্ক।

ব্রেক রিলিজ করল জিল, হুইলচেয়ারের হাতল ধরে ঠেলে নিয়ে চলল পানির দিকে। অসাড় ঠোঁট জোড়া নড়ানোর চেষ্টা করল টবি, চেষ্টা করছে চিৎকার দিতে কিন্তু গলা দিয়ে কোনো রা বেরুল না। ওর মরণপণ চেষ্টা দেখে ওর চোখের দিকে তাকানোর সাহস হলো না জিলের।

পুলের একেবারে কিনারে হুইলচেয়ার নিয়ে এলো ও। তারপর ধাক্কা দিল।

কিন্তু ওটা ছিটকে গেল না। আটকে গেছে সিমেন্টের একটা ফাটলে। আরও জোরে ধাক্কা মারল জিল। কিন্তু উল্টে পড়ল হুইলচেয়ার। যেন প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তির জোরে ওটাকে মাটির সাথে আটকে রেখেছে টবি। চেয়ার থেকে উঠে বসার প্রাণান্ত চেষ্টা করছে সে। যেভাবে ধস্তাধস্তির চেষ্টা করছে এক সময় হয়তো স্ট্র্যাপের বাঁধন আলগা হয়ে যাবে, মুক্ত হয়ে পড়বে টবি তারপর কঙ্কালসার হাত দিয়ে টিপে ধরবে জিলের গলা...টবির চিৎকার যেন শুনতে পেল ও– আমি মরতে চাই না...আমি মরতে চাই না!

জানে না এটা ওর কল্পনা ছিল নাকি বাস্তব, প্রচণ্ড আতঙ্কে অস্থির জিলের শরীরে অকস্মাৎ ভর করল আসুরিক শক্তি। সে গায়ের সমস্ত জোর দিয়ে হুইলচেয়ারের পেছন দিকে ধাক্কা মারল। ধাক্কার চোটে ওটা ঝাঁকি খেয়ে এগিয়ে গেল সামনে, উঠে পড়ল শূন্যে, ওখানে যেন অনন্তকালের জন্য ঝুলে রইল তারপর ডিগবাজি খেয়ে সুইমিংপুলের পানিতে পড়ল বিরাট ঝপাস শব্দে। মনে হলো হুইল চেয়ারটা অনেকক্ষণ ভেসে আছে পানিতে, তারপর ধীরগতিতে তলাতে শুরু করল। পানির ঘূর্ণি উল্টে দিল চেয়ারটাকে, শেষ মুহূর্তের জন্য জিল দেখতে পেল টবিকে। চেয়ারের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা, জ্যান্ত চোখজোড়া দিয়ে ওর প্রতি উগড়ে আসছে ঘৃণা ও অভিশাপ। তারপর পানির ঘূর্ণিটা ওকে তলিয়ে দিল।

অনেকক্ষণ ওখানে দাঁড়িয়ে রইল জিল। দুপুরের তপ্ত সূর্যের আলোতেও কাঁপছে ঠকঠক করে, আস্তে ধীরে মন এবং শরীরে শক্তি ফিরে পেল ও। হাঁটার শক্তি পেয়ে সুইমিংপুলের সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল পানিতে পরনের বেদিং সুটটা ভেজাবে বলে।

তারপর বাড়িতে ঢুকল সে পুলিশে ফোন করতে।

পঞ্চান্ন

টবি টেম্পলের মৃত্যুর খবর সারা পৃথিবীজুড়ে খবরের কাগজের শিরোনাম হলো। টবি যদি ফোক হিরো হয়ে থাকে তবে জিল বনে গিয়েছিল হিরোইন। ওদেরকে নিয়ে লক্ষ লক্ষ শব্দ লেখা হলো, সকল মিডিয়ায় ছবি দেখা গেল দুজনের। তাদের বিখ্যাত প্রেমকাহিনী বলা হলো বারবার, গল্পের করুণ পরিণতি এ কাহিনীকে করে তুলল আরও মর্মভেদী। রাষ্ট্রপ্রধান, গৃহবধূ, রাজনীতিবিদ, কোটিপতি, স্টেট সেক্রেটারিসহ অসংখ্য পেশার মানুষ সান্ত্বনা এবং সমবেদনা জানিয়ে চিঠি লিখলেন জিলকে, টেলিগ্রাম পাঠালেন। পৃথিবীর মস্ত একটা ব্যক্তিগত ক্ষতি হয়ে গেছে : টবি তার আশীর্বাদপুষ্ট হাসি দিয়ে দীর্ঘদিন মাতিয়ে রেখেছিল তার ভক্তদেরকে, তারা চিরকাল এ মানুষটির প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে। সকলে তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ, প্রতিটি টিভি নেটওয়ার্ক টবির প্রতি প্রদর্শন করল শ্রদ্ধাঞ্জলি।

টবি টেম্পলের বিকল্প আর কোনোদিন কেউ আসবে না।

টবির মৃত্যুবিষয়ক অনুসন্ধান অনুষ্ঠিত হলো লস এঞ্জেলসের গ্রান্ড এভিনিউয়ের ক্রিমিনাল কোর্ট বিল্ডিং-এর একটি ক্ষুদ্র কক্ষে। সেখানে গাদাগাদি করে বসেছে মানুষ। শুনানির দায়িত্ব দেয়া হয়েছে একজন ইনকোয়েস্ট এক্সামিনারকে। তিনি ছয়জন জুরির একটি প্যানেলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

ছোট্ট আদালত কক্ষে উপচে পড়া ভিড়। জিল পৌঁছানো মাত্র ফটোগ্রাফার, রিপোর্টার এবং ভক্তরা ছুটে গেল তার কাছে। জিলের পরনে কালো রঙের উলের সাধারণ সুট। প্রসাধনহীন মুখ। তবু তাকে অদ্ভুত সুন্দর লাগছে দেখতে। টবির মৃত্যুর পরে বেশ কয়েকদিন গত হয়েছে, জিল আবার ফিরে এসেছে আগের চেহারায়, সেই অনিন্দ্য রূপে। কয়েকমাস পরে, টবির মৃত্যুর পরে সে আবার শান্তিতে ঘুমাতে পারছে। কোনো স্বপ্নও তাকে তাড়া করে ফিরছে না। তার খিদে বৃদ্ধি পেয়েছে, মাথাব্যথাটাও দূর হয়েছে। যে দানব ওর জীবনীশক্তি শুষে খাচ্ছিল সে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

জিল ডেভিডের সঙ্গে প্রতিদিন কথা বলেছে। সে মামলার শুনানিতে আসতে চেয়েছিল তবে জিল মানা করেছে। 'পরে একত্রিত হবার যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে। বাকি জীবনটাই তো রইল আমাদের,' বলেছে ডেভিড ওকে।

ইনকোয়েস্টে সাক্ষ্য দিতে এসেছে ছয়জন। নার্স গ্যালাঘার, নার্স গর্ডন এবং নার্স জনসন তাদের রোগীর প্রতিদিনকার রুটিন এবং স্বাস্থ্যের অবস্থা জানিয়েছে তদন্ত অনুসন্ধানকারীদের। এ মুহূর্তে সাক্ষ্য দিচ্ছে নার্স গ্যালাঘার।

'ঘটনার দিন সকাল কটার সময় আপনার অফ ডিউটি ছিল?' জিজ্ঞেস করলেন ইনকোয়েস্ট এক্সামিনার।

'দশটার সময়।'

'ঠিক কখন আপনি চলে যান?'

একটু ইতস্তত করে জবাব দিল গ্যালাঘার। 'সাড়ে ন'টা।'

'এটা কি আপনার নিয়মে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, মিসেস গ্যালাঘার, যে শিফট শেষ হবার আগেই রোগীকে ছেড়ে চলে যেতেন?'

'না, স্যার।'

'ঘটনার দিন কেন আগে আগে চলে গিয়েছিলেন আমাদের কাছে ব্যাখ্যা করবেন কি?'

'মিসেস টেম্পলই আমাকে চলে যেতে বলেছিলেন। তিনি তাঁর স্বামীর সঙ্গে কিছুক্ষণ একাকী সময় কাটাতে চেয়েছিলেন।'

'ধন্যবাদ। আপনি এখন আসতে পারেন।'

সাক্ষীর কাঠগড়া থেকে নেমে এলো নার্স গ্যালাঘার। টবি টেম্পলের মৃত্যু অবশ্যই দুর্ঘটনা ছিল, ভাবছে সে। এটা খুবই খারাপ হলো যে জিল টেম্পলের মতো চমৎকার একটি মেয়েকে ওরা এসবের মধ্যে ঢুকিয়েছে।

নার্স গ্যালাঘার জিলের দিকে তাকাল। অপরাধবোধের একটা খোঁচা খেল বুকে। মনে পড়ল সে রাতের কথা যে রাতে সে মিসেস টেম্পলের বেডরুমে গিয়ে দেখেছিল তিনি চেয়ারে বসে ঘুমাচ্ছেন। সে নিঃশব্দে ঘরের সমস্ত বাতি নিভিয়ে দিয়ে দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে এসেছিল যাতে ঘুম ভেঙে না যায় তাঁর। অন্ধকার হলওয়েতে একটি পেডেস্টালের ওপর রাখা ফুলদানির সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে ওটা মেঝেতে পড়ে ভেঙে যায়। মিসেস টেম্পলকে কথাটা বলবে ভেবেছিল, কিন্তু ফুলদানিটা দেখেই মনে হচ্ছিল খুব দামি। মিসেস টেম্পল বিষয়টি উল্লেখ করেননি বলে সে-ও চেপে গিয়েছিল।

সাক্ষীর কাঠগড়ায় এসে দাঁড়াল ফিজিওথেরাপিস্ট।

আপনি প্রতিদিন মি. টেম্পলকে চিকিৎসা দিতেন?

'জী, স্যার।'

'সুইমিংপুলে বসে ট্রিটমেন্ট করতেন?'

'জী, স্যার। পুলের পানির তাপমাত্রা থাকত একশ ডিগ্রি এবং—'

'ঘটনার দিন মি. টেম্পলকে চিকিৎসা দেননি?'

'না, স্যার।'

'কেন বলবেন কি?'

'তিনি আমাকে চলে যেতে বলেছিলেন।'

'তিনি' মানে মিসেস টেম্পল?'

'জী।'

'এর পেছনে কোনো কারণ ছিল?'

'তিনি বলেছিলেন ডা. কাপলান আর চিকিৎসা চালাতে চান না।'

'তাই আপনি মি. টেম্পলকে না দেখেই চলে যান?'

'জী।'

কাঠগড়ায় এসেছেন ডা. কাপলান।

'দুর্ঘটনার পরে মিসেস টেম্পল আপনাকে ফোন করেছিলেন ডা. কাপলান। আপনি ঘটনাস্থলে গিয়েই কি মৃত ব্যক্তিকে পরীক্ষা করে দেখেছিলেন?'

'জী। পুলিশ সুইমিংপুল থেকে লাশ তুলে ফেলেছিল। হুইলচেয়ারের সঙ্গে তখনো বাঁধা ছিল দেহ। পুলিশ সার্জন এবং আমি মিলে লাশ পরীক্ষা করে বুঝতে পারি যে আর কোনো আশা নেই। দুটো ফুসফুসই পানিতে ভরে গিয়েছিল। তবে শরীরে কোনো আঘাতের চিহ্ন ছিল না।'

'তারপর আপনি কী করলেন, ডা. কাপলান?'

'আমি মিসেস টেম্পলের যত্ন নিই। তিনি তীব্র হিস্টিরিয়ায় ভুগছিলেন।'

'ডা. কাপলান, থেরাপি চিকিৎসা বন্ধ করে দেয়ার ব্যাপারে মিসেস টেম্পলের সঙ্গে কি আপনার কোনো কথা হয়েছিল।'

'হয়েছিল। আমি ওনাকে বলেছিলাম এ স্রেফ সময়ের অপচয়।'

'শুনে মিসেস টেম্পলের কী প্রতিক্রিয়া ছিল?'

জিল টেম্পলের দিকে এক ঝলক তাকিয়ে ডা. কাপলান জবাব দিলেন, 'তাঁর প্রতিক্রিয়া ছিল আগের মতোই। তিনি চেষ্টা চালিয়ে যেতে বলেন।' ইতস্তত করে তিনি যোগ করলেন, 'যেহেতু শপথ নিয়েছি এবং ইনকোয়েস্ট জুরিগণ সত্যি কথাটা জানতেই আগ্রহী তাই আমি কিছু কথা বলার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছি।'

আদালত কক্ষে ফিসফাস গুঞ্জন উঠল। জিল স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ডা. কাপলানের দিকে। ডা. কাপলান জুরি বক্সের দিকে তাকালেন।

'রেকর্ডের জন্য আমি বলতে চাই, আমি আমার জীবনে এ পর্যন্ত মিসেস টেম্পলের মতো চমৎকার এবং সাহসী মহিলা দ্বিতীয়টি দেখিনি।' ঘরের সবার চোখ ঘুরে গেল জিলের দিকে। 'প্রথমবার যখন তাঁর স্বামী স্ট্রোক করেছিলেন, আমরা কেউই ভাবিনি উনি আবার সুস্থ হয়ে উঠবেন। কিন্তু তিনি একা সেবা-শুশ্রূষা করে তাঁর স্বামীকে সুস্থ করে তুলেছিলেন। তিনি তাঁর স্বামীর জন্য যা করেছিলেন তা কোনো ডাক্তারের পক্ষে করা সম্ভব নয়। স্বামীর প্রতি তাঁর ভক্তি এবং শ্রদ্ধার বর্ণনা দেয়ার ভাষা আমার জানা নেই।' জিলের দিকে তাকিয়ে তিনি বক্তব্য শেষ করলেন,

'আমাদের সবার জন্য তিনি অনুপ্রেরণা স্বরূপ।'

দর্শক হাততালিতে ফেটে পড়ল।

'বেশ, ডাক্তার,' বললেন ইনকোয়েস্ট এক্সামিনার। এখন সাক্ষীর কাঠগড়ায় ডাকছি মিসেস টেম্পলকে।'

জিল চেয়ার ছাড়ল, ধীরগতিতে কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়াল পাঠ করল শপথ বাক্য।

'আমি জানি আপনি কী কঠিন অবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন, মিসেস টেম্পল। আমি যত দ্রুত সম্ভব আমার জেরা শেষ করব।'

'ধন্যবাদ,' নিচু গলায় বলল জিল।

'ডা. কাপলান যখন থেরাপি চিকিৎসা বন্ধ করে দিতে চাইলেন আপনি কেন চিকিৎসা চালিয়ে যেতে বলেছিলেন?'

মুখ তুলে তাকাল জিল। ইনকোয়েস্ট এক্সামিনার তার চোখে গভীর বেদনার ছাপ দেখতে পেলেন। 'কারণ আমি চেয়েছিলাম সামান্যতম সুযোগও যদি থাকে তা কাজে লাগিয়ে যেন আমার স্বামীকে সুস্থ করে তুলতে পারি। জীবনকে ভালোবাসত টবি, আমি ওর কাছে জীবন ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিলাম। আমি–' ওর গলার স্বর রুদ্ধ হয়ে এলো তবু বলে চলল, 'আমি ওকে নিজে সাহায্য করতে চেয়েছিলাম।'

'আপনার স্বামীর মৃত্যুর দিনে ফিজিওথেরাপিস্ট আপনাদের বাড়ি এসেছিলেন কিন্তু আপনি তাকে ফিরিয়ে দেন।'

'জী।'

'যদিও, এর আগে, মিসেস টেম্পল, আপনি চিকিৎসা চালিয়ে যাবার কথা বলেছিলেন। কেন বলেছিলেন বলবেন কী?'

'কারণটা খুব সহজ। আমার মনে হতো আমাদের ভালোবাসাই শুধু টবিকে সুস্থ করে তুলতে পারবে। আগেরবারও তো পঙ্গুও হয়েছিল...' কথা শেষ করতে পারল না জিল, ভেঙে পড়ল কান্নায়। একটু পরে নিজেকে সামলে নিয়ে কর্কশ কণ্ঠে বলল, 'ওকে আমার জানানো দরকার ছিল ওকে আমি কতটা ভালোবাসতাম, ওকে আবার সুস্থ দেখার কী আকুলতা আমার।'

কোর্টরুমের সবাই সামনের দিকে ঝুঁকে শুনছে জিলের কথা, প্রতিটি শব্দ তাদের বুকে বাঁধছে।

'দুর্ঘটনার দিন সকালে কী ঘটেছিল আমাদেরকে বলবেন কি?'

ঝাড়া এক মিনিট চুপ করে রইল জিল শক্তি সঞ্চয়ের জন্য, তারপর বলতে শুরু করল, 'আমি টবির ঘরে যাই। আমাকে দেখে ও খুশী হয়েছিল বলে মনে হলো। ওকে বলি আমি নিজে ওকে সুইমিংপুলে নিয়ে যাব। বলি ওকে আবার সুস্থ করে তুলব। আমি সাঁতারের পোশাক পরে নিচু খাতে পানিতে ওর সঙ্গে নামতে পারি। আমি বিছানা থেকে ওকে হুইলচেয়ারে তুলতে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছিলাম। তখনই বোঝা উচিত ছিল যে কাজ আমি করতে যাচ্ছি তার জন্য যথেষ্ট তাগত আমার

শরীরে নেই। কিন্তু বিরতি দিইনি আমি। আমি ওকে হুইলচেয়ারে তুলে বসাই এবং সুইমিংপুলে যাবার পথে সারাটা রাস্তা ওর সঙ্গে কথা বলছিলাম। আমি ওকে পুলের ধারে নিয়ে আসি...'

থেমে গেল জিল। কক্ষে পিনপতন নিস্তব্ধতা। আওয়াজ বলতে শুধু সাংবাদিকদের কলমের খসখস শব্দ, তারা শর্টহ্যান্ড প্যাডে দ্রুত লিখছে।

'হুইলচেয়ারের সঙ্গে স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধা ছিল টবির শরীর। আমি স্ট্র্যাপ খুলতে যাচ্ছিলাম। ওই মুহূর্তে আবার বোঁ করে ঘুরে ওঠে মাথাটা। আমি অজ্ঞান হয়ে পানিতে পড়ে যাচ্ছিলাম। আ–আমি নিশ্চয় দুর্ঘটনাক্রমে চেয়ারের ব্রেক রিলিজ করে দিয়েছিলাম। চেয়ারটি পুল দিয়ে গড়িয়ে পড়তে শুরু করে। আমি ওটা ধরতে যাই কিন্তু ওটা টবিকেসহ পানিতে পড়ে যায়।' জিলের গলার স্বর বুজে এলো। 'আমি লাফ মেরে সুইমিংপুলে নেমে পড়ি, টবির স্ট্র্যাপের বাঁধন খুলবার প্রাণপণ চেষ্টা করি। কিন্তু বাঁধনগুলো ছিল ভয়ানক শক্ত। আমি পুল থেকে চেয়ার টেনে তোলার চেষ্টা করি। কিন্তু ওটা– ওটা ছিল খুবই'ভারি...ভীষণ ভারি...' তীব্র শোক লুকাতে এক মুহূর্তের জন্য চোখ বুজল ও। তারপর প্রায় ফিসফিস করে বলল, 'আমি টবিকে বাঁচাতে চেয়েছিলাম বদলে ওকে খুন করে ফেলেছি।'

রায় দিতে জুরিদের তিন মিনিট সময়ও লাগল না : টবি টেম্পলের মৃত্যু হয়েছে দুর্ঘটনায়।

কোর্টরুমের পেছন দিকটায় বসেছিল ক্লিফটন লরেন্স। রায় শুনল। সে নিশ্চিত জিল খুন করেছে টবিকে। কিন্তু এটা প্রমাণ করার কোনো উপায় নেই। পার পেয়ে গেছে জিল।

মামলা ক্লোজড ঘোষণা করা হয়েছে।

একান্ন

আগস্টের রৌদ্রকরোজ্জ্বল এক সকালে, যেদিন টবি টেম্পলের নতুন টেলিভিশন সিরিজ শুরু হবার কথা, সেদিন ফরেস্ট লন-এ ওর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হলো। হাজার হাজার মানুষ এলো টবির এ অনুষ্ঠানে। তাকে শেষ সম্মান জানাতে এলেন অসংখ্য তারকা। এদের মধ্যে অভিনেতা-অভিনেত্রীসহ, প্রযোজক, পরিচালক আছেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট শোকবার্তা পাঠিয়েছেন। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় আছেন গভর্নর, সিনেমা স্টুডিও প্রধানগণ, বৃহৎ কর্পোরেশনের সর্বোচ্চ কর্তাব্যক্তিবর্গ। ভেটেরান অব ফরেন ওয়ারস-এর বেভারলি হিলস শাখার সভাপতি এলেন পুরো ইউনিফর্ম পরে। স্থানীয় পুলিশ এবং দমকল বাহিনী গোটা এলাকায় সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলেছে।

হলিউডের বড় মাপের মানুষদের পাশাপাশি ছোট মাপের মানুষগুলোও এসেছে তাদের প্রিয় তারকাকে শেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে। এদের মধ্যে আছে– প্রপ ম্যান, এক্সট্রা, স্টান্ট ম্যান, ওয়ার্ডরোব মিস্ট্রেস, বেস্ট বয়, গফার, গেফার এবং অ্যাসিস্টান্ট ডিরেক্টরের দল। বিখ্যাত আমেরিকানটিকে শ্রদ্ধা জানানোর অসংখ্য মানুষের ভিড়ে রয়েছে ও'হ্যানলন, রেইংগার, স্যাম উইন্টার্সও।

উপস্থিত আছে ক্লিফটন লরেন্স। সে নাপিতের কাছে গিয়ে চুল ছেঁটে এসেছে। ইস্তিরি করা কাপড় পরেছে। বেশভূষায় পরিবর্তন ঘটালেও চোখ থেকে ব্যর্থ মানুষের চাউনি দূর করতে সমর্থ হয়নি সে। টবিকে নিয়ে অসংখ্য স্মৃতি মনে পড়ে যাচ্ছে তার।

তার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে অ্যালিস ট্যানার। সে-ও টবিকে নিয়ে স্মৃতিচারণ করছে। মনে পড়ছে টবি যেদিন তার অফিসে প্রথম অডিশন দিতে এসেছিল সেই দিনটির কথা। টবি তার কাছ থকে বিদায় নিয়ে সেই যে চলে গিয়েছিল আর ফিরে আসেনি। অবশ্য এ নিয়ে অ্যালিসের মনে এখন কোনো ক্ষোভ নেই।

সম্মান জানাতে এসেছেন আল কারুসোও। আরেকটু বুড়িয়ে গেছেন তিনি, তাঁর সান্তাক্লসের মতো চোখজোড়ায় টলমল করছে অশ্রু। মনে পড়ছে কত ভালো ছেলে ছিল টবি টেম্পল।

এসেছে ডেভিড কেনিয়ন। জিল তাকে আসতে মানা করেছিল। কিন্তু আপত্তি কানে তোলেনি ডেভিড। সে জিলের পাশে থাকতে চেয়েছে। জিল ভেবেছে এখন

আর ডেভিড ওর পাশে থাকলে কোনো ক্ষতি নেই। জিলের অভিনয়পর্ব শেষ হয়েছে। এ জন্য খুব খুশি সে। অভিনয় করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল জিল। তবে যে অগ্নিপরীক্ষার মাঝ দিয়ে তাকে যেতে হয়েছে তার এখন অবসান ঘটেছে এবং এ পরীক্ষার অগ্নিশিখা পুড়িয়ে দিয়েছে তার সমস্ত আঘাত, হতাশা এবং ঘৃণা। হলোকাস্ট বা ধ্বংসযজ্ঞে মৃত্যু ঘটেছে জিল ক্যাসলের, ছাইয়ের ভেতর থেকে পুনর্জন্ম নিয়েছে জোসেফিন যিনস্কি। আবার ওর মনে ফিরে এসেছে শান্তি, সবার প্রতি সে ভালোবাসা অনুভব করছে, এক ধরনের প্রশান্তিতে পূর্ণ অন্তর যে অনুভূতির ছোঁয়া পায়নি সে বহুদিন। এত খুশি জীবনে মনে হয়নি নিজেকে। এই খুশি সবার সঙ্গে ভাগ করে নিতে চায় সে।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনুষ্ঠান শেষ হলো। কেউ একজন হাত ধরে লিমুজিনে নিয়ে এলো জিলকে। গাড়ির সামনে ডেভিডকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল ও। সপ্রশংস দৃষ্টিতে দেখছে জিলকে। তার দিকে তাকিয়ে হাসল জিল। ডেভিড ওর হাত নিজের হাতের মুঠোয় পুরে দুই-একটি কথা বলল। একজন ফটোগ্রাফার ওদের একটা ছবি তুলল।

বিয়ের জন্য মাস পাঁচেক অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল জিল এবং ডেভিড। এর মধ্যে অবশ্য টবি বিষয়ক সমস্ত উত্তেজনা থিতিয়ে এলো জনতার মাঝে। ডেভিড বেশিরভাগ সময় দেশের বাইরে কাটালেও জিলের সঙ্গে সে টেলিফোনে প্রতিদিনই কথা বলল। টবির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার চার মাস বাদে ডেভিড একদিন জিলকে ফোন করে বলল, 'আমি আর তর সইতে পারছি না। আগামী হপ্তায় ইউরোপে যাবো একটা কনফারেন্সে। চলো ব্রিটানি জাহাজে চেপে ফ্রান্সে যাই। ক্যাপ্টেন আমাদের বিয়ে দেবেন। আমরা প্যারিসে হানিমুন করব। তারপর সেখান থেকে তোমার যেখানে খুশি দুজনে মিলে চলে যাব। তুমি রাজি তো?'

'ওহ্, ইয়েস, ডেভিড, ইয়েস!'

বাড়িটির দিকে শেষবার দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে রইল সে, এ বাড়িকে ঘিরে সমস্ত ঘটনা মনে পড়ে যাচ্ছে। মনে পড়ছে এখানে প্রথম ডিনার পার্টির কথা, তারপরে যেসব শানদার পার্টির আয়োজন করা হয়েছিল তার স্মৃতি, এরপর টবির অসুস্থতা এবং তাকে সুস্থ করে তোলার জন্য নিজের প্রাণান্ত পরিশ্রম। এবং তারপর... কত যে স্মৃতি, কত যে স্মৃতি!

এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছে সে উৎফুল্ল চিত্তে।

বাহান্ন

ডেভিডের ব্যক্তিগত জেট বিমান জিলকে উড়িয়ে নিয়ে গেল নিউইয়র্কে, সেখানে একটি লিমুজিন অপেক্ষা করছিল তাকে পার্ক এভিনিউতে রিজেন্সি হোটেলে নিয়ে যাবার জন্য। ম্যানেজার নিজে জিলকে অভ্যর্থনা জানিয়ে পৌঁছে দিল তার জন্য রিজার্ভ করা পেন্টহাউজ সুইটে।

'এ হোটেল আপনার সেবায় নিয়োজিত, মিসেস টেম্পল,' বলল সে।

'মি. কেনিয়ন আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন আপনার যখন যা প্রয়োজন তা যেন পেয়ে যান।'

হোটেলে প্রবেশ করার দশ মিনিট পরে টেক্সাস থেকে ফোন করল ডেভিড। 'সুইটটা আরামদায়ক তো?' জানতে চাইল সে।

'একটু বেশিই আরামদায়ক,' হেসে উঠল জিল। 'এটার পাঁচটি বেডরুম, ডেভিড। এতগুলো শোবার ঘর দিয়ে আমি করবটা কী?'

'আমি ওখানে এখন থাকলে দেখিয়ে দিতাম কীভাবে ঘরগুলো ব্যবহার করতে হয়, বলল ডেভিড।

'খালি কথার জাদু আর কথার জাদু' ঠাট্টা করল জিল। 'তোমার সঙ্গে কখন দেখা হচ্ছে?'

'কাল দুপুরে রওনা হবে ব্রিটানি। এখানে কিছু কাজ এখনো গোছানো বাকি। তোমার সঙ্গে জাহাজে দেখা হবে। আমি হানিমুন সুইটটা রিজার্ভ করেছি। খুশি, প্রিয়তমা?'

'এমন খুশি জীবনে লাগেনি,' বলল জিল। সত্যি কথাটাই বলেছে ও। যে কষ্ট এবং যন্ত্রণা ও অতীতে ভোগ করেছে, সে সব দুঃখের দিন কেটে গিয়ে এখন সুখের দিন এসেছে। তবে সবকিছুই কেমন স্বপ্ন স্বপ্ন মনে হচ্ছে।'

'সকালে একটা গাড়ি আসবে তোমাকে নিয়ে যেতে। তোমাকে বোট টিকেট দেবে ড্রাইভার।'

'আমি রেডি থাকব,' জানাল জিল।

আগামীকাল।

হতে পারে ঘটনার শুরু টবির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় জিল এবং ডেভিড কেনিয়নের হাত ধরে থাকার দৃশ্যটি যে ফটোগ্রাফার ক্যামেরাবন্দি করেছিল এবং পরে ছবিটি একটি নিউজপেপার চেইনের কাছে বিক্রি করে দেয়ার মাধ্যমে। কিংবা বিষয়টা

জানাজানি হয়ে গেছে জিল যে হোটেলে উঠেছিল সেখানকার কোনো কর্মচারী কিংবা ব্রিটানির কোনো ক্রু'র বেফাঁস মন্তব্যের কারণে। সে যেভাবেই হোক, জিল টেম্পলের মতো বিখ্যাত কারও বিয়ের পরিকল্পনা গোপন রাখবার কোনো রাস্তাই ছিল না। তার আসন্ন বিয়ের খবর প্রথম ছাপা হলো অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের বুলেটিনে। তারপর দেশ ছাপিয়ে ইউরোপের খবরের কাগজগুলোতেও ছাপা হলো এ খবর।

খবরটি ছাপা হলো হলিউড রিপোর্টার এবং ডেইলি ভ্যারাইটি পত্রিকাতেও।

কাঁটায় কাঁটায় দশটায় হোটেলের সামনে এসে হাজির হলো লিমুজিন। একজন দারোয়ান এবং তিনজন বেলবয় মিলে গাড়িতে বয়ে নিয়ে এলো জিলের লাগেজ। সকালবেলায় রাস্তায় ট্রাফিক জ্যাম নেই বলে পিয়ের ৯০-তে পৌঁছাতে আধাঘণ্টাও লাগল না।

গ্যাংপ্লাঙ্কে জাহাজের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা অপেক্ষা করছিল জিলের জন্য। 'আপনাকে আমরা আমাদের জাহাজে পেয়ে সম্মানিত বোধ করছি, মিসেস টেম্পল,' বলল সে। 'সবকিছু আপনার জন্য প্রস্তুত রয়েছে। প্লিজ, এই পথে আসুন।'

জিলকে সে প্রোমেনেড ডেক-এ নিয়ে গেল, তারপর বৃহদায়তনের, আলো-বাতাসের প্রাচুর্যে পূর্ণ একটি সুইটে প্রবেশ করল। সুইটটির নিজস্ব টেরেস রয়েছে। ঘরে শোভা পাচ্ছে তাজা ফুল।

'ক্যাপ্টেন আপনাকে তাঁর শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। আজ রাতে ডিনারের সময় আপনার সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করবেন। তিনি আপনাদের বিয়ে দেয়ার জন্য কতটা উদগ্রীব এবং উৎসাহী হয়ে আছেন তা আপনাকে জানাতে বলেছেন।'

'ধন্যবাদ,' বলল জিল। 'আপনি জানেন কি মি. কেনিয়ন জাহাজে উঠেছেন কিনা?'

'আমরা মাত্রই টেলিফোনে একটি মেসেজ পেয়েছি। তিনি এয়ারপোর্ট থেকে রওনা হয়ে গেছেন। তাঁর লাগেজ আগেই এখানে চলে এসেছে। আপনার কোনো কিছু প্রয়োজন হলে অনুগ্রহ করে জানাবেন।'

'ধন্যবাদ,' বলল জিল। 'এ মুহূর্তে আমার কিছুর প্রয়োজন নেই।' ঠিকই বলেছে ও। ওর এখন কোনোকিছুর অভাব নেই। সবকিছুই পেয়ে গেছে। ও এ মুহূর্তে পৃথিবীর সুখীতম মানুষ।

কেবিনের দরজায় নক্ করল কেউ, হাতে ফুল নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করল একজন স্টুয়ার্ড। কার্ডের দিকে তাকাল জিল। মার্কিন প্রেসিডেন্ট পাঠিয়েছেন ফুলের তোড়াটি। অনেক স্মৃতি মনে পড়ে যাচ্ছিল জিলের। জোর করে মন থেকে স্মৃতিগুলোকে দূর করে দিল ও। লাগেজ খুলতে শুরু করল।

মেইন ডেক-এর রেইলিং-এ দাঁড়িয়ে আছে সে। জাহাজে ওঠা যাত্রীদের লক্ষ

করছে। সবাই বেশ স্ফূর্তিতে আছে। কেউ যাচ্ছে ছুটিতে, কেউবা বিদেশে প্রিয়জনের সঙ্গে দেখা করবে। যাত্রীদের মধ্যে দুই-একজন তার দিকে তাকিয়ে হাসল। কিন্তু লোকটি খেয়াল করল না। তার গভীর মনোযোগ গ্যাংপ্লাঙ্কে।

সকাল এগারোটা চল্লিশ মিনিটে, জাহাজ ছাড়ার কুড়ি মিনিট আগে, শোফার চালিত একটি সিলভার শ্যাডো পিয়ের ৯০-তে ঝড়ের গতিতে হাজির হয়ে ব্রেক কষল। গাড়ি থেকে লাফিয়ে নামল ডেভিড কেনিয়ন। ঘড়িতে চোখ বুলিয়ে নিয়ে শোফারকে বলল, 'ঠিক সময়েই এসেছ, ওটো।'

'ধন্যবাদ, স্যার। আপনার এবং মিসেস কেনিয়নের জন্য অত্যন্ত সুখী একটি মধুচন্দ্রিমার জন্য দোয়া করছি।'

'ধন্যবাদ,' গ্যাংপ্লাঙ্কে দ্রুত কদম বাড়াল ডেভিড, সেখানে ওকে টিকেট দেখাতে হলো। জিলকে যে অফিসার তার সুইটে পৌঁছে দিয়েছিল সে ডেভিডকে দেখে এগিয়ে এলো।

'মিসেস টেম্পল আপনার কেবিনে আছেন, মি. কেনিয়ন।'

'ধন্যবাদ।'

ডেভিড কল্পনার চোখে জিলকে ব্রাইডাল সুইটে দেখতে পেল, অপেক্ষা করছে তার জন্য, হৃদপিণ্ডের গতি দ্রুততর হয়ে উঠল। ডেভিড যাবার জন্য পা বাড়িয়েছে, একজন ওর নাম ধরে ডাক দিল, 'মি. কেনিয়ন...'

ঘুরল ডেভিড। রেইলিং ঘেঁষে দাঁড়ানো একটি লোককে দেখতে পেল ওর দিকে হেঁটে আসছে। মুখে হাসি। মানুষজন, যারা সেধে আলাপ করতে চায়, এদেরকে সাধারণত এড়িয়ে চলে সে।

লোকটি একটি হাত বাড়িয়ে দিল। সতর্কতার সঙ্গে লোকটির সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল ডেভিড। 'আমরা কি পরস্পরকে চিনি?' জিজ্ঞেস করল ও।

'আমি জিলের পুরানো এক বন্ধু,' জবাব দিল লোকটি। ডেভিডের পেশীতে ঢিল পড়ল। 'আমার নাম লরেন্স। ক্লিফটন লরেন্স।'

'হাউ ডু ইউ ডু, মি. লরেন্স,' চলে যাবার জন্য ব্যস্ত ডেভিড।

'জিল বলল আপনার সঙ্গে যেন আমি পরিচিত হই,' বলল ক্লিফটন। 'সে আপনাকে একটা সারপ্রাইজ দিতে চায়।'

লোকটির দিকে তাকাল ডেভিড। 'কীরকম সারপ্রাইজ?'

'আমার সঙ্গে আসুন। দেখাচ্ছি।'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করল ডেভিড। 'ঠিক আছে। কিন্তু বেশিক্ষণ লাগবে কি?'

ক্লিফটন লরেন্স তার দিকে তাকিয়ে হাসল। 'একদমই না।'

এলিভেটর চেপে ওরা 'সি' ডেক-এ চলে এলো। তারপর করিডোর পার হয়ে হাজির হলো ডাবল ডোরের একটি ঘরের সামনে। দরজা খুলে ডেভিডকে নিয়ে ভেতরে ঢুকল ক্লিফটন। ডেভিড দেখল ওরা একটি বড়সড়, জনশূন্য প্রেক্ষাগৃহে

প্রবেশ করেছে। ঘুরল সে। বিস্মিত। 'এখানে?'

'জী, এখানে,' হাসল ক্লিফটন।

ক্লিফটন বুথের প্রজেকশনিস্টের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল। প্রজেকশনিস্ট খুবই লোভী প্রকৃতির। তাকে সহায়তা করার জন্য প্রজেকশনিস্টকে দুশো ডলার দিতে হয়েছে ক্লিফটনকে।

'ব্যাপারটা কর্তৃপক্ষ টের পেয়ে গেলে কিন্তু আমার চাকরি থাকবে না,' ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বলেছিল সে।

'কেউ টের পাবে না,' তাকে আশ্বস্ত করেছে ক্লিফটন। 'এটা স্রেফ একটা প্র্যাকটিকাল জোক। আমি যখন আমার বন্ধুকে নিয়ে ভেতরে ঢুকব তখন তুমি দরজা বন্ধ করে দিয়ে ফিল্মটা চালিয়ে দেবে। দশ মিনিট পরেই আমরা বেরিয়ে আসব।'

শেষে রাজি হয়েছে প্রজেকশনিস্ট।

ডেভিড অবাক হয়ে তাকাল ক্লিফটনের দিকে। 'ছবি দেখাতে নিয়ে এসেছেন?'

'ছবিটা দেখুন, মি. কেনিয়ন। দারুণ সারপ্রাইজ পাবেন।' বলল ক্লিফটন।

আইলের ধারে পা ছড়িয়ে বসল ডেভিড। ক্লিফটন তার পাশের আসনটি দখল করল। প্রেক্ষাগৃহের আলো নিভে গেল, পর্দায় ফুটে উঠল ছবি। ক্লিফটনের নজর পর্দায় নয়, সে তাকিয়ে আছে ডেভিডের দিকে। ডেভিডের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করছে।

তেপান্ন

মনে হলো লোহার হাতুড়ি দিয়ে সোলার প্লেক্সাসে কেউ আঘাত করছে। পর্দার অশ্লীল দৃশ্যগুলো স্তম্ভিত হয়ে দেখছে ডেভিড। যা দেখছে মস্তিষ্ক তা মেনে নিতে চাইছে না। জিল, তরুণী জিল, সেই প্রথম যেবার ও মেয়েটির প্রেমে পড়েছিল, সেই মেয়েটি নগ্ন হয়ে শুয়ে আছে বিছানায়। প্রতিটি মানুষকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে ডেভিড। অবিশ্বাসে বোবা সে, দেখছে একটা লোক বিছানায় উঠে এলো এবং পর্দার মেয়েটির মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল তার পুরুষাঙ্গ। মেয়েটি অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে চুষতে লাগল ওটা, এমন সময় দৃশ্যপটে হাজির হলো আরেকটি মেয়ে। সে জিলের দুই পা ফাঁক করে ধরে ওর ভেতরে ঢুকিয়ে দিল জিভ। অসুস্থ লাগছে ডেভিডের। এক মুহূর্তের জন্য ভাবতে ইচ্ছে হলো সে যা দেখছে তা সত্যি নয়, মিথ্যা, ফটোগ্রাফির কারসাজিমাত্র। পর্দার মেয়েটি নকল, কিন্তু জিলের প্রতিটি কর্মকাণ্ড নিখুঁতভাবে তুলে এনেছে ক্যামেরা। এর মধ্যে কোনো ফাঁকিজুকি নেই। মেক্সিকান লোকটাকে এবার দেখাল ক্যামেরা। সে জিলের ওপর উপগত হলো। লাল একটা পর্দা যেন ঢেকে দিল ডেভিডের চোখ। সে পনেরো বছরের কিশোরে পরিণত হলো। দেখছিল তার বোন বেথ বিছানায় মেক্সিকান মালিটার গায়ের ওপর উঠে বসেছে আর গোঙাচ্ছে, ওহ্, গড, আই লাভ ইউ, জুয়ান। কিপ ফাকিং মি। ডোন্ট স্টপ। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ডেভিড, তার প্রিয় বোন অমন কাণ্ড করছে দেখেও বিশ্বাস হচ্ছিল না। অন্ধ রাগে উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল সে, টেবিল থেকে চিঠি খোলার ইস্পাতের ছুরিটা নিয়ে ছুটে গিয়েছিল বোনের দিকে। বেথকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে মালির বুকে ঢুকিয়ে দিয়েছিল ছুরি। তারপর আবার, তারপর আবার। রক্ত ছিটকে দেয়াল রঞ্জিত না হওয়া পর্যন্ত সে থামেনি। বেথ ওদিকে তারস্বরে চেঁচাচ্ছিল, 'ওহ্, গড, না! থাম, ডেভিড! আমি ওকে ভালোবাসি! আমরা বিয়ে করব!' রক্ত ছড়িয়ে পড়েছিল সবখানে। ডেভিডের মা ছুটে এসেছিলেন ঘরে, ডেভিডকে সরিয়ে দিয়েছিলেন অকুস্থল থেকে। পরে ডেভিড শুনেছে কেনিয়ন পরিবারের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু, ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নিকে ফোন করেছিলেন মা। তারা পড়ার ঘরে বসে অনেকক্ষণ কথা বলেন। মেক্সিকানের লাশ নিয়ে যাওয়া হয় কারাগারে। পরদিন সকালে ঘোষণা করা হয় ওই লোক কারাপ্রকোষ্ঠে বসে আত্মহত্যা করেছে। তিন হপ্তা পরে বেথকে পাঠিয়ে দেয়া হয় পাগলাগারদে।

এ মুহূর্তে সেসব দিনগুলোর সব কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল ডেভিডের। যে

মারাত্মক অপরাধ সে করেছিল সে ক্রোধ আবার ফিরে এলো তার মাঝে। স্রেফ উন্মাদ বনে গেল ডেভিড। পাশে বসা লোকটার মুখে প্রচণ্ড এক ঘুসি বসিয়ে দিল। দমাদম মারতেই লাগল সেই সঙ্গে মুখ দিয়ে অর্থহীন সব শব্দ বেরিয়ে আসছে। সে লোকটাকে প্রহার করছে বেথ এবং জিলের জন্য, নিজের একান্ত লজ্জার জন্য। আত্মরক্ষার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলো ক্লিফটন লরেন্স, থামাতে পারল না ঘুষিগুলো। একটি ভয়ানক মুষ্ঠাঘাত তার নাক ভেঙে দিল, হাড় ভাঙার পরিষ্কার শব্দ শুনতে পেল সে। আরেক ঘুষিতে ঠোঁট দুভাগ হয়ে স্রোতের মতো রক্ত গড়াতে লাগল। অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে রইল ক্লিফটন, পরবর্তী আঘাতের জন্য অপেক্ষা করছে। কিন্তু আর হামলা হলো না। ঘরে শুধু তার ফোঁপানির আওয়াজ আর পর্দা থেকে ভেসে আসা শীৎকার ধ্বক্ষনি ছাড়া অন্য কোনো শব্দ নেই।

রুমাল বের করে মুখে চেপে ধরে রক্ত বন্ধ করার চেষ্টা করল ক্লিফটন। রুমাল দিয়ে নাক-মুখ ঢেকে নিয়ে টলতে টলতে প্রেক্ষাগৃহ থেকে বেরিয়ে এলো সে।

চলল জিলের কেবিন অভিমুখে। ডাইনিংরুমের পাশ দিয়ে যাচ্ছে, রান্নাঘরের দোদুল্যমান দরজাটা হঠাৎ হাঁ হয়ে খুলে গেল। ক্লিফটন ভেতরে ঢুকে পড়ল। ব্যস্ত শেফ, স্টুয়ার্ড এবং ওয়েটারদের পাশ কাটাল। বরফ তৈরির একটা যন্ত্র চোখে পড়ল তার। এক খাবলা বরফ তুলে নিয়ে একখণ্ড কাপড়ে পেঁচিয়ে বরফের ছেঁকা দিতে লাগল রক্তাক্ত নাক আর মুখে। রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসছে, সামনেই দেখতে পেল বিয়ের একটি কেক। প্রকাণ্ড কেকটির চূড়োয় চিনির তৈরি ছোট ছোট বর-কনের মূর্তি। ক্লিফটন হাত বাড়িয়ে এক টানে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলল কনের মুণ্ডু তারপর আঙুলের চাপে ওটা পরিণত হলো চিনি আর ক্রিম মাখানো গুঁড়োয়।

তারপর সে চলল জিলের কাছে।

রওনা দিচ্ছে জাহাজ। পঞ্চান্ন হাজার টনের তরীটি জেটি থেকে পিছলে বেরিয়ে যাচ্ছে, তার স্পন্দন টের পেল জিল। ডেভিড এখনও আসছে না কেন ভেবে চিন্তায় পড়েছে সে।

লাগেজ খোলা শেষ করেছে, কেবিনের দরজায় কড়া নড়ে উঠল। এক লাফে দরজার সামনে পৌঁছে গেল জিল, গলা চড়িয়ে ডাকল, 'ডেভিড!' দোর খুলে দিল সে, দু'হাত বাড়িয়ে রেখেছে সামনে।

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে ক্লিফটন লরেন্স, মুখখানা ক্ষত-বিক্ষত, রক্তাক্ত। বাড়ানো হাত নেমে এলো জিলের, কটমট করে তাকাল তার দিকে। 'তুমি এখানে কী করছ? কী-কী হয়েছে তোমার?'

'তোমাকে হ্যালো বলতে এসেছিলাম, জিল।'

লোকটা কী বলছে বুঝতে পারছে না জিল।

'আর ডেভিডের তরফ থেকে মেসেজ দিতে।'

ভুরু কুঁচকে গেল জিলের, এখনও বুঝতে পারছে না কী বলছে এ লোক।

'ডেভিডের তরফ থেকে?'

কেবিনে পা রাখল ক্লিফটন।

একে দেখে নার্ভাস বোধ করছে জিল। 'ডেভিড কোথায়?'

জিলের দিকে ফিরল ক্লিফটন। 'পুরানো দিনে কীরকম ছবি বানানো হতো মনে পড়ে? ভালো লোকদের মাথায় থাকত সাদা হ্যাট আর মন্দ লোকদের মাথায় কালো হ্যাট। আমি ভাবতাম জীবনটা বুঝি ওরকমই। সাদা হ্যাট পরা মানুষরাই সবসময় জিতে যায়।'

'তুমি কী বলছ কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'বাস্তব জীবনটা যে পুরানো ছবিগুলোর মতোই তা জেনে বেশ আমোদ বোধ করছি,' রক্তাক্ত ঠোঁট ফাঁক করে হাসল সে জিলের দিকে তাকিয়ে। 'ডেভিড চলে গেছে। চিরদিনের জন্য।'

অবিশ্বাস নিয়ে তার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল জিল।

এমন সময় দুজনেই টের পেল হঠাৎ থেমে গেছে জাহাজ। বারান্দায় হেঁটে গেল ক্লিফটন, জাহাজের একপাশ দিয়ে তাকাল নিচে। 'এদিকে এসো।'

একটু ইতস্তত করার পরে ক্লিফটনকে অনুসরণ করল জিল। অজানা ভয়ে ধড়ফড় করছে বুক। রেলিং ধরে ঝুঁকল সে। দেখতে পেল অনেকটা নিচে, পাইলট টাগে উঠছে ডেভিড, ছেড়ে চলে যাচ্ছে ব্রিটানি। মাথাটা বোঁ করে উঠল জিলের। রেলিং খাঁমচে না ধরলে হয়তো পড়েই যেত। 'কেন?' অবিশ্বাস ফুটল ওর কণ্ঠে। 'কী হয়েছে?'

জিলের দিকে ফিরল ক্লিফটন। 'আমি ওকে তোমার সিনেমা দেখিয়েছি।'

ক্লিফটন ওর কী সিনেমা ডেভিডকে দেখিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারল জিল। গুঙিয়ে উঠল সে, 'ওহ্, মাই গড। না! প্লিজ, না! তুমি আমাকে ধ্বংস করে দিলে।'

'ভালোই হলো। এখন থেকে তোমার-আমার মধ্যে আর কোনো ফারাক রইল না।'

'বেরোও!' চিৎকার করল জিল! 'বেরিয়ে যাও এখান থেকে!' ক্লিফটনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। লম্বা নখ দিয়ে চিরে দিল মুখ। মুহূর্তে নতুন রক্তাক্ত ক্ষতের সৃষ্টি হলো ক্লিফটনের চেহারায়। গায়ের জোর দিয়ে ওকে মারল ক্লিফটন। প্রচণ্ড ঘুষি খেয়ে ছিটকে পড়ে গেল জিল, তীব্র ব্যথায় চেপে ধরল মাথা।

অনেকক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে রইল ক্লিফটন। ওর এই বিধ্বস্ত চেহারাটাই স্মৃতিতে ধরে রাখতে চায় সে। 'আবার দেখা হবে, জোসেফিন যিনস্কি।'

জিলের কেবিন থেকে বেরিয়ে এলো ক্লিফটন। বোট ডেক ধরে হাঁটছে, রুমাল দিয়ে অর্ধেক আড়াল করে রেখেছে মুখ। ধীর পদক্ষেপ, তার যাত্রীদেরকে দেখছে, খুঁজছে তাজা, সবার থেকে আলাদা কোনো মুখ। বলা তো যায় না এভাবেই হয়তো কোনো নতুন প্রতিভা চোখে পড়ে যেতে পারে। সে আবার কাজে ফিরে যেতে চায়।

কে জানে? ভাগ্য সহায়তা করলে সে হয়তো আরেকজন টবি টেম্পলকে

আবিষ্কার করে ফেলতে পারে।

ক্লিফটন যাবার খানিক পরেই ক্লদ দেসার্দ জিলের কেবিনের সামনে এসে নক করল দরজায়। কোনো সাড়া নেই। যদিও ভেতরে শব্দ শুনতে পাচ্ছিল চিফ পার্সার। একটু অপেক্ষা করে গলা চড়াল সে। মিসেস টেম্পল, আমি ক্লদ দেসার্দ, চিফ পার্সার। আপনার কোনো কাজে আসতে পারি কি?'

জবাব নেই। এবারে দেসার্দের মন কুডাক ডাকতে লাগল। মন বলছে সাংঘাতিক খারাপ কিছু একটা ঘটে গেছে, এবং তা যেভাবেই হোক, এ নারীকে ঘিরেই ঘটেছে। নানান সম্ভব-অসম্ভব চিন্তা ভর করল তার মাথায়। হয় ভদ্রমহিলা খুন হয়েছেন কিংবা কেউ তাঁকে অপহরণ করেছে অথবা– সে দরজা খোলার চেষ্টা করল। দরজায় তালা দেয়া ছিল না। আস্তে ধাক্কা দিতেই খুলে গেল। কেবিনের দূর প্রান্তে দাঁড়িয়ে রয়েছে জিল টেম্পল, পোর্টহোলে চাউনি, দেসার্দের দিকে পেছন ফেরা। কথা বলার জন্য মুখ খুলেছিল দেসার্দ কিন্তু মহিলার পাথর-মূর্তি দেখে কেন জানি থেমে গেল সে। বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইল সে ওখানে দু' এক মুহূর্ত, নীরবে বিতর্ক করল থাকবে নাকি চলে যাবে। এমন সময় অপার্থিব, তীক্ষ্ণ, কাতরাচ্ছে কোনো প্রাণী। জিলের গলা থেকে নিঃসৃত গভীর শোকের সামনে নিতান্তই অসহায় বোধ করল দেসার্দ, আস্তে পিছিয়ে এলো সে, নিঃশব্দে বন্ধ করে দিল কেবিনের দরজা।

কেবিনের বাইরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সে, শুনল ভেতর থেকে ভেসে আসা বুক ফাটা আর্তনাদ, সব হারানোর বেদনার হাহাকার, প্রবল অস্বস্তিবোধ হলো তার, ঘুরে দাঁড়িয়ে মেইন ডেকের প্রেক্ষাগৃহ অভিমুখে পা বাড়াল দেসার্দ।

সেদিন সন্ধ্যায় ক্যাপ্টেনের টেবিলের দুটি আসন শূন্য রইল। খানা খেতে খেতে ক্যাপ্টেন দেসার্দকে তাঁর কাছে আসতে ইঙ্গিত দিলেন। সে দুই টেবিল পরের কম গুরুত্বপূর্ণ যাত্রীদের সঙ্গ দিচ্ছিল। এদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করে দ্রুত চলে এল ক্যাপ্টেনের টেবিলে।

'অহ্, দেসার্দ,' উৎফুল্ল গলায় ডাকলেন ক্যাপ্টেন। তারপর নামিয়ে নিলেন গলার স্বর। 'মিসেস টেম্পল আর মি. কেনিয়নের কী হয়েছে?'

দেসার্দ অন্য যাত্রীদের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে ফিসফিস গলায় জবাব দিল, 'আপনি তো শুনেছেন মি. কেনিয়ন অ্যামব্রোস লাইটশিপে চড়ে চলে গেছেন। আর মিসেস টেম্পল তাঁর কেবিনে আছেন।'

দাঁতে দাঁত ঘষলেন ক্যাপ্টেন। তিনি প্রতিটি পদক্ষেপ মেপে চলা মানুষ, নিজের রুটিনের হেরফের হওয়া মোটেই পছন্দ করেন না। 'ইস! বিয়ের সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন করা হয়েছিল!' বললেন তিনি।

'জানি, ক্যাপ্টেন,' কাঁধ ঝাঁকাল দেসার্দ, কোটরের ভেতরে ঘোরাল চোখের

মণি। 'আমেরিকানদের কথা আর বলবেন না!'

অন্ধকার কেবিনে একটি চেয়ারে জবুথবু হয়ে বসে আছে জিল। তাকিয়ে আছে শূন্যে। শোকে কাতর সে। তবে এ শোক ডেভিড কেনিয়ন, টবি টেম্পল কিংবা নিজের জন্য নয়। শোক করছে সে জোসেফিন যিনস্কি নামে ছোট একটি মেয়ের জন্য। ছোট মেয়েটির জন্য অনেক কিছু করতে চেয়েছিল জিল কিন্তু সে ওর জন্য যে চমৎকার জাদুর স্বপ্নগুলো তৈরি করেছিল তা এখন সব শেষ হয়ে গেছে।

ব্যাখ্যাতীত এক পরাজয়ের বেদনা নিয়ে ওখানে বসে রইল জিল। মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগেও দুনিয়ার অধিশ্বরী ছিল সে, যা চেয়েছিল সব পেয়েছে আর এখন তার কাছে কিছুই নেই। ধীরে ধীরে বুঝতে পারল জিল আবার ফিরে এসেছে সেই মাথাব্যথা। অন্যসব যন্ত্রণা আর বেদনার প্রাবল্যে এ ব্যথাটা এতক্ষণ অনুভূত হয়নি। এখন টের পাচ্ছে প্রবল ব্যথায় ছিড়ে যাচ্ছে মাথা। পা মুড়ে হাঁটু ঠেকালো থুতনিতে, মাতৃগর্ভে ভ্রূণের অবস্থায় বসে রইল। সে বড় ক্লান্ত, ভীষণ পরিশ্রান্ত। ও শুধু এখানে বসে থাকতে চায় আর কিছু ভাবতে চায় না। তাহলে হয়তো ব্যথাটা কমে আসবে, অন্তত এক মুহূর্তের জন্যে হলেও।

চেয়ার ছাড়ল জিল, শরীরটাকে টেনে নিয়ে গেল বিছানায়, শুয়ে পড়ে চোখ বুজল।

এমন সময় বিষয়টি টের পেল সে। বিকট একটা গন্ধের ঢেউ এগিয়ে আসছে ওর দিকে, ওকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরছে, সারা গায়ে আদর করছে। তার কণ্ঠ শুনতে পেল জিল, ডাকছে ওর নাম ধরে। হ্যাঁ, ভাবছে জিল, সত্যি ওকে ডাকছে সে। ঘোরলাগা মানুষের মতো বিছানায় উঠে বসল ও, বেরিয়ে পড়ল কেবিন থেকে, মস্তিষ্কের কণ্ঠটার নির্দেশ মেনে চলতে লাগল।

জিল যখন কেবিন থেকে বেরিয়ে এসেছে তখন রাত দুটো, জনশূন্য ডেক। ও সাগরের দিকে তাকাল। পানি কেটে তরতর করে এগিয়ে চলেছে জাহাজ, খোলের দু'পাশে বাড়ি খাচ্ছে ঢেউ। কণ্ঠটা শোনার পর থেকে মাথাব্যথাটা আরও বেড়েছে জিলের। তবে কণ্ঠটা ওকে চিন্তা করতে মানা করছে, বলছে সব ঠিক হয়ে যাবে। নিচে তাকাও, বলল কণ্ঠ।

পানিতে তাকাল জিল। দেখল কী যেন ভাসছে ওখানে। একটি মুখ। টবির মুখ। হাসছে ওর দিকে তাকিয়ে। কোটরাগত নীল চোখ দুটি ওর দিকে নিবদ্ধ। হু হু করে হিম বাতাস বইতে লাগল, রেইলিং-এর দিকে ঠেলে দিল জিলকে।

'কাজটা বাধ্য হয়ে করেছিলাম আমি, টবি,' ফিসফিস আওয়াজ করল জিল। 'তুমি নিশ্চয় ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছ, তাই না?'

পানিতে ভাসা মাথাটি নড়ল, একবার ডুবে যাচ্ছে আবার ভেসে উঠছে, ওকে তার সঙ্গে যোগ দিতে ইশারা করছে। আরও শীতল হয়ে উঠল বাতাস, গায়ে

কাঁপুনি উঠে গেল জিলের। ভয় পেয়ো না, কণ্ঠটি বলছে ওকে। পানি গভীর এবং উষ্ণ...এখানে আমার সঙ্গে থাকবে তুমি...চিরদিনের জন্যে। চলে এসো, জিল।

এক সেকেন্ডের জন্য চোখ বুজল জিল, পরক্ষণে তাকিয়ে দেখে পরিচিত মুখখানা সেই আগের জায়গাতেই আছে, জাহাজের সঙ্গে তাল রেখে ভেসে চলেছে, বিকৃত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো ভাসছে পানিতে। আমার কাছে এসো, আহ্বান করল কণ্ঠটি।

সামনে ঝুঁকল জিল টবিকে বলতে যে, সে যেন ওকে ছেড়ে চলে যায়, ওকে শান্তিতে থাকতে দেয়, ঠিক তখন আবার ছুটে এলো প্রবল একটি দমকা হাওয়া এবং পরক্ষণে জিল নিজেকে আবিষ্কার করল সে শূন্যে উৎক্ষিপ্ত হয়েছে, ভেসে চলেছে কোমল মখমল রাতের বাতাসে, ব্যালে নর্তকীর মতো বোঁ বোঁ করে ঘুরছে তার শরীর। টবির মুখটি কাছিয়ে এলো দ্রুত, আসছে ওর সঙ্গে মিলিত হতে, টের পেল টবির চলৎশক্তিহীন হাতজোড়া জড়িয়ে ধরেছে ওকে, নিজের সঙ্গে চেপে রেখেছে। তারপর দুজনে একত্রিত হলো সারা জীবনের জন্য।

তারপর শুধু রাতের নরম বাতাস আর অনন্ত সাগর ছাড়া কিছু রইল না।

আর সবকিছুর সাক্ষী হয়ে রইল যেন আকাশের নক্ষত্রপুঞ্জ যেখানে লেখা হয়ে থাকল সবকিছু।
